বসুমতী-সাহিত্য-সিরিজ

বিদগ্ধমাধবনাটক

শ্রীল শ্রীযুক্ত পূজ্যপাদ রূপগোস্বামি-প্রণীত

শ্রীল শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক টীকাসমেত

ভক্তিসিদ্ধান্তবাচস্পতি-উপাধিক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু এম-এ, বি-এল কর্ত্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত

বসুমতী সাহিত্য মন্দির
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

মূল্য—তিন টাকা

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায়
বসুমতী প্রেস,
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

ভূমিকা

শ্রীবিদগ্ধমাধব রচনার ইতিহাস—

শ্রীরূপ গোস্বামী রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রয়াগধামে আসিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত মিলিত হন। ঐ সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবৃন্দাবন হইতে সদ্যঃপ্রত্যাগত—শ্রীবৃন্দাবনের নিত্যকিশোরের অপ্রাকৃত মধুর লীলায় তাঁহার অন্তর-বাহ্য পরিপূর্ণ। ঐ সময়ে যখন তিনি আড়েলে শ্রীল বল্লভ ভট্টের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ত্রিহুতবাসী পণ্ডিত শ্রীল রঘুপতি উপাধ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দেখিতে আসেন। তাঁহার সহিত কথোপকথনে যে তত্ত্ব শ্রীরূপ গোস্বামীর সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীরূপ বুঝিতে পারিলেন যে—

"শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ম্ আদ্য এব পরো রসঃ ॥"

অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ—তাঁহার বিভিন্ন প্রকাশের লীলাক্ষেত্রের মধ্যে মথুরাপুরীই (শ্রীবৃন্দাবন যাহার অন্তর্গত) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং শ্রীকৃষ্ণরূপের কিশোর মূর্ত্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধ্যানের বিষয় আর সকল রসের সারভূত আদ্যরস বা শৃঙ্গার রসই রসের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শুদ্ধ ইহাই নহে, শ্রীল রঘুপতি উপাধ্যায় আরও বলিলেন—

"গোপতিতনয়াকুঞ্জে গোপবধূটীবিটং ব্রহ্ম।"

অর্থাৎ শ্রীযমুনার কূলের কুঞ্জে ক্রীড়মান গোপবধূগণের পরকীয়নায়কাভিমানী শ্রীকৃষ্ণই পরং ব্রহ্ম। শ্রীচৈতন্যদেবই শ্রীল রঘুপতি উপাধ্যায়কে উপলক্ষ করিয়া শ্রীরূপকে এই উপদেশ দিলেন—শ্রীরূপ ইহাই মনে করিলেন। তাহার পরে প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে নির্জ্জনে শ্রীরূপকে

দশ দিন ধরিয়া শ্রীচৈতন্যদেব সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের, ভক্তিতত্ত্বের ও রসতত্ত্বের উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক অবশেষে আদেশ করিলেন—

এই ভক্তিরসের কৈল দিগ্ দরশন।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন॥
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধুপারে॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ১৯শ পরিচ্ছেদ।

ইহার পরেই শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীরূপ শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণলীলা সংক্রান্ত নাটক রচনা করিবেন বলিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন যে, এইরূপে শ্রীবৃন্দাবনেই শ্রীরূপ নাটকের মঙ্গলাচরণ ও নান্দীশ্লোক লিপিবদ্ধ করিলেন। অতঃপর তিনি শ্রীপুরীধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবন হইতে গৌড়দেশের পথে পুরীধামে যাত্রা করিলেন। গৌড়দেশে আসিয়া শ্রীরূপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅনুপমের শ্রীশ্রী৺গঙ্গালাভ হইল। অনুপমের পরলোককৃত্যাদি সমাপ্ত করিবার জন্য শ্রীরূপের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। এই জন্যই শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য ও শ্রীল শিবানন্দ সেনের অধিনায়কত্বে বঙ্গদেশ হইতে যে সকল ভক্ত শ্রীনীলাচলে রথের সময় শ্রীল চৈতন্যদেবকে দর্শন করিতে যাইতেছিলেন, তাঁহাদের সহিত শ্রীরূপ যাইতে পারিলেন না।

শ্রীরূপ একাকী উড়িষ্যার পথে শ্রীকৃষ্ণলীলা সংক্রান্ত নাটক রচনার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে যখন পুরীধামের উদ্দেশ্যে গমন করিতেছিলেন, তখন তিনি উড়িষ্যা দেশের 'সত্যভামাপুর' নামক একটি গ্রামে রাত্রিযাপনের উদ্দেশ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীরূপ রাত্রিতে তথায় অবস্থানকালে স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, এক দিব্যরূপধারিণী নারী আসিয়া বলিতেছেন—"তুমি যে নাটক রচনা করিতেছ, তাহার মধ্যে আমার জন্য একখানি নাটক পৃথক্ করিয়া রচনা কর। আমার কৃপাতে ঐ নাটকখানি বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত হইবে।" শ্রীরূপ বুঝিলেন, শ্রীকৃষ্ণ-সহধর্ম্মিণী

শ্রীসত্যভামা দেবীই স্বপ্নে তাঁহাকে এই আদেশ করিয়া গেলেন। শ্রীরূপ পূর্ব্ব হইতেই ব্রজলীলা ও দ্বারকালীলা এই উভয় লীলা একত্র করিয়া একখানি নাটক রচনা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—শ্রীসত্যভামা দেবীর এই আদেশে তিনি ব্রজলীলা সম্বন্ধে একখানি পৃথক্ নাটক ও শ্রীরুক্মিণী ও সত্যভামাদি শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণের সহিত দ্বারকালীলার একখানি স্বতন্ত্র নাটক রচনা করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। ইহার পরে শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীপুরীধামে ভক্তগণসমন্বিত শ্রীচৈতন্যদেবের পদপ্রান্তে উপনীত হইলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার দ্বিতীয় প্রাণসম শ্রীরূপের জন্য সকল ভক্তগণের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। বিশেষতঃ—

"অদ্বৈত নিত্যানন্দ প্রভু এই দুই জনে।
প্রভু কহে রূপে কৃপা কর কায়মনে॥
তোমা দোঁহার কৃপাতে ইঁহার হয় তৈছে শক্তি।
যাতে বিবরিতে পারে কৃষ্ণ-রসভক্তি॥"

অন্য এক দিন শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—

"কৃষ্ণকে বাহির নাহি কর ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কাঁহাতে॥"

শ্রীরূপ মহাপ্রভুর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া প্রভুর সর্ব্বজ্ঞতা বুঝিতে পারিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি মনে মনে বিচার করিয়া স্থির করিলেন যে,—"পূর্ব্বে শ্রীসত্যভামা দেবী তাঁহার নাটক পৃথক্ ভাবে রচনা করিবার আদেশ করিয়াছেন—এখন শ্রীচৈতন্যদেবও সেই আদেশ করিলেন, তখন দুইখানি নাটক পৃথক্ করিয়া রচনা করিতে আরম্ভ করি।" এই স্থির করিয়া তিনি দুইখানি নাটকের স্বতন্ত্র নান্দী, প্রস্তাবনা, ইত্যাদি রচনা করিয়া পৃথক্ ভাবে দুই খানি নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীরূপ গোস্বামীর লিখিত শ্রীবিদগ্ধমাধব ও শ্রীললিতমাধব নাটক, এই দুইখানি সাধারণ নাটক নহে। এই নাটক দুইখানিতে ব্রজরসের

অতি নিগূঢ় সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ। উপনিষদে 'রসো বৈ সঃ' "তিনিই মূর্ত্তিমান্ রস" বলিয়া যে রসময় ব্রহ্মের ইঙ্গিত করা হইয়াছে—ব্রজলীলায় নন্দনন্দনরূপে সেই রসস্বরূপ ব্রহ্ম পরিপূর্ণতম রূপে প্রকটিত। শ্রীবৃন্দাবনে রসস্বরূপের যে রসময়ী লীলার অভিব্যক্তি, মাধুর্য্যলীলার তাহাই পরিপূর্ণতম উৎকর্ষ। এই বৃন্দাবনে আবার রসোল্লাসের জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরম স্বকীয়া শক্তি শ্রীরাধিকা 'অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়ার দ্বারা পরকীয়ারূপে পরিকল্পিতা। এই রসোল্লাসের পরমোৎকর্ষ সাধনের জন্য এখানে স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দনকেও লীলাশক্তি শ্রীযোগমায়ার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছে। ভাবোৎকর্ষ, প্রেমোৎকর্ষ ও রসোৎকর্ষ দেখাইবার জন্য তিনি যেমন ভাবে শ্রীবৃন্দাবনলীলাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা তাহাতে অবশ ভাবে সেইরূপে ফুটিয়াছেন। নাটক-ব্যাপারে সাধারণতঃ পরকীয়া-সম্ভূত ইতর রস বর্জ্জনীয়; কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধা-গোবিন্দ ও ব্রজবধূগণের সম্বন্ধে সে ব্যবস্থা নহে; যথা

নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া
তদ্গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ।
আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাং
কংসারিণা রসিকমণ্ডলশেখরেণ॥

অর্থাৎ—কবিগণ যে সর্ব্বপ্রধান রস শৃঙ্গাররসে পরকীয়াকে স্বীকার করেন না, তাহা গোকুলবাসিনী পদ্মনয়না গোপাঙ্গনাগণ ব্যতীত; কারণ, রসিকমণ্ডল-শিরোমণি কংসারি শ্রীকৃষ্ণ রসবৈশিষ্ট্যের আস্বাদনের অভিলাষেই সেই সকল গোপাঙ্গনাকে অবতারিত করিয়াছেন।

শ্রীচরিতামৃতকারও বলিয়াছেন—

পরকীয়াভাবে অতিরসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা তাহার অন্যত্র নাহি বাস॥

ভাববৈশিষ্ট্যের ও রসবৈশিষ্ট্যের এই চমৎকারিতা শ্রীগোপীজন-বল্লভের শ্রীবৃন্দাবনলীলাতেই মাত্র বর্ত্তমান। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম

রস-বিচারের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত অধিকারী শ্রীরূপকে শ্রীচৈতন্যদেব সাবধান করিয়া দিবার জন্য বলিয়াছিলেন—

কৃষ্ণকে বাহির নাহি কর ব্রজ হইতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কাঁহাতে॥

তবে কি দ্বারকালীলা শ্রীকৃষ্ণের লীলা নহে? এইখানে রস-বিচারের পারিপাট্যকে শিরোভূষণ করিয়া গোস্বামিগণকে যামলের একটি বচন প্রমাণস্বরূপে উদ্ধার করিয়া বলিতে হইয়াছে—

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি॥

অর্থাৎ—যদুকুলসম্ভূত বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ হইতে ভাববিচারে ও রস-বৈশিষ্ট্যের বিচারে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ পৃথক্‌বৎ প্রতীয়মান হন এবং সে জন্যই অর্থাৎ সেই ভাবচমৎকারিত্ব রক্ষার জন্য গোপরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও গমন করেন না।

ইহা মাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মর্ম্মকথা এ কথা অন্য কেহ স্বীকার করিবেন কেন? এই জন্য ইহাতে বিচার যুক্তি-তর্ক-কর্কশতার বা বাদ-প্রতিবাদের কোনও অবকাশ না দিয়া রস-বৈশিষ্ট্যের দিক্ দিয়া অতি সাবধানে গোস্বামিগণকে এই লীলাবৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে হইয়াছে।

শ্রীল সনাতন-প্রমুখ গোস্বামিগণ এই জন্য ব্রজলীলার যে বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণলীলা—রসিক ও ভাবুক ভক্তশ্রেষ্ঠগণের পরম মনোহারী হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের মতে শ্রীভগবান্ স্বভাবতঃ তিনটি ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন; তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুবৃহৎ ঐশ্বর্য্যময় অশেষবিভূষিতময় শান্ত নিষ্কল নির্ব্বিশেষ যে ভাব, তাহাই তাঁহার ব্রহ্মভাব; আর যে ভাবে তিনি যুগপৎ সর্ব্বপ্রাণীর অন্তর্যামিত্বাদি শক্তি-সমন্বিত, তাহাই তাঁহার পরমাত্ম ভাব; আর এই সমস্ত শক্তিসম্পন্ন হইয়া পরমবিশেষ ভাবে তাঁহার যে আবির্ভাব, তাহাই তাঁহার ভগবত্ত্ব। এই ভাবে পরতত্ত্বের পরিপূর্ণতম প্রকাশই শ্রীভগবান্। বৈষ্ণব

দার্শনিকেরা সূর্য্যের সহিত এই তিনটি প্রকাশের অতি সুন্দর তুলনা দিয়াছেন। আকাশে মহাতেজস্বী সূর্য্য উদিত; সাধারণ মনুষ্যের চক্ষে সূর্য্য একটি প্রকাণ্ড গোলাকার জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ মাত্র। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে আছে, সূর্য্যমণ্ডলরূপে যাঁহার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, তিনি একটি চেতন মূর্ত্তিধারী দেবতা। আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ* এই জন্য আমরা তাঁহার বিগ্রহ দেখিতে পাই না। কিন্তু অধিকতর শক্তিশালী দেবাদি বা সাধকগণ অতীন্দ্রিয় শক্তিবলে সূর্য্যের বিগ্রহকে দেখিতে পাইয়া থাকেন। সেইরূপ অতন্নিরসক জ্ঞানের সাহায্যে সমস্ত প্রাকৃত বস্তুর নিরসন করিতে যাঁহারা সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা সেই পরতত্ত্বের জ্যোতির্ম্ময় রূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎ পাইয়া থাকেন। কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা যে সাধন, সে সাধনের দ্বারা এইরূপ সামান্য ভাবেই (homogenously) পরতত্ত্বের উপলব্ধি হইয়া থাকে। অতঃপর যাঁহারা চিত্তবৃত্তির বহিরভিমুখী গতির নিরোধ করিয়া আপনার অন্তরাত্মাতেই সেই তত্ত্বকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করেন, তিনি সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মরূপে তাঁহার প্রকাশ উপলব্ধি করেন। আর তাঁহারা অন্তরে ও বাহিরে বিরাজমান অথচ অন্তর ও বাহিরের অতিগ সর্ব্বশক্তিমান্ পরতত্ত্বকে উপলব্ধি করিতে চাহেন, বিশুদ্ধ ভক্তিযোগই তাঁহাদের অবলম্বনীয়। এই ভক্তিযোগের প্রভাবেই তাঁহারা এমন শক্তিলাভ করেন যে, যেমন অতিন্দ্রিয় শক্তিশালী দেবতাগণ সূর্য্যকে মূর্ত্তিমানরূপে সাক্ষাৎ করেন, তাঁহারাও সেইরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্‌কে সাক্ষাৎ ভাবে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সেবারসে ডুবিয়া যান। সর্ব্বশক্তিময় শ্রীভগবানই রসিক ভক্তগণের উপাস্য। ভগবানের শক্তিগণের মধ্যে আবার তিনটি শক্তিই প্রধান। এই তিন শক্তির

---

* যাঁহারা বলেন যে, মানবের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হইলেও দূরবীক্ষণাদি যন্ত্রের সাহায্যে সেই দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেই যন্ত্রাদি সাহায্যে সূর্য্যদেবতার মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না কেন ? তাঁহাদের কথার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, ঐ সমস্ত যন্ত্রাদির শক্তিও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, নানা বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণ তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন।

নাম যথাক্রমে—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

সন্ধিনীর সার অংশ—'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥
মাতাপিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার॥
কৃষ্ণের ভগবত্তা-জ্ঞান—সম্বিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥

হ্লাদিনী রসময়ী বা আনন্দময়ী শক্তি। এই হ্লাদিনী শক্তির সার প্রেম, আর প্রেমের সার ভাগের নাম ভাব, এই ভাবেরই পরাকাষ্ঠা—মহাভাব। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অন্তরঙ্গা শক্তিরূপা শ্রীরাধাই এই মহাভাবস্বরূপা। বৈকুণ্ঠধামের শ্রীলক্ষ্মীদেবী, শ্রীদ্বারকাপুরীর মহিষীগণ এবং ব্রজলীলার গোপীগণ—শ্রীভগবানের এই ত্রিবিধ কান্তাগণের বিস্তৃতিও শ্রীরাধিকা হইতে। সর্ব্ব-অবতারের অবতারী শ্রীকৃষ্ণ যখন যে ভাবে প্রকাশ হন, তাঁহার অভিন্নস্বরূপা শ্রীরাধিকা হইতে তখন সেই ভাবে তাঁহার শক্তি আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। যথা শ্রীচরিতামৃতে—

লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব বিলাসাংশরূপ।
মহিষীগণ বৈভব বিলাসস্বরূপ॥
আকার-স্বভাব-ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ॥
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥
তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব রস ভেদে।
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক লীলাস্বাদে॥
গোবিন্দানন্দিনী রাধা—গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দ-স্বর্বস্ব—সর্ব্বকান্তাশিরোমণি॥

শ্রীচৈঃ, চ। ১।৪

ব্রজধামেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ মাধুর্য্যময় বিগ্রহরূপে প্রকাশমান এবং তত্ত্বতঃ তাঁহা হইতে অভিন্ন; কিন্তু লীলারসপুষ্টির জন্য নিজকায়-ব্যূহরূপা গোপবধূগণের সহিত স্বতন্ত্ররূপে প্রতীয়মানা তাঁহার নিত্যা শক্তি শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীব্রজধামে তিনি নানাবিধ লীলায় নিত্য নিযুক্ত। শ্রীচৈতন্যদেব-প্রকাশিত শুদ্ধভক্তিরাজ্যের অধীশ্বর শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন শ্রীকৃষ্ণলীলার এই অতি গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিবার জন্যই শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি ও বিদগ্ধমাধব-প্রমুখ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকে এই শুদ্ধ মাধুর্য্যরসপরিপূর্ণ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যলীলারসের বিস্তার-সাধন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব নিজেই এই অপূর্ব্ব মাধুর্য্যপূর্ণ নাটক সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"মধুর প্রসন্ন ইহাঁর কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার॥"

শ্রীবিদগ্ধমাধব রচনার কাল

গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ংই গ্রন্থশেষে এই গ্রন্থ প্রণয়নের কাল সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

নন্দসিন্ধুরবাণেন্দুসংখ্যে সংবৎসরে গতে।
বিদগ্ধমাধবং নাম নাটকং গোকুলে কৃতম্॥

অর্থাৎ ১৫৮৯ সম্বৎ গত হইলে গোকুলে বিদগ্ধমাধব নাটক রচনা সমাপ্ত হয়। এই গণনায় ১৪৫৪ শক গত হইলে অর্থাৎ ১৪৫৫ শকে বা ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে এই নাটকখানি সমাপ্ত হয়। ঐ বৎসর শ্রীমন্মহাপ্রভু লীলাসংবরণ করেন। কিন্তু ইহার বহু পূর্ব্বেই শ্রীবিদগ্ধমাধব ও শ্রীললিত-মাধব নাটকের রচনা আরম্ভ হয়, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সম্ভবতঃ শ্রীরূপ গোস্বামী ১৪৩৮ শকাব্দে বা তাহার নিকটবর্ত্তী সময়ে পুরীধামে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। ঐ সময়ে তিনি সিদ্ধ বকুল মঠে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নিকট অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময়ই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাকালে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে

আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিবার সময়ে "যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরঃ" এই চরণে আরম্ভ করিয়া কাব্যপ্রকাশের শিলাভট্টারিকায় রচিত সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকটি গান করেন। শ্রীরূপ মহাপ্রভু কি ভাবে এই শ্লোকটি গান করেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার মনোভাব লইয়া শ্রীরাধিকার উক্তিরূপে—"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ" নামক সুবিখ্যাত শ্লোকটির রচনা করিয়া তাঁহার রসজ্ঞতার পরীক্ষা প্রদান করেন। ঐ সময় শ্রীরূপ শ্রীসত্যভামাদেবীর স্বপ্নাদেশ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপাদেশে শ্রীরাধা-গোবিন্দের ব্রজলীলা ও পুরলীলা বর্ণন করিয়া দুইখানি নাটক রচনা করিতেছিলেন। ঐ সময় এক দিন মহাপ্রভু সিদ্ধ বকুলমঠে আগমন করিলেন। তখন শ্রীহরিদাস নামজপ করিতেছিলেন এবং শ্রীরূপ নাটক লিখিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব আসিলেই উভয়ে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, তখন শ্রীচৈতন্যদেব কি "পুঁথি লিখিতেছ?" বলিয়া শ্রীরূপ যে পুস্তক লিখিতেছিলেন, তাহা হইতে একটি পত্র লইয়া পড়িতে লাগিলেন—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥*

পদ্যানুবাদ যথা—

মুখে লইতে কৃষ্ণনাম নাচে তুণ্ড অবিরাম
আরতি বাঢ়য়ে অতিশয়।
নাম-সুমাধুরী পাঞা ধরিবারে নারে হিয়া
অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয় ॥
কি কহিব নামের মাধুরী!

---

* মূল নাটকের প্রথম অঙ্কেই এই শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে আমরা শ্রীল যদুনন্দন ঠাকুর এই শ্লোকটির সুমধুর পদ্যে যে ভাবানুবাদ করিয়াছেন, তাহাই প্রদান করিলাম।

কেমন অমিয়া দিয়া কে জানি গড়িল ইহা
কৃষ্ণ এই দু'আখর করি ॥ ধ্রু ॥
আপন মাধুরী গুণে আনন্দ বাঢ়ায় কাণে
তাতে কালে অঙ্কুর জনয়ে।
বাঞ্ছা হয় লক্ষ কাণ যবে হয় তবে নাম
মাধুরী করিয়ে আস্বাদনে ॥
কৃষ্ণ দু'আখর দেখি জুড়ায় তপত আঁখি
অঙ্গ দেখিবারে আঁখি যায়।
যদি হয় কোটি আঁখি তবে কৃষ্ণরূপ দেখি
নাম আর তনু ভিন্ন নয় ॥
চিত্তে কৃষ্ণ নাম যবে, প্রবেশ করয়ে তবে
বিস্তারিত হৈতে হয় সাধ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করে অতি আহ্লাদন
নামে করে প্রেম-উনমাদ ॥
যে কাণে পরশে নাম, সে তেজয়ে আন কাম
সব ভাব করয়ে উদয়।
সকল মাধুর্য্যস্থান সব রস কৃষ্ণনাম
এ যদুনন্দন দাস কয় ॥

এই নামমাধুর্য্য ব্যঞ্জক অপূর্ব্ব শ্লোকটি শ্রবণ করিয়া নামরসরসিক শ্রীল হরিদাস ঠাকুর আনন্দে আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—

"কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্র সাধু মুখে জানি।
নামের মাধুরী ঐছে কাঁহা নাহি শুনি ॥"

অন্য এক দিন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, রামানন্দ রায় এবং স্বরূপাদি সহচরগণের সহিত শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজনকুটীরে আগমন করিলেন এবং শ্রীরূপকে তাঁহার নাটকের শ্লোক পড়িতে আদেশ করিলেন। মহাপ্রভু পার্ষদগণকে লইয়া পিণ্ডার উপরে বসিলেন এবং শ্রীরূপ ও হরিদাস মহাপ্রভুর অনুরোধ সত্ত্বেও পিণ্ডার উপরে না

বসিয়া অতি বিনীত ও নম্রভাবে পিণ্ডার নিম্নে উপবেশন করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশে শ্রীরূপ পূর্ব্বোক্ত নামমাহাত্ম্যব্যঞ্জক শ্লোকটি পড়িলে সকলেই বলিতে লাগিলেন—"নামমহিমার অসংখ্য শ্লোক শুনিয়াছি, কিন্তু নামমাধুর্য্যের এরূপ বর্ণনা আর কোথাও শুনি নাই।" শ্রীরামানন্দ রায় বলিলেন—"তুমি কোন্ গ্রন্থ লিখিতেছ, যাহার মধ্যে এমন সিদ্ধান্তপূর্ণ শ্লোক রহিয়াছে?" শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী কহিলেন—"ইনি শ্রীকৃষ্ণলীলার নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া ব্রজলীলা ও পুরলীলা একত্র বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন মহাপ্রভুর আজ্ঞা পাইয়া—এই দুই লীলা পৃথক্ করিয়া ব্রজলীলার বিদগ্ধমাধব ও পুরলীলার ললিতমাধব নামে দুইখানি স্বতন্ত্র নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই দুই খানি নাটকেই অদ্ভুত প্রেমরসের বর্ণনা করিয়াছেন।"

অতঃপর রসশাস্ত্রে ও নাট্যশাস্ত্রে পরমপণ্ডিত "শ্রীজগন্নাথবল্লভ" নাটকের গ্রন্থকার শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধব নাটকের নান্দীশ্লোক, আমুখের পাত্র সন্নিধানের শ্লোক, প্ররোচনা, প্রেমোৎপত্তির কারণ, ভাবের স্বভাব, প্রেমের লক্ষণ, মুরলীর প্রভাব, শ্রীবৃন্দাবনের ও শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার বর্ণনা-বিষয়ক শ্লোক এক একটি করিয়া শুনিতে লাগিলেন। অবশেষে ললিতমাধব নাটকেরও প্রধান শ্লোকগুলি বিচার করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামীর কবিত্বের, প্রেমসিদ্ধান্তের ও বর্ণনার চমৎকারিত্বের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনা ঘটিবার বহু পরে শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী এই নাটক দুইখানি সমাপ্ত করেন। অতএব দেখা গেল, ১৪২৮ শকে এই নাটক দুইখানির রচনা আরম্ভ হইলেও যথাক্রমে ১৪৫৫ ও ১৪৫৯ শকে এই নাটক দুইখানির রচনা সমাপ্ত হয়।

বিদগ্ধমাধব নাটকের বৈশিষ্ট্য

শ্রীরূপ গোস্বামীর পূর্ব্বেও বহু কবি শ্রীরাধাগোবিন্দলীলাকে অবলম্বন করিয়া বহু প্রবন্ধ, গীতিকাব্য ও নাটকাদি রচনা করিয়াছেন; কিন্তু ভাব-বৈচিত্র্যে, সূক্ষ্ম রসবিচারে ও অপূর্ব্ব কবিত্বে শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধব নাটক

তাহাদিগের মধ্যে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। শ্রীরূপের নাটকাবলী ও উজ্জ্বলনীলমণি নামক গ্রন্থই বঙ্গদেশে উত্তরকালে যত পদকর্ত্তা আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রায় সকলেরই উপজীব্য। কবিত্ব হিসাবে ব্যাবহারিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে কালিদাসের কবিত্ব যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আধ্যাত্মিক প্রেমরসপূর্ণ সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রীরূপ গোস্বামীর কবিত্বও সেইরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ কথা আমাদের দেশের নিরপেক্ষ প্রতিভাবান্ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন ও করিতেছেন। প্রাচীন অলঙ্কারের ও নাটকরচনার রীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শ্রীরূপ ভক্তি ও প্রেমরসের যে অমৃত এই নাটকখানির দ্বারা পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরকাল বাঙ্গালী জাতিকে আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে অমর করিয়া রাখিবে। অধুনা প্রাচীন রীতিতে কবিত্ব ও রসবিচারের ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, এই জন্য আমরা আধুনিক কবিত্বের ও রসবিচারের দিক্ হইতে নিতান্ত সাধারণ ভাবে এই নাটকের দুই একটি স্থানের মাধুর্য্য আস্বাদনের চেষ্টা করিতে যাইয়া যে অনধিকার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইব, ভরসা করি, দেশকালপাত্রজ্ঞ মনীষী পণ্ডিতগণ আমাদের সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীরূপের শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ—

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীল্যতে প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥

অর্থাৎ নায়ক ও নায়িকার মিলনের পূর্ব্বে দর্শন ও শ্রবণাদিজনিত যে রতি প্রকাশ পায়, রসিক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহাকেই পূর্ব্বরাগ বলিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, এই পূর্ব্বরাগই প্রেমোৎপত্তির প্রথম অবস্থা।

শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকে শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণের নাম, বংশীধ্বনি ও চিত্র-দর্শন জনিত এই পূর্ব্বরাগের অতি সুন্দর বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীবিদগ্ধমাধবের দ্বিতীয় অঙ্কে শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগের এই সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম চিরদিন আত্মাতে অবস্থিত থাকে, কিন্তু উদ্দীপনার কারণ ঘটিলেই ইহা শুদ্ধসত্ত্বাত্মক আধারে অতিশয়

উজ্জ্বল ভাবেই প্রকাশিত হয়। এই হইল জীবগত প্রেমের কথা। আর শ্রীকৃষ্ণের পরমান্তরঙ্গ শক্তি শ্রীরাধিকাতে এই প্রেম যখন প্রকাশিত হয়, তখন তাহার ঔজ্জ্বল্য ও গতিবেগ যে কত শক্তিশালী, সাধারণ জীবের তাহা ধারণা করিবারও শক্তি নাই। কিন্তু পরম করুণাময় শ্রীরাধাগোবিন্দ জীবকে এই প্রেমের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য—প্রেমিক ভক্তকে কৃতার্থ করিবার জন্য সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের দ্বাপর যুগে অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনধামের সহিত জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীরাধিকারই কায়ব্যূহরূপা অংশস্বরূপা সখীগণই এই প্রেমের স্বরূপ-বিস্তারে সহায়তা করিয়া থাকেন। এই সখীর সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

"রাধাকৃষ্ণ লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্যবাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যেই তাঁরে করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা—সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥
সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণ সহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটিসুখ পায়।
রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণ প্রেম কল্পলতা,
সখীগণ হয় তার পল্লবপুষ্পপাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজসেক হইতে পল্লবাদ্যের কোটিসুখ হয়॥

* * * *

সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম॥"

—মধ্য। ৮ম পরিচ্ছেদ।

গ্রন্থকার বিদগ্ধমাধব নাটকে ললিতা ও বিশাখা এই দুই সখীর উক্তি-প্রত্যুক্তির দ্বারা নাটকখানির সৌন্দর্য্য ও সরলতা যথেষ্টরূপে বৃদ্ধি করিয়াছেন। শ্রীরাধিকার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হইয়াছে; কিন্তু এই পূর্ব্বরাগের বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনিয়াই তাঁহার প্রতি মন আকৃষ্ট হইয়াছে, আবার শ্রীবৃন্দাবনের বন হইতে মুরলীধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই মুরলীবাদকের প্রতি মন ধাবিত হইয়াছে, আবার চিত্রপটে সুন্দর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়—নাম, বংশীধ্বনি ও রূপ যে এক জনেরই, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। পরন্তু তিনি এই তিন জনকে স্বতন্ত্র পুরুষ কল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন। যখন ললিতা ও বিশাখা শ্রীরাধিকার মনের কথা জানিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীমতী বলিলেন—

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদপরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী॥ *

"সখি! আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে, এক দিন এক জনের "কৃষ্ণ" এই নামের অক্ষর দুইটি আমার কর্ণবিবরে প্রবেশ করায় আমার মন ব্যাকুল

---

* সুবিখ্যাত পদাবলীকার শ্রীগোবিন্দদাস এই শ্লোকটিকে অবলম্বন করিয়া একটি সুন্দর পদ রচনা করিয়াছেন। যথা:—

সজনি! মরণ মানিয়ে বহুভাগি।
কুলবতী তিন পুরুষে ভেল আরতি
জীবন পিয় সুখ লাগি॥ ধ্রু

হইয়া পড়িল, অন্ত এক দিন অন্ত এক পুরুষের মধুর অস্ফুট বংশীধ্বনি শুনিয়াই আমি আনন্দে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছি, আবার আর এক দিন নবঘনকান্তি এক পুরুষকে চিত্রপটে দেখিবামাত্র সেই মূর্ত্তি আমার চিত্তে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া গেল; এইরূপ যুগপৎ তিনটি পুরুষে আমার মন আকৃষ্ট হইল—ইহা নিতান্ত লজ্জা ও কষ্টের কথা—ইহা অপেক্ষা আমার মরণই ভাল ছিল।"

এই পূর্ব্বরাগের চিত্র বাস্তবিকই অভূতপূর্ব্ব এবং অলৌকিক। নামের শক্তিতে বা বংশীধ্বনির শক্তিতে হৃদয়ে এইরূপ গাঢ় অনুরাগের উদয়ের কথা পূর্ব্বে কখনও জানা যায় নাই। ইহা মৌলিক রীতির সীমার বাহিরে অবস্থিত। শ্রীগোবিন্দের প্রতি এইরূপ প্রীতি একমাত্র রাধিকার পক্ষেই সম্ভবপর। ললিতা ও বিশাখা তখন বলিলেন—"তোমার স্থায় রমণীর পক্ষে গোকুলেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্ত কোনও পুরুষে অনুরাগ কখনও সম্ভব নহে; তুমি যাহার নাম শুনিয়াছ, যাহার বংশীধ্বনি শুনিয়াছ ও চিত্রপটে রূপ দেখিয়াছ—সেই তিন জন ভিন্ন পুরুষ নহেন—তিনি রসিকেন্দ্রশেখর ব্রজরাজনন্দন শ্রীগোবিন্দ।"

সান্দীপনি মুনির মাতা বৃদ্ধা পৌর্ণমাসী দেবী দেবর্ষি নারদের প্রিয় শিষ্যা। ইনি শ্রীযোগমায়াদেবীরই অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহারই

পহিলে শুনলুঁ হাম শ্যাম দুই আখর
তৈখন মন চুরি কেল।
না জানিয়ে কোঐছে মুরলী আলাপই
চমকই শ্রুতি হরি নেল॥
না জানিয়ে কোঐছে পটে দরশয়লি
নব জলধর যিনি কাঁতি।
চকিত হইয়া হাম যাঁহা যাঁহা ধাইয়ে
তাঁহা তাঁহা রোধয়ে মাতি॥
গোবিন্দদাস কহয়ে শুন সুন্দরি
অতএ করহ বিশোয়াস।
ষাকর নাম মুরলীরব তাকর
পটে ভেলসো পরকাশ॥

অঘটন-ঘটনপটীয়সী শক্তিতেই শ্রীবৃন্দাবনলীলার চমৎকারিত্ব সম্পাদিত হয়। ইনিই শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই প্রবল অনুরাগ দমন করিবার চেষ্টার ফলে এই অনুরাগ যে বৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং এই অনুরাগ যোগিগণের ও মুনিগণের চিরবাঞ্ছিত ধন, তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন—

প্রত্যাহৃত্য মুনিঃ ক্ষণং বিষয়তো যস্মিন্ মনো ধিৎসতে
বালাসৌ বিষয়েষু ধিৎসতি ততঃ প্রত্যাহরন্তি মনঃ।
যস্য স্ফুর্ত্তিলবায় হন্ত হৃদয়ে যোগী সমুৎকণ্ঠতে
মুগ্ধেয়ং কিল পশ্য তস্য হৃদয়ান্নিষ্ক্রান্তিমাকাঙ্ক্ষতি ॥

অর্থাৎ—আশ্চর্য্য দেখ, মুনিগণ বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া মনকে ক্ষণকালের নিমিত্ত যে শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করাইতে ইচ্ছা করেন, এই বালা কি না তাঁহা হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বিষয়াদিতে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছে। হায়! যোগিগণ হৃদয়মধ্যে যাঁহার স্ফুর্ত্তি-লেশের নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকেন, এই মুগ্ধা কি না তাঁহাকে হৃদয় হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য অভিলাষ করিতেছেন!

শ্রীকৃষ্ণানুরক্তি বহু জন্মের বহু সাধনার ফলেই জন্মিয়া থাকে, কিন্তু শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণানুরক্তি স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও স্বাভাবিক। শ্রীমতী সেই অতি-দুর্ল্লভ শ্রীকৃষ্ণানুরক্তিকে পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা দেখান হইয়াছে। এবং তৎসঙ্গে তাঁহার হৃদয় হইতে যে এই নিত্যসিদ্ধ অনুরাগ কিছুতেই অপগত হইবার নহে, তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রকাশিত হইয়াছে।

অতঃপর এই নাটকে শ্রীবৃন্দাবনের মাধুর্য্যবর্ণনায় শ্রীরূপ কিরূপ অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে। যথা—

বৃন্দাবনং দিব্যলতাপরীতং
লতাশ্চ পুষ্পস্ফুরিতাগ্রভাজঃ।
পুষ্পাণি চ স্ফীতমধুব্রতানি
মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বলিতেছেন—হে সখে! এই বৃন্দাবন দিব্য-লতার দ্বারা পরিবেষ্টিত, সেই লতাগুলিরও অগ্রভাব আবার কুসুমস্তবকে সুশোভিত, আবার সেই কুসুমাবলীতে মধুকরগণ আনন্দে মধু পান করিতেছে এবং সেই মধুকরগণও আবার মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতে মত্ত।

ক্বচিদ্ভৃঙ্গীগীতং ক্বচিদনিলভঙ্গীশিশিরতা
ক্বচিৎ বল্লীলাস্যং ক্বচিদমলমল্লীপরিমলঃ।
ক্বচিদ্ধারাশালী করকফলপালীরসভরো
হৃষীকাণাং বৃন্দং প্রমোদয়তি বৃন্দাবনমিদং॥

অর্থাৎ—এই বৃন্দাবনের কোনও স্থলে মধুকরীগণের সুমধুর গীত শ্রুত হইতেছে, কোনও স্থানে শীতল বায়ু নানাবিধ ভঙ্গিমায় ক্রীড়া করিতেছে, কোথাও বা লতাগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে, কোথাও বা পক্ক দাড়িম্ব ফলসম্ভারের রসপ্রবাহ বিরাজিত—এই প্রকারে এই বৃন্দাবন আমার ইন্দ্রিয়গণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিদগ্ধমাধবের প্রথমাঙ্কের এই শ্লোকটি ভাবগাম্ভীর্য্যে ও ভাষার ধ্বনির জন্য সুবিখ্যাত :—

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্ মুহুস্তুম্বুরুং,
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মাপয়ন্ বেধসং।
ঔৎসুক্যাবলিভির্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ॥

অনুবাদ :—"জলধরের গতিরোধ করিয়া, পুনঃ পুনঃ গন্ধর্ব্বরাজ তুম্বুরুর চমৎকারিত্ব সম্পাদন করিয়া, সনন্দনাদিকে ধ্যান হইতে বিচ্যুত করিয়া, বিধাতার বিস্ময়োৎপাদন করিয়া, ঔৎসুক্যাবলীর দ্বারা বলি-রাজের চঞ্চলতা সম্পাদন করিয়া, নাগরাজ বাসুকিকে আঘূর্ণিত করিয়া এবং ব্রহ্মাণ্ড কটাহের আবরণের ভিত্তি ভেদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে।"

ঐশ্বর্য্যকে মাধুর্য্যের অনুগত করিয়া বংশীধ্বনির এই যে মহিমা খ্যাপন করা হইয়াছে—ইহাতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহিমারও

পরোক্ষ প্রতীতি ঘটিতেছে—এই জন্য এই শ্লোকটি ব্যঞ্জনা গুণেও অসাধারণ। ফলতঃ শ্রীবিদগ্ধমাধব ও শ্রীললিতমাধব—এই দুইখানি নাটকেই শ্রীরূপ গোস্বামীর কবিত্ব-প্রতিভা পরিপূর্ণরূপে স্ফুরিত হইয়াছে। নাট্যামোদী ও কাব্যামোদী ভক্ত রসিকগণ এই জন্যই এই দুইখানি নাটকের বিশেষরূপে সমাদর করিয়া থাকেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধিকার রূপবর্ণনা সম্বন্ধে শ্রীরূপের বৈশিষ্ট্য বাস্তবিকই আস্বাদনের যোগ্য।

শ্রীরাধার দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের সকলই মধুর,—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের সার ভাগের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি নির্ম্মিত। তাই তিনি বলিতেছেন—

"নবমনসিজলীলাভ্রান্তনেত্রান্তভাজঃ
স্ফুটকিশলয়ভঙ্গী সঙ্গিকর্ণাঞ্চলস্য।
মিলিতমৃদুলমৌলেমালয়া মালতীনাং
মদয়তি মম মেধাং মাধুরী মাধবস্য॥

অনুবাদ—নবকন্দর্পের লীলাবশতঃ যাঁহার নেত্রান্ত চারি দিকে ভ্রমণশীল, যাঁহার কর্ণপ্রান্তে স্ফুটকিশলয়ের ভঙ্গিতে কর্ণভূষণ বিরাজ করিতেছে, এবং যাঁহার মালতীমালা দ্বারা মৃদুল মস্তকভূষণ শোভা পাইতেছে, সেই মাধব-মাধুরী আমার মেধাকে বা বুদ্ধিবৃত্তিকে মত্ত করিয়াছে।

এই শ্লোকটিতে শব্দালঙ্কারের এবং অর্থালঙ্কারের ধ্বনির চমৎকারিতা সুপরিস্ফুট। শ্লোকটির তৃতীয় ও চতুর্থপাদের সমস্ত শব্দই "ম" কারে আরম্ভ হওয়ায় রচনাচাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীরাধিকার রূপবর্ণনায় কবি বলিতেছেন—

বলাদক্ষ্ণোর্লক্ষ্মীঃ কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনমুল্লঙ্ঘয়তি চ।
দশাং কষ্টামষ্টাপদমপি নয়ত্যাঙ্গিকরুচি-
র্বিচিত্রং রাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং বিলসতি॥

অনুবাদ—শ্রীরাধিকার নেত্রশোভা এমন সুন্দর যে, উহা দ্বারা বল-পূর্ব্বক নবীন নীলপদ্মকে কবলিত করিয়া ফেলিয়াছে, মুখশোভা এমন প্রফুল্ল যে, উহা দ্বারা প্রস্ফুটিত কমলবনকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, আর অঙ্গকান্তি এমন সুন্দর যে, উহা দ্বারা স্বর্ণের বর্ণও মলিন বলিয়া বোধ হওয়ায় স্বর্ণ কষ্টপূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু এত বলিয়াও শ্রীরাধিকার রূপের বর্ণনা উপযুক্ত হইল না—শ্রীরাধাতে এরূপ কি অনির্ব্বচনীয় বিচিত্র রূপ বিরাজ করিতেছে।

ভাষার দ্বারা যত দূর বর্ণনা করা যায়, তাহা করা হইয়াছে; কিন্তু তথাপি তাহাতে আশা মিটে নাই—ইহাতে যেন কিছুই বর্ণনা করা হইল না—"বিচিত্র কি একরূপ" যে রাধাতে বিরাজ করিতেছে অর্থাৎ তাহা অনির্ব্বচনীয়—এই কথা বলিয়া কবি রূপবর্ণনার চরম উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়া কবিত্বকলার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

এতাদৃশী শ্রীরাধিকা—তাঁহার বিরহে শ্রীকৃষ্ণের ত্রিজগৎ রাধিকাময় বলিয়া মনে হইতেছে, মিলনের উৎকণ্ঠায় তিনি চতুর্দ্দিক্ রাধিকাময় দেখিতেছেন, শ্রীরূপ ইঁহার বর্ণনামুখে বলিতেছেন—

রাধা পুরঃ স্ফুরতি পশ্চিমতশ্চ রাধা
রাধাধি সব্যমিহ দক্ষিণতশ্চ রাধা।
রাধা খলু ক্ষিতিতলে গগনে চ রাধা
রাধাময়ী মম বভূব কুতস্ত্রিলোকী॥

বিদগ্ধমাধব রসময় কবিত্বের উৎস, শব্দালঙ্কারে ও অর্থালঙ্কারে পরিপূর্ণ। মহাকবি শ্রীরূপ গোস্বামীর এই রসময় কবিত্বের উপলব্ধি করিবার শক্তি আমাদের নাই। বিশেষতঃ প্রাচীন কাব্যালঙ্কারে আধুনিকগণের মনের পরিতোষ সাধন করিতে পারে না, তথাপি যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা—শ্রীভগবান্ ও তাহার আনন্দময়ী পরাশক্তির লীলা বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারাই এই অপূর্ব্ব অপ্রাকৃত রসপূর্ণ নাটকখানি আলোচনা করিবার অধিকারী—এবং তাঁহারাই ইহার অপরূপ রসসম্ভারের আস্বাদনে কৃতার্থ হইবেন। কিন্তু যাঁহারা গোস্বামিগণের প্রদর্শিত পথানুসরণে এই নাটক দুইখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে বুঝিতে চাহেন,

তাঁহাদিগকে শ্রীরূপের শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া এই নাটকখানি এবং ললিতমাধব নাটকখানি অধ্যয়ন করিতে হইবে। নাটকলক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী "নাটকচন্দ্রিকা" নামে যে গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন, নাটক-রচনার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইলে সে গ্রন্থখানিরও আলোচনার প্রয়োজন।

শ্রীরূপগোস্বামীর নাটক লিখিবার উদ্দেশ্য

শ্রীরূপ গোস্বামীর এই নাটক ও ভক্তিগ্রন্থ লিখিবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গেলে, সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার জীবন-চরিতের স্থূল ঘটনাগুলি অবগত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। এই জন্য আমরা এখানে অতি সংক্ষেপে শ্রীরূপের জীবনের স্থূল ঘটনাগুলির উল্লেখে প্রবৃত্ত হইলাম।

আনুমানিক ১৩৯৯ শকে বাকলা চন্দ্রদ্বীপে কর্ণাটবংশীয় ব্রাহ্মণ কুমারদেবের ঔরসে শ্রীরূপ গোস্বামী আবির্ভূত হন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যিনি উত্তরকালে সনাতন গোস্বামী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তিনি ইঁহার অপেক্ষা বয়সে পাঁচ-ছয় বৎসরের বড় ছিলেন। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বল্লভ—পরবর্ত্তী কালে শ্রীচৈতন্যদেব ইঁহার নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া ইঁহাকে অনুপম নামে অভিহিত করেন। অনুপম সুপ্রসিদ্ধ শ্রীজীব গোস্বামীর পিতা। আমাদের মতে অনুমান ১৩৯৪ শকে শ্রীসনাতন গোস্বামী, ১৩৯৯ শকে শ্রীরূপ গোস্বামী ও ১৪০৩ শকে শ্রীবল্লভের জন্ম হয়। ইঁহারা কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়মীমাংসাদি দর্শন পাঠ শেষ করিয়া তাৎকালিক রাজভাষা হিসাবে পার্শীভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর পিতামহ মুকুন্দদেব গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের অধীনে গৌড়ের রাজসরকারের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৪১৬ শকাব্দে গৌড়েশ্বর হুসেন সাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ সময়ে মাহিনগরের বসুবংশীয় গোপীনাথ বসু বা পুরন্দর খাঁ তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বা উজীর ছিলেন। মুকুন্দ বোধ হয় তাঁহার সহকারী

ছিলেন। মুকুন্দই পৌত্রগণকে গৌড়ের রামকেলিতে আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে রাজকার্য্যের উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। মুকুন্দদেবের পরলোকপ্রাপ্তির পর সনাতন "দবীর খাসের" (Private Secratary) ও শ্রীরূপ সাকর মল্লিকের (রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী) নিযুক্ত হন। সম্ভবতঃ ইঁহারা উভয়ে ১৪৪২ শকে রাজকার্য্যে যোগদান করেন। ইঁহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপম ১৪৪২ শকে টাঁকশালের অধ্যক্ষ-রূপে গৌড়ের রাজসরকারের কার্য্যে যোগদান করেন এবং পরবর্ত্তী কালে মল্লিক উপাধিলাভ করেন। হুসেন সাহের রাজত্বকালেই শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার অপূর্ব্ব প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন পূর্ব্ব হইতেই শ্রীচৈতন্যদেবের অনুরাগী হন এবং তাঁহার নিকট দৈন্যজ্ঞাপক পত্র প্রেরণ করেন। আনুমানিক ১৪৩৫ শকে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার সংকল্প করিয়া রামকেলি গ্রাম পর্য্যন্ত আগমন করিয়া পুনরায় পুরীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ সময়ে শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী রামকেলিতে গমন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করিয়া তাঁহার পদে আত্মসমর্পণ করেন। ইহার কিছু দিন পরেই আনুমানিক ১৪৩৬ শকাব্দে শ্রীরূপ গোস্বামী কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমের সহিত গৃহত্যাগ করিয়া প্রয়াগে শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত মিলিত হন। শ্রীরূপের সহধর্ম্মিণী ঐ সময়ে জীবিত ছিলেন কি না, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না, তবে আমাদের মনে হয়, শ্রীরূপ বিবাহ করিয়াছিলেন এবং 'প্রেমবিলাসে' এ সম্বন্ধে যে উপাখ্যান দেখা যায়, তাহা নিতান্ত অমূলক নহে।

শ্রীরূপের উপর শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব

শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবকে ভগবান্ বলিয়া মনে করিতেন। অতএব তিনি সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহারই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবও তাঁহাকে উপযুক্ত পাত্রবোধে প্রয়াগে শিক্ষাপ্রদান করেন—

লোকভীড় ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে গিয়া।
রূপ গোসাঞিকে শিক্ষা করান্ শক্তি সঞ্চারিয়া॥

কৃষ্ণতত্ত্ব ; ভক্তিতত্ত্ব—রসতত্ত্ব—প্রান্ত।
সব শিক্ষাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত ॥
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল ॥
শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব-নিরূপণে প্রবীণ করিলা ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১৯শ পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যদেবের এই শিক্ষার কথা স্মরণ করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া
প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকৃরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং
বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥

অর্থাৎ—আমি তুচ্ছ রূপ নামক এক ব্যক্তি হৃদয়ে যাঁহার প্রেরণা অনুভব করিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই শ্রীহরি চৈতন্যদেবের পদকমল বন্দনা করিতেছি।

মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ কাঞ্চনপল্লী (কাঁচড়াপাড়া) নিবাসী শ্রীল শিবানন্দ সেনের পুত্র মহাকবি কবিকর্ণপুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকেও শ্রীরূপ-সনাতনের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥

অর্থাৎ—শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধামাধবের যে অপূর্ব্ব লীলাবিলাস হইয়াছিল, কালক্রমে নানা কারণে লোকে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল, সেই সমস্ত লীলাকথার পরিপোষক তীর্থস্থানগুলিও লুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব জীবের মঙ্গলার্থে পুনর্ব্বার তাহা বিশেষরূপে প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীরূপ ও সনাতনকে কৃপামৃতে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারের মূল কারণ ভাগবতধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। এই মহাপ্রতিষ্ঠা-যজ্ঞের মূল হোতা শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও তদনুগামী গোস্বামিগণ, শাস্ত্রপ্রচার ও লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ইহাই এই ধর্ম্মপ্রচারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য। শ্রীল সনাতন ও শ্রীরূপের প্রতি শ্রীচৈতন্যদেব সেই গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পণ করেন। তিনি যে নিজে তাঁহার অলৌকিক শক্তি সঞ্চারে ইহা শক্তিশালী করিয়া তুলিয়া নিজেই তাঁহাদিগকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া এই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, ইহা তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যখন শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম-প্রমুখ ভক্তগণের সম্মুখে শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধবের প্রধান প্রধান শ্লোকগুলির বিচারের শেষ হইল, তখনই শ্রীরামানন্দ রায় বলিয়া উঠিলেন—"প্রভো! এ ত কবিত্ব নহে, এ যে অমৃতের ধারা বহিতেছে, আর এই নাটকলক্ষণে সর্ব্বসিদ্ধান্তের সার ভাগ সংগৃহীত হইয়াছে। জীবের পক্ষে এইরূপ শক্তি নিতান্তই দুর্ল্লভ। আমার বিশ্বাস, তুমিই শক্তি দান করিয়া ইঁহার লেখনীর দ্বারা এই কথা প্রকাশ করিতেছ।' মহাপ্রভু তদুত্তরে বলিলেন—

—প্রয়াগে ইঁহার হইল মিলন।
ইঁহার গুণে ইঁহাতে আমার তুষ্ট হৈল মন॥
মধুর প্রসন্ন ইঁহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনু নহে রসের প্রচার॥
সভে কৃপা করি ইঁহারে দেহ এই বর।
ব্রজলীলা প্রেমরস বর্ণে নিরন্তর॥
ইঁহার যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা—নাম সনাতন।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম॥
তোমার যৈছে বিষয় ত্যাগ তৈছে তাঁর রীতি।
দৈন্যবৈরাগ্য পাণ্ডিত্যের তাহাতেই স্থিতি॥
এই দুই ভাই আমি পাঠাইলাঙ বৃন্দাবনে।
শক্তি দিয়াছি ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে॥
রায় কহে ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে।
কাষ্ঠের পুতলী তুমি পার নাচাইতে॥

মোর মুখে যে সব রস কৈলে প্রচারণে।
সেই সব দেখি এই ইঁহার লিখনে॥
ভক্ত কৃপায় প্রকটিতে চাহ ব্রজের রস।
যারে করাও, সে করিবে ; জগৎ তোমার বশ॥

—চৈঃ-চঃ, অন্ত্য, ২য় পরিচ্ছেদ।

সুতরাং ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল যে, শ্রীচৈতন্যদেবই শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমলীলার স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্যই শ্রীরূপ গোস্বামীর দ্বারা শ্রীবিদগ্ধমাধব প্রমুখ নাটক ও উজ্জ্বলনীলমণি প্রমুখ রসশাস্ত্র রচনা করাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবকে মূর্ত্তিমান্ শ্রীভাগবত বলা যাইতে পারে। এই জন্য প্রয়াগে দশ দিন শ্রীরূপকে শিক্ষাদান করিয়া পরে তাঁহাকে সেই শিক্ষার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। তথা হইতে আসিয়া সর্ব্বতোভাবে বিষয়সংস্পর্শশূন্য হইয়া শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীশ্রীপুরীধামে শ্রীচৈতন্যদেবের পাদমূলে আগমন করেন। মাতাপিতা যেরূপ অনুপম স্নেহভরে শিশুপুত্রকে বুকে তুলিয়া লইয়া আদরে ও স্নেহে তাহাকে সংবর্দ্ধিত করেন, শ্রীমন্ মহাপ্রভুও সেইরূপে পুরীধামে তাঁহাকে পরমাদরে নিজের ও ভক্তগণের কৃপাশীর্ব্বাদে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহাকে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। সেই স্থানেই চিরকাল শ্রীভাগবত মূর্ত্তি শ্রীচৈতন্যদেবের মহামহিমময় আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী "নিরন্তর"—জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই ব্রজলীলারস বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যদেব স্বভক্তবর্গকে যে "শুদ্ধা ভজনমুদ্রার" উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, চিরকাল তাঁহার আদর্শকে সমুজ্জ্বল রাখিয়া গিয়াছেন। অবশেষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের হৃদয়ের ধন শ্রীরাধাগোবিন্দকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া তিনি তাঁহার গুরু ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীসনাতন গোস্বামীর পদানুসরণ করিয়া আনুমানিক ১৪৯১ শকে ঝুলন যাত্রার দ্বাদশী তিথিতে নিত্যলীলায় সমাগত হন। ইঁহার শিষ্য ও উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরাধাদামোদরের মন্দিরের প্রাঙ্গণে ইঁহার অপ্রাকৃত চিন্ময় তনু

সমাহিত করেন। আজিও প্রতি বৎসর ঝুলন পূর্ণিমার পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাদশী-তিথিতে ইঁহার তিরোভাব দিবসে এই স্থানে ইঁহার স্মরণার্থ মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ইনি যে শ্রীচৈতন্যদেবের কিরূপ প্রিয় ছিলেন, তৎসম্বন্ধে মহাকবি কবিকর্ণপূর একটি শ্লোক রচনা করিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ঐ শ্লোকটি এই—

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাসরূপে॥

অর্থাৎ—যিনি প্রভুর প্রতি প্রিয়তমস্বরূপ শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামীর প্রিয় অথবা যিনি নিজ সিদ্ধদেহে শ্রীরূপমঞ্জরী রূপে শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবায় অগ্রগণ্য হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের নিজ স্বরূপ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অতি প্রিয়, যিনি শ্রীচৈতন্যদেবের অতি প্রিয় দয়িতাস্বরূপ, যিনি সাক্ষাৎ প্রেমের মূর্ত্তি বা প্রেম যাঁহার স্বরূপ, যাঁহার রূপ স্বভাবতঃই অতি মনোহর, যিনি রূপে শ্রীচৈতন্যদেবের অনুরূপ এবং যিনি শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত অভিন্নরূপ তিনি সেই শ্রীরূপ গোস্বামীতে আপনার বিলাসরূপ শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলারূপে বিস্তার করিয়াছিলেন।

শ্রীরূপানুগা ভজনপদ্ধতি

শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌড়দেশে আবির্ভূত হইয়া যে অনর্পিতা উজ্জ্বল-রসময়ী ভক্তি বিতরণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত স্বরূপ শ্রীরূপ প্রমুখ শ্রীবৃন্দাবন-বাসী গোস্বামিগণই বুঝিয়াছিলেন। কারণ, ইঁহারাই সাক্ষাৎভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বারা আদিষ্ট ও আবিষ্ট হইয়াই ভক্তিশাস্ত্র ও রসশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া ব্রজের শুদ্ধ মাধুর্য্যময় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলের ভজনপদ্ধতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তৎপূর্ব্বে গৌড়দেশে শ্রীশ্রীনারায়ণের ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর অবতাররূপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যময় যুগল রূপের ভজনপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। গৌড়ের এই ভজনপদ্ধতির আমূল সংশোধন শ্রীরূপের এই নাটকাবলী

ও রসশাস্ত্রের দ্বারাই মুখ্যতঃ হইয়াছিল বলিয়া শ্রীবৃন্দাবনের এই ভজন পদ্ধতিকে "শ্রীরূপানুগা" বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়া থাকে। ফলতঃ এই ভজন পথই শ্রীল কৃষ্ণচৈতন্যদেবের সম্মত, ইহাই শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর উদ্দিষ্ট এবং ইহাই শ্রীল স্বরূপদামোদর, শ্রীল রামানন্দ রায়, শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত (উড়িষ্যায় শ্রীল রাধাকান্তমঠের মূল প্রতিষ্ঠাতা), শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামি-প্রমুখ মহাপ্রভুর মর্ম্মী ভক্তগণের অবলম্বিত। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত-প্রমুখ গৌড়ের সখ্যভাবের ভক্তগণের শিষ্য শ্রীল সুবুদ্ধি মিশ্রাদি পরিকর-বর্গও উত্তরকালে এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল শ্যামানন্দ ঠাকুর গৌড়ে, বঙ্গে ও উৎকলে এই ধারাই প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শ্রীরূপ সনাতনপ্রমুখ ছয় গোস্বামী ও ব্রজমণ্ডলস্থ ভক্তবর্গ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলের মিলিত বিগ্রহ বলিয়া জানিলেও তাঁহারা কেহই স্বতন্ত্র ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনার কোনও বিধিপ্রদান করেন নাই। শ্রীরাধিকার প্রধানা সখী শ্রীমঞ্জরীদিগের অনুগত হইয়া নিজের নিত্যসিদ্ধ সখীদেহ ভাবনা করিয়া অখিল রসামৃত মূর্ত্তি শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার সেবাই শ্রীরূপ গোস্বামীর উপদেশের সারমর্ম্ম। যিনি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি প্রবল আকর্ষণের ফলে যৌবনের প্রারম্ভে অপ্সরার ন্যায় সুন্দরী যুবতী স্ত্রী ও ইন্দ্রের ন্যায় ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীপুরীধামে গমন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের পদে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন—শ্রীচৈতন্যদেব নিজে যাঁহাকে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার অভিন্ন স্বরূপ শ্রীল স্বরূপদামোদরের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন—যিনি ষোড়শ বৎসর ধরিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদান্তিকে বাস করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে উপাস্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন—যিনি বৈরাগ্যের ও জ্ঞানের আদর্শরূপে অবিসংবাদিত ভাবে বৈষ্ণব-জগতে গৃহীত—সেই শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী যে শিক্ষা পাইয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আগমনানন্তর শ্রীরূপ-সনাতনের মধ্যে সেই অনুপম শিক্ষার আদর্শের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিয়া আত্মহারা হইয়া শ্রীরূপের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য

হইয়াছিলেন। এই যে ভজনের আদর্শ তাহাই শ্রীবিদগ্ধমাধবে পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত। অতএব শ্রীরূপানুগা ভজন পদ্ধতির পরিপূর্ণ প্রকাশরূপে এই নাটকখানি সর্ব্বত্র সমাদৃত।

স্বকীয়া ও পরকীয়াবাদ

শ্রীরূপের সময়ে স্বকীয়া ও পরকীয়াবাদ লইয়া কোনও বাদবিসম্বাদ হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। তবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ পরকীয়াবাদের মূলতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে কোনও দিনই পারেন নাই—এবং তখনও পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না; এই জন্যই শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীললিতমাধব নাটকে পুরলীলায় শ্রীরাধিকাদিকে শ্রীসত্যভামা ও শ্রীরুক্মিণীতে পরিণত করিয়া নববৃন্দাবনে এক অনুপম নবীন ভাবে স্বকীয়ায় পরকীয়া ও পরকীয়ায় স্বকীয়া—স্থাপন করিয়া মহামাধুর্য্যময় লীলাবিলাসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া শ্রীগিয়াছেন। কিন্তু শ্রীবিদগ্ধ-মাধবে শ্রীবৃন্দাবনের অনাবৃত শুদ্ধ মাধুর্য্যময় লীলা বিলাসে শ্রীযোগমায়ার পরকীয়া-ভাবেরই প্রাবল্য দেখা যায়। ফলতঃ যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য ও শ্রীবৃন্দাবনধামের মহামাধুর্য্যময় বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ অবগত আছেন, বাদবিবাদ কখনও তাঁহাদের সমীপবর্ত্তী হইতে পারে না। শ্রীরূপের ন্যায় মহাপ্রতিভাবান্ রসিক ভক্ত সর্ব্বত্রই শ্রীব্রজগোপবধূগণের ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, শ্রীললিতমাধব নাটকে শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হইবার পরেও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বরদানে ইচ্ছুক হইলে শ্রীরাধা বলিলেন—

"যখন তোমাকে পাইলাম তখন অন্য বরের প্রয়োজন নাই, তবে তোমার চরণে এই প্রার্থনা আছে যে, যাঁহারা তোমাতে আশাবদ্ধ হইয়া শ্রীব্রজমণ্ডলে বাস করেন, তুমি নবকিশোর বংশীধারী ও শিখিপুচ্ছবিভূষণ মূর্ত্তিতে তাঁহাদের নয়নপথবর্ত্তী হইও, তাহার পর আমার হৃদয়ের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের যমুনাতটে লতাবিতানময় তোমার মাধুর্য্য লীলার নিত্যনিকেতনে ব্রজনিকুঞ্জে আমাদের ন্যায়

চটুল স্বচ্ছন্দবিলাসময়ী গোপীদিগের সহিত মিলিত হইয়া মুরলী-নিস্বনে সকলকে আনন্দে মত্ত রাখিও, ও চিরমধুর বৃন্দাবনে নিত্য বিহারে রত থাকিও।"

বিদগ্ধমাধবের টীকা ও অনুবাদ

এই নাটকখানি রচিত হইবার পরেই ইহা রসিক ভক্তসমাজে অত্যন্ত সমাদৃত হইয়াছিল। শ্রীল যদুনন্দন ঠাকুর বাঙ্গালী পাঠকগণের জন্য এই নাটকখানির একখানি সুন্দর পদ্যানুবাদ করেন। এই নাটকের বহু কবিতার ভাব লইয়া সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীল গোবিন্দ দাস অনেকগুলি পদ রচনা করেন। পরবর্ত্তী কালের বহু প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ইহার শ্লোকাবলীর ভাব গ্রহণ করিয়া বহু সুন্দর পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার যে টীকাটি বর্ত্তমানে পাওয়া যায়, তাহা মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কৃত বলিয়া বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজে প্রসিদ্ধ। টীকাকার অবশ্য কোথাও আত্মপরিচয় প্রদান করেন নাই বলিয়া কেহ কেহ এই সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বোম্বাইয়ের নির্ণয়সাগর মুদ্রাযন্ত্র হইতে শ্রীবিদগ্ধমাধবের যে সংস্করণটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সম্পাদকগণ এই টীকা যে কাহার রচিত তদ্বিষয়ে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই, তবে গ্রন্থকার যে নিজে টীকা রচনা করেন নাই, টীকাটি পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায় এবং নির্ণয়সাগর হইতে প্রকাশিত গ্রন্থের সম্পাদকও সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, প্রাচীন গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যখন টীকাটি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর বিরচিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তখন তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই।

আমরা সম্পাদনকালে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয় হইতে প্রাচীন হস্তলিখিত দুইখানি পুঁথি ও কলিকাতা বড়বাজার সিন্দুরিয়াপটীর পরলোকগত প্রভুপাদ সত্যানন্দ গোস্বামীর পুস্তকালয় হইতে প্রাচীন হস্তলিখিত যে পুঁথি পাইয়াছিলাম, এই সকল পুঁথির পাঠ

অতি বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট। আমরা এই তিনখানি পুঁথির সাহায্যে বর্ত্তমান গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছি। যে স্থানে অন্যান্য টীকার সহিত পাঠান্তর আছে তাহাও প্রদত্ত হইয়াছে। তবে ভ্রমপ্রমাদ ত্রুটিবিচ্যুতি আমাদের ন্যায় অজ্ঞান ভক্তিহীন জীবের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কৃপাপরায়ণ অদোষদর্শী ভক্তগণ তাহা ক্ষমা করিবেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

বিদগ্ধমাধবনাটকং

প্রথমঃ অঙ্কঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদদমনী

দধানা রাধাদি প্রণয়ঘনসারৈঃ সুরভিতাম্ ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ।

বৃন্দাটবীশ্বর-সভাজন-রাজমান-শ্রীরূপনামগুণসূচক-কাব্যরত্নম্ ।

মচ্চিত্তসম্পুটমলঙ্কুরুতাং তদীক্ষাসৌভাগ্যভাজমপি শীঘ্রমমুং বিধত্তাম্ ।

অথ তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈরুদারবিলাসহাসেক্ষিতবামসূক্তৈঃ। হৃতাত্মনো হৃতপ্রাণাংশ্চ ভক্তিরনিচ্ছতো মে গতিমণ্বীং প্রযুঙ্‌ক্তে ইতি ভাগবতীয়পদ্য-নিবন্ধ প্রসিদ্ধার্থকতচ্ছন্দনির্দ্দেশৈর্যৈরেব দর্শনীয়াবয়বোদারবিলাসাদিভি-র্হৃতমনঃপ্রাণা ভক্তিরসিকাস্তে এব কীদৃশা দর্শনীয়ানি নয়নানন্দকানি

শ্রীহরিলীলারূপা শিখরিণী * যাহা স্বভাবতঃই চন্দ্রের সুধায় মাধুর্য্যের অলঙ্কারজনিত উন্মাদের প্রশমক, তাহা শ্রীরাধাদি গোপীদিগের প্রণয়-

---

* এইটি আশীর্ব্বাদযুক্ত প্রথম নান্দীশ্লোক। উহার লক্ষণ এই —আশীর্নমস্ক্রিয়া-বস্তুনির্দ্দেশান্যতমান্বিতা। —নাটকচন্দ্রিকা

এই নান্দীশ্লোকে আশীর্ব্বাদ নমস্ক্রিয়া বা বস্তুনির্দ্দেশের কোনও একটি থাকিবে। নান্দী কিরূপ হইবে তাহার নির্দ্দেশে নাটকচন্দ্রিকায় গ্রন্থকার শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন—

"চন্দ্রনামাঙ্কিতা প্রায়ো মঙ্গলার্থপদোজ্জ্বলা।
মঙ্গলং চক্র-কমল-চকোর-কুমুদাদিকম্ ॥"

অর্থাৎ—

এই নান্দী প্রায়ই চন্দ্র নামে অঙ্কিতা ও মঙ্গলার্থবোধক পদের দ্বারা সুশোভিত হইবে। চক্রবাক্, কমল, চকোর ও কুমুদাদি শব্দই সচরাচর মঙ্গলবোধক। ইহার পরে "অনর্পিতচরীং" শ্লোক দ্বিতীয় নান্দীশ্লোক।

সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গমবিষমসংসারসরণিঃ
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলাশিখরিণী ॥ ১ ॥ *

শ্রীমদঙ্গানি। এবং কীদৃশানি বা তানি উদারহাসেক্ষিতবামসূক্তানি পরমানন্দদায়ক লীলাবিশেষ-সুন্দর-মন্দহাসাবলোক-রমণীয়-ভঙ্গীব্যঞ্জকানি বাক্যানীতি শ্রোত্রজিজ্ঞাসায়াং সত্যাং পরমরসিকমুকুটমণিঃ সোঽয়ং স্বতাত্মনাবির্ভাবিতশ্রীবিদগ্ধমাধবনাটকেনৈব তানি দর্শনীয়ানি ভগবদঙ্গানি উদারবিলাসমন্দহাসাবলোকরসনীয়নর্ম্মভঙ্গীব্যঞ্জকানি বাক্যানি চাভিনেতুকামঃ সংস্থচিতনান্দীপ্রয়োগেণ পরমমঙ্গলং সকলপ্রয়োজন-মৌলিভূতং বস্তু-নির্দ্দিশতি—সুধানামিতি। হরিলীলারূপা শিখরিণী 'রসালাবৃত্তভেদয়ো'রিতি বিশ্বঃ। তৃষ্ণাং কীদৃশীম্? সমন্তাৎ সর্ব্বতঃ সন্তাপানাম্ আধ্যাত্মিকাদীনাম্ উদ্গমো যস্যাম্ এবম্ভূতা যা সমন্তাদ্বিষমা দেব-নর-স্থাবরত্বপ্রাপক-লক্ষণা সংসাররূপা সরণিঃ পন্থাঃ তৎপ্রণীতাং তৎপর্য্যটনজনিতামিত্যর্থঃ। হরিলীলাশিখরিণী কীদৃশী? চন্দ্রসম্বন্ধিনীনাং সুধানাং মধুরিম্না হেতুনা য উন্মাদঃ অহমেব সর্ব্বতো মাধুর্য্যশালিনীতি যোঽহঙ্কারস্তং দময়িতুং শীলং যস্যাঃ সা পুনঃ কথম্ভূতা রাধাদীনাং প্রণয় এব ঘনসারাঃ কর্পূরাস্তৈঃ সুরভিতাং সৌগন্ধ্যং, পক্ষে মনোহারিতরং দধানা "সুগন্ধৌ চ মনোজ্ঞে চ বাচ্যবৎ সুরভিঃ স্মৃতাঃ" ইতি বিশ্বঃ ॥ ১ ॥

রূপ কর্পূরের দ্বারা সুগন্ধযুক্তা হইয়া বিষম সংসার পথের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ হেতু সন্তাপজাত তোমার যে তৃষ্ণার উদ্গম হইয়াছে, তাহা হরণ করুন ॥ ১ ॥

---

* শিখরিণী বা রসালা এক প্রকার আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রোক্ত সুমধুর পানীয় বা সরবৎ। দধি /৮, চিনি /২, ঘৃত ১ পল, মধু ১ পল, মরিচচূর্ণ অর্দ্ধ পল, শুঁঠ অর্দ্ধ পল, দারুচিনি ১ তোলা, তেজপত্র ১ তোলা, এলাইচ ১ তোলা, ও নাগেশ্বর ১ তোলা, দ্বারা শ্বেত পাথরের পাত্রে কোনও সুন্দরী রমণী এই রসালা প্রস্তুত করিবেন। ইহা বাতজাত উন্মাদ রোগের ও পিত্তজাত সন্তাপের প্রশমক। এ স্থলে হরি-লীলারূপা এই রসালা অন্য মাধুর্য্যজনিত উন্মাদ রোগের ও আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকাদি ত্রিতাপের প্রশমক। শিখরিণী ১৭ মাত্রার ছন্দ ; উহার লক্ষণ এই —"রসৈ রুদ্রৈশ্ছিন্না য-ম-ন-স-ভ লাগঃ শিখরিণী" এই শ্লোকটি শিখরিণী ছন্দে রচিত।

অপি চ—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ২ ॥

অথ যৎপ্রেরণয়া তাদৃশা অপূর্ব্বনাটকনির্ম্মাণে শক্তিস্তস্য মহাপ্রভোঃ পরমাভীষ্টদেবস্য স্ফূর্ত্তিমাশিষয়তি। অনর্পিতেতি। মহাপ্রভোঃ স্ফূর্ত্তিং বিনা হরিলীলারসাস্বাদনানুপপত্তেরিতি ভাবঃ। বো যুষ্মাকং হৃদয়রূপ-গুহায়াং শচীনন্দনো হরিঃ পক্ষে সিংহঃ স্ফুরতুঃ। যঃ শচীনন্দনঃ কলৌ স্বভক্তিশ্রিয়ং স্বভজনসম্পত্তিং করুণয়া সমর্পয়িতুং অবতীর্ণঃ। কথম্ভূতাং অনর্পিতচরীম্? কেনাপি ন অর্পিতপূর্ব্বাম্। নন্ম কপিলদেবাদিভিঃ স্বমাত্রাদিভ্যো ভগবদ্ভজনং কিং নোপদিষ্টং, তত্রাহ সকলরসসদ্ভাবেঽপি উন্নত উজ্জ্বলরসো যস্যাং তাং ভক্তিশ্রিয়ম্। তথা চোজ্জ্বলরসপ্রধানা ভক্তির্নোপদিষ্টেতি ভাবঃ। কথম্ভূতঃ? পুরটাৎ সুবর্ণাদপি সুন্দরদ্যুতি-সমূহেন সন্দীপিতঃ এবং সতি পর্ব্বতকন্দরায়াম্ উদিতঃ সিংহো যথা তত্রস্থান্ হস্তিনো নাশয়তি তথা যুষ্মাকং হৃদয়কন্দরায়াম্ উদিতঃ, শচীনন্দনস্বরূপঃ সিংহঃ হৃদ্রোগরূপহস্তিনো নাশয়ত্বিতি ধ্বনিঃ ॥ ২ ॥

আরও বলি, বহুকাল ধরিয়া যাহা অর্পিত হয় নাই, সেই উন্নত-উজ্জ্বল রসবিশিষ্ট * নিজের সেই ভক্তি সম্পৎ দান করিবার নিমিত্ত যিনি কৃপাবশতঃ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন—সুবর্ণ হইতেও অতিশয় সুন্দর দ্যুতিসমূহের দ্বারা সমুজ্জ্বল সেই শচীনন্দন হরি † তোমাদের হৃদয়কন্দরে স্ফুরিত হউন ॥ ২। (এই শ্লোকে ইষ্টদেবের কৃপাভিক্ষা-পূর্ব্বক জগতের জীবের প্রতি আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ করা হইল।)

---

* উজ্জ্বল রস—অন্য রসের অপেক্ষা নির্ম্মল ও উজ্জ্বল বলিয়া মধুর রসকে 'উজ্জ্বল' রস আখ্যায় অভিহিত করা হয়।

† হরি শব্দের অপর অর্থ সিংহ। এই অর্থে—সেই শচীনন্দনরূপ সিংহ তোমাদের হৃদয়কন্দরে উদিত হইয়া তোমাদের হৃদ্রোগরূপ হস্তীদিগকে বিনাশ করিয়া সর্ব্বদা শোভা পাইতে থাকুন।

(নান্দ্যন্তে) সূত্রধারঃ। অলমতিবিস্তরেণ।

ভো ভোঃ সমাকর্ণ্যতাম্॥ ৩॥

অদ্যাহং স্বপ্নান্তরে সমাদিষ্টোঽস্মি ভক্তাবতারেণ ভগবতা শ্রীশঙ্করদেবেন ॥ ৪ ॥

"অয়ে তাণ্ডবকলাপণ্ডিত ইহ কিল বল্লবীচক্রচেতোবৃত্তিমকরী-বিহার-মকরালয়স্য নিরবদ্য-বেণুবাদনবিদ্যা-স্বাধ্যায়-সিদ্ধানাং (১)

নান্দীস্বরূপশ্লোকদ্বয়স্যান্তে সূত্রধার আহেতি শেষঃ। সূত্রধারোঽত্র শ্রীরূপগোস্বামী। অত্র শ্লোকদ্বয়মেবাস্তু অতিবিস্তরেণালমিতি সর্ব্বনাটকস্যাদৌ সভ্যানামাকাঙ্ক্ষাবর্দ্ধনার্থং সূত্রধারস্যেয়মুক্তিঃ। নান্দীলক্ষণং নাটকচন্দ্রিকায়াম্। প্রস্তাবনায়াস্তু মুখে নান্দী কার্য্যা শুভাবহা। আশীর্নমস্ক্রিয়া বস্তুনির্দ্দেশান্যতমান্বিতা। অষ্টাভির্দশভির্যুক্তা কিম্বা দ্বাদশভিঃ পদৈঃ। চন্দ্রনামাঙ্কিতা প্রায়োমঙ্গলার্থপদোজ্জ্বলা। মঙ্গলং চক্র-কমল-চকোর-কুমুদাদিকমিতি। প্রস্তুতস্যার্থস্যাবতরণং প্রস্তাবনা। প্রস্তুতস্য রাধামাধবয়োঃ সম্ভোগরূপার্থস্যাবতরণং ঘটিতমিতি প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ। অত্রেয়ং সুধানামিতি দ্বাদশপদা নান্দী ॥ ৩ ॥

শ্রীশঙ্করদেবেনেতি ব্রহ্মকুণ্ডতীরবর্ত্তিনা গোপীশ্বর-নাম্না ॥ ৪ ॥

স্বপ্নে শঙ্করাদেশমেবাহ যথেতি। অয়ে নৃত্যকলায়াং পণ্ডিতঃ শ্রীরূপঃ

নান্দীপাঠের পর—

সূত্রধার—আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই। অহে! আপনারা সকলেই শ্রবণ করুন ॥ ৩ ॥

অদ্য ব্রহ্মকুণ্ডতীরবর্ত্তী শ্রীগোপীশ্বর নামক * ভক্তাবতার ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব আমাকে স্বপ্নে আদেশ করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

যথা—হে নৃত্যকলাকুশল পণ্ডিত! যিনি গোপীদিগের চিত্তবৃত্তিরূপা মকরীদিগের বিহারের মহাসমুদ্রস্বরূপ, যিনি অনিন্দিত বেণু বাদ্য

---

* টীকাকার বলিতেছেন যে, এই শঙ্করদেব ব্রহ্মকুণ্ডতীরবর্ত্তী শ্রীগোপীশ্বর।

(১)—"সিদ্ধীনাং" ইতি পাঠান্তরম।

প্রথমাধ্যাপকস্য সুগন্ধিপুষ্পাবলীসৌন্দর্য্য—তুন্দিলায়ামরবিন্দবান্ধবনন্দিনী—তীরান্তঃকাননলেখায়ামবলম্বিত—মত্তপুংস্কোকিললীলস্য পরমানন্দবর্দ্ধিনি গোবর্দ্ধননিতম্বে সম্ভূত-নবাম্বুদাড়ম্বরস্য কিশোরশিরোমণের্নন্দনন্দনস্য প্রেম-ভরাকৃষ্টহৃদয়ো নানাদিগ্দেশতঃ সাম্প্রতং রসিকসম্প্রদায়ো বৃন্দাবনবিলোকনোৎ-কণ্ঠয়া কেশিতীর্থোপকণ্ঠে সমীয়িবান্ ॥ ৫ ॥”

নন্দনন্দনস্য প্রেম্নাতিশয়াকৃষ্টহৃদয়ো রসিকসম্প্রদায়ঃ। বৃন্দাবনবিলোকনোৎ-কণ্ঠয়া কেশিতীর্থসমীপং নানাদিগ্দেশতঃ সাম্প্রতং সমীয়িবান্ ইত্যর্থঃ। “লীলাপ্রেম্না প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ। ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্।” ইতিরসামৃতসিন্ধূক্তদিশা অসাধারণৈরেব গুণ-চতুষ্টয়ৈর্নন্দনন্দনং বিশিনষ্টি। প্রিয়াণাং যৎ আধিক্যং তন্মূলকমেবান্যদ্গুণ-ত্রয়মিতি। অত্রাপ্যতুল্যপ্রেম্না প্রিয়াণাং সদা প্রথমং তেনৈব বিশিনষ্টি বল্লবীতি। বল্লবীসমূহস্য চেতোবৃত্তিরূপমকর্য্যা বিহারার্থং মকরালয়স্য সমুদ্র-রূপস্য। বেণুমাধুর্য্যমাহ নিরবদ্যেতি। লীলায়াস্তু ব্রজমাত্র এব মথুরাদিতঃ পূর্ণতমত্বেঽপি শ্রীবৃন্দাবনেঽতি-বৈশিষ্ট্যমাহ সুগন্ধীতি। সুগন্ধিপুষ্পাবলি-সৌন্দর্য্যেণ তুন্দিলায়াং যমুনাতীরান্তে কাননলেখা বনশ্রেণী তস্যামবলম্বিতা মত্তপুংস্কোকিলস্যেব লীলা যস্য রূপমাধুর্য্যমাহ পরমানন্দবর্দ্ধিনি গোবর্দ্ধন-নিতম্বে সম্ভূতঃ পূর্ণনবাম্বুদস্যেব আড়ম্বরো বিক্রমো যস্য কিশোরশিরোমণেরিতি কৈশোরে নিত্যস্থিতিং দ্যোতয়তি ॥ ৫ ॥

বিদ্যারূপ বেদপাঠে সিদ্ধিলাভকারিগণের প্রথম অধ্যাপক, যিনি সুগন্ধি কুসুমাবলীর সৌন্দর্য্যপূর্ণ সূর্য্যনন্দিনী যমুনার তীরের অন্তর্ব্বর্ত্তী কাননশ্রেণীতে মত্ত পুংস্কোকিলের লীলা অনুষ্ঠান করেন এবং যিনি পরমানন্দবর্দ্ধক গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিতম্বদেশে উদিত নব জলধরপটলের ন্যায় রূপবিশিষ্ট, সেই কিশোরশিরোমণি নন্দনন্দনের প্রেমভরে আকৃষ্টহৃদয় হইয়া অধুনা নানাদিগ্‌দেশ হইতে রসিকসম্প্রদায় শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনের উৎকণ্ঠা হেতু এই কেশিতীর্থের সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৫ ॥

স চ ধন্যঃ ॥

কৃতং গোপীবৃন্দৈরিহ ভগবতো মার্গণমভূ-
দিহাসীৎ কালিন্দীপুলিনবলয়ে রাসরভসঃ।
ইতি শ্রাবং শ্রাবং চরিতমসকৃদ্দোকুলপতে-
র্লুঠন্নুদ্বাষ্পোঽয়ং কথমপি দিনানি ক্ষপয়তি ॥ ৬ ॥

তদিদানীমেতস্য ভক্তবৃন্দস্য মুকুন্দবিশ্লেষোদ্দীপনেন বহির্ভবন্তঃ প্রাণাঃ কামপি তস্যৈব কেলিসুধাকল্লোলিনীমুল্লাসয়তা পরিরক্ষণীয়া ভবতা মৎকৃপৈব তে সামগ্রীং সমগ্রয়িষ্যতীতি ॥ ৭ ॥

স চ রসিকসম্প্রদায়ো ধন্যঃ। ইহ স্থলে গোপীবৃন্দৈর্ভগবতঃ কৃষ্ণস্য অন্বেষণমভূৎ। এবমিহ রাসজন্য রভসো হর্ষ আসীৎ। ইতি গোকুল-পতেরসকৃচ্চরিত্রং শ্রুত্বা লুঠন্ অয়ং রসিকসম্প্রদায়ঃ শ্রীকৃষ্ণবিরহেণ কথমপি দিনানি ক্ষপয়তি ॥ ৬ ॥

তত্তস্মাদিদানীং তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যৈব কামপি কেলিসুধারূপকল্লোলিনীং নদীমুল্লাসয়তা আবির্ভাবয়তা ভবতা এতস্য ভক্তবৃন্দস্য যঃ কৃষ্ণবিশ্লেষঃ তস্যোদ্দীপনেন বহির্ভবন্তঃ প্রাণাঃ পরিরক্ষণীয়াঃ তাদৃশলীলাগ্রন্থং সম্পাদয়িতুং সামগ্রীং সমগ্রয়িষ্যতি। সমগ্রং সকলং পূর্ণমখণ্ডং স্যাদনূনকমিত্যমরঃ ॥ ৭ ॥

সেই রসিকসম্প্রদায়ই ধন্য। কারণ,—

এই স্থলে গোপীবৃন্দ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের অন্বেষণ করিয়াছিলেন, এই স্থানে কালিন্দীপুলিন-বলয়ে রাসমহোৎসব সম্পাদিত হইয়াছিল—এইরূপে গোকুলপতির চরিত-কথা বারংবার শ্রবণ করিয়া বাষ্পাকুল-লোচনে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া কোনও রূপে শ্রীকৃষ্ণবিরহে দিন যাপন করিতেছেন ॥ ৬ ॥

অতএব সংপ্রতি এই ভক্তবৃন্দের মুকুন্দবিরহের উদ্দীপনা হওয়ায় তাঁহাদের প্রাণ বহির্গত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণেরই কোনওরূপ কেলিসুধার নদীকে প্রবাহিতা করিয়া তোমাকে তাহা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে হইবে এবং আমার কৃপাতেই তোমার সেই লীলাগ্রন্থরূপ বস্তু পরিপূর্ণতা লাভ করিবে ॥ ৭ ॥

তেনাত্র জগদ্‌গুরোরাদেশমেবানুবর্ত্তিষ্যে।

(প্রবিশ্য) পারিপার্শ্বিকঃ ॥

ভাব! ভবতা নিবন্ধস্য বিদগ্ধমাধবনাম্নো নবীননাটক-প্রয়োগানুসারেণ গৃহীতভূমিকাঃ কুশীলবা রঙ্গপ্রবেশ তত্রভবন্ত-মনুজ্ঞাপয়ন্তি ॥ ৮ ॥

সূত্রধারঃ। মারিষ! নির্ম্মিতঃ কিমিতি তন্নাটক-পরি-পাটীভির্বর্ণিকাপরিগ্রহঃ।

অস্য মহাদেবস্যাজ্ঞাং পালয়িষ্যামীত্যর্থঃ। তাদৃশ রসিকসভামধ্যে প্রবিশ্য পারিপার্শ্বিক আহ। পরিতঃ পার্শ্বং চরতীতি পারিপার্শ্বিকঃ সূত্রধারস্য শিষ্যরূপো নটঃ। ভাব হে বিদ্বন্, নাট্যোক্তৌ ভাববিদ্বান্-থাবুকমিত্যমরঃ। তাদৃশ নবীননাটকস্য প্রয়োগানুসারেণ গৃহীতা ভূমিকা রাধিকা মধুমঙ্গলাদ্যুচিতবেশভূষা যৈঃ এবম্ভূতাঃ কুশীলবা নটা রঙ্গে নৃত্যভূমৌ প্রবেশার্থং তত্রভবন্তমিত্যেকপদং পূজ্যভবন্তমনুজ্ঞাপয়ন্তি ॥ ৮ ॥

তদনন্তরঃ সূত্রধার আহ মারিষেতি। শিষ্যরূপ কিঞ্চিদূন

অতএব আমি জগদ্‌গুরু মহাদেবের এই আজ্ঞা পালন করিতেছি।

(পারিপার্শ্বিকের * প্রবেশ)

পারিপার্শ্বিক—

মহাশয়! আপনার রচিত বিদগ্ধমাধব নামক নূতন নাটকের অভিনয়ের জন্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়া কুশীলবগণ † রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিবার জন্য আপনার আদেশের অপেক্ষা করিতেছে ॥ ৮ ॥

সূত্রধার—

মারিষ! ‡ তোমরা কি সেই নাটক অভিনয়ের অনুরূপ বেশ নির্ম্মাণ করিয়াছ?

(ক্ষণকাল চিন্তাপুরঃসর) তাহাই হউক।

---

* পারিপার্শ্বিক—সূত্রধারের প্রধান সাহায্যকারী শিষ্য নট।

† চারণ বা নট।

‡ শ্রেষ্ঠ নট।

(ক্ষণং বিমৃষ্য) ভবতু।

মমাস্মিন্ সন্দর্ভে যদপি কবিতা নাতিললিতা
মুদং ধাস্যন্ত্যস্যাং তদপি হরিগন্ধাদ্বুধগণাঃ।
অপঃ শালগ্রামাপ্লবন-গরিমোদ্গার-সরসাঃ
সুধীঃ কো বা কৌপীরপ নমিতমূর্দ্ধা ন পিবতি॥ ৯॥

পারিপার্শ্বিকঃ। ভাব! রঙ্গলক্ষ্মীকৌশলং স্তুতিভিরেব সভ্যা-

নটসম্বোধনম্। তথাচোক্তং ভরতেন। মান্যো ভাব ইতি জ্ঞেয়ং কিঞ্চিদূনস্তু মারিষঃ। বিদগ্ধমাধবনাটকরূপঃ পরিপাটীভির্বর্ণিকাপরিগ্রহঃ রাধিকা মধুমঙ্গলাদ্যুচিতবেশভূষাপরিগ্রহঃ যুষ্মাভিঃ কিং নির্ম্মিতঃ ক্ষণং বিমৃষ্য সহসা কৃতশ্চেৎ ভবতু ইত্যুবাহ। মমাস্মিন্ নাটকরূপসন্দর্ভে কবিতা নাতিললিতা ন মনোহরা তথাপি হরিগন্ধাদস্যাং কবিতায়াং বুধগণা মুদং ধাস্যন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। শালগ্রামস্নানেন জাতে যো গরিমোদ্গারঃ গরিমপ্রকাশঃ তেন সরসাঃ কৌপীরপি অপঃ কূপসম্বন্ধ্যপি জলং সুধীঃ নমিতমূর্দ্ধা ন পিবতি॥ ৯॥

পারিপার্শ্বিক আহ। হে ভাব! যদ্যপি অস্মাকং নৃত্যকৌশলং নাস্তি তথাপি নৃত্যলক্ষ্ম্যাঃ কৌশলং স্তুতিভিরেব সভ্যান্ বয়মভ্যর্থয়ামহে যুষ্মাভিঃ কৃপয়া নৃত্যেঽস্মিন্ কৌশলং স্বীক্রিয়তামিতি প্রার্থনাং আদৌ করিষ্যাম ইত্যর্থঃ। যদ্ যস্মাৎ যদমী সভ্যাঃ বিদ্যাদিভির্দেবানপি উপালব্ধুং ন্যক্কর্ত্তুং

আমার এই নাটকরূপ সন্দর্ভে যদিও অতিশয় মনোহারিণী কবিতা নাই—তথাপি পণ্ডিতগণ ইহাতে হরিগন্ধ আছে বলিয়া আনন্দলাভ করিবেন; কারণ, কূপোদক শালগ্রাম শিলার স্নানরূপ গৌরবের প্রকাশ দ্বারা সরস হইলে মস্তক নত করিয়া কোন্ পণ্ডিত তাহা পান না করিবেন? ॥ ৯॥

পারিপার্শ্বিক।—

মহাশয়! নাট্যকলালক্ষ্মীর কৌশলরূপ স্তবের দ্বারাই আমরা সমাগত সভ্যদিগকে অভ্যর্থনা করিতেছি। যেহেতু, ইঁহারা নানাবিধ

নভ্যর্থয়ামহে। যদমী বিদ্যাদিভির্দেবানপি তানুপালব্ধুমুৎসহন্তে কিমুত নটানস্মান্॥ ১০॥

সূত্রধারঃ। মারিষ! কৃতমেতয়া বৃথোপচারচর্য্যয়া। যতঃ।

অপ্রেক্ষ্য ক্রমমাত্মনো বিদধতি প্রীত্যা পরেষাং প্রিয়ং
লজ্জন্তে দুরিতোদ্গমাদিব নিজস্তোত্রানুবন্ধাদপি।
বিদ্যাবিত্তকুলাদিভিশ্চ যদমী যান্তি ক্রমান্নম্রতাং
রম্যা কাপি সতামিয়ং বিজয়তে নৈসর্গিকী প্রক্রিয়া॥ ১১॥

উৎসহন্তে। সূত্রধারঃ আহ। মারিষ, বৃথৈব যঃ উপচারঃ অন্তধর্ম্মাণামন্তত্রারোপ ইত্যর্থস্তস্য চর্য্যায়া কৃতং অলং ব্যর্থমিত্যর্থঃ। যুগপর্য্যাপ্তয়োঃ কৃতমিত্যমরঃ॥ ১০॥

যথা দুরিতোদ্গমাৎ দুরিতোৎপাদক পরদার-পরদ্রব্য-দুরিতোদ্গমাৎ সজ্জনা লজ্জন্তে, তথৈব ভক্তজনা নিজস্তোত্রানুবন্ধাদপি লজ্জন্তে। ক্রমাদিতি বিদ্যাদীনামাধিক্যে অধিকৈব নম্রতা অধিকতরত্বেঽধিকতয়া অধিকতমত্বেঽধিকতমা ইতি দিক্॥ ১১॥

বিদ্যার দ্বারা প্রসিদ্ধ দেবগণকেও পরাভব করিতে পারেন, আমাদের ন্যায় নটের কথা ত' বলাই বাহুল্য॥ ১০॥

সূত্রধার।—

হে মারিষ! এই প্রকার বৃথা উপচারের আয়োজনে ফল কি? যেহেতু, সাধুগণ নিজেদিগের কষ্ট গণনা না করিয়া প্রীতিভরে পরের প্রিয়বিধান করিয়া থাকেন, পাপজনক কার্য্যের সেইরূপ কথা প্রকাশ পাইলে লোকে যেরূপ লজ্জিত হয়, ইঁহারা আত্মপ্রশংসা শ্রবণে লজ্জিত হইয়া থাকেন, আর ইঁহাদের বিদ্যা, বিত্তকুলের যতই আধিক্য হয়, ততই তদনুসারে ইঁহারা ক্রমেই নম্রতা স্বীকার করিতে থাকেন; অতএব সাধুদিগের এই স্বাভাবিক মনোহারিণী প্রক্রিয়া জয়যুক্ত হউক॥ ১১॥

(সমন্তাদবলোক্য চ সহর্ষমুচ্চৈঃ)

হংহো বল্লবসিংহপ্রিয়া ভগবদ্ধর্ম্মজ্ঞগোষ্ঠীগুরূণামপি যুষ্মাকং সমক্ষং কিমপ্যেষ বিবক্ষমাণস্তাণ্ডবিকো নিরপত্রপাণাং পদবীমারোঢ়ুমুপক্রমতে। তদিমাং ক্ষমধ্বং চাপলারভটীং (ইতি সপ্রণামং পশ্যন্) ॥ ১২ ॥

অভিব্যক্তা মত্তঃ প্রকৃতিলঘুরূপাদপি বুধাঃ
বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্ হরিগুণময়ী বঃ কৃতিরিয়ম্।

আবেশেন সম্বোধনে হং হো শব্দ ইতি বল্লবসিংহস্য গোপশ্রেষ্ঠস্য কৃষ্ণস্য প্রিয়াঃ ভক্তাঃ ভগবদ্ধর্ম্মজ্ঞসভায়াং গুরূণাং যুষ্মাকং। এষ তাণ্ডবিকো নটঃ বিবক্ষমাণঃ বক্তুমিচ্ছন্ ব্রূঞ্ ব্যক্তায়াং বাচি ইত্যস্মাৎ। নিরপত্রপাণাং নির্লজ্জানাং ইতি সপ্রণামং পশ্যন্ সন্ সূত্রধার আহ ॥ ১২ ॥

বো যুষ্মান্ সিদ্ধার্থান্ বিধাত্রী শীলার্থে তৃন্ প্রকৃত্যা স্বভাবেন ক্ষুদ্র-রূপাৎ। ব্যঙ্গপক্ষে তু প্রকৃত্যা লঘু ক্ষুদ্রশ্চাসৌ রূপনামা চেতি স্বনামাপি দ্যোতিতম্। পক্ষে প্রকৃত্যা লঘুশ্চাসৌ রূপশ্চেতি সরস্বতী তু তদ্দৈন্য-

---

(চতুর্দ্দিকে অবলোকনপূর্ব্বক অতিশয় হর্ষসহকারে উচ্চৈঃস্বরে)

হে গোপশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ! ভগবদ্ধর্ম্মজ্ঞগণের গুরু আপনাদের সমক্ষে এই নট কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়া নির্লজ্জগণের পদবীতে আরোহণ করিবার উপক্রম করিতেছে। অতএব আপনারা তাহার এই চাপল্যপূর্ণ নাট্যবৃত্তি ক্ষমা করুন ॥ ১২ ॥

(ইহা বলিয়া প্রণামপূর্ব্বক অবলোকন করিতে করিতে)

হে পণ্ডিতগণ! স্বভাবতঃ আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি হইলেও আপনাদের অভীষ্টসাধিকা হরিগুণময়ী এই কৃতি আমা হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। কারণ, অতি নীচ জাতি পুলিন্দ কর্ত্তৃকও কাষ্ঠ-সংঘর্ষণজাত অগ্নি কি স্বর্ণের আভ্যন্তরীণ মল অপহরণ করিতে পারে না? অর্থাৎ আমি অতি অযোগ্য হইলেও, আমি যখন হরিগুণ-বর্ণনা করিতেছি,

পুলিন্দেনাপ্যগ্নিঃ কিমু সমিধমুন্মথ্যজনিতো
হিরণ্যশ্রেণীনামপহরতি নান্তঃকলুষতাম্ ॥ ১৩ ॥

তদিদানীমভীষ্টদেবং ভগবন্তমনুস্মৃত্য নৃত্যমাধুরীমুল্লসয়ামি। (ইতি অঞ্জলিং বদ্ধা)।

প্রপন্নমধুরোদয়ঃ স্ফুরদমন্দবৃন্দাটবী-
নিকুঞ্জময়মণ্ডপপ্রকরমধ্য বদ্ধস্থিতিঃ।

মসহমানা তমেব স্তাবয়তি প্রকৃষ্টাং কৃতিং লঘু শীঘ্রং রূপয়তীতি নিবধ্নাতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ব্রজবিহারাঃ ব্রজে যে বিহারাস্তেষু রজ্যন্মনো যস্য। পক্ষে ব্রজে বিহারো যস্য স ব্রজবিহারঃ কৃষ্ণঃ অস্মিন্ রজ্যন্মনো যস্য। যদ্বা ব্রজে বিহারো যয়োস্তৌ ব্রজবিহারৌ রাধাকৃষ্ণৌ তয়ো রজ্যন্মনো যস্য।

তখন ইহা আপনাদিগের ন্যায় সাধুগণেরও অন্তঃকরণে আনন্দ সঞ্চার করিবে ॥ ১৩ ॥

('প্রকৃতি লঘুরূপ' —এই কথাটির দ্বারা বিনয়ের অবতার গ্রন্থকার শ্রীরূপগোস্বামী নিজ দৈন্য খ্যাপন করিতেছেন; কিন্তু টীকাকার বলিয়াছেন যে, এই কথাটির আর একটি অর্থ এই যে, প্রকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট এই কৃতি বা প্রবন্ধ যিনি শীঘ্র রচনা করিতে পারেন, তিনিই "প্রকৃতি-লঘুরূপ" ইহা দ্বারা শ্রীরূপের রচনাশক্তির উৎকর্ষ সরস্বতীদেবী প্রকাশ করিতেছেন।) অতএব এখন অভীষ্টদেব ভগবান্‌কে স্মরণপূর্ব্বক নৃত্যমাধুর্য্যকে উল্লসিত করি।

(এই বলিয়া অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক)

যিনি প্রপন্ন বা আশ্রিতজনের প্রতি যাঁহার মধুর ভাবের উদয়

---

* এই শ্লোকটি ও ইহার পরবর্ত্তী—"ভক্তানামুদগাদনর্গলধিয়াং" এই শ্লোক দুইটিকে নাট্যশাস্ত্রমতে "প্ররোচনা" সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়। যথা—

"দেশকাল কথানাথ সভ্যাদীনাং প্রশংসয়া।
শ্রোতৃণামুন্মুখীকারঃ কথিতেয়ং প্ররোচনা ॥"—নাটকচন্দ্রিকা

অর্থাৎ—"দেশ, কাল, নায়ক এবং সভ্যাদির প্রশংসার দ্বারা শ্রোতৃবর্গের উন্মুখতা সম্পাদনের নাম—প্ররোচনা।"

নিরঙ্কুশকৃপাম্বুধির্ব্রজবিহাররজ্যন্মনাঃ।
সনাতনতনুঃ সদা ময়ি তনোতু তুষ্টিং প্রভুঃ ॥ ১৪ ॥

পারিপার্শ্বিকঃ। ভাব, পশ্য পশ্য।

ভক্তানামুদগাদনর্গলধিয়াং বর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ
শীলৈঃ পল্লবিতঃ স বল্লব-বধূবন্ধোঃ প্রবন্ধোঽপ্যসৌ।

অন্য পক্ষে সনাতননাম্নী তনুর্যস্য। সনাতনী নিত্যা তনুর্যস্য সঃ কৃষ্ণঃ ইতি চ। প্রপন্নেষু মধুর * করুণাময় উদয়ো যস্য। প্রপন্নো মধুরস্য শৃঙ্গাররসস্য উদয়ো যস্মাৎ অন্যৎ স্পষ্টম্ ॥ ১৪ ॥

ভক্তানামিতি তত্রাপি অনর্গলধিয়ামিতি পাত্রবৈশিষ্ট্যমুক্তঃ। এতাদৃশঃ বল্লবধূবন্ধোঃ কৃষ্ণস্য অসৌ বিদগ্ধমাধবস্বরূপ প্রবন্ধস্তত্রাপি শীলৈরিতি স্বভাবোক্ত্যলঙ্কারৈঃ পল্লবিতঃ বিস্তারিতঃ এতেন বস্তুবৈশিষ্ট্যম্। তাণ্ডববিধের্নৃত্যবিধেঃ লেভেশ্চত্বরতামিতি বৃন্দাটবী তত্রাপি তদ্গর্ভভূ

হয়, যিনি প্রফুল্ল ও আনন্দনীয় বৃন্দাবনের নিকুঞ্জময় মণ্ডপসমূহের মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন, যিনি নিরঙ্কুশ কৃপার সমুদ্র, ব্রজবিহারে যাঁহার মন সর্ব্বদা অনুরক্ত, সেই নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ নিত্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা আমার প্রতি আনন্দবিস্তার করুন ॥ ১৪ ॥

(এই শ্লোকটি দ্ব্যর্থ। ইহার দ্বারা শ্রীরূপগোস্বামী স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের ও নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামীর যুগপৎ বন্দনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণপক্ষে শ্লোকটির যে অর্থ, তাহাই প্রথমে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীসনাতন গোস্বামীর পক্ষে শ্লোকটির দ্বিতীয় অর্থ—যিনি মথুরাধামকে প্রাপ্ত হইয়াছেন বা যিনি শ্রীকৃষ্ণের মধুরভাবে পরিনিষ্ঠিত, যিনি অতি সুন্দর প্রফুল্ল বৃন্দাবনের নিকুঞ্জময় মণ্ডপসমূহে অবস্থান করিতেছেন, যিনি নিরঙ্কুশ কৃপার সমুদ্র, যিনি ব্রজে বিহারশীল শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলায় সর্ব্বদা অনুরক্তচিত্ত, সেই সনাতন শরীরধারী আমার গুরুদেব সর্ব্বদা আমার প্রাত তুষ্ট থাকুন।)

---

* প্রপন্নঃ প্রাপ্তো মধুরায়াং মথুরায়ামুদয়ো যেন মধুরা মথুরেতি দ্বিরূপকোষাৎ পক্ষে প্রপন্নানাং মধুরস্য মধুরাখ্যরসস্য উদয়ো যস্মাৎ। ১৪।

লেভে চন্দ্রলতাঞ্চ তাণ্ডববিধেবৃ‌ন্দাটবীগর্ভভূ-

র্মন্যে মদ্বিধপুণ্য-মণ্ডলপরীপাকোঽয়মুন্মীলতি ॥ ১৫ ॥

তৎ ত্বরয়স্ব রসমাধুরীং পরিবেষণায় ॥

সূত্রধারঃ। মারিষ! নীরসাবলীবৈমুখ্যাদ্বিশঙ্কমানো মন্থর ইবাস্মি ॥

পারিপার্শ্বিকঃ। ভাব! কৃতমত্র শঙ্কয়া। যতঃ।

উদাসতাং নাম রসানভিজ্ঞাঃ

কৃতৌ তবামী রসিকাঃ স্ফুরন্তি।

রাসপীঠরূপা ইতি দেশবৈশিষ্ট্যং তু বক্ষ্যতে ইতি সোঽয়ং বসন্তসময় ইত্যাদিনা ॥ ১৫ ॥

তত্তস্মাৎ হে সূত্রধার রসমাধুরীপরিবেষণায় ত্বরস্ব। কালদেশবস্তূনাং বৈশিষ্ট্যে সতি বিলম্বো ন যুক্তঃ। সূত্রধার আহ হে মারিষ! মৎকৃত-নাটকস্য শ্রীকৃষ্ণে জটিলাদীনাং কটূক্তিঘটিত পরকীয় রসপ্রধান বর্ণনময়-ত্বাত্তচ্ছ্রবণেনৈতৎ সাধুসভামধ্যপ্রবিষ্টানাং নীরসশ্রেণীণাং বৈমুখ্যান্মুখ-পরাবর্ত্তনাদ্বিশঙ্কমানোঽহম্ ॥ উদেতি নাম প্রকাশ্যে রসানভিজ্ঞাঃ উদাসতাং উদাসীনা ভবন্তু। নবনাটকরূপকৃতৌ তু রসিকা এব স্ফুরন্তি।

পারিপার্শ্বিক—মহাশয়! দেখুন, দেখুন। স্বভাবতঃ নির্ম্মল ও অকুণ্ঠবুদ্ধি ভক্তগণের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার উপর গোপাঙ্গনা-গণের বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের দ্বারা এই প্রবন্ধ অলঙ্কৃত, তাহার উপর শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যস্থ রাসস্থলী এই নাটক অভিনয়ের রঙ্গস্থলে পরিণত হইয়াছে, ইহাতে মনে হইতেছে যে, মাদৃশজনের পুণ্যরাশির পরিণামের উদয় হইল ॥ ১৫ ॥

অতএব সত্বর রসমাধুরী পরিবেশন আরম্ভ করুন।

সূত্রধার।—মারিষ! অরসিকগণের বৈমুখ্যবশতঃ শঙ্কিত হইয়া বিলম্ব করিতেছি।

পারিপার্শ্বিক। মহাশয়! ভয়ের কোনও কারণ নাই। যেহেতু—আপনার এই বৃত্তিতে অরসিক জনগণ উদাসীন থাকিবে। পরন্তু রসিকগণ ইহাতে পরমানন্দ লাভ করিবেন, কারণ, উষ্ট্রগণ স্বেচ্ছায়

ক্রমেলকৈঃ কামমুপেক্ষিতেঽপি
পিকাঃ সুখং যান্তি পরং রসালে ॥ ১৬ ॥
তদারভ্যতাং সামাজিকচেতশ্চমৎকারায়
গান্ধর্ব্বব্রহ্মবিদ্যা ।

সূত্রধারঃ। মারিষ! পশ্য পশ্য ।
সোঽয়ং বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় যস্মিন্
পূর্ণং তমীশ্বরমুপোঢ়নবানুরাগম্ ।

ক্রমেলকৈঃ উষ্ট্রৈঃ কামং যথেষ্টং উপেক্ষিতেঽপি রসালে আম্রপরং কেবলং পিকা এব সুখং যান্তি ॥ ১৬ ॥

তস্যা রজন্যা ঈশ্বরং চন্দ্রং তং প্রসিদ্ধমীশ্বরং কৃষ্ণঞ্চ উপোঢ়ঃ প্রাপ্তো নবোঽনুগতো রাগো রক্তিমা যেন কৃষ্ণপক্ষে স্পষ্টং গূঢ়াগ্রহা নবগ্রহা যস্যাং। সা পক্ষে গূঢ়ো গ্রহ আগ্রহো যস্যাঃ সা রুচিং রাতি গৃহ্নাতীতি তয়া শোভনয়া রাধয়া বিশাখানক্ষত্রেণ। কৃষ্ণপক্ষে স্পষ্টং। "রাধা বিশাখা" ইত্যমরঃ। প্রতি বৈশাখপূর্ণিমায়াং প্রায়ো বিশাখানক্ষত্রস্য

রসালকে উপেক্ষা করিলেও, কোকিলকুল তাহাতে পরম সুখানুভব করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

অতএব ভক্তসমাজের চিত্তে চমৎকারিতা সঞ্চার করিবার জন্য গান্ধর্ব্বব্রহ্মবিদ্যা আরম্ভ করুন।

সূত্রধার। বৎস! দেখ দেখ, সেই বসন্ত সময় আসিয়া সমুপস্থিত হইয়াছে, এই সময়ে রাত্রিকালে অন্যান্য গ্রহগণকে যিনি গোপন করিয়া রাখেন, সেই পূর্ণিমা তিথি নবোদয়ে রক্তিম বর্ণ পরিপূর্ণ তমীশ্বরকে (চন্দ্রকে) শোভনা রাধা বা বিশাখা নক্ষত্রের সহিত আনন্দভরে মিলিত করেন ॥ ১৭ ॥ (এই শ্লোকটির শ্রীকৃষ্ণ পক্ষে অন্য একটি শ্লিষ্ট অর্থ আছে। যথা—সেই বসন্তকাল সমাগত, যে বসন্তকালের রাত্রিকালে গোপনাগ্রহযুক্তা ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবী নবানুরাগপ্রাপ্ত

গূঢ়গ্রহা রুচিরয়া সহ রাধয়াসৌ
রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী ॥ ১৭ ॥ *

(নেপথ্যে)

অয়ে নর্ত্তকসামন্ত-সার্ব্বভৌম কথং ভবতঃ কর্ণপূরীভূতা বাঢ়ং নিগূঢ়েয়ং সন্দর্ভমঞ্জরী যদহং রাধয়া সার্দ্ধমীশ্বরং তং সঙ্গময়িষ্যামীতি !

সূত্রধারঃ। (সবিস্ময়ং নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য) অহো ! কথমিত এব ভগবতী পৌর্ণমাসী। পশ্য পশ্য !

সম্ভবাৎ রঙ্গায় শোভনার্থং। কৌতুকরহস্যমাবিষ্কর্ত্তুঞ্চ পৌর্ণমাসী তিথিঃ ভগবতী চ ॥ ১৭ ॥

নর্ত্তকসামন্তেষু মধ্যে সার্ব্বভৌমঃ সর্ব্বভূমৌ বিদিতঃ অতিখ্যাত ইত্যর্থঃ। নেপথ্যাভিমুখং রঙ্গশালাভিমুখম্। "নেপথ্যং রঙ্গভূমৌ

সেই পরিপূর্ণ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে শোভনা শ্রীরাধিকার সহিত পরম কৌতুতভরে মিলিত করিয়া দিলেন।)

(নেপথ্যে)

ওহে নটকুলেন্দ্র। কি প্রকারে এই নিগূঢ় রহস্যকথা তোমার কর্ণগোচর হইল যে, আমি শ্রীরাধিকার সহিত সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে মিলিত করিব ?

সূত্রধার—(বিস্ময়সহকারে নেপথ্যাভিমুখে লক্ষ্য করিয়া)

অহো ! কি প্রকারে ভগবতী পৌর্ণমাসী এস্থানে আসিয়া উপস্থিত

---

* এই শ্লোকটিতে নাটকের "আমুখে"র অঙ্গ "প্রবর্ত্তক" নামে নাট্যসাহিত্যে অভিহিত করা হয়। সূত্রধার যে শ্লোকের দ্বারা নাটকের ভাবী প্রতিপাদ্য বিষয়ের সূচনা করেন, তাহাকে "আমুখ" বলা হয়। এই আমুখের তিনটি অঙ্গের মধ্যে সূত্রধার প্রবৃত্ত কালকে আশ্রয় করিয়া যে স্থানে বর্ণনা করেন এবং সেই কাল বর্ণনায় যদি পাত্রের প্রবেশ হয়, তবে তাহাকে "প্রবর্ত্তক" নামে অভিহিত করা যায়। যথা—শ্রীরূপগোস্বামীর নাটকচন্দ্রিকায় "আক্ষিপ্তঃ কালসাম্যেন প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ প্রবর্ত্তকঃ"।

বহন্তী কাষায়াম্বরমুরসি সান্দীপনিমুনেঃ
সবিত্রী সাবিত্রীসমরুচিরলং পাণ্ডুরকচা।
সুরর্ষেঃ শিষ্যেয়ং পরিজনবতী নন্দভবনা-
দিতো মন্দং মন্দং স্ফুটমুটজবীথীং প্রবিশতি ॥ ১৮ ॥

তদাবামপ্যগ্রতঃ করণীয়ং বর্ণিকাঙ্গীকারমালোচয়াব।

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

প্রস্তাবনা।

(ততঃ প্রবিশতি সপরিজনা পৌর্ণমাসী)

স্যান্নেপথ্যঞ্চ প্রসাধনে" ইতি বিশ্বঃ। উটজবীথীং পর্ণশালায়াঃ পন্থানম্ ॥১৮॥

হইলেন! দেখ দেখ,—সান্দীপনি মুনির জননী, সাবিত্রীর সমান কান্তিশালিনী দেবর্ষির শিষ্যা এই পৌর্ণমাসী দেবী বক্ষঃস্থলে গৈরিক বসনে ও শিরে শুক্লকেশে সুশোভিতা হইয়া পরিজন সহকারে নন্দভবন হইতে প্রকাশ্যে মন্দ মন্দ পদসঞ্চারে এই পর্ণশালার পথে প্রবেশ করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

অতএব আমরাও পরবর্ত্তী কর্ত্তব্য বিষয়ে নাটকাভিনয়ের অঙ্গীভূত বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা করিতে যাইতেছি।

(ইহা বলিয়া পারিপার্শ্বিক ও সূত্রধার উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।)

প্রস্তাবনা *

অতঃপর পরিজনসহ পৌর্ণমাসী প্রবেশ করিলেন।

---

* "অর্থস্য প্রতিপাদ্যস্য অর্থং প্রস্তাবনোচ্যতে।"

— গ্রন্থকারকৃত "নাটকচন্দ্রিকা।"

প্রতিপাদ্য বিষয়ের যাহাতে অবতারণা করিয়া দেয়, তাহার নাম প্রস্তাবনা। এই স্থান হইতে নাটকের মূল বিষয়ের আরম্ভ হইতেছে।

পৌর্ণমাসী। (অয়ে নর্ত্তকসামন্তেতি পঠিত্বা) হন্ত বৎসে নান্দীমুখি! কিমপি কমনীয়ং গায়তা স্ফুটমানন্দিতাস্মি নটেন্দ্রেণ ॥ ১৯ ॥

নান্দীমুখী। ভঅবদি কিং কৃখু জহত্থং এদং ॥ ২০ ॥

পৌর্ণমাসী। সম্ভাব্যতে ফলমলম্ভিতমূলপুষ্টে-
স্তত্তাদৃশং ক্ব মম ভাগ্যতরোর্বরোরু
যেনানয়োঃ সুভগয়ো রুচিতা ভবেয়ং
শৃঙ্গারমাঙ্গলিকয়োর্নবসঙ্গমায় ॥ ২১ ॥

নান্দীমুখী। ভঅবদি জই বিসহাণুণন্দিণী রাহিআ তুএ কহ্নেণ সঙ্গমণিজ্জা তদো সঙ্গমাণুউলবাসং গোউলং উজ্ঝিঅ সম্ভণুবাসসদ্মে ভাণুতিত্থে কিত্তি এষা সঙ্গোবিঅ রক্‌খি-দাসী ॥ ২২ ॥

"অর্থস্য প্রতিপাদ্যস্য তীর্থং প্রস্তাবনোচ্যতে।" পৌর্ণমাসী ততঃ প্রবিশতি, ততো বদতি। এবমেব সর্ব্বত্র প্রথমান্তানং বদতি ক্রিয়ায়াঃ সম্বন্ধঃ ॥ ১৯ ॥

নান্দী—ভগবতি খলু যথার্থমেতৎ ॥ ২০ ॥

ন লম্ভিতং ন প্রাপিতং মূলং প্রযুজ্যং কর্ম্ম পুষ্টিং যেন ভাগ্যতরুণা তস্য শৃঙ্গারমঙ্গলমর্হত ইতি শৃঙ্গারমাঙ্গলিকৌ তয়োস্তদর্হতীতি ঠক্ ॥ ২১ ॥

ভগবতি বৃষভানুনন্দিনী রাধিকা ত্বয়া কৃষ্ণেন সঙ্গমনীয়া তদা

পৌর্ণমাসী—(অয়ে! নর্ত্তকসামন্ত পূর্ব্বে উক্ত এই কথা পাঠ করিয়া) আহা বৎসে নান্দীমুখি! নটেন্দ্র কি সুস্পষ্ট ভাষায় সুন্দর গান করিয়া আমাকে আনন্দিত করিল ॥ ১৯ ॥

নান্দীমুখী—ভগবতি! নটেন্দ্রের এই কথা কি যথার্থ? ॥ ২০ ॥

পৌর্ণমাসী—সুন্দরি! আমার ভাগ্যতরুর মূল অপুষ্ট থাকায় তাহার দ্বারা এই পরমসুন্দর আদিরসের মঙ্গলাধার শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দযুগলের নবমঙ্গলের শোভারূপ ফল ধারণ কিরূপে সম্ভবপর হইবে? ২১ ॥

নান্দীমুখী—ভগবতি! যদি বৃষভানুনন্দিনী রাধিকার সহিতই

পৌর্ণমাসী। বৎসে! নৃশংসতঃ কংসভূপতেঃ শঙ্কয়া॥

নান্দীমুখী। ভঅবদি তহবি কহং রণ্ণা বিণ্ণাদা রাহী॥

পৌর্ণমাসী। রাধাসৌন্দর্য্যবৃন্দমেব বিজ্ঞাপনে নিদানম্। যতঃ —লোকোত্তরা গুণশ্রীঃ প্রথয়তি পরিতো নিগূঢ়মপি বস্তু। পিহিতামপি প্রযত্নাদ্ব্যনক্তি কস্তুরিকাং গন্ধঃ॥ ২৩॥

নান্দীমুখী। ভঅবদি। জসোআধত্তীএ মুহরাএ অপ্পণো ণত্তিণী রাহিআ গোউলমজ্ঝে আণিঅ জডিলাপুত্তস্স অহিমণ্ণুণো হত্থে উব্বাহিদা ত্তি তাদিসং জেব্ব অসমঞ্জসং আপডিদং জং কহ্নাদো অণ্ণেণ পুরিসেণ তাদিসীণং করপ্ফংসণং তদো কধং তুমং ণিচ্ছিন্দা বিঅ দীসসি।

সঙ্গমানুকূলবাসং ত্যক্ত্বা সন্তনুবাসসংজ্ঞে ভানুতীর্থে কিমিতি এষা সংগোপ্য রক্ষিতা আসীৎ॥ ২২॥

"নৃশংসো ঘাতুকঃ ক্রূর" ইত্যমরঃ। ভগবতি তদপি কথং রাজ্ঞা বিজ্ঞাতা রাধা। গুণশ্রীঃ গুণসম্পত্তিঃ॥ ২৩॥

ভগবতি যশোদাধাত্র্যা মুখরয়া আত্মনো নপ্ত্রী রাধা গোকুলমধ্যে আনীয় জটিলাপুত্রস্য অভিমন্যোর্হস্তে উদ্বাহিতাস্তি। তাদৃশমেবাসমঞ্জসং

আপনি শ্রীকৃষ্ণের মিলন ঘটাইবেন, তবে মিলনের অনুকূল গোকুলবাস পরিত্যাগ করাইয়া শ্রীরাধিকাকে কি জন্য সন্তনুবাস নামক ভানুতীর্থে লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন? ২২

পৌর্ণমাসী—বৎসে! নৃশংস কংসভূপতির ভয়েই এইরূপ করিয়াছি।

নান্দীমুখী—ভগবতি! কি প্রকারে কংস রাজা শ্রীরাধাকে জানিতে পারিলেন?

পৌর্ণমাসী—জানিবার কারণ শ্রীরাধার সৌন্দর্য্য। কারণ লোকাতীত গুণসম্পদ্ অতি গোপনীয় বস্তুকে চারিদিকে প্রকাশ করিয়া দেয়, অতি যত্নে ঢাকিয়া রাখিলেও কস্তুরিকার গন্ধ তাহাকে প্রকাশ করিয়া দেয়॥ ২৩॥

নান্দীমুখী—ভগবতি! যশোদাধাত্রী মুখরা নিজ নাতিনী শ্রীরাধিকাকে গোকুলের মধ্যে আনয়ন করিয়া জটিলাপুত্র অভিমন্যুর হস্তে

পৌর্ণমাসী। তস্যৈব হেতোঃ।

নান্দীমুখী। কহং বিঅ।

পৌর্ণমাসী। (বিহস্য) তদবঞ্চনার্থমেব স্বয়ং যোগমায়য়া মিথ্যৈব প্রত্যায়িতং তদ্বিধানামুদ্বাহাদিকম্॥ ২৪॥

নিত্যপ্রেয়স্য এব খলু তাঃ কৃষ্ণস্য।

নান্দীমুখী। (সহর্ষং) তা বাঢ়ং তুমং নিচ্ছিন্দাসি সংবুত্তা জং এসা অজ্জ গোউলমজ্‌ঝে আণিদা॥ ২৫॥

আপতিতং যস্মাৎ কৃষ্ণাদন্যেন পুরুষেণ তাদৃশীনাং রাধাদীনাং করস্পর্শনং তদা কথং ত্বং নিশ্চিন্তা ইব দৃশ্যসে॥

নান্দী। কথমিব॥

পৌর্ণ। মিথ্যৈব প্রত্যায়িতমিতি মিথ্যাপীয়ং সর্ব্বকালস্থায়িনী সত্যা এব যোগমায়াকল্পিতত্বাৎ মায়াকল্পিতস্যৈব বাস্তবমিথ্যাত্বপ্রতিপাদনাৎ নতু যোগমায়য়া কল্পিতস্যাপি তথাত্বে মৃদ্ভক্ষণাদিলীলয়া অবাস্তবাপত্তেরিতি॥ ২৪॥

তস্মাৎ নূনং বাঢ়ং অতিশয়েন ত্বং নিশ্চিন্তাসি সংবৃত্তা যত এষা অদ্য গোকুলমধ্যে আনীতা॥ ২৫॥

সম্প্রদান করিতেছেন—এত বড় অন্যায্য কার্য্য হইতে চলিল; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য পুরুষের সহিত এইপ্রকার শ্রীরাধাদির করস্পর্শ ঘটিবে—এ অবস্থায় আপনাকে নিশ্চিন্তের ন্যায় দেখা যাইতেছে কেন?

পৌর্ণমাসী—সেই কারণেই।

নান্দীমুখী—কি প্রকার কারণ?

পৌর্ণমাসী—(হাসিয়া) তাহাকে বঞ্চনা করিবার জন্যই স্বয়ং যোগমায়া তাহাদিগের বিবাহ সংক্রান্ত মিথ্যা ব্যাপারকে সত্যের ন্যায় প্রতীত করাইয়া দিতেছেন॥ ২৪॥

কিন্তু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী। *

নান্দীমুখী—(আনন্দিত হইয়া) এই কারণেই আপনি অতিশয়

---

* এই প্রকার গোপবালাগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী হওয়ায় অন্য কাহারও সহিত তাঁহাদিগের বিবাহাদি অসম্ভব হইলেও অচিন্ত্য শক্তিময়ী যোগমায়া দেবী ব্রজলীলার

পৌর্ণমাসী। বৎসে সত্যং ব্রবীষি কংসতশ্চিন্তা মে শৈথিল্যমিবোপলব্ধা কিন্তু দুষ্টাভিমন্যুতঃ স্ফুটমন্যা সাম্প্রতমজনিষ্ট।

নান্দীমুখী! কেরিসী সা।

পৌর্ণমাসী। বল্লবীনবলতাসু রঙ্গিণং কৃষ্ণভৃঙ্গমভিগত্য মৎসরী।
রাধিকাং পুরটপদ্মিনীময়ং নেতুমিচ্ছতি পুনর্বনান্তরম্॥ ২৬॥

নান্দীমুখী। এত্থবি জোঅমায়া সমহাণং করিস্সদি॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রিকে! জানাতি স্বতন্ত্রায়াস্তস্যাশ্চরিত্রং। যত ঈদৃশেঽর্থে সা তটস্থায়তে॥

কীদৃশী সা কৃষ্ণ এব ভৃঙ্গস্তং কৃষ্ণরূপভৃঙ্গং পুরটপদ্মিনীং কনকবর্ণাং পদ্মিনীং বনান্তরং মধুবনং মথুরামিত্যর্থঃ। কমলিনী পক্ষে জলবাচকত্বেন বনশব্দঃ শ্লিষ্টঃ॥ ২৬॥

নান্দী। অত্রাপি যোগমায়ৈব সমাধানং করিষ্যতি॥

পৌর্ণ। ঈদৃশেঽর্থে কার্য্যসম্পাদনে তটস্থৈব ভবতি নতু সমাধত্তে।

নিশ্চিন্তা হইয়াছেন, যেহেতু, অদ্য শ্রীরাধাকে গোকুলমধ্যে আনয়ন করা হইয়াছে॥ ২৫॥

পৌর্ণমাসী—বৎসে! সত্য কথাই বলিয়াছ, কংসের চিন্তা আমি ছাড়িয়াছিলাম কিন্তু সংপ্রতি দুষ্ট অভিমন্যু বিষয়ে আমার চিন্তা আবার প্রবল হইয়া উঠিল।

নান্দীমুখী—তাহা কিরূপ?

পৌর্ণমাসী—সুরসিক কৃষ্ণভৃঙ্গকে গোপীরূপা বনলতাসমূহে অনুরক্ত দেখিয়া মৎসরশীল অভিমন্যু এই স্বর্ণকমলরূপা শ্রীরাধাকে বনান্তরে * লইয়া যাইবার ইচ্ছা করিতেছে॥ ২৬॥

নান্দীমুখী—এখানেও যোগমায়া সমাধান করিবেন।

পৌর্ণমাসী—পুত্রিকে! তিনি স্বাধীনা, তাঁহার চরিত্র ত তোমার

মাধুর্য্য বৃদ্ধির জন্য সেই অসত্য ব্যাপারকেও সাধারণের নিকট সত্য বলিয়া প্রতীতি করাইয়া দিতেছেন।

* বনান্তর—অন্য বন—শ্রীবৃন্দাবন ব্যতীত অন্য বন বা মধুবন।

নান্দীমুখী। অগ্নো বা এত্থ কোবি উবাওত্থি জেণ এসো পডিবন্ধো ভবে ॥ ২৭ ॥

পৌর্ণমাসী। বৎসে তত্র ময়া প্রতিভুবা ভবন্ত্যা যুক্তিমাধুরীমেদুরেণ বাগর্গলেন নিসর্গাদগম্ভীরোঽয়ং বিষ্কম্ভিতোঽস্তি।

নান্দীমুখী। (সহর্ষং) ভঅবদি কংসস্স গোমণ্ডলজ্ঝক্খো গোঅড্ঢণো কহ্ণাণুসারিণা চন্দাঅলীচরিত্তেণ কুদো ণ কুপ্পই ॥ ২৮ ॥

ক্বচিদভিসারাদৌ তথা দর্শনাদত্রাপি সম্ভাব্যতে চেতি পৌর্ণমাস্যা হৃদয়ম্। ততশ্চ অন্তরা অন্তরা তস্যাস্তাটস্থ্যন্তু রসপুষ্ট্যর্থং শঙ্কামর্ষাদি প্রযোজকমিতি সঙ্গমনীয়ম্ ॥

নান্দী। অন্যো বা কোঽপ্যত্র উপায়োঽপ্যস্তি যেন এষ প্রতিবন্ধো ভবেৎ ॥ ২৭ ॥

পৌর্ণ। প্রতিভূবা লগ্নক্যা ॥

নান্দী। কংসস্য গোমণ্ডলাধ্যক্ষঃ গোবর্দ্ধনঃ কৃষ্ণানুসারিণা চন্দ্রাবলী-চরিত্রেণ কস্মান্ন কুপ্যতি ॥ ২৮ ॥

জানা আছে। সেইজন্যই এই ব্যাপারেও তিনি নির্লিপ্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন।

নান্দীমুখী—যাহাতে ইহার প্রতিবন্ধক ঘটিতে পারে, এমন অন্য কোন উপায়ই বা আছে ? ২৭ ॥

পৌর্ণমাসী—বৎসে ! এ বিষয়ে আমি প্রতিভূ থাকিয়া নিশ্চয় বলিতে পারি, যে যুক্তিমাধুর্য্যের স্নিগ্ধ বাচ্যরূপ অর্গলের দ্বারা স্বভাবতঃ গম্ভীর বাধা ঘটান যাইতে পারে।

নান্দীমুখী—(হর্ষভরে) ভগবতি ! কংসের গোমণ্ডলাধ্যক্ষ গোবর্দ্ধন চন্দ্রাবলীর চরিত্র কৃষ্ণানুসারী হওয়ায় কেন কুপিত হয় না ? ২৮ ॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি রাজকুলোপলব্ধেন গৌরবেণ গর্ব্বিতোঽয়ং ব্যক্তমপি তন্ন শ্রদ্দধাতি ॥

নান্দীমুখী। কহং কহ্নেণ পঢ়মং সে সঙ্গমো সংবুত্তো ॥ ২৯ ॥

পৌর্ণমাসী। সঙ্গমে খলু গাঢ়ানুরাগিতৈব দূতী বভূব। মদুদ্যমানাং কেবলমজনিষ্টাপিষ্টপেষিতা।

নান্দীমুখী। অজ্জে তুহ কহং এরিসী ভাঅবিসেসভাবিদা গাঢ়াণুরাইদা উপ্পন্না জং অপ্পণো অহিট্ঠদে অম্হি অণুপন্নে কহ্নে উজ্জইণীং উজ্‌ঝিঅ পঢ়মং চ্চেঅ গোউলং লদ্ধাসি ॥ ৩০ ॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি! গুরুপাদানামুপদেশপ্রসাদেন।

নান্দী। কথং কৃষ্ণেন প্রথমং অস্যাশ্চন্দ্রাবল্যাঃ সঙ্গমঃ সংবৃত্তঃ ॥ ২৯ ॥

নান্দী। আর্য্যে তব কথং ঈদৃশী ভাববিশেষভাবিতা গাঢ়ানুরাগিতা উৎপন্না যস্মাদাত্মনোঽভীষ্টদেবেঽস্মিনমুৎপন্নে কৃষ্ণে উজ্জয়িনীং সান্দীপণি-বাসনগরীং ত্যক্ত্বা প্রথমমেব গোকুলং লব্ধাসি ॥ ৩০ ॥

পৌর্ণমাসী—পুত্রি! একথা ব্যক্ত হইলেও রাজকুললব্ধ গৌরবে গর্ব্বিত হইয়া ঐ কথায় বিশ্বাস করে না।

নান্দীমুখী—কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত চন্দ্রাবলীর প্রথমে মিলন হইল? ২৯ ॥

পৌর্ণমাসী—মিলনের বিষয়ে গাঢ় অনুরাগই দূতীর কার্য্য করিয়াছিল। আমার উদ্যম কেবল পিষ্টপেষণের ন্যায় বৃথা কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল।

নান্দীমুখী—আর্য্যে! আপনার কিরূপে এই ভাববৈশিষ্ট্যজনিত এমন গাঢ় অনুরাগ উৎপন্ন হইল, যাহাতে আপনার অভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ না করিতেই আপনি অগ্রেই উজ্জয়িনী ত্যাগ করিয়া এই গোকুলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন? ৩০ ॥

পৌর্ণমাসী—পুত্রি! শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপদেশ প্রসাদেই এইরূপ হইয়াছে।

নান্দীমুখী। এত্থং বসন্তীং তুমং মহাভাও সান্দীবণী কিং ক্খু জণাদি ॥

পৌর্ণমাসী। অথ কিম্। অতস্তেন মধুমঙ্গলাভিধঃ স্বপুত্রো মমাত্র পরিচর্য্যার্থং প্রেষিতঃ ॥

নান্দীমুখী। মহুমঙ্গলো তুফ সুট্‌ঠু অণুগ্গহিদো জং এসো ণন্দণঅনেন্দীঅরচন্দস্স সহঅরদা মহুসবে ণিজুত্তো ॥ ৩১ ॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি! মম সর্ব্বস্বরূপায়াঃ রাধায়াঃ শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগবিস্তারায় ত্বঞ্চ নিযুজ্যসে।

নান্দীমুখী। (সানন্দং) ভঅবদি! অদিভূমিং গদো সে কন্হে অণুরাও।

পৌর্ণমাসী। কথমেতল্লক্ষিতম্ ॥

নান্দী। অত্র বসন্তীং ত্বাং মহাভাগঃ সান্দীপণিঃ কিং খলু জানাতি ॥

নান্দী। মধুমঙ্গলস্ত্বয়া সুষ্ঠু অনুগৃহীতো যৎ এষ নন্দনয়নেন্দীবরচন্দ্রস্য সহচরতা মহোৎসবে নিযুক্তঃ। তেন ময়ি সেবিকায়াং ভাগ্যহীনায়াং তাদৃশমনুগ্রহং ন করোষীতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

পৌর্ণ। তদেবাভিপ্রেত্যাহ পুত্রীতি ॥

নান্দী। ভগবতি অতিভূমিং অত্যুৎকর্ষং গতস্তস্যাঃ কৃষ্ণেঽনুরাগঃ ॥

নান্দীমুখী—আপনি যে এখানে বাস করিতেছেন, মহাভাগ সান্দীপণি মুনি কি তাহা অবগত আছেন?

পৌর্ণমাসী—জানেন বৈ কি! জানিয়াই ত' তিনি মধুমঙ্গল নামক নিজ পুত্রকে আমার পরিচর্য্যার জন্য এখানে প্রেরণ করিয়াছেন।

নান্দীমুখী—মধুমঙ্গলকে আপনি সুন্দররূপে অনুগ্রহ করিয়াছেন, যেহেতু, সে নন্দনয়নেন্দীবরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের সহচরস্বরূপ মহোৎসবে নিযুক্ত হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

পৌর্ণমাসী—পুত্রি! আমার সর্ব্বস্বরূপা শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ বিস্তারের জন্য তোমাকে নিযুক্ত করিতেছি।

নান্দীমুখী। জদা কহাপসঙ্গে এসা কহ্নে ত্তি ণামং সুণাদি তদা রোমাঞ্চিদা কম্পি ভাঅং বিন্দই ॥ ৩২ ॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি! যুক্তমিদম্!

তথাহি।

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥ ৩৩ ॥

নান্দী। যদা কথাপ্রসঙ্গে এষা কৃষ্ণেতি নাম শৃণোতি তদা রোমাঞ্চিতা কমপি ভাবং বিন্দতি প্রাপ্নোতি ॥ ৩২ ॥

তাণ্ডবং নাট্যং তৎকুর্ব্বতী নটীবেত্যর্থঃ। তুণ্ডাবলীতি কিমেকেন তুণ্ডেন তুণ্ডসমূহশ্চেল্লভ্যতে তর্হি সুখেন কৃষ্ণকীর্ত্তনং ক্রিয়ত ইতি ভাবঃ। কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী অঙ্কুরবতী জাতমাত্রাঙ্কুরত্যর্থঃ কৃতিং ব্যাপারং বিজয়তে পরাভবতি। আনন্দাতিশয়েন প্রশ্রয়ো জায়ত ইতি ভাবঃ। উৎকর্ষার্থেহকর্ম্মকঃ পরাভবার্থে সকর্ম্মকো জি ধাতুঃ ॥ ৩৩ ॥

পৌর্ণমাসী—কিরূপে তাহা জানিতে পারিলে?

নান্দীমুখী—(আনন্দসহকারে) ভগবতি! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার অনুরাগ অতিশয় উৎকর্ষপ্রাপ্ত হইয়াছে।

নান্দীমুখী—যখন ইনি কথাপ্রসঙ্গে "শ্রীকৃষ্ণ" এই নাম শ্রবণ করেন, তখন রোমাঞ্চিতা হইয়া কি এক ভাব প্রাপ্ত হন ॥ ৩২ ॥

পৌর্ণমাসী—পুত্রি! এরূপভাব উপযুক্তই বটে। কারণ—বিধাতা কি পরিমাণ অমৃতের দ্বারা 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না, যেহেতু, ইহা বদনে নৃত্য করিতে থাকিলে অসংখ্য বদন প্রাপ্তির আগ্রহ বিস্তার করিতে থাকে, কর্ণক্রোড়ে ইহা অঙ্কুরিত হইলে অর্ব্বুদ, অর্ব্বুদ কর্ণলাভের জন্য ইচ্ছা ঘটায়—এবং ইহা চিত্তপ্রাঙ্গণের সঙ্গী হইলে সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারকেই পরাজিত করে ॥ ৩৩ ॥

নান্দীমুখী। অজ্জে! দোহিং ললিদা-বিসাহাহিং সহীহিং সদ্ধং রাহী স্থরং আরাহেই চন্দাঅলী উণ পউমা-সেব্বা-পহু-দীহিং সদ্ধং চণ্ডিঅং। তা তক্কেমি দেঅদা প্পসাদণিপ্পাদিও ইমাণং ঈরিসো কহ্নে অণুরাও॥

পৌর্ণমাসী। দৈবতসেবা কেবলমিহ বনযাত্রানুসারিণী মুদ্রা। ব্রজসুভ্রুবাস্তু কৃষ্ণে সহজপ্রেমা স জাগর্ত্তি॥

নান্দীমুখী। সচ্চং রাহীএ সাহাবিঅং চ্চেঅ পেম্মং তথবি সহীণং কোসলং উদ্দীপণং॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি! মদ্দিগরা সন্দিশ্যতামালেখ্যবিচক্ষণা বিশাখা যথেয়ং স্বসখীনেত্রারবিন্দয়োরানন্দায় নন্দস্থনোঃ প্রতিচ্ছন্দং নির্ম্মাতি॥ ৩৪॥

নান্দী। আর্য্যে দ্বাভ্যাং। ললিতা-বিশাখাভ্যাং সার্দ্ধং রাধা সূর্য্যমারাধয়তি চন্দ্রাবলী পুনঃ পদ্মা-শৈব্যা-প্রভৃতিভিঃ সার্দ্ধং চণ্ডিকামারাধয়তি। তত্তর্কয়ামি দেবতাপ্রসাদনিষ্পাদিত আসাং ঈদৃশঃ কৃষ্ণেঽনুরাগঃ॥

নান্দী। সত্যং রাধায়াঃ স্বাভাবিকমেব প্রেম তথাপি সখানাং কৌশলং উদ্দীপনম্॥

পৌর্ণ। আলেখ্যং চিত্রং "প্রতিচ্ছন্দং চিত্রপটম্॥" ৩৪॥

নান্দীমুখী—আর্য্যে! ললিতা ও বিশাখা এই দুই সখীর সহিত শ্রীরাধা সূর্য্য-আরাধনা করেন, চন্দ্রাবলীও পদ্মা শৈব্যা প্রভৃতি সখীদিগের সহিত চণ্ডিকার আরাধনা করিয়া থাকেন। অতএব মনে হয়, দেবতা প্রসাদেই ইঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণে এই প্রকার অনুরাগ নিষ্পাদিত হইয়াছে।

পৌর্ণমাসী—দেবতাসেবা এই ব্যাপারে ইঁহাদের বনযাত্রা অনুসরণের কৌশল মাত্র। ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সহজ প্রেম সতত জাগরূক রহিয়াছে।

নান্দীমুখী। জহ আণবেদী ভঅবদী ॥

পৌর্ণমাসী। ময়াপি মোদকবৃন্দদানাপদেশাদ্বৃন্দাটবীমধ্যমাসাদ্য রাধেতি মঙ্গলাক্ষরমাধুর্য্যেণ মাধবকর্ণয়োর্দ্বন্দ্বমানন্দনীয়ম্ ॥

নান্দীমুখী। অজ্জে পেক্‌খ পেক্‌খ এসো রাম মহুমঙ্গল-সিরিদাম-পহুদীহিই সহঅরেহিং সদ্ধং গোউলাদো নিক্কমিঅ বুন্দাঅণং গচ্ছন্তো কহ্নো সিণিদ্ধেহিং পিদরেহিং জসোআণন্দেহিং লালিজ্জই ॥ ৩৫ ॥

নান্দী। ভগবতী যথাজ্ঞাপয়তি তথা করোমীতি ভাবঃ ॥

পৌর্ণ। অপদেশাৎ ছলাৎ ॥

নান্দী। আর্য্যে! পশ্য পশ্য এব রাম-মধুমঙ্গল-শ্রীদাম-প্রভৃতিভিঃ সহচরৈঃ সার্দ্ধং গোকুলান্নিষ্ক্রম্য বৃন্দাবনং গচ্ছন্ কৃষ্ণঃ স্নিগ্ধাভ্যাং পিতৃভ্যাং যশোদানন্দাভ্যাং লাল্যতে ॥ ৩৫ ॥

নান্দীমুখী—সত্যই শ্রীরাধার এই প্রেম স্বাভাবিক, তথাপি সখীদিগের কৌশল এই প্রেমের উদ্দীপন।

পৌর্ণমাসী—পুত্রি! আমার বাক্যানুসারে চিত্রকর্ম্মনিপুণা বিশাখাকে আদেশ কর, যাহাতে সে স্বীয় সখীর নয়নকমলের আনন্দ সম্পাদনের জন্য নন্দনন্দনের চিত্রপট নির্ম্মাণ করে ॥ ৩৪ ॥

নান্দীমুখী—ভগবতী যেরূপ আজ্ঞা করিলেন, তাহাই হইবে।

পৌর্ণমাসী—আমিও মোদক প্রদানের ছলে বৃন্দাবনমধ্যে গমন করি "রাধা" এই মঙ্গলময় অক্ষরদ্বয়ের মাধুর্য্যের দ্বারা মাধবের শ্রবণদ্বয়ের আনন্দবিধান করিব।

নান্দীমুখী—আর্য্যে! দেখুন দেখুন, রাম, মধুমঙ্গল ও শ্রীদাম প্রভৃতি সহচরগণের সহিত গোকুল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে যাইতেছেন এবং স্নেহশীল পিতা, মাতা, নন্দ ও যশোদা তাঁহাকে লালন করিতেছেন ॥ ৩৫ ॥

পৌর্ণমাসী। (বিলোক্য সহর্ষং)

অয়ং নয়নদণ্ডিতঃ প্রবরপুণ্ডরীকপ্রভঃ
প্রভাতি নবজাগুড়দ্যুতি-(১)বিড়ম্বি-পীতাম্বরঃ।
অরণ্যজপরিষ্ক্রিয়া-দমিত-দিব্যবেশাদরো
হরিন্মণিমনোহরদ্যুতিভিরুজ্জ্বলাঙ্গো হরিঃ॥

তদহং মোদকসম্পাদনায় গচ্ছেয়ং ত্বঞ্চ বিশাখাং যাহি।

(ইতি নিষ্ক্রান্তে)

বিষ্কম্ভকঃ॥ ৩৬॥

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্টঃ কৃষ্ণঃ। পুরস্তাদালোক্য সানন্দম্)

পৌর্ণ। জাগুড়ং কুঙ্কুমং পরিষ্ক্রিয়া অলঙ্কারঃ। অলঙ্কারস্ত্বাভরণং পরিষ্কারো বিভূষণম্। গারুত্মতং মরকতমশ্মগর্ভং হরিন্মণিরিত্যমরঃ। অরণ্যে জায়ন্তে যে তে অরণ্যজাপুষ্পাদয়স্তৈর্জাতা যে পরিষ্ক্রিয়াঃ অলঙ্কারা বনমালাদয়স্তৈ দমিতং তিরস্কৃতং দিব্যবেশানামাদরো যেন সঃ॥

ভবেদ্বিষ্কম্ভকো ভাবি ভূতবস্ত্বংশসূচকম্॥ ৩৬॥

গোমণ্ডলীনাং ব্যাজতঃ মন্দাকিনী স্বর্গঙ্গা ইন্দ্র পুরাদভিমুখে

পৌর্ণমাসী—(দেখিয়া সহর্ষে) আহা! মরকত-মণির মনোহর দ্যুতিসমূহের দ্বারা উজ্জ্বলাঙ্গ হরি নয়নের দ্বারা অতিশ্রেষ্ঠ কমলের প্রভাকেও পরাজিত করিয়া, পীতাম্বরের দ্বারা নব কুঙ্কুমের শোভাকেও বিড়ম্বিত করিয়া এবং অরণ্যজাত বিভূষণের দ্বারা দিব্যবেশের আদরকেও তিরস্কৃত করিয়া বিরাজ করিতেছেন।

এখন আমি মোদকানয়নের জন্য যাইতেছি, তুমিও বিশাখার নিকট গমন কর।

(এই বলিয়া দুইজনেই নিষ্ক্রান্ত হইলেন)

বিষ্কম্ভক॥ ৩৬॥

---

(১) "ব্রজ"—ইতি পাঠান্তরম্।

* বিষ্কম্ভক—যাহা অতীত ও ভবিষ্যৎ বস্তুর অংশের সূচনা করে, তাহার নাম বিষ্কম্ভক—ইহাকে অপ্রধান পাত্রের (নটের) দ্বারা অঙ্কের প্রথমেই দেখাইতে হয়।

শ্রেণীভূতবপুঃশ্রিয়ামভিমুখে গোমণ্ডলীনাং ক্রমা-
দাসাং স্ফাটিকগণ্ডশৈলপটলী পাণ্ডুত্বিষাং ব্যাজতঃ।
শঙ্কে স্তাতগুণা পুরন্দরপুরাচ্চস্কন্দ মন্দাকিনী
বৃন্দারণ্যবিহারিধন্যযমুনাসেবাপ্রমোদার্থিনী ॥

নন্দঃ। বৎস সাধু বর্ণিতং কিন্তু গোষ্ঠলক্ষ্মীরপি পৃষ্ঠতঃ প্রেক্ষ্যতামিতি

(পরাবৃত্য)

বিশালৈর্গোশালৈর্বহুশিখরশাখাবিততিভিঃ
পরীতৈঃ সম্বাধীকৃতসবিধমম্ভোধিগহনম্।

চস্কন্দ। আগতেত্যর্থঃ। ইতি শঙ্কে। কথংভূতা। বৃন্দারণ্যবিহারণ্যা যমুনায়াঃ সেবাজন্যপ্রমোদ এব অর্থঃ যস্যাঃ সা।

বহূনাং শিখরাণাং গৃহাগ্রাণাং গৃহপ্রান্তানাং বিততয়ো বিস্তারাস্তাভিঃ পরীতৈর্ব্যাপ্তৈর্গোশালৈঃ সম্বাধীকৃতং সঙ্কীর্ণীকৃতং সবিধং সমীপং যস্য তৎ। পুনঃ কীদৃশং গোষ্ঠং আগোবর্দ্ধনকটকং গোবর্দ্ধননিতম্বমভিব্যাপ্য

(অনন্তর পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট প্রকারে কৃষ্ণের প্রবেশ)

সম্মুখে অবলোকন করিয়া সানন্দে)

স্ফটিকময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলমালার ন্যায় পাণ্ডুর কান্তি ও শ্রেণীভূত শরীর-শোভায় সুশোভিত হইয়া ক্রমশঃ অগ্রসরশীল গোমণ্ডলীকে দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন স্বর্গ হইতে গুণজ্ঞা মন্দাকিনী বৃন্দাবন বিহারের দ্বারা ধন্যা যমুনার সেবানন্দের অভিলাষিণী হইয়া আগমন করিতেছেন।

নন্দ—বৎসে! সুন্দর বর্ণনা করিয়াছে, কিন্তু পশ্চাতে একবার গোষ্ঠশোভা নিরীক্ষণ কর—(ইহা বলিয়া পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) গোবর্দ্ধন-নিতম্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কালিয়হ্রদ পর্য্যন্ত বহু বহু বিস্তৃত

বিষ্কম্ভক নীচ ও মধ্যম পাত্রের অভিনীত হইলে তাহাকে মিশ্র সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থকার শ্রীরূপগোস্বামীর নাটকচন্দ্রিকার ৫৭৬।৫৭৭ প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

সমৃদ্ধামাগোবর্দ্ধনকটকমাকালিয়হ্রদং
শ্রিয়ং বিভ্রদ্ গোষ্ঠং স্ফুরতি পরিতস্তাবকমিদম্ ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে মধুমঙ্গল! দূরমনুযাতোহস্মি তাতেন তদবিলম্বমম্বয়া সার্দ্ধং গোষ্ঠং প্রবিশ্যতাম্।

যশোদা। জাদ! কিত্তি অবরহ্নেবি গোট্ঠং ণ সুমরসি জং পরমাদরেণ মএ রন্ধিদাইং পচ্চহং সীঅলীহোন্তি মিট্ঠন্নাইং॥

মধুমঙ্গলঃ। গোউলেসরি সুণাহি (ইতি সংস্কৃতেন)
গোভ্যঃ শপে কিমপি দূষণমস্য নাস্তি।
(ইতি বাগুপক্রমে কৃষ্ণঃ সস্নেহমেনং পশ্যতি।)

মধুমঙ্গলঃ। তাভির্যদেষ রভসাদভিকৃষ্যমাণঃ।
কুঞ্জং বিশত্যধিককেলিসমুৎ(১)সুকাভিঃ
(ইতি বাগসমাপ্তৌ)

"কটকোহস্ত্রী নিতম্বোহদ্রে" রিত্যমরঃ। আকালিয়হ্রদং কালিয়হ্রদপর্য্যন্তং সমৃদ্ধাং সমৃদ্ধিমতীং শ্রিয়ং শোভাং বিভ্রৎ ধারয়ৎ পুষ্যদ্বা ॥ ৩৭ ॥

যশোদা। জাত পুত্র কিমিতি অপরাহ্নেহপি গোষ্ঠং ন স্মরসি যৎ পরমাদরেণ ময়া রন্ধিতানি প্রত্যহং শীতলীভবন্তি মিষ্টান্নানি॥

মধু। গোকুলেশ্বরি শৃণু গোভ্যঃ শপে গবাং শপথং করোমি। তাভিঃ প্রসিদ্ধাভিঃ। রভসাৎ হর্ষাৎ কুঞ্জং বিশতীতি যোজ্যম্। "রভসো হর্ষবেগয়ো"রিতি বিশ্বঃ॥

গৃহাগ্র ও গৃহপ্রান্তসমন্বিত বিশাল গোশালা সমূহের দ্বারা যাহার সমীপদেশ সঙ্কীর্ণ হওয়ায়—যাহা সমুদ্রের ন্যায় দুর্গম হইয়াছে তোমার সেই গোষ্ঠ সমৃদ্ধিমতী শোভা ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতেছে ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণ—সখে মধুমঙ্গল! পিতা আমার সহিত বহুদূর আসিয়াছেন, অতএব অবিলম্বে মাতাকে লইয়া গোষ্ঠে প্রবেশ কর।

---

(১) "কেলিকলোৎসুকাভিঃ"—ইতি পাঠান্তরম্।

কৃষ্ণঃ। (সাপত্রপমাত্মগতং) ব্যক্তমেষ বালিশো বল্লবীভিরিতি বক্ষ্যতি। তদেনং সংজ্ঞয়া বারয়ামীতি (শিরস্তিরো ধূনয়তি ॥)

মধুমঙ্গলঃ। ভো বঅস্স কিত্তি মং ণিবারেসি জং ণিচ্চিদং অজ্জঅজ্জাণং অগ্গদো এবং বিণ্ণবিস্সং ॥

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) হন্ত হন্ত লজ্জাজালে জাল্মধিয়া পাতিতোঽস্মি।

মধুমঙ্গলঃ। পীতাম্বরস্তরিতমম্ব সুহৃদ্ঘটাভিঃ ॥

কৃষ্ণঃ। (সানন্দমাত্মগতং) কথমন্যদেবাস্য হৃদ্গতম্ ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণঃ। বালিশো মূর্খঃ। "সংজ্ঞা স্যাচ্চেতনা নাম হস্তাদ্যৈশ্চার্থ-সূচনে"ত্যমরঃ ॥

মধু। ভো বয়স্য! কিমিতি মাং নিবারয়সি যৎ নিশ্চিতমদ্য আর্যাণাং অগ্রত ইদং বিজ্ঞাপয়িষ্যামি ॥

কৃষ্ণঃ। "জাল্মোঽসমীক্ষ্যকারী স্যাদি"ত্যমরঃ ॥ ৩৮ ॥

যশোদা—বৎস! এখন অপরাহ্ন, এখনও কি তোমার গোষ্ঠের কথা স্মরণ হয় না, পরমাদরে আমি প্রতিদিন তোমার জন্য যে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করি, তাহা প্রতিদিনই শীতল হইয়া যায়।

মধুমঙ্গল—গোকুলেশ্বরি! শ্রবণ করুন (ইহা বলিয়া শুদ্ধভাষায়)—

আমি গোগণের শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহাতে আমার সখার কোনও দোষ নাই—

(ইহা বলিয়া আরও বলিবার উদ্যোগ করিলে শ্রীকৃষ্ণ সস্নেহে মধুমঙ্গলকে দেখিতে লাগিলেন)

মধুমঙ্গল—শ্রীকৃষ্ণ সেই সমধিক কেলিসমুৎসুকাগণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক আকর্ষিত হইয়া কুঞ্জে প্রবেশ করে,—(ইহা বলিয়া বাক্যের শেষ না করিতেই)

কৃষ্ণ—(লজ্জাসহকারে স্বগতঃ) এই মূর্খ পাছে "গোপীদিগের দ্বারা" এই কথা স্পষ্টভাবে বলিয়া ফেলে—অতএব সঙ্কেতে ইহাকে নিবারণ করি। (ইহা বলিয়া মাথা নাড়িয়া নিষেধ করিতেছেন)।

যশোদা। বচ্ছ মহুমঙ্গল ! সচ্চং সচ্চং। ললিদাপহুদীও গোববালিআও যহ ইদং কহেন্তি তা ডিম্ভেহিং হদম্হি ॥

নন্দঃ। কুটুম্বিনি ! কচ্চিদনুরূপা নিরূপিতাস্তি গোকুলে কাচিদ্বালিকা যামুদ্বাহয়ামো বৎসং ॥

যশোদা। অজ্জ তুদ্ধমুহস্‌স বচ্ছস্‌স কো কৃখু দাণীং উব্বাহে ওসরো ॥

যশোদা। বৎস মধুমঙ্গল সত্যং সত্যম্‌! ললিতাপ্রভৃতয়ো গোপবালিকাশ্চ মম ইদং কথয়ন্তি তত্তস্মাৎ ডিম্ভৈর্বালকৈর্হতা দগ্ধাস্মি ॥

যশোদা। আর্য্য ! দুগ্ধমুখস্য বৎসস্য ইদানীং কঃ খলু উদ্বাহে অবসরঃ ॥

মধু। অপবার্য্য রহস্যমন্যস্মৈ যৎ কথ্যতে নিভৃতং তত্র অপবার্য্য ইতি নাট্যোক্তিঃ। তথোক্তম্‌। রহস্যং কথ্যতেঽন্যস্য পরাবৃত্যাঽপবারিতমিতি।

মধুমঙ্গল—ভো বয়স্য ! আমাকে নিবারণ করিতেছ কেন ? আমি অদ্য আর্য্যাদিগের অগ্রে ইহা নিশ্চিতই বলিব।

কৃষ্ণ—(স্বগতঃ) হায় ! হায় ! এই মূর্খটা আমায় কি লজ্জাজালেই না ফেলিল !

মধুমঙ্গল—হে মাতঃ ! পীতাম্বর ত্বরান্বিত হইয়া সুহৃদ্‌শ্রেণীর সহিত—*

কৃষ্ণ—(সানন্দে স্বগতঃ) ইহার মন কিরূপে অন্য ভাব অবলম্বন করিল ? ৩৮

যশোদা—বৎস মধুমঙ্গল ! ঠিক, ঠিক—ললিতা প্রভৃতি গোপবালিকারাও আমাকে এই কথা বলিয়া থাকে ; অতএব বালকেরাই আমাকে মারিয়া ফেলিল।

---

* সমস্ত শ্লোকটির অর্থ এইরূপ—কেলিকুতুহলা সুহৃদ্‌শ্রেণী কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক আকর্ষিত হইয়া পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণ ত্বরান্বিত হইয়া কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করে।

মধুমঙ্গলঃ। [অপবার্য্য] বঅস্‌স সচ্চং দুদ্ধমুহোঽসি জং দুদ্ধলুদ্ধাইং গোবকিশোরীসহস্‌সাইং তুজংঝমুহং পিঅন্তি ॥ ৩৯

কৃষ্ণঃ। (স্মিতং করোতি)

নন্দঃ। বৎস পশ্য পশ্য—

অহহ কমলগন্ধেরত্র সৌন্দর্য্যবৃন্দে
বিনিহিতনয়নেয়ং ত্বন্মুখেন্দোর্মুকুন্দ।
কুচকলসমুখাভ্যামম্বরক্নোপমম্বা
তব মুহুরতিহর্ষাদ্বর্ষতি ক্ষীরধারাম্‌ ॥ ৪০ ॥

সত্যং সত্যং দুগ্ধমুখোঽসি যৎ যস্মাৎ দুগ্ধলুব্ধানি গোপকিশোরী-সহস্রাণি তব মুখং পিবন্তি ॥ ৩৯ ।

নন্দ। কমলস্যেব গন্ধোঽস্যেতি উপমানাচ্চেতি ইচ সমাসান্তঃ। অম্বরং বস্ত্রং ক্নোপয়িত্বা আর্দ্রীকৃত্য চেলক্নোপে ইতি ণমূল ॥ ৪০ ॥

নন্দ—প্রিয়ে! কৃষ্ণের সহিত যাহার বিবাহ দিতে পারি, গোকুলমধ্যে এমন কোনও গোপবালিকা তোমার জানা আছে ?

যশোদা—আর্য্য! বাছা আমার দুগ্ধমুখ বালক, এই কি তাহার বিবাহের সময় ?

মধুমঙ্গল—(হস্তধারণ করিয়া একান্তে) সখে! তুমি সত্যই দুগ্ধমুখ; যেহেতু, দুগ্ধলোভী গোপকিশোরীরা পুনঃ পুনঃ তোমার বদন পান করিয়া থাকে। ৩৯

শ্রীকৃষ্ণ—(হাস্য করিলেন)।

নন্দ—বৎস! দেখ, দেখ! কি আশ্চর্য্য! তোমার পদ্মপদযুক্ত অন্যান্য অঙ্গে সৌন্দর্য্যরাশি পূর্ণ থাকিলেও তোমার এই মাতা তোমার মুখচন্দ্রের প্রতিই চাহিয়া আছেন, ইনি অতিশয় হর্ষবশতঃ কুচকলসের মুখদ্বয় হইতে বস্ত্র আর্দ্র করিয়া ক্ষীরধারা বর্ষণ করিতেছেন ॥ ৪০ ॥

(ইতি কৃষ্ণমালিঙ্গ্য সানন্দম্)।

জিতচন্দ্রপরাগচন্দ্রিকা নলদেন্দীবরচন্দনশ্রিয়ং ।
পরিতো ময়ি শৈত্যমাধুরীং বহতি স্পর্শমহোৎসবস্তব ॥

কৃষ্ণঃ। তাত ! বুভুক্ষাক্রুষ্টমপি মৎপ্রতীক্ষয়া স্বয়ং তস্তম্ভে গোকদম্বকম্। তন্নিবর্ত্তেতাং তত্রভবন্তৌ ॥

নন্দঃ। যথাহ বৎস ! (ইতি সস্নেহং কৃষ্ণমবলোকয়ন্ সভার্য্যো নিষ্ক্রান্তঃ) ॥

কৃষ্ণঃ। (পুরোঽবলোক্য) ভো মধুমঙ্গল পশ্য পশ্য ।

সুগন্ধৌ মাকন্দপ্রকরমকরন্দস্য মধুরে
বিনিস্যন্দে বন্দীকৃতমধুপবৃন্দং মুহুরিদং ।
কৃতান্দোলং মন্দোন্নতিভিরনিলৈশ্চন্দনগিরে-
র্মমানন্দং বৃন্দাবিপিনমতুলং তুন্দিলয়তি ॥ ৪১ ॥

চন্দ্রস্য কর্পূরস্য নলদস্য বীরণমূলস্য গোকদম্বকং গোসমূহঃ।

কৃষ্ণ। তত্র পূর্ব্ব ভবৎ শব্দপ্রয়োগঃ সাদরবুদ্ধ্যদর্থঃ।

কৃষ্ণ। গন্ধস্যেদুৎপূতি সুতি সুরভিশ্চেতি ইচ্ সমাসান্তঃ। মাকন্দানাং আম্রাণাং তুন্দিলয়তি বর্দ্ধয়তি ॥ ৪১ ॥

(ইহা বলিয়া কৃষ্ণকে সানন্দে আলিঙ্গন করিয়া)

বৎস ! তোমার স্পর্শেই আমার যে মহানন্দের উদয় হয়, কর্পূরচূর্ণ জ্যোৎস্না, বীরণমূল, পদ্ম বা চন্দনের শৈত্যমাধুরীর শ্রী তাহার নিকট অতি তুচ্ছ।

কৃষ্ণ—পিতঃ ! ক্ষুধার্ত্ত হইলেও গোসমূহ আমার প্রতীক্ষায় স্বয়ং স্তম্ভিত হইয়া আছে, অতএব আপনারা দুই জন এখন প্রত্যাবর্ত্তন করুন।

নন্দ—বৎস ! তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ।

(ইহা বলিয়া কৃষ্ণকে দেখিতে দেখিতে পত্নীর সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন)

কৃষ্ণ—(সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) ওহে মধুমঙ্গল ! ভাই, দেখ, দেখ—

রামঃ। শ্রীদামন্ পশ্য পশ্য।

বৃন্দাবনং দিব্যলতাপরীতং
লতাশ্চ পুষ্পস্ফুরিতাগ্রভাজঃ।
পুষ্পাণ্যপি স্ফীতমধুব্রতানি
মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ॥

কৃষ্ণঃ। সখে মধুমঙ্গল! ভবদ্বিধানামাসত্তিশংসিভির্বংশীগীতৈরানন্দয়ামি বৃন্দাটবীবাস্তব্যান্(ইত্যধরে বেণুং বিন্যস্যতি)॥

রামঃ। (আশ্চর্য্যম্।) হন্ত পরস্পরবিপর্য্যস্ত-স্বভাবানামপি ভাবানাং ধর্ম্মবিপর্য্যয়ঃ পশ্যত পশ্যত।

জাতস্তস্ততয়া পয়াংসি সরিতাং কাঠিন্যমাপেদিরে
গ্রাবাণো দ্রবভাবসম্বলনতঃ সাক্ষাদমী মার্দ্দবং।
স্থৈর্য্যং বেপথুনা জহুর্মুহুরগা জাড্যাদগাতিং জঙ্গমা
বংশীং চুম্বতি হন্ত যামুনতটীক্রীড়াকুটুম্বে হরৌ॥

মধুমঙ্গলঃ। হী হী অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং।

পউর-দরগরন্তচ্ছীরকল্লোলিনীহিং
ণঅকুসুমলদাণং হন্ত সেঅং কুণন্তী।

রাম। পরস্পরমন্যোহন্যং বিপর্য্যস্তঃ প্রতিকূলঃ স্বভাবো যেষাং ভাবানাং বৃত্তীনাং। ধর্ম্মবিপর্য্যয়ঃ স্ব প্রতিকূলধর্ম্মিণে স্বধর্ম্মং সমর্প্য তদ্ধর্ম্মগ্রহণম্॥

এই বৃন্দাবন আম্রবৃক্ষরাজি হইতে ক্ষরিত মধুর মনোহর সুগন্ধে মুহুর্মুহুঃ মধুপবৃন্দকে বন্দী করিয়া এবং মলয়পর্ব্বতের মন্দ মন্দ সমীরণে আন্দোলিত হইয়া আমার অতুল আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে॥ ৪১॥

রাম—শ্রীদাম! ভাই। দেখ দেখ, বৃন্দাবন মনোহর লতায় পরিবেষ্টিত, লতাগুলির অগ্রভাগ আবার প্রস্ফুটিত কুসুমে পরিপূর্ণ, আর সেই ফুলের প্রত্যেকটিতেই মধুকর মধুপানে রত এবং এই সকল মধুকরও মধুর গীতে শ্রবণ পরিতৃপ্ত করিতেছে।

পিবিঅ মহুরবংশীনাদপিঊসপূরং
ফুরই গুরুঅ সোক্‌খ থম্ভিদা ধেণুপন্তী ॥ ৪২ ॥
(ইতি কৃষ্ণং হস্তেন চালয়ন্।)
ভো পিঅবঅস্স কিস ণিব্ভরং গব্বাএসি।

মধু। হী হী আশ্চর্য্যম্।

প্রচুরতর গলৎ ক্ষীরকল্লোলিনীভিঃ। নব্যকুসুমলতানাং হন্ত সেকং কুর্ব্বতী। পীত্বা মধুরবংশীনাদপীযূষপূরং স্ফুরতি গুরুসৌখ্যস্তম্ভিতো ধেনুপঙক্তিঃ ॥ ৪২ ॥

কস্মান্নির্ভরং গর্ব্বায়সে এতস্যা এব বেণুজাতেরেষা উন্মাদিকা প্রকৃতিঃ। অত্র পুনর্নিমিত্তমাত্রং খলু ত্বম্ ॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণ—সখে মধুমঙ্গল! তোমাদের আগমনের পরিচয়-সূচক বংশীগীতের দ্বারা আমি বৃন্দাবনবাসিগণের আনন্দবিধান করি।

(ইহা বলিয়া অধরে বেণুস্থাপন করিলেন)

রাম—কি আশ্চর্য্য! ওহে দেখ দেখ, যাহাদের পরস্পরের বিরুদ্ধ স্বভাব ছিল, তাহারাও পরস্পরের সহিত ধর্ম্মপরিবর্ত্তন করিতেছে।

কি আশ্চর্য্য! যমুনাতটে ক্রীড়াশীল হরি বংশীবাদন করায় নদীসমূহের জলরাশি স্তম্ভিত হইয়া কাঠিন্য প্রাপ্ত হইয়াছে, প্রস্তরসমূহ দ্রবভাব লাভ করিয়া সাক্ষাৎ মৃদুতা ধারণ করিল, স্থাবর সকল মুহুর্মুহুঃ কম্পনের দ্বারা স্থৈর্য্য পরিত্যাগ এবং জঙ্গম সকল স্থাবরের ন্যায় গতি পরিত্যাগ করিতেছে।

মধুমঙ্গল—হী, হী, কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!

ধেনুশ্রেণী মধুর বংশীনাদ রূপ অমৃতপুর পান করিয়া অতিশয় সুখভরে স্তম্ভিত হইয়া বিরাজ করিতেছে—কিন্তু তাহাদের স্তন হইতে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষীরধারা গলিত হইয়া বৃন্দাবনের নবকুসুমলতাগুলিকে সিক্ত করিতেছে ॥ ৪২ ॥

(ইহা বলিয়া কৃষ্ণকে হস্ত দ্বারা চালনা করিয়া)

অহে প্রিয়বয়স্য! ইহাতে তুমি অতিশয় গর্ব্বিত হইতেছ কেন?

এদাএ চ্চেঅ বেণুজাদিএ এসা উম্মাদিআ পইদী।
এত্থ উণ ণিমিত্তমেত্তং ক্খু তুমং ॥ ৪৩ ॥

(আকাশে।)

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্ মুহুস্তুম্বুরুং
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মাপয়ন্ বেধসং।
ঔৎসুক্যাবলিভির্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ ॥

রামঃ। (সহর্ষমূর্দ্ধমবলোক্য স্বগতম্)
কথং! মেঘান্তরিতোহয়ং দেবর্ষিঃ পদ্যমুপবীণয়ামাস ॥ ৪৪ ॥
(পুনরাকাশে কলকলঃ) ॥

মধুমঙ্গলঃ। (ঊর্দ্ধমবলোক্য সভয়ম্) অব্বহ্মণ্ণং অব্বহ্মণ্ণং ভো ভো পলাএম্ভ পলাএম্ভ ॥

আকাশে কোহপি পদ্যং গায়তি।

রাম। উপবীণয়ামাস বীণয়া জগৌ "সত্যপা" ইত্যাদিনা ণিচ্ ॥ ৪৪ ॥

মধু। অব্রহ্মণ্যং অব্রহ্মণ্যং অবধ্যোহয়ম্ "অব্রহ্মণ্যমধ্যোক্তৌ" ইত্যমরঃ ॥

ভো ভো পলায়ামহে পলায়ামহে অহমিতি শেষঃ ॥

এই উন্মাদিকা শক্তি বেণুজাতিরই স্বভাব—তুমি কেবল ইহার নিমিত্ত মাত্র ॥ ৪৩ ॥

(আকাশে) মেঘসকলের গতি রুদ্ধ, তম্বুরু নামক স্বর্গীয় গন্ধর্ব্বকে চমৎকৃত, সনন্দনপ্রমুখ ঋষিগণকে ধ্যানচ্যুত, বিধাতাকে বিস্মিত, পাতালস্থ বলিরাজকে ঔৎসুক্যে ব্যাকুলিত, ব্রহ্মাণ্ডধারী সর্পরাজ অনন্তদেবকে চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণিত এবং ব্রহ্মাণ্ডের কটাহ ভিত্তিকে ভেদ করিয়া বংশীধ্বনি সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে লাগিল।

রাম—(সানন্দে উর্দ্ধে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য! দেবর্ষি নারদই মেঘের অন্তরালে থাকিয়া বীণায় এই শ্লোক গান করিলেন ॥ ৪৪ ॥

শ্রীদামা। বাউল কিত্তি নিরগ্‌গলং পলবসি ॥

মধুমঙ্গলঃ। অরে মুক্‌খ গোআলিআ কিং ণ পেচ্ছসি। এসো সমারূঢ়-হংসো ণগ্‌গেণ ভুঅঙ্গধারিণা কেণ বি বেদালেন সদ্ধং চউম্মুহো কো বি জক্‌খো রক্‌খসো বা আঅচ্ছদি ॥

(পুনর্বীক্ষ্য সোৎকম্পং) হী মাণহে। এদে অচ্ছীহিং পুরিদসব্বঙ্গং কম্পি দাণঅং অগ্‌গে কদুঅ অবরে অসুরা গঅণং আক্কমন্তি। তা সঙ্কেমি হদকংসস্‌স কিঙ্করা হুবিস্‌সন্তি। (ইতি সত্রাসং কৃষ্ণকক্ষান্তরে শিরস্তিরয়তি) ॥ ৪৫ ॥

শ্রীদামা। বাতুল কিমিতি নিরর্গলং প্রলপসি ॥

মধু। অরে ইতি নীচামন্ত্রণে। অরে মূর্খ গোপালাঃ কিং ন পশ্যত এষসমারূঢ়হংসো নগ্নেন দিগম্বরেণ ভুজঙ্গধারিণা কেনাপি বেতালেন সার্দ্ধং চতুর্ম্মুখঃ কোঽপি যক্ষরাক্ষসো বা আগচ্ছতি ॥

পুনর্বীক্ষ্য হী মানহে হী বিস্ময়ে মন্যামহে। এতে অক্ষিভিঃ পূরিত-সর্ব্বাঙ্গং কমপি দানবমগ্রে কৃত্বা অপরে অসুরা গগনমাক্রামন্তি তৎ শঙ্কে হতকংসস্য কিঙ্করা ভবিষ্যন্তি। তিরয়তি তিরশ্চীনং করোতি ॥ ৪৫ ॥

(পুনরায় আকাশে কল কল শব্দ)

মধুমঙ্গল—(উর্দ্ধে অবলোকনপূর্ব্বক সভয়ে) আমরা অবধ্য! আমরা অবধ্য! অহে আমরা পলায়ন করিতেছি, এখনই পলাইতেছি।

শ্রীদাম—তুমি কি বাতুল যে, অনবরত প্রলাপ বকিতেছ?

মধুমঙ্গল—ওরে মূর্খ গোয়াল, তুই কি দেখিতে পাইতেছিস্ না, একটা চতুর্ম্মুখ হংসে আরূঢ় হইয়া উলঙ্গ সর্পধারী কোন্ একটা বেতালের সহিত—এই যক্ষই হউক বা রাক্ষসই হউক—এই দিকে আসিতেছে?

(পুনরায় দেখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে)

ওমা একি! হী হী, এ যে দেখি সর্ব্বাঙ্গে চক্ষু পরিপূর্ণ কোন একটা দানবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া অন্যান্য অসুরেরা আকাশে বেড়াইতেছে। ভয় হয়, ইহারা সেই হতভাগ্য কংসেরই কিঙ্কর।

(ইহা বলিয়া কৃষ্ণের বাহুমূলে মস্তক লুকাইলেন) ॥ ৪৫ ॥

কৃষ্ণঃ। (স্বগতঃ) কথমেতে বেণুনাদমাধুরীভিরাকৃষ্টাঃ পয়োদবীথীমবগাহন্তে দিশামধীশাঃ। (ইতি পুনর্বেণুং ক্বণয়তি)

মধুমঙ্গলঃ। (বিলোক্য সোচ্ছ্বাসমাত্মগতং) এদে দুট্ঠ দাণঅ বঅস্সস্স বেণুসদ্দমেত্তণে বিহ্বল ভুবিঅ সজ্ঝসেণ মুজ্ঝন্তি। তা জাইদোহ্মি। (ইতি সাটোপং পরিক্রম্য প্রকাশম্)

রে রে দুট্ঠা অসুরাঃ চিট্ঠধ চিট্ঠধ এসোহহং সাবেণ চাপেণ বা তুম্হাণং মুণ্ডাইং তুণ্ডেমি। (ইতি দণ্ডমুত্থম্য মুহুরূর্দ্ধং কূর্দ্দতি)॥

রামঃ। (বিহস্য) বয়স্য মৈবং ব্রবীঃ। এতৌ হি ভগবন্তৌ হর-হিরণ্যগর্ভৌ সব্যতশ্চামী পুরন্দরাদয়ো বৃন্দারকাঃ॥

মধু। এতে দুষ্টদানবা বয়স্যস্য বেণুশব্দমাত্রেণ বিহ্বলা ভূত্বা সাধ্বসেন মুহ্যন্তি তৎ তস্মাৎ জীবিতেঽস্মি।

রে রে দুষ্টা অসুরাস্তিষ্ঠত এষোঽহং শাপেন চাপেন ধনুষা বা যুষ্মাকং মুণ্ডানি খণ্ডয়ামি॥

কৃষ্ণ—(স্বগত) এযে দিক্‌পালগণ—বেণুনাদ মাধুরীর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মেঘপথে উপস্থিত হইয়াছেন।

(ইহা বলিয়া পুনর্ব্বার বেণুবাদন করিলেন)

মধুমঙ্গল—(দেখিয়া উচ্ছ্বাসসহকারে স্বগত) এই দুষ্ট দানবগণ বয়স্যের বেণুশব্দ মাত্রেই বিহ্বল হইয়া ভয়ে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেই জন্যই জীবন রক্ষা পাইল।

(এই বলিয়া সদর্পে ভ্রমণপূর্ব্বক প্রকাশ্যে) রে রে দুষ্ট অসুরগণ! থাক্ থাক্, আমি হয় শাপের দ্বারা না হয় চাপের দ্বারা তোদের মুণ্ড খণ্ডন করিতেছি। (এই বলিয়া দণ্ড উত্তোলন করিয়া বারংবার ঊর্দ্ধে লম্ফপ্রদান করিতে লাগিলেন)।

রাম—(হাস্যপূর্ব্বক) বয়স্য এরূপ কথা বলিও না। ইনি ভগবান শিব ও ইনি ব্রহ্মা আর এই বামদিকে পুরন্দরাদি দেবগণ।

মধুমঙ্গলঃ। (সুষ্ঠু সমাশ্বাস্য) ভো জাণদা চ্চেঅ এদং মএ পরিহসিদং তদো তুম্হেহিং কৃখু রক্খসবুদ্ধীএ ভীলুএহিং পলাইদুং পউত্তং ॥

কৃষ্ণঃ। (স্মিত্বা) হংহো দেবানাং প্রিয় নিজমেব জাল্মতামস্মাসু সংক্রাময়সি ॥ ৪৬ ॥

রামঃ ॥ পশ্যত পশ্যত।

অষ্টাভিঃ শ্রুতিপুটকৈর্নবৈবৈণবকাকলীং কলয়ন্।
শতধৃতিরপি ধৃতিমুক্তো মরালপৃষ্ঠে মুহুর্লুঠতি ॥
(আকাশে পুনর্বীণাগীতিঃ)

মধু। (সুষ্ঠু সমাশ্বাস্য) ভো জানতা এব ময়া ইদং পরিহসিতম্। ততো যুষ্মাভিঃ খলু রাক্ষসবুদ্ধ্যা ভীরুভিঃ পলায়িতুং প্রবৃত্তম্ ॥

দেবানাং প্রিয়ঃ পশুঃ ॥ ৪৬ ॥

নবাং নূতনাং শতধৃতির্ব্রহ্মা মরালস্য হংসস্য ॥

আকাশে নারদেনেতি শেষঃ ॥

মধুমঙ্গল—(বিশেষরূপে আশ্বস্ত হইয়া) আমি তাহা জানিয়াই এইরূপ পরিহাস করিয়াছি; কিন্তু তোমরা ভীরুর পাল—রাক্ষসবুদ্ধিতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলে।

কৃষ্ণ—ওহে দেবগণের প্রিয় * নিজের মূর্খতা এখন আমাদের উপর চাপাইতেছ ? ॥ ৪৬ ॥

রাম—দেখ দেখ—অষ্ট কর্ণপুটে বেণুর নবীন মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অসীমধৈর্য্যশালী ব্রহ্মা পর্য্যন্ত ধৈর্য্যহীন হইয়া হংসপৃষ্ঠে মুহুর্মুহুঃ লুণ্ঠিত হইতেছেন।

(আকাশে পুনরায় বীণাগীতি)

---

* যজ্ঞীয় পশু দেবগণের প্রিয়—এই অর্থে "দেবগণের প্রিয়" বলিতে পশু বুঝাইতেছে।

উদিতে হরিবক্ত্রেন্দৌ বেণুনাদসুধামুচি।
হন্ত রুদ্রসমুদ্রেণ স্বমর্য্যাদা বিলঙ্ঘিতা॥

রামঃ। (সোৎকণ্ঠং)

মুরলীকলাপরিমলানাকর্ণ্য ঘূর্ণত্তনো-
রেতস্যাক্ষিসহস্রতঃ সুরপতেরস্রাণি সশ্রূভু্র্বি;
চিত্রং বারিধরান্ বিনাপি তরসা যৈরস্য ধারাময়ৈ-
র্দূরাৎ পশ্যত দেবমাতৃকমভূদ্বৃন্দাটবীমণ্ডলঃ॥ ৪৭॥

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) পুরাণানামমীষাং পুরস্তাদ্বিহারে সঙ্কুচন্তি মে চেতোবৃত্তয়ঃ। তদগ্রে যামীতি। (তরূণামন্তরমাসাদ্য প্রকাশম্) সখে মধুমঙ্গল! পশ্য পশ্য মাধবীয়াং বনমাধুরীম্।

পরিমলান্ বিমর্দ্দান্। "পরিমলো বিমর্দ্দেঽপি স্যান্মনোহারিগন্ধবৎ। রতৌ বিমর্দ্দো বিকসদ্দেহরাগাদিসৌরভ" ইতি বিশ্বঃ। দেবমাতৃকং বৃষ্টম্বুপালিতম্। "দেশো নদ্যম্বুবৃষ্ট্যম্বুসম্পন্নব্রীহিপালিতঃ। স্যান্নদীমাতৃকো দেবমাতৃকশ্চ যথাক্রমমি"ত্যমরঃ॥ ৪৭॥

মাধবীয়াং মাধবো বসন্তঃ কৃষ্ণশ্চ তৎসম্বন্ধিনীম্॥

আহা! বেণুরব-সুধামোচনকারি শ্রীহরির মুখচন্দ্র উদিত হইলে রুদ্ররূপ সমুদ্র পর্য্যন্ত স্বীয় মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন অর্থাৎ হঠাৎ আনন্দে বিবশ হইয়া পড়েন।

রাম—(উৎকণ্ঠা সহকারে) দূরে দেখ দেখ, শ্রীকৃষ্ণের মুরলীকলার অমৃতময় ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ঘূর্ণিত-তনু ইন্দ্রের সহস্রাক্ষি হইতে অশ্রুস্রাবিত হইয়া বারিধারা ব্যতীতও বৃন্দাবনমণ্ডল সিঞ্চিত হইয়া যেন আশ্চর্য্যরূপে দেবমাতৃক হইয়া উঠিল॥ ৪৭॥

কৃষ্ণ—(স্বগত) এই সকল প্রাচীনগণের সম্মুখে বিহার করিতে আমার চিত্তবৃত্তিগুলি সঙ্কুচিত হইতেছে। অতএব আর একটু অগ্রসর হই।

ক্বচিদ্ভৃঙ্গীগীতং ক্বচিদনিলভঙ্গীশিশিরতা
ক্বচিদ্বল্লীলাস্যং ক্বচিদমলমল্লীপরিমলঃ।
ক্বচিদ্ধারাশালী কনকফলপালীরসভরো
হৃষীকাণাং বৃন্দং প্রমদয়তি বৃন্দাবনমিদম্॥ ৪৮॥

মধুমঙ্গলঃ। ভো বঅস্স এদাএ দুট্ঠভিঙ্গীভঅঙ্করীএ কিং মে কোদূহলং তুজ্ঝ বুন্দাড়ইএ। অহং ক্খু চউব্বিহেহি অণ্ণেহিং সব্বেন্দিঅহারিণীং গোউলেশ্বরীএ রসবইং জ্জেব দট্ঠুণ রঞ্জেমি॥

কৃষ্ণঃ। বয়স্য! বন্দস্ব বৃন্দাটবীমেব। স্ফুটমস্যাঃ পুরাণবল্লরীভিরপি তবাভীষ্টফলমুল্লাসয়িতুং সমর্থ্যতে॥

হৃষীকাণাং ক্রমেণ শ্রবণ-নাসিকা-নেত্র-ত্বগ্রসনানাম্॥ ৪৮॥

মধু। এতয়া দুষ্ট ভৃঙ্গীভয়ঙ্কর্য্যয়া কিং মে কৌতূহলং তব বৃন্দাটব্যা। অহং খলু চতুর্বিধৈরন্নৈঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং হারিণীং গোকুলেশ্বর্য্যা রসবতীমেব দৃষ্ট্বা রজ্যামি॥

মধু। ত্বং সত্যবাদীতি সর্ব্বলোকৈর্ভণ্যসে তত্তস্মাৎ এতস্য বচনস্য পরীক্ষা ময়া কর্ত্তব্যা। ভো বল্লর্য্যঃ এযোঽহং বন্দে বুভুক্ষিতো

(বৃক্ষাভ্যন্তরে গমন করিয়া প্রকাশ্যে)

সখে মধুমঙ্গল! দেখ দেখ, বসন্তকালীন বনশোভা দর্শন কর। কোথাও ভৃঙ্গিগণ গান করিতেছে, কোথাও শীতল বায়ুতরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, কোথাও লতাসমূহ নৃত্য করিতেছে, কোথাও বা মল্লিকা-পুষ্পের নির্ম্মল সৌরভ প্রবাহিত হইতেছে, কোথাও বা দাড়িম্ব ফল বিকীর্ণ হওয়ায় তাহা হইতে রসধারা পতিত হইতেছে—এইরূপে এই বৃন্দাবন আমার সকল ইন্দ্রিয়গণকে মাতাইয়া তুলিতেছে॥ ৪৮॥

মধুমঙ্গল—ভো বয়স্য! এই দুষ্টা ভৃঙ্গীকুলে পূর্ণা ভয়ঙ্করী বৃন্দাটবীতে আমার কোনও কৌতূহল নাই। আমি কিন্তু চতুর্ব্বিধ অন্নে পূর্ণা

মধুমঙ্গলঃ। পিঅবঅস্স তুমং সচ্চবাদি ত্তি সব্বলোএহি ভণিজ্জসি। তা ইমস্স তুজ্ঝ বঅণস্স মএ পরিক্খা কাদব্বা (ইত্যঞ্জলি বদ্ধা) ভো বল্লরীও এসো বন্দেমি। বুহু খিদো মে বঅস্সো তা দেন্তু খণ্ডলড্ডুআইং ॥ ৪৯ ॥

(প্রবিশ্য মোদকপূর্ণপাত্রহস্তা পৌর্ণমাসী)

পৌর্ণমাসী। চন্দ্রানন কৃষ্ণ গৃহাণ রসজ্ঞামোদকান্মোদকান্!

রামঃ। (সস্মিতং) বয়স্য দৃষ্টা জরদ্বল্লরীবদান্যতা ॥

পৌর্ণমাসী। সঙ্কর্ষণ জরদ্বল্লবী বদান্যতেতি ভণ্যতাম্ ॥

কৃষ্ণঃ। আর্য্যে কেয়ং জরদ্বল্লবী ॥

পৌর্ণমাসী। চন্দ্রমুখমুখরা ॥

কৃষ্ণঃ। তয়া কিমকাণ্ডে খণ্ডলড্ডুকানি সমর্পিতানি ॥

মে বয়স্য তদ্দীয়তাং খণ্ড লড্ডুকানি। ঔদ্ধত্যখ্যাপনায় বয়স্যে বুভুক্ষারোপণঃ তস্যৈব প্রার্থনমেতদিতি ব্যজ্যতে ॥ ৪৯ ॥

রসজ্ঞায়াঃ জিহ্বায়া রসজ্ঞস্য রসিকস্য চ। পরিপূর্ব্বো নীঞ

সর্ব্বেন্দ্রিয়তৃপ্তিদায়িনী গোকুলেশ্বরীর পাকশালা দেখিলেই আনন্দিত হই।

কৃষ্ণ—বয়স্য বৃন্দাবনকেই বন্দনা কর। ইনি প্রাচীনা বল্লবীদিগের দ্বারা এখনই তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করিতে সমর্থ।

মধুমঙ্গল—প্রিয় বয়স্য! তোমাকে সকল লোকে সত্যবাদী বলিয়া থাকে, অতএব আমি তোমার ঐ বাক্য পরীক্ষা করিব।

(এই বলিয়া অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক)

ওহে বল্লবীবৃন্দ! এই আমি তোমাকে বন্দনা করিতেছি। আমার বয়স্য ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছেন, অতএব খণ্ডলড্ডুক প্রদান কর ॥ ৪৯ ॥

(মোদক-পাত্র হস্তে পৌর্ণমাসীর প্রবেশ)

পৌর্ণমাসী—হে চন্দ্রবদন কৃষ্ণ! রসনার তৃপ্তিকর এই মোদকগুলি গ্রহণ কর।

পৌর্ণমাসী। নপ্‌ত্রী তাবদেতয়া অভিমন্যোঃ পাণৌ পরিণায়িতা। তত্তুৎসবাভিরূপঃ সমুদাচারোঽয়মনুসাস্রে ॥ ৫০ ॥

কৃষ্ণঃ। কেয়ং নপ্‌ত্রী ॥

পৌর্ণমাসী। রাধাভিধা কাচিদানন্দকৌমুদী ॥

কৃষ্ণঃ। (সরোমাঞ্চং স্বগতং) শ্রুতং নূনমম্বয়োঃ সম্বাদে শশ্বদস্যাঃ সৌষ্ঠবম্। (ইতি কম্পমানো ব্রীড়াং নাটয়তি) ॥

পৌর্ণমাসী। (স্বগতং) কৃষ্ণং বিলক্ষমবেক্ষ্য নূনং রামঃ সব্যাজমসৌ সব্যতঃ প্রযাতি ॥ ৫১ ॥

বিবাহার্থকঃ ততো হেতুর্মনিচ্ অনুসাস্রে প্রেষিতা। এতয়া মুখরয়া ॥ ৫০ ॥

"বিলক্ষো বিস্ময়ান্বিত" ইত্যমরঃ ॥ ৫১ ॥

রাম।—(ঈষৎ হাসিয়া) বয়স্য প্রাচীনা লতাগণের বদান্যতা দেখিলে ?

পৌর্ণমাসী—সঙ্কর্ষণ! প্রাচীনা গোপীর বদান্যতা—এই কথা বল।

কৃষ্ণ—আর্য্যে! কে এই প্রাচীনা গোপী ?

পৌর্ণমাসী—ইঁহার নাম মুখরা।

কৃষ্ণ—তিনি কেন অকারণে এই খণ্ডলড্ডুক প্রদান করিলেন ?

পৌর্ণমাসী—ইনি আপনার নাতিনীকে অভিমন্যুর সহিত বিবাহ দিলেন। সেই জন্যই এই লড্ডুক প্রেরণের দ্বারা উৎসবানুরূপ আচারের অনুসরণ করিয়াছেন ॥ ৫০ ॥

কৃষ্ণ—এই নাতিনীটি কে ?

পৌর্ণমাসী—ইনি রাধানাম্নী কোন এক আনন্দকৌমুদী।

কৃষ্ণ—(রোমাঞ্চিত হইয়া স্বগত) মাতৃযুগলের কথোপকথনে ইহার সৌষ্ঠবের কথা নিশ্চয়ই শ্রবণ করিয়াছি। (ইহা বলিয়া কম্পান্বিত হইয়া লজ্জা প্রকাশ করিলেন)

পৌর্ণমাসী—(স্বগত) শ্রীকৃষ্ণকে বিস্ময়ান্বিত দেখিয়াই নিশ্চয়ই এই রাম ছলপূর্ব্বক বামদিকে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণঃ। (পুনরাত্মগতম্) বিক্রিয়াং সঙ্গোপয়িতুং প্রসঙ্গান্তরমঙ্গী-কুর্য্যাং। (প্রকাশং) আর্য্যে! অদ্য মধুবাসরে ত্বয়াপি কাচি-ন্মহোৎসবলক্ষ্মীরলংক্রিয়তাং। পশ্য জরদ্বল্লীশ্রেণিরিয়ং ফুল্লা পল্লবিতা চ॥

পৌর্ণমাসী। (সস্মিতং) নাগর! তবৈব মহোৎসবানামবসরোঽয়ং প্রবৃত্তঃ। যদত্র পুষ্পানাং পল্লবানাঞ্চ তৃষ্ণয়া বল্লবানাং বিলাসিন্যঃ সমেষ্যন্তি॥

কৃষ্ণঃ। (সস্মিতং তির্য্যগবেক্ষ্য) আর্য্যে! ততঃ কিম্॥

পৌর্ণমাসী। (বিহস্য) বিলাসিন্! স্ববাসনানুসারতোঽন্যথামাশঙ্কিষ্ঠাঃ। পরমেবমভিপ্রায়াস্মি। ততস্তাসাং শূন্যেষু সদ্মসু সখিভিস্তে সুখমপহর্ত্তব্যানি গব্যানি॥

কৃষ্ণঃ। ধূর্ত্তে! কিং পরিহস্যতে। পশ্য কোমলমঞ্জরীমবচিন্বতীনাং বল্লবীনাং মণ্ডলেন খণ্ডিতানি মে বৃন্দাবনশাখিবিটপানি। তদেতাস্তে নিবারণীয়াঃ॥

নব্যস্তবকোত্তংসিনেতি তব পুষ্পবকোত্তংসমালোক্য তাদৃশমাত্মানমপি

কৃষ্ণ—(স্বগত) এই বিকার সঙ্গোপনের জন্য অন্য প্রসঙ্গ অবলম্বন করি। (প্রকাশ্যে) আর্য্যে! অদ্য এই বসন্ত-বাসরে আপনি কোনও মহোৎসব শোভা সম্পাদন করুন। দেখুন, বৃন্দাবনের প্রাচীনা লতাশ্রেণীও পুষ্পিতা ও পল্লবিতা হইয়াছে।

পৌর্ণমাসী—(মৃদুহাস্যপূর্ব্বক) নাগর! তোমার মহোৎসবের অবসর সমাগত হইয়াছে। কারণ, পুষ্প ও পল্লবগ্রহণের অভিলাষে গোপবিলাসিনী-গণ এই স্থানে আগমন করিতেছে।

কৃষ্ণ—(ঈষৎ হাসিয়া বক্র দৃষ্টিপূর্ব্বক) আর্য্যে! তাহারা আসিলে তার পর?

পৌর্ণমাসী—(হাস্যপূর্ব্বক) হে বিলাসী! নিজের বাসনা অনুসারে অন্য কোনওরূপ আশঙ্কা করিও না। আমি এই অভিপ্রায়ে বলিয়াছি যে,

পৌর্ণমাসী। মোহন! নবস্তবকোত্তংসিনা ভবতৈব সমুল্লসিতোঽয়ং কুসুমেষুরাগো বল্লবীনাম্ ॥ ৫২ ॥

তাঃ কথমিতো নিবার্য্যন্তাম্।

কৃষ্ণঃ। (স্মিত্বা) অয়ি বলাকাবলক্ষকেশি কথোপক্রমাদ্বক্রমেব পন্থানমধিরূঢ়াসি যদপরাধিকাস্বপি বল্লবীষু পক্ষপাতং ন মুঞ্চসি ॥ ৫৩ ॥

কর্ত্তুং বল্লবীনাং কুসুমেষু রাগঃ আগ্রহো জাত ইতি প্রকটোঽর্থঃ। বস্তুতস্তু কুসুমেষুঃ কন্দর্পস্তদ্রাগস্তদাবেশঃ ॥ ৫২ ॥

বলাকা বকপঙ্ক্তিঃ সা ইব লক্ষণা ধবলাঃ কেশাঃ যস্যাঃ হে তথাবিধে জরয়া তব এতাদৃশ পালিত্যং জাতং তদপি কামকর্ম্মতা কৌশলমিতি ভাবঃ। অপরাধিকাসু অপরাধকর্ত্রীষু পক্ষপাতং সাহায্যম্। পক্ষে অপগতা রাধিকা যাভ্যস্তাস্তাসু ॥ ৫৩ ॥

তাহারা গৃহত্যাগ করিয়া আসিলে তাহাদের শূন্য গৃহ হইতে তোমার সখাগণ সুখে গব্য অপহরণ করিবে।

কৃষ্ণ—ধূর্ত্তে! পরিহাস করিতেছেন কেন? দেখুন, কোমলমঞ্জরী চয়ন করিতে যাইয়া গোপীমণ্ডলী আমার বৃন্দাবনের বৃক্ষগণের শাখা ভগ্ন করিয়াছে। অতএব আপনার ইহাদিগকে নিবারণ করা উচিত।

পৌর্ণমাসী—মোহন! তোমার পুষ্পস্তবকের নব্য উত্তংস দেখিয়া বল্লবীদিগের কুসুমে আগ্রহ জন্মিয়াছে। অথবা তোমার পুষ্প-চূড়া দেখিয়া বল্লবীগণের তোমার প্রতি কন্দর্পাবেশ জন্মিয়াছে। তাহাদিগকে এখান হইতে নিবৃত্ত করিতেছ কেন? ॥ ৫২ ॥

কৃষ্ণ—অয়ি বলাকাধবলকেশিনি! কথা আরম্ভ হইতেই যে আপনি বক্রপথে আরোহণ করিলেন; যেহেতু আপনি অপরাধিকা গোপীদিগের প্রতি পক্ষপাত ত্যাগ করিতেছেন না ॥ ৫৩ ॥

পৌর্ণমাসী। সুন্দর! সম্প্রতি সরাধিকাঃ খলু বল্লব্যঃ কথমপরাধিকাঃ সন্তু। তেন তে প্রিয়স্য পুন্নাগস্যাপি সুমনস্তেয়ং হঠেন করিষ্যন্তি ॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) হন্ত কথং মনোহারিণী সৈব দৈবাৎ পুনরাবর্ত্ততে রাধিকাবার্ত্তা ॥

মধুমঙ্গলঃ। (স্বগতং) কধং রাহি ত্তি ণাম মেত্তেণ উন্মণাএদি এসো ; (প্রকাশং) ভো বঅস্স মা কৃখু ইমাএ উবরি নিব্বরং সত্তিণ্হো হোহি ॥

কৃষ্ণঃ। (সপ্রণয়রোষং) ধিগ্‌ বাচাল! কুত্রাহং সতৃষ্ণঃ ॥

সরাধিকাঃ রাধিকয়া সহ বর্ত্তমানাঃ অপরাধিকাঃ অপগতা রাধিকা যাভ্যস্তথাবিধাঃ কথং সন্তু। পুন্নাগস্য বৃক্ষস্য পক্ষে পুরুষশ্রেষ্ঠস্য। সুমনসাং পুষ্পানাং শোভন মনসশ্চ ॥ ৫৪ ॥

মধু। রাধেতি নামমাত্রেণ উন্মনায়তে এষঃ। মা খলু এতস্যা উপরি সতৃষ্ণো ভব ॥

মধু। ভো বয়স্য মাকুপ্য সরসায়াঃ মনোহরা লড্ড্যা উপরি

পৌর্ণমাসী—সুন্দর! তাহারা অপ-রাধিকা বা রাধিকাশূন্যা নহে, পরন্তু তাহারা সম্প্রতি স-রাধিকা বা রাধিকাযুক্তা হইয়াছে, এইবার তোমার প্রিয় পুন্নাগের পুষ্প তাহারা বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইবে ॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণ—(স্বগত) আবার যে-কোনও প্রকারে সেই মনোহারিণী রাধিকা-কথা ফিরিয়া আসিল।

মধুমঙ্গল—(স্বগত) ইনি রাধা নাম মাত্রেই উন্মনা হইতেছেন কেন? (প্রকাশ্যে) ভো বয়স্য! ইহার উপরে অতিশয় সতৃষ্ণ হইও না।

কৃষ্ণ—(প্রণয়রোষের সহিত) ধিক্ বাচাল! আমি কিসের উপর সতৃষ্ণ হইলাম?

মধুমঙ্গলঃ। ভো মাকুপ্প সরসাএ মনোহরালীএ উববরিত্তি ভণামি ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে, ভ্রান্তোঽসি। নেমানি মনোহরাখ্যানি কিন্তু মৌক্তিকাখ্যানি লড্ডুকানি ॥

মধুমঙ্গলঃ। (বিহস্য) পিঅবঅস্স ণ ক্‌খু অহং ভমিশীলে রাহাচক্কে বট্টাম্মি কৃদো ভমিস্সং ॥ ৫৬ ॥

পৌর্ণমাসী। (স্বগতং) সত্যং পরিহস্যতে বটুনা যদেযো ভাবোদ্বৃত্তচেতো-বৃত্তিতয়া বৈলক্ষণ্যভাগভিলক্ষ্যতে তদস্য পূর্ণকামাস্মি। (প্রকাশং) সুন্দর কৃতমাত্রোৎকণ্ঠয়া সা বিষ্ণুপদবীথী সঞ্চারিণী নৃলোকে কেন লভ্যতাং ॥ ৫৭ ॥

ভণামি। মনোহরাখ্যমোদকশ্রেণ্যা উপরীতি প্রকটোঽর্থঃ। মনোহরা সখী তস্যা উপরীতি বাস্তবঃ ॥ ৫৫ ॥

মধু। নাহং ভ্রমিশীলে রাধাচক্রে বর্ত্তে ভ্রমিষ্যামি। রাধা নক্ষত্রোপলক্ষিতচক্রে জ্যোতিশ্চক্রে ইতি প্রকটোঽর্থঃ। ভ্রমিদায়িত্বাৎ রাধৈব চক্রং তস্মিন্ ইতি বাস্তবঃ। অত্র ত্বমেব বর্ত্তমানো লক্ষ্যসে ইতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

ভাবেন উদ্বৃত্তা উদ্বৃতো চেতোবৃত্তির্যস্য তত্ত্বেন রাধাচক্রং জ্ঞাতুমহ-

---

মধুমঙ্গল—ভাই! ক্রোধ করিও না; "এই সরলা মনোহরা (লড্ডুর) উপরে"—আমি এই কথা বলিতেছি। * ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণ—সখে! তোমার ভুল হইয়াছে। এই লড্ডুকগুলির নাম মনোহরা নহে। ইহাদের নাম মৌক্তিক।

মধুমঙ্গল—প্রিয় বয়স্য! আমি ত' ভ্রমিশীল রাধাচক্রে † পতিত হই নাই যে, আমার ভ্রম হইবে ॥ ৫৬ ॥

পৌর্ণমাসী—(স্বগত) এই বটু যথার্থ ব্যাপারেই পরিহাস করিয়াছে,

---

* অন্য অর্থে—"সরসা মনোহরা" শব্দে শ্রীরাধিকার কথাই শ্লিষ্টার্থে বলা হইল।

† 'রাধা' শব্দের অন্য একটি অর্থ বিশাখা নক্ষত্র, বিশাখা নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া যে জ্যোতিশ্চক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাকে 'রাধাচক্র' কহে।

কৃষ্ণঃ। (সস্মিতং বিষ্ণুপদবীথীমবেক্ষ্য রামমনুসসর্পন্) আর্য্য ! ব্যতীতেয়ং মধ্যাহ্নমর্য্যাদা, ততঃ কালিন্দীতীরে অবতীর্য্য সমাপয়ন্তু ভবন্তঃ পশূনাং পানীয়তৃষ্ণাং, স্বাদয়ন্তু চ স্বাদূনি লডডুকানি, ময়াতু সুহৃত্তমাভ্যাং শ্রীদামসুবলাভ্যাং সহ মুহূর্ত্তমগ্রতো বিশ্রমিতব্যং ॥

রামঃ। (সখিভিঃ সহ নিষ্ক্রান্তঃ)

পৌর্ণমাসী। (স্বগতং) ময়াপি প্রতিচ্ছন্দস্য সিদ্ধিমবধারয়িতুং গন্তব্যমিত কৃষ্ণমভিনন্দ্য পরিক্রামতি ॥

মুৎকণ্ঠে ইতি চেৎ কৃতমুৎকণ্ঠেতি অত্র রাধাচক্রবিষয়ে উৎকণ্ঠয়া কৃতং অলং ইতি প্রকটোঽর্থঃ। অত্র রাধায়াং উৎকণ্ঠয়া কিং কার্য্যমিতি বাস্তবার্থঃ। সা তব স্বতঃ সিদ্ধেতি ভাবঃ। বিষ্ণুপদেতি আকাশ-বর্ত্মচারিণী রাধা তন্নাম নক্ষত্রমিতি প্রকটঃ বিষ্ণোস্তব এব রাধেতি বাস্তবার্থঃ। নৃলোক কেন লভ্যতামিতি বিবাহমাত্রভিমন্যোঃ সম্ভোগস্তু তবৈবেত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

পদান্তরে স্থানান্তরে পদং ব্যবসিতি ত্রাণস্থানলক্ষ্মাঙ্ঘ্রি-বস্তুস্বিত্যমরঃ ॥ ৫৮ ॥

যেহেতু অনুরাগে চিত্তবৃত্তি বিফল হওয়ায় ইহার বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে, অতএব আজি আমার কামনা পূর্ণ হইল। (প্রকাশ্যে) অহে সুন্দর ! এই বিষয়ে উৎকণ্ঠায় কোনও ফল নাই, কারণ সেই রাধা (বা বিশাখা নক্ষত্র) আকাশের * বিষ্ণুপদ বর্ত্মসঞ্চারিণী, তাহাকে কি প্রকারে নরলোকে লাভ করা যাইতে পারে ?

(শ্লিষ্টার্থ এই যে, অভিমন্যু তাহাকে লাভ করিতে পারিবে না)।

কৃষ্ণ—(ঈষৎ হাস্যসহকারে আকাশে বিষ্ণুপদ-বর্ত্মের দিকে লক্ষ্য করিয়া রামের নিকট গমনপূর্ব্বক)

---

* আকাশের উত্তর দিকের নক্ষত্রমণ্ডলীকে "বিষ্ণুপদ" নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

কৃষ্ণঃ। (পদান্তরে স্থিত্বা) সখে শ্রীদামন্ কিং দৃষ্টপূর্ব্বা তে জগদপূর্ব্বা রাধা॥

শ্রীদামা। (সলজ্জিতং স্মিতমুখমবাঞ্চয়তি)॥ ৫৮॥

সুবলঃ। বঅস্স দিট্ঠপুব্বেত্তি এত্তিঅং কিং ভণাসি ণং ইমস্স বহিণী ক্খু এসা॥ ৫৯॥

কৃষ্ণঃ। তদেহি ক্ষণমত্র কদম্বসম্বাধে রোধসি নিবিশ্য রাধানুধারণাদুদ্বেগিচেতো বংশীবাদনবিনোদেনান্যতঃ ক্ষিপামি (ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ)॥

বয়স্য দৃষ্টপূর্ব্বেতি কিমেতাবৎ ভণসি এনং এতস্য ভগিনী খল্বেষা॥ ৫৯॥

আর্য্য! মধ্যাহ্ন সময় অতীত হইয়াছে, অতএব আপনারা কালিন্দী-তীরে অবতরণ করিয়া পশুদিগের পানীয়তৃষ্ণা দূর করুন এবং সুস্বাদু লড্ডুকগুলি আস্বাদন করুন, আমি প্রিয়সখা শ্রীদাম ও সুবলের সহিত সম্মুখে কিয়দ্দূর গমন করিয়া বিশ্রাম করিব।

রাম (সখাগণের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন)

পৌর্ণমাসী। (স্বগত) আমিও চিত্রপট ব্যাপারের সিদ্ধি স্থির করিবার জন্য গমন করিব। (ইহা বলিয়া কৃষ্ণকে অভিনন্দন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন)।

কৃষ্ণ—(অন্যস্থলে যাইয়া) ভাই শ্রীদাম! তুমি কি জগতের অপূর্ব্বা এই রাধাকে কখনও দেখিয়াছ?

শ্রীদাম (লজ্জা সহকারে ঈষৎ হাসিয়া মুখ অবনত করিলেন)॥ ৫৮॥

সুবল—বয়স্য! রাধাকে কি তুমি পূর্ব্বে দেখিয়াছ, একথা শ্রীদামকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? রাধা যে শ্রীদামের ভগিনী!॥ ৫৯॥

কৃষ্ণ—তবে এস। ক্ষণকাল এই কদম্বপূর্ণ তটে উপবেশনপূর্ব্বক রাধাচিন্তা-নিবন্ধন উদ্বিগ্ন চিত্তকে বংশীবাদনের দ্বারা আনন্দিত করিয়া অন্যত্র নিক্ষেপ করি। (ইহা বলিয়া সকলে নিষ্ক্রান্ত হইলেন)

পৌর্ণমাসী। (পরিক্রম্য পুরঃ পশ্যন্তী সানন্দং) কথমিত এব বয়স্যয়া বিহস্যমানা বিক্রীড়তি মে বৎসেয়ং রাধিকা (ইতি লতান্তরে স্থিত্বা)

বলাদক্ষোর্লক্ষ্মীঃ কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনমুল্লঙ্ঘয়তি চ।
দশাং কষ্টামষ্টাপদমপি নয়ত্যাঙ্গিকরুচি-
বিচিত্রং রাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং বিলসতি॥ ৬০॥

তদেতয়োর্নির্ম্মলনর্ম্মগোষ্ঠী প্রতিবন্ধং পরিহরন্তী বীরুন্নিকুঞ্জে-নাধ্বনা বিশাখাং যামি (ইতি নিষ্ক্রান্তা)॥

(ততঃ প্রবিশতি ললিতয়া বিহস্যমানা রাধা)

রাধা। হলা ললিদে কিং করেদি অজ্জিয়া।

ললিতা। সহি তুহ সূরদেঅসস পূআকিদে এসা তমালতলে বেদিআং ণিম্মাদি॥ ৬১॥

অষ্টাপদং সুবর্ণং॥ ৬০॥

হলা হে সখি "হণ্ডে হঞ্জে হলাহ্বানং নীচং চেটীং সখী প্রতী"ত্যমরঃ। ললিতে কিং করোত্যার্য্যা জটিলা॥

ললি। সখি তব সূর্য্যদেবস্য পূজাকৃতে এষা জটিলা তমালতলে বেদিকাং নির্ম্মাতি॥ ৬১॥

পৌর্ণমাসী—(বেড়াইতে বেড়াইতে সম্মুখে দর্শন করিয়া সানন্দে) এই যে সখীর সহিত হাসিতে হাসিতে আমার বৎসা রাধিকা এখানেই ক্রীড়া করিতেছেন। (এই বলিয়া লতার অন্তরালে থাকিয়া) আহা! শ্রীরাধার চক্ষুর শোভা নব নীলকমলের শোভাকে গ্রাস করিতেছে, ইঁহার মুখের শোভা প্রস্ফুটিত কমলবনের শোভাকেও উল্লঙ্ঘন করিতেছে এবং অঙ্গশোভা সুবর্ণকেও কষ্টকর দশা প্রাপ্ত করাইতেছে; আহা, ইঁহার কি বিচিত্ররূপই বিরাজ করিতেছে॥ ৬০॥

অতএব ইঁহাদিগের নির্ম্মল ক্রীড়াগোষ্ঠীর বাধা উৎপন্ন না করিয়া

রাধিকা। (পুরোঽবলোক্য) হলা ললিদে সঙ্কে সা চ্চেঅ এসা বুন্দাড়ই জাএ মাহুরী তুএ পুণো পুণো মহ বণ্ণিঅদি ॥

ললিতা। হলা সা জ্জেব্ব এসা কহ্নস্স লীলাবুক্খবাড়িআ।

রাধিকা। (সৌৎসুক্যমাত্মগতং) অহো মুহুরত্তণং দোণং অক্খরাণং। (প্রকাশং) সহি কস্স ত্তি ভণাসি ॥

ললিতা। (সাকূতস্মিতং) হলা ভণামি কহ্নস্স ত্তি ॥

রাধিকা। (পুনঃ স্বগতং) ॥ ৬২ ॥

রাধা। হে সখি ললিতে শঙ্কেঽহং সৈবৈষা বৃন্দাটবী যস্যা মাধুরী ত্বয়া পুনঃ পুনর্ম্মম বর্ণ্যতে ॥

ললি। হে সখি সা এব এষা কৃষ্ণস্য লীলাবৃক্ষবাটিকা ॥

রাধা। অহো আশ্চর্য্যং মধুরত্বং দ্বয়োঃ কৃষ্ণ ইতি অক্ষরয়োঃ সখি কস্যেতি ভণাসি ॥

ললি। ভণামি কৃষ্ণস্যেতি ॥ ৬২ ॥

লতারুদ্ধ পথে আমি বিশাখার নিকট গমন করিতেছি। (ইহা বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন)।

(অনন্তর ললিতার সহিত হাসিতে হাসিতে শ্রীরাধিকার প্রবেশ)

রাধা—সখি ললিতে ! আর্য্যা (শ্বাশুড়ী) এখন কি করিতেছেন ?

ললিতা—সখি ! তোমার সূর্য্যপূজার জন্য তিনি তমালতলে বেদী নির্ম্মাণ করিতেছেন ॥ ৬১ ॥

রাধিকা—(সম্মুখে অবলোকনপূর্ব্বক) সখি ললিতে ! যে বৃন্দাবনের মাধুরীর কথা তুমি পুনঃ পুনঃ আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছ, বোধ হইতেছে এই সেই বৃন্দাবন।

ললিতা—হাঁ সখি ! এই সেই শ্রীকৃষ্ণের লীলাবৃক্ষবাটিকা।

রাধিকা—(ঔৎসুক্যসহকারে স্বগত) অহো ! এই দুইটি অক্ষরের কি মধুরতা ! (প্রকাশ্যে) সখি ! এ স্থান কাহার বলিলে ?

ললিতা—(অভিলাষের সহিত হাসিয়া) বলিলাম ইহা কৃষ্ণের।

রাধিকা—(স্বগত) ॥ ৬২ ॥

হন্ত জস্‌স নামা বি বামাচিত্তং ইত্থং মোহেদি। সো কৃখু কিদিসো বা ণামী। (ইতি সাবহিত্থং প্রকাশং) হলা ইমাইং ণিউঞ্জোবরি পুঞ্জিদাইং গুঞ্জাফলাইং বিই-ণ্নিস্‌সং ॥ ৬৩ ॥

ললিতা। (সপরিহাসং সংস্কৃতেন)

দেহস্তে ভুবনান্তরালবিরলচ্ছায়া-বিলাসাস্পদং
মা কৌতূহলচঞ্চলাক্ষি লতিকাজালে প্রবেশং কৃথাঃ।
নব্যামঞ্জনপুঞ্জমঞ্জুলরুচিঃ কুঞ্জেচরী দেবতা
কান্তাং কান্তিভিরঙ্কিতামিহ বনে নিঃশঙ্কমাকর্ষতি ॥ ৬৪ ॥

রাধিকা। (কিঞ্চিদ্ভীতেব পরাবৃত্য সনর্ম্মস্মিতং) সহি ললিদে তাএ দেঅদাএ ণূণং তুমং আঅড্ঢিদাসি জং এদং জাণাসি ॥

হন্ত খেদে যস্য নামাপি বামাচিত্তং ইত্থমনেন প্রকারেণ মোহয়তি স খলু কীদৃশো বা নামীতি। সাবহিত্থং সাকারগোপনং যথা স্যাৎ ইমানি নিকুঞ্জোপরি পুঞ্জীতানি গুঞ্জাফলানি বিচেষ্যামি ॥ ৬৩ ॥

ভুবনানামন্তরালে মধ্যে বিরলা অনুপলভ্যমানাঃ যাশ্ছায়াঃ কান্তয়স্তাসাং বিলাসাস্পদং বিহারগৃহং কৌতুকেন গুঞ্জাবনার্থং চঞ্চলে অক্ষিণী যস্যাঃ হে তথাভূতে ॥ ৬৪ ॥

রাধা—হে সখি ললিতে তয়া দেবতয়া নূনং ত্বমাকর্ষিতাসি যদিদং জানাসি ॥

যাহার নামেই সুন্দরীদিগের চিত্তকে এইরূপ মোহিত করে, সেই নামী না জানি কি প্রকার। (এই বলিয়া ভাব গোপনপূর্ব্বক প্রকাশ্যে) সখি! নিকুঞ্জের উপর ঐ যে পূঞ্জীভূত গুঞ্জাবলী রহিয়াছে, তাহা চয়ন করি ॥ ৬৩ ॥

ললিতা—(সপরিহাসে সংস্কৃত ভাষায়) তোমার দেহ ভুবনমধ্যে অলভ্য শোভার বিলাসাস্পদ, অতএব হে কৌতূহল-চঞ্চললোচনে! তুমি লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিও না। ঐ স্থানে অঞ্জনপুঞ্জের মধুর

ললিতা। (বিহস্য) হলা কীস মং এসা আঅড্ঢদু ণ ক্খু অহং তুমং বিঅ কান্তীহিং অঙ্কিদা॥

(নেপথ্যে বংশীধ্বনিঃ)॥

রাধা। (নিশম্য সচমৎকারং স্বগতম্)॥ ৬৫॥

অম্মহে ইঁঘসস্ মোহণত্তণং সদ্দসস্ (ইতি বৈবশ্যং নাটয়তি)॥

ললিতা। (বিলোক্য স্বগতম্) হুং এসা কোমলাঙ্গী কুরঙ্গী পঢ়মং জালে ণিপড়িদা॥ ৬৬॥

ললি। হে সখি মাং কস্মাদেষা আকর্ষয়তু ন খল্বহং ত্বমিব কান্তিভি-রঙ্কিতা॥ ৬৫॥

রাধা। অম্মহে আশ্চর্য্যং অহো অস্য মোহনত্বং শব্দস্য॥

ললি। হুং ইতি জ্ঞাতং। জ্ঞাতং এষা কোমলাঙ্গী কুরঙ্গী প্রথমং জালে নিপতিতা॥ ৬৬॥

কান্তিবিশিষ্ট কুঞ্জবিহারিণী এক দেবতা আছেন—তিনি বনমধ্যে নির্ভয়ে সুন্দরী নব্য কাণ্ডাকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন॥ ৬৪॥

রাধিকা—(কিঞ্চিৎ ভীতাবৎ একটু ফিরিয়া পরিহাসযুক্ত হাসির সহিত) সখি ললিতে! তুমি যখন ইহা জান, তখন নিশ্চয়ই এই দেবতা তোমাকেও আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

ললিতা। (হাসিয়া) সখি! আমি ত' তোমার মত সুন্দরী নহি, তবে কি জন্য আমাকে তিনি আকর্ষণ করিবেন?

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

রাধা (শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইয়া স্বগত)॥ ৬৫॥

আহা! এই শব্দের কি মোহিনী শক্তি! (এই বলিয়া অবশ হইলে)

ললিতা। (অবলোকনপূর্ব্বক স্বগত) হাঁ, দেখিতেছি এই কোমলাঙ্গী কুরঙ্গিণী জালে পতিত হইয়াছে॥ ৬৬॥

রাধিকা। (প্রযত্নেন ধৈর্য্যমালম্ব্য স্বগতং) অবি ণাম ণং সদ্দামিঅপুরং উগ্‌গিরন্তং জণং পেক্‌খিস্‌সং ॥ ৬৭ ॥

ললিতা। (উপসৃত্য) হলা রাহি অত্থি মত্তুবরি তুহ বিসদ্ধবুদ্ধী ॥

রাধিকা। হলা কীস এব্বং ভণাসি তুমং জ্জেব্ব তত্থ-প্পমাণং ॥ ৬৮ ॥

ললিতা। কধেদু পিঅসহী কিন্তি অকাণ্ডে বিবসসি তুমং ॥

রাধিকা। (সলজ্জং সংস্কৃতেন)

নাদঃ কদম্ববিটপান্তরতো বিসর্পন্
কো নাম কর্ণপদবীমবিশন্ন জানে !
হা হা কুলীনগৃহিণীগণগর্হণীয়াং
যেনাদ্য কামপি দশাং সখি লম্ভিতাস্মি ॥ ৬৯ ॥

রাধা। অপি নাম এনং শব্দামৃতপূরমুদ্গিরন্তং জনং প্রেক্ষিষ্যে ॥ ৬৭ ॥

ললিতা। হলা রাধে অস্তি মত্তুপরি বিশ্রব্ধবুদ্ধিঃ বিশ্রম্ভণবুদ্ধিরিত্যর্থঃ। প্রশ্নোহয়ং অস্তি বা নাস্তি বেতি সত্যং কথ্যতামিত্যর্থঃ ॥

রাধা। কস্মাদেবং ভণসি ত্বমেব তত্র প্রমাণম্ ॥ ৬৮ ॥

ললিতা। কথয়তু প্রিয়সখী কিমিত্যকাণ্ডে বিবশাসি ত্বং যেন নাদেন প্রযোজককর্ত্তা ॥ ৬৯ ॥

রাধিকা—(প্রযত্নপূর্ব্বক ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া স্বগত)

যে এই অমৃতধ্বনি উদ্গিরণ করিতেছে, আমি কি প্রকারে তাহাকে দেখিতে পাইব ? ॥ ৬৭ ॥

ললিতা—(নিকটে যাইয়া) সখি রাধিকে ! আমার উপর কি তোমার বিশ্বাস আছে ?

রাধিকা—সখি ! কেন এরূপ বলিতেছ ? তুমিই তাহার প্রমাণ ॥ ৬৮ ॥

ললিতা—প্রিয়সখি ! তবে বল, অকারণে তোমার অঙ্গ বিবশ হইল কেন ?

ললিতা। হলা এসো মুরলীরও ॥

রাধিকা। (সব্যথং সংস্কৃতেন)

অজড়ঃ কম্পসম্পাদী শাস্ত্রাদন্যো নিকৃন্তনঃ।
তাপনোঽনুষ্ণতাধারী কো বায়ং মুরলীরবঃ ॥

(ইত্যুদ্বেগং নাটয়ন্তী)

হলা নাহং মুরলীণাঅস্স অণহিণ্না তা অলং বিপ্পলম্ভেণ। ফুড়ং এসো কেণ বি মহাণাঅরেণ কো বি মোহণমন্তো পঢ়ীঅদি ॥

(প্রবিশ্য চিত্রপটহস্তা বিশাখা)

বিশাখা। (রাধামবধারয়ন্তী স্বগতং) ॥ ৭০ ॥

দাণিং অণ্ণাদিসী এসা লক্খীঅদি তা ণূণং কহ্নস্স বংশীআএ ডংসিদা হোদু পুচ্ছিস্সং (ইত্যুপসৃত্য প্রকাশং সংস্কৃতেন) ॥ ৭১ ॥

ললি। হে সখি এষ মুরলীরবঃ ॥

রাধা। অয়ং মুরলীরবঃ অজড়ঃ হিমভিন্নঃ নিকৃন্তনঃ ছেদকঃ কৃন্তনচ্ছেদন ইত্যপি ধাতুরস্তি ন উষ্ণতাং ধারয়তীত্যনুষ্ণতাধারী ॥

হে সখি নাহং মুরলীনাদস্যানভিজ্ঞা তদলং বিপ্রলম্ভেন স্ফুটমেষ কেনাপি মহানাগরেণ মোহনমন্ত্রঃ পঠ্যতে ॥ ৭০ ॥

বিশা। ইদানীমন্যাদৃশী এষা লক্ষ্যতে তন্নূনং কৃষ্ণস্য বংশিকয়া দংশিতা ভবতু প্রশ্নং করিষ্যামি ॥ ৭১ ॥

শ্রীরাধিকা—(সলজ্জভাবে সংস্কৃতে) সখি! কদম্ববৃক্ষের অন্তরাল হইতে কি একটি নাদ আসিয়া আমার কাণে প্রবেশ করিয়াছে, হায়! আমি তাহাতেই কুলীনগৃহিণীদিগের নিন্দনীয়া কি এক দশা প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৬৯ ॥

ললিতা—সখি! এ মুরলীর শব্দ।

রাধিকা—(ব্যথাসহকারে)

ক্ষৌণীং পঙ্কিলয়ন্তি পঙ্কজরুচোরক্ষ্ণোঃ পয়োবিন্দবঃ
শ্বাসাস্তাণ্ডবয়ন্তি পাণ্ডুবদনে দূরাদুরোজাংশুকং।
মূর্ত্তিং দন্তুরয়ন্তি সন্ততমমী রোমাঞ্চপুঞ্জাশ্চ তে
মন্যে মাধবমাধুরী শ্রবণয়োরভ্যাসমভ্যাযযৌ ॥

রাধি। (অনাকর্ণিতকেনৈব সোৎকণ্ঠং) ললিদে পুণো এসো জ্জেব্ব কো বি সদ্দো বিক্কমদি ॥ ৭২ ॥

পঙ্কিলয়ন্তি পঙ্কিলাং কুর্ব্বন্তি তাণ্ডবয়ন্তি তাণ্ডববৎ কুর্ব্বন্তি। মত্বন্তাৎ ণিচ্, বিন্মতোর্ল্গিতি মতুপো লুক্। দন্তুরাং কণ্টকিতাং কুর্ব্বন্তি ॥ অভ্যাসং নিকটম্ ॥

রাধি। অশ্রুতেনৈব ললিতে পুনরেষ স এব কোঽপি শব্দো বিক্রমতি ॥ ৭২ ॥

সখি। এ ত হিম নহে, তথাপি হিমের ন্যায় কম্পিত করিতেছে, শস্ত্র নহে, তথাপি মর্ম্মচ্ছেদন করিতেছে, তাপ নহে, তথাপি জ্বালা উৎপাদন করিতেছে—অতএব এ কি প্রকার মুরলীরব? (এই বলিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন)।

সখি! আমিও মুরলীরব অনেক শুনিয়াছি! তবে আর এই ছলের প্রয়োজন কি? নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এ কোনও মহানাগর মোহন-মন্ত্র পাঠ করিতেছে।

(চিত্রপটহস্তে বিশাখার প্রবেশ)

বিশাখা—(রাধাকে নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত) সম্প্রতি ইঁহাকে যে আর একরূপ দেখিতেছি, বোধ হইতেছে ইনি নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের বংশী কর্ত্তৃক দংশিতা হইয়াছেন, যাহা হউক, জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। (ইহা বলিয়া নিকটে গমনপূর্ব্বক) ॥ ৭০—৭১ ॥

হে পাণ্ডুবদনে! তোমার নয়নকমল হইতে বারিধারা ঝরিয়া ভূমিকে পঙ্কিল করিতেছে, ঘন ঘন শ্বাস বহিয়া দূর হইতে তোমার স্তনাবরণ-বস্ত্রকে নাচাইতেছে, রোমাঞ্চপুঞ্জে তোমার অঙ্গ কণ্টকিত করিতেছে, অতএব মনে হইতেছে, মাধবের মাধুর্য্যের কথা তোমার শ্রবণপথে প্রবেশ করিয়াছে ॥

ললিতা। (সংস্কৃতেন)

এষ স্থৈর্য্যভুজঙ্গসজ্ঘদমনাসঙ্গে বিহঙ্গেশ্বরো
ব্রীড়া-ব্যাধিধুরা-বিধূননবিধৌ তন্বঙ্গি ধন্বন্তরিঃ।
সাধ্বীগর্ব্বভরাম্বুরাশিচুলুকারম্ভে তু কম্ভোদ্ভবঃ
কালিন্দীতটমণ্ডলীষু মুরলীতুণ্ডাদ্ধ্বনির্ধাবতি ॥ ৭৩ ॥

রাধি। সহি জাদা মহ হিঅএ কা বি গুরুঈ বেঅণা। তা গদুঅ সুবিস্সং ॥

বিশাখা। হলা রাহে তুহ বেঅণাবিদ্ধংসণং কিম্পি এদং ওসহং মহ হত্থে বট্টদি তা সেবেহি ণং ॥ ৭৪ ॥

ললিতা। বিহঙ্গেশ্বরো গরুড়ঃ। কুম্ভোদ্ভবঃ অগস্ত্যঃ ॥ ৭৩ ॥

রাধি। সখি জাতা মম হৃদয়ে কাপি গুর্ব্বী বেদনা তদ্গত্বা স্বপামি ॥

বিশাখা। সখি রাধে তব বেদনাবিধ্বংসনং কিমপ্যেতদৌষধং মম হস্তে বর্ত্ততে তৎ সেবস্ব এতৎ ॥ ৭৪ ॥

রাধিকা—(যেন না শুনিয়া কম্পের সহিত) ললিতে! ঐ শোন পুনরায় সেই প্রকার কোনও শব্দ বিক্রম প্রকাশ করিতেছে ॥ ৭২ ॥

ললিতা—হে তন্বঙ্গি! যমুনাতীরমণ্ডলীবর্ত্তী মুরলীবদন হইতে এই ধ্বনি ধাবিত হইতেছে—এই ধ্বনি ধৈর্য্যভুজঙ্গসজ্ঘদমন ব্যাপারে গরুড় সদৃশ, লজ্জারূপ ব্যাধিসমূহের বিনাশ বিষয়ে ধন্বন্তরি সদৃশ এবং সতীর গর্ব্বাতিশয়রূপ সাগর শোষণে অগস্ত্য সদৃশ ॥ ৭৩ ॥

রাধিকা—সখি! আমার হৃদয়ে কোনও গুরুতর বেদনা জন্মিয়াছে, অতএব আমি যাইয়া নিদ্রা যাইব।

বিশাখা—সখি রাধে! তোমার বেদনাবিধ্বংসনকারী কোনও একটি ঔষধ আমার হস্তে রহিয়াছে, অতএব তাহা সেবন কর ॥ ৭৪ ॥

রাধি। বিসাহে এহি অঙ্গণোবকণ্ঠে ফুল্লকপ্পিআরমণ্ডলীচ্ছাঅং অজঝাসি ন পেক্খহ্ম (ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে) ॥ ৭৫ ॥

॥ ❋ ॥ ইতি শ্রীবিদগ্ধমাধবে বেণুনাদবিলাসো নাম প্রথমোঽঙ্কঃ ॥ ❋ ॥ ১ ॥ ❋ ॥

রাধি। বিশাখে আগচ্ছ অঙ্গনোপকণ্ঠে ফুল্লকর্ণিকারমণ্ডলীচ্ছায়াং অধ্যাস্য প্রেক্ষ্যামহে ॥ ৭৫ ॥

রাধিকা—বিশাখে ! চল, অঙ্গনসমীপে প্রস্ফুটিত কর্ণিকারমণ্ডলীর ছায়াতে উপবিষ্ট হইয়া তাহা দর্শন করি। (ইহা বলিয়া সকলে নিষ্ক্রান্ত হইলেন) ॥ ৭৫ ॥

ইতি প্রথমোঽঙ্কঃ ॥ ১

শ্রীবিদগ্ধমাধবনাটকে বেণুনাদ-বিলাস নামক প্রথম অঙ্ক ॥ ১ ॥

ইতি প্রথম অঙ্ক। ১

দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি নান্দীমুখী)।

নান্দীমুখী। আদিট্ঠহ্মি তত্থহোদীএ পোণ্ণমাসীএ জধা অই ণান্দীমুহী সুদং মএ নিব্ভরাঅসুত্থসরীরা মে বচ্ছা রাহী তা গদুঅ জাণেহি সে তত্তং ত্তি। তদো মুহরা ঘরং গমিস্সং। (ইতি পরিক্রম্য পুরঃ পশ্যন্তী) কধং ইধ জ্জেব্ব কন্দন্তী মুহরা আঅচ্ছই ॥ ১ ॥

(প্রবিশ্য মুখরা) হদ্ধী হদ্ধী হদহ্মি মন্দভাইণী ॥

নান্দীমুখী। অজ্জে মুহরে কীস রোঅসি ॥

মুখরা। (বিলোক্য) বৎসে রাহীসন্দাবেণ ॥

নান্দী। আদিষ্টাস্মি তত্রভবত্যা পৌর্ণমাস্যা যথা অয়ি নান্দীমুখি শ্রুতং ময়া নির্ভরা সুস্থশরীরাত্মবৎসা রাধা তদ্গত্বা জানীহি তস্যাস্তত্ত্বমিতি ততো মুখরাগৃহং গমিষ্যামি কথমিত এব ক্রন্দন্তী মুখরা আগচ্ছতি ॥ ১ ॥

মুখরা। হা ধিক্ হা ধিক্ হতাস্মি মন্দভাগিনী ॥

নান্দী। আর্য্যে মুখরে কস্মাৎ রোদিষি ॥

মুখরা। রাধাসন্তাপেন ॥

(অনন্তর নান্দীমুখীর প্রবেশ)

নান্দীমুখী—ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবী আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, নান্দীমুখি! আমি শুনিয়াছি, আমার স্নেহপাত্রী বৎসা শ্রীরাধিকার শরীর অতিশয় অসুস্থ হইয়াছে, অতএব তুমি যাইয়া তাহার তত্ত্ব জানিয়া আইস। অতএব আমাকে মুখরার গৃহে যাইতে হইবে। (ইহা বলিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে অগ্রদৃষ্টিপাত পুরঃসর) এই যে মুখরা কাঁদিতে কাঁদিতে এই দিকেই আসিতেছে ॥ ১ ॥

মুখরা—(প্রবেশ করিয়া) হা ধিক্! হা ধিক্! আমি মন্দভাগিনী হত হইলাম!

নান্দীমুখী। কোরসং চেট্‌ঠই রাহী ॥

মুখরা। বৎসে! বাউলাবিঅ ক্কিম্পি পলবই। (ইতি সংস্কৃতেন)

ক্রূরাণামলিনাং কুলৈর্ম্মলিনয়া কৃত্যং ন মে মালয়া
বালাহং কিমু নর্ম্মণস্তব পদং দূরীভব প্রাঙ্গণাৎ।
ইত্যাদীনি দুরক্ষরাণি পরিতঃ স্বপ্নে তথা জাগরে
জল্পন্তী জলজেক্ষণা ক্ষপয়তি ক্লেশেন রাত্রিন্দিবম্ ॥ ২ ॥

নান্দীমুখী। (স্বগতং) উপসগ্‌গকিদা ণ ক্খু এরিসী পলাবমুদ্দা তা দিট্‌ঠিআ বিক্কমিদং এত্থ কহ্নবিলাসেণ ॥ ৩ ॥

নান্দী—কীদৃশং চেষ্টতে রাধা।

মুখরা। বাতুলা ইব কিমপি প্রলপতি তথা চ যদি কুলাঙ্গনায়া রাধায়া মুখাদেতাদৃশাক্ষরাণি দৈবাদন্যে জনাঃ শ্রোষ্যন্তি তদা পুরুষান্তরসঙ্গমমেব কল্পয়িষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

নান্দী। উপসর্গকৃতা ন খলু ঈদৃশী প্রলাপমুদ্রা তৎ দিষ্ট্যা বিক্রমিতং তত্র কৃষ্ণবিলাসেন ॥ ৩ ॥

নান্দীমুখী—আর্য্যে মুখরে! কাঁদিতেছ কেন?

মুখরা—বাছা! রাধার সন্তাপে।

নান্দীমুখী—রাধা কি করিতেছেন?

মুখরা—বৎসে! বাতুলের ন্যায় প্রলাপ বকিতেছে (ইহা বলিয়া সংস্কৃতে বলিতে লাগিলেন) সেই কমলনয়নী কি স্বপ্নে, কি জাগরণে—সর্ব্বদাই 'যে ক্রূর অলিগণে যে মালা মলিন করিয়াছে, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই; আমি বালিকা, আমি কি তোমাদের পরিহাসের বস্তু? আমার অঙ্গন হইতে দূর হও'—দিবারাত্র সর্ব্বদাই এই দুর্ব্বোধ্য কথা বলিয়া কোনও রূপে কষ্টে দিবারাত্র যাপন করিতেছে ॥ ২ ॥

নান্দীমুখী—(স্বগত) এইরূপ প্রলাপের চিহ্ন কোনও উপসর্গ-সঞ্জাত নহে, কৃষ্ণবিলাস হেতুই সৌভাগ্যবশে এইরূপ দশা উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

মুখরা। বৎসে অহং গদুঅ ভঅবদীং বিগ্নবিসৃনং তুমং বেদসীকুঞ্জং ঈবসপ্পিঅ রাহিঅং পেচ্ছ। (ইতি নিষ্ক্রান্তে)।

(ততঃ প্রবিশতি সখীভ্যামুপাস্যমানা রাধা)

রাধা। (সোদ্বেগং স্বগতং) হদহিঅঅ জস্স পড়িচ্ছন্নদংসণ-মেত্তাদো ঈরিসী তুরুহসঙ্গমা উবথিদা দে অবত্থা তত্থ বি পুণোরাঅং বহসি ॥ ৪ ॥

উভে। হলা রাহি এহিন্তো বিলোক্কখণো দে আমএহিন্তো বেঅণাণুবন্ধো লক্খীঅদি তা কীস অম্হেসু তত্তং ণ কহেসি ॥

রাধিকা। (নিশ্বস্য বক্ত্রং ব্যাবর্ত্তয়তি)

বিশাখা। (পুরোঽধিগম্য সংস্কৃতেন)।

মুখরা। বৎসে অহং গত্বা ভগবতীং বিজ্ঞাপয়িষ্যামি ত্বং বেতসীকুঞ্জমুপসর্প্য রাধিকাং পশ্য ॥

রাধা। হে হতহৃদয় যস্য প্রতিচ্ছন্দদর্শনমাত্রতঃ ঈদৃশী তুরূহসঙ্গমা তে উপস্থিতা তত্রাপি পুনারাগং বহসি। রাগো যথা। স্নেহঃ স এব রাগঃ স্যাৎ সুখং দুঃখমপি স্ফুটং। তৎসম্বন্ধলাবেনাপি প্রীতিঃ প্রাণব্যয়ৈরপীতি ॥ ৪ ॥

ললিতা-বিশাখা। হলা রাধে এভ্য আময়েভ্যো বিলক্ষণস্তে বেদনানুবন্ধো লক্ষ্যতে তৎ কস্মাদস্মাসু তত্ত্বং ন কথয়সি ॥ ৫ ॥

মুখরা—বৎসে ! আমি যাইয়া এই কথা ভগবতী পৌর্ণমাসীকে বলিতেছি, তুমি বেতসীকুঞ্জে যাইয়া রাধিকাকে দেখ। (ইহা বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন)

(অনন্তর সখীদ্বয়ের সহিত শ্রীরাধিকার প্রবেশ)

রাধা—(উদ্বেগের সহিত মনে মনে) হে হতহৃদয় ! যাহার প্রতিকৃতি দর্শনেই এই অবস্থা, তুই আবার তাহার প্রতি অনুরাগ বহন করিস্ ? ॥ ৪ ॥

উভয় সখী—সখি রাধিকে ! এই সকল পীড়া হইতে তোমার বিলক্ষণ কষ্ট হইতেছে, তবে কেন আমাদিগকে ইহার নিদান বলিতেছ না ?

চিন্তাসন্ততিরত্ন কৃন্ততি সখি স্বান্তস্য কিন্তে ধৃতিং
কিংবা সিঞ্চতি তাম্রমম্বরমতিস্বেদাম্ভসাং ডম্বরঃ।
কম্পশ্চম্পকগৌরি লুম্পতি বপুঃ স্থৈর্য্যং কথং বা বলাৎ
তথ্যং ব্রূহি ন মঙ্গলা পরিজনে সঙ্গোপনাঙ্গীকৃতিঃ ॥ ৫ ॥

রাধিকা। (সাসূয়ং) অই নিট্ঠুরে বিসাহে তুমং এব্বং পুচ্ছন্তী বি ণ লজ্জসি ॥ ৬ ॥

বিশাখা। (সশঙ্কং) হলা কহিম্পি অবরুদ্ধেহ্মি ত্তি ণ সুমরামি।

রাধিকা। অই ণিক্কিবে কীস এব্বং ভণাসি সুমরিঅ পেক্খ ॥ ৭ ॥

রাধি। অয়ি নিষ্ঠুরে বিশাখে ত্বমেবং পৃচ্ছন্ত্যপি ন লজ্জসে ॥ ৬ ॥
বিশা। হে সখি কর্হিচিদপরাধাস্মীতি ন স্মরামি ॥
রাধি। অয়ি নিষ্কৃপে কস্মাদেবং ভণসি স্মৃত্বা পশ্য ॥ ৭ ॥

রাধিকা—(দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইলেন)

বিশাখা—(সম্মুখে গমন করিয়া সংস্কৃত ভাষায়)

হে সখি! চিন্তায় কি তোমার অন্তঃকরণের ধৈর্য্যের বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে? এত ঘর্ম্মজলরাশিতেই বা তোমার অরুণ বসন সিক্ত হইতেছে কেন? হে চম্পকগৌরি! কম্প কেনই বা বলপূর্ব্বক তোমার শরীরের ধৈর্য্য হরণ করিতেছে? নিজের পরিজনের কাছে কোনও কথা গোপন করিলে তাহাতে মঙ্গল হয় না, অতএব সকল কথা প্রকাশ করিয়া বল ॥ ৫ ॥

রাধিকা—অয়ি নিষ্ঠুরে বিশাখে! এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে তোমার লজ্জা হইতেছে না? ॥ ৬ ॥

বিশাখা—(শঙ্কাসহকারে) সখি! তোমার নিকট কখনও অপরাধ করিয়াছি বলিয়া ত' স্মরণ হইতেছে না।

রাধিকা—অয়ি নির্দ্দয়ে! এরূপ বলিতেছ কেন, স্মরণ করিয়া দেখ ॥ ৭ ॥

বিশাখা। হলা গুরুএণ বি প্পণিহাণেণ ণ মে সুমরণং হোদি ॥

রাধিকা। উম্মত্তে গহণে ইমস্সিং অচ্ছাহিদাণলকুণ্ডে তুমং জ্জেব্ব মহ পেক্‌খেবণী ॥ ৮ ॥

বিশাখা। হলা কধং বিঅ ॥

রাধিকা। (সের্ষং) অই মিচ্ছাসরলে আলেক্‌খগদভুঅঙ্গসঙ্গিনি
চিচ্‌ঠ চিট্‌ঠ। (ইতি সবৈবশ্যং সংস্কৃতেন)
বিতন্বানস্তন্বা মরকতরুচীনাং রুচিরতাং
পটান্নিষ্ক্রান্তোঽভূৎ ধৃতশিখিশিখণ্ডো নবযুবা।
ইত্যর্দ্ধোক্তে বাক্‌স্তম্ভং নাটয়তি ॥

সখ্যৌ। সভ্রূভঙ্গমন্যোঽন্যং পশ্যতঃ ॥

রাধিকা। ভ্রুবং তেনাক্ষিপ্তা কিমপি বসতোন্মাদিতমতেঃ
শশী বৃত্তো বহ্নিঃ পরমহহ বহ্নির্মম শশী ॥ ৯ ॥

বিশা। হে সখি গুরুণা অপি প্রণিধানেন ন মে স্মরণং ভবতি ॥

রাধি। উন্মত্তে গহনে এতস্মিন্ অত্যাহিতানলকুণ্ডে ত্বমেব মম প্রক্ষেপণী ॥ ৮ ॥

বিশা। হলা কথমিব ॥

রাধি। অয়ি মিথ্যাসরলে হে আলেখ্যগত-ভুজঙ্গসঙ্গিনি তিষ্ঠ তিষ্ঠ ॥

তেন যুনা কর্ত্রা উন্মাদিতা মতির্যস্যাস্তথা ভূতায়া মম শশী বহির্বৃত্তঃ তদুদ্দীপকত্বেন তাপকত্বাৎ। অহহ খেদে বহ্নির্মম শশী আহ্লাদকত্বাৎ বহ্নৌ প্রবেশঃ কর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

বিশাখা—সখি! অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, তথাপি ত' আমার কিছু স্মরণ হইতেছে না।

রাধিকা—ওহে পাগলিনি! এই গহনবনে তুমিই আমাকে এই দারুণ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছ? ॥ ৮ ॥

বিশাখা—সখি! কি প্রকারে?

রাধিকা—(ঈর্ষার সহিত) অয়ি কপটে!

ললিতা। হলা কিং এসো সিবিণস্‌স বিলাসো॥

রাধিকা। (সংস্কৃতেন)

কিং স্বপ্নস্য বিলক্ষণা গতিরিয়ং কিং জাগরস্যাথ বা
কিং রাত্রেরুপসত্তিরেব রসভাগহ্নঃ(১) কিমহ্নায় বা।
ইত্থং শ্যামলচন্দ্রিকাপরিচয়-স্যন্দেন সন্দীপিতৈ-
রন্তঃক্ষোভকুলৈরহং পরিবৃতা প্রজ্ঞাতুমজ্ঞাভবং * ॥ ১০ ॥

ললি। হে সখি কিং এষ স্বপ্নস্য বিলাসঃ॥

কিমিয়ং স্বপ্নস্য বিলক্ষণা গতিঃ অতো হেতোঃ রসভাজাঃ কিং রাত্রেরুপসত্তিরিয়ং রাত্রিরুপাসনেত্যর্থঃ। কিংবা জাগরস্য বিলক্ষণা গতিরিয়মিতি। অতো হেতোঃ কিম্বা অহ্নায় শীঘ্রং অহ্নায় শীঘ্রং অহ্নং উপসত্তিরিয়ং কিং শীঘ্রমেব দিনমুপসন্নমিত্যর্থঃ। ইত্থমনেন প্রকারেণ— স্বপ্নজাগরৌ রাত্রিদিবসৌ চ প্রকর্ষেণ জ্ঞাতুং অজ্ঞা অভবং যতোঽহং "শ্যামল" ইত্যাদি ॥ ১০ ॥

অয়ি! চিত্রাগত কামুকের সঙ্গিনি! তুমি থাক থাক!

(ইহা বলিয়া বিবশ হইয়া) যাঁহার কান্তি মরকতমণির শোভা বিস্তার করিতেছে, সেই ময়ূরপুচ্ছধারী নব যুবা চিত্রপট হইতে বাহির হইলেন— (এই অর্দ্ধোক্তির পর বাক্‌স্তম্ভ হইল)।

ললিতা ও বিশাখা—(ভ্রূভঙ্গের সহিত পরস্পরকে দেখিতে লাগিলেন)।

রাধিকা—তাহার পর তিনি আমার প্রতি কটাক্ষশর নিক্ষেপ করায় আমার মতি উন্মাদিত হইয়াছে—হায় হায়! তদবধি চন্দ্র আমার নিকট অগ্নির ন্যায় এবং অগ্নি আমার নিকট চন্দ্রের ন্যায় হইয়া গিয়াছে ॥ ৯ ॥

ললিতা—সখি! এ কি তোমার স্বপ্নের বিলাস?

রাধিকা—সখি! শ্যামলচন্দ্রিকার প্লাবনে উদ্দীপিত অন্তঃকরণের ক্ষোভে আমি এতদূর ডুবিয়া গিয়াছিলাম যে, এইরূপ স্বপ্নে দৃষ্ট হইল,

---

(১) "রভসাদহ্নঃ" ইতি পাঠান্তরং।

* পরিবৃতপ্রজ্ঞা নচাজ্ঞাসিষং। ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ॥

বিশাখা। (সাকূতং) হলা রাহি ণুণং এসো দে চিত্তবিব্ভমো জ্জেব্ব কৃখণিও॥

রাধি। (সাভ্যসূয়ং) অই অবিসদ্ধে বিরমেহি। কীস অপ্পণো দোসং ঝম্পিদুং পউত্তাসি। (ইতি সংস্কৃতেন)

কৃতাং ভক্তিচ্ছেদৈর্ঘুস্বণঘনচর্চ্চামধিবহন্
পুনর্লব্ধো লুব্ধঃ প্রিয়কতরুমূলে চটুলধীঃ।
লপন্ত্যাঃ সাক্ষেপং নহি নহি নহীতি স্মিতমুখো
হঠান্মে তুর্ণীলঃ স কিল ভুজবল্লীদলমধাৎ॥ ১১॥

বিশা। হে সখি রাধে নূনং এব তে চিত্তবিভ্রম এব ক্ষণিকঃ॥

রাধি। অবিশ্রব্ধে অবিশ্বাসরূপে বিরম কস্মাদাত্মনো দোষং আচ্ছাদয়িতুং প্রবৃত্তাসি।

ভক্ত্যা অঙ্গুল্যাদিবৈচিত্রীভির্ভাগেন যে চ্ছেদাস্তৈঃ কৃতাং কুঙ্কুমচর্চ্চাং বাহ্বাদৌ বহন্। প্রিয়কঃ কদম্বঃ॥ ১১॥

কি জাগরণে দৃষ্ট হইল, কি রাত্রিকালে উপস্থিত হইল, না দিনে হইল, তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারি নাই। ১০

বিশাখা—(যেন অন্য উদ্দেশ্যে) হে সখি রাধিকে! নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ক্ষণেকের জন্য তোমার এ চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে।

রাধিকা—অয়ি অবিশ্বাসিনি! থাম, তুমি আপনার দোষ গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছ কেন? আমি কদম্বতরুমূলে অবস্থান করিতেছিলাম, এমন সময় সে চঞ্চলবুদ্ধি লম্পট বাহু প্রভৃতি অঙ্গে অঙ্গুলি দ্বারা বিচিত্ররূপে কুঙ্কুম লেপন করিয়া উপস্থিত হইল, আক্ষেপসহকারে আমি না, না, না, এইরূপ মিনতি করিতে থাকিলেও, সেই দুষ্ট বলপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে আমার ভুজলতা ধারণ করিল। ১১

ততশ্চ। দরোন্মীলন্নীলোৎপলদলরুচস্তস্য নিবিড়া-
দ্বিরূঢ়ানাং সদ্যঃ কর-সরসিজ-স্পর্শ-কুতুকাৎ।
বহন্তী ক্ষোভাণাং নিবহমিহ নাজ্ঞাসিষমিদং
ক বাহং কা বাহং চকর কিমহং বা সখি তদা॥
(ইতি বৈক্লব্যং নাটয়ন্তী স্বগতং) ১২॥

অই দুট্ঠ হিঅঅমক্কড় কহ্নো বৈণবিও সামলকিশোরো ত্তি তিণ্ণেসু পুরিসেসু রাঅং বহন্তো বি তুমং ণ লজ্জসি। তা দাণিং আপ্পাণং বাবাদিঅ পামরং তুমং হদাসং করিস্সং॥ ১৩॥

তস্য করসরসিজস্পর্শকুতুকাদ্ধেতোঃ বিরূঢ়ানাং উৎপন্নানাং ক্ষোভাণাং নিবহং বহন্ত্যহমিদং ন অজ্ঞাসিষং। তস্য কীদৃশস্য? দর ঈষদুন্মীলতাং নীলোৎপলানাং দলেষু রুচঃ ইব রুচঃ কান্তয়ো যস্য। স্পর্শকুতুকাৎ কীদৃশাৎ? নিবিড়াৎ॥ ১২॥

অয়ি দুষ্টহৃদয় হে মর্কট কৃষ্ণো বৈণবিকঃ শ্যামলকিশোর ইতি ত্রিষু পুরুষেষু রাগং বহদপি ন লজ্জসে; তদিদানীমাত্মানং ব্যাপাদ্য নাশয়িত্বা পামরং ত্বাং হতাশং করিষ্যামি॥ ১৩॥

তার পর—সখি! সেই অর্দ্ধস্ফুট নীলোৎপলদলের কান্তিধারীর করপদ্মের স্পর্শে নিবিড় আনন্দের আবির্ভাবজনিত ক্ষোভনিবহে মগ্ন হইয়া আমি যে কে, কোথায় বা আছি এবং কি যে করিতেছি, তাহা কিছুই জানিতে পারিলাম না—সকলই ভুলিয়া গেলাম॥ (ইহা বলিয়া ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন)। ১২

(স্বগত) ওরে দুষ্ট হৃদয়-মর্কট! তুই কৃষ্ণে, বংশীধারীতে ও শ্যামল-কিশোরে—এই তিন পুরুষে অনুরাগী হইয়াও লজ্জিত হইতেছিস্ না, অতএব আমি আত্মহত্যা করিয়া তোকে চিরদিনের জন্য হতাশ করিতেছি। ১৩

ললিতা। হন্ত হন্ত হদমম্মহসচিবস্স বসন্তস্স বিপ্ফুজ্জিদেণ তুসিদা এদে পরিসরা দীসন্তি। তা কিং এত্থ সরণং ॥ ১৪ ॥

রাধিকা। (সংস্কৃতেন)

বিক্রীড়ন্তু পটীরপর্ব্বততটীসংসর্গিণো মারুতাঃ
খেলন্তঃ কলয়ন্তু কোমলতরং * পুংস্কোকিলাঃ কাকলীং।
সংরম্ভেণ শিলীমুখা ধ্বনিভৃতো বিধ্যন্তু মন্মানসং
হাস্যন্ত্যাঃ সখি মে ব্যথাং পরমমী কুর্ব্বন্তি সাহায়কং ॥ ১৫ ॥

ললি। হন্ত হন্ত হতমন্মথসচিবস্য বসন্তস্য বিস্ফুর্জিতেন দূষিতা এতে পরিসরাঃ প্রদেশা দৃশ্যন্তে তৎ কিমত্র শরণং ॥ ১৪ ॥

রাধি। পটীরপর্ব্বতো মলয়াচলঃ। সংরম্ভেণ ওঘেন। ধ্বনিভৃতঃ শিলীমুখাঃ ভ্রমরাঃ। ব্যথাং হাস্যন্ত্যাঃ ক্ষপয়ন্ত্যাঃ অর্থাৎ মূর্চ্ছাদিনা ব্যথাং ত্যাগং করিষ্যন্ত্যাঃ। সাহায়কং সাহায্যম্। তথা চ মলয়ানিলাদি-স্মরোদ্দীপনৈঃ করণৈঃ শীঘ্রমেব প্রাণেষু বিনষ্টেষু মম চিরায় দুঃখং ন ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

ললিতা—হায় হায়! দুষ্ট মন্মথের মন্ত্রী বসন্তের ফুৎকারে এই স্থল দূষিত হইয়াছে—এখন কাহার আশ্রয় গ্রহণ করি? ১৪

রাধিকা—হে সখি! এখন মলয়াচলতটসংসর্গী বায়ু বিশেষ ভাবে ক্রীড়া করিতে থাকুক, কোকিলকুল খেলায় মত্ত হইয়া পঞ্চম স্বরে গান করিতে থাকুক, আর গুণ গুণ গুঞ্জনে অলিকুল আমার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিতে থাকুক—ব্যথা পরিত্যাগের ব্যাপারে ইহারা আমার বিশেষ সাহায্য করিলে তাহার ফলে আমি চেতনা হারাইতে পারিলে আমার সকল দুঃখেরই অবসান হইবে। ১৫

---

* "কোমলতরাং" ইতি পাঠান্তরং।

উভে। (সাস্রং) হলা এদাহিং ঘোরচিন্তাহিং কীস কিলিম্মসি অহ্মেহিং তক্কিদং অদিমেত্তদুল্লহো ণ ক্খু দে হিঅঅট্ঠিদো অত্থো ॥

রাধিকা। (নিশ্বস্য সংস্কৃতেন)

ইয়ং সখি সুদুঃসাধ্যা রাধাহৃদয়বেদনা।

কৃতা যত্র চিকিৎসাপি কুৎসায়াং পর্য্যবস্যতি ॥ ১৬ ॥

তা বিণ্ণবেমি ইমস্সিং ওসরে জধা সুদিঢ়ং এক্কং লদাপাসং লহেমি তধা সিণেহস্স ণিক্কিদিং করেধ ॥

উভে। (সব্যথং) হলা এব্বং দারুণং ভণণ্তী মা ক্খু সহীণং জীবিদং লুম্পেহি। ণং পচ্চাসণ্ণা দে অহীট্ঠসিদ্ধিঃ ॥ ১৭ ॥

উভে। হলা! এতাভির্ঘোরচিন্তাভিঃ কস্মাৎ ক্লাম্যসি। অস্মাভিস্তর্কিতং অতিমাত্রদুর্ল্লভো ন খলু তে হৃদয়স্থিতোঽর্থঃ ॥

রাধি। কুৎসায়ামিতি বেদনায়া অনিবৃত্তৌ চিকিৎসকস্যৈব নিন্দা স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

তদ্বিজ্ঞাপয়ামি এতস্মিন্নবসরে যথা সুদৃঢ়মেকং লতাপাশং লভেত তথা স্নেহস্য নিষ্কৃতিং প্রত্যুপকারং কুরুথঃ। তেন কণ্ঠং নিবধ্য প্রাণাস্ত্যক্তব্যা ইতি ভাবঃ ॥

ললিতা-বিশাখা। হলা! এবং দারুণং ভণন্তী মা খলু সখীনাং জীবিতং লুম্প। নূনং প্রত্যাসন্না তেঽভীষ্টসিদ্ধিঃ ॥ ১৭ ॥

ললিতা ও বিশাখা—(অশ্রুত্যাগপূর্ব্বক) সখি! কেন এরূপ বিষম চিন্তায় কাতর হইতেছ? আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, তোমার মনের বাসনা একান্ত দুর্ল্লভ নহে।

রাধিকা—(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক) হে সখি! রাধার এই হৃদয়-বেদনা অতিশয় দুঃসাধ্য, যে ইহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে, তাহার কুৎসা ভিন্ন যশোলাভের সম্ভাবনা নাই। ১৬

অতএব তোমাদিগকে জানাইতেছি যে, এখন যদি সুদৃঢ় একটি লতাপাশ প্রাপ্ত হই, তবে তোমাদের প্রতি আমার যে স্নেহ, তাহার

রাধিকা। সহিও ণ জাণীধ ইমাএ হদরাহীএ হিঅঅদুট্ঠত্তণং জং এব্বং মংতেধ ॥

উভে। কধিদং জ্জেব্ব সব্বং পিয়সহীএ ॥

রাধিকা। ণহু ণহু গুরুঈ লজ্জা ণিবারেদি ॥

সখ্যৌ। হলা অপ্পসআসদো বি গুরুও অহ্মেসু তুহ সিণিহো লক্খীঅদি। তা বহিরঙ্গাএ লজ্জাএ কো এত্থ অনুরাহো ॥ ১৮ ॥

রাধিকা। (সংস্কৃতেন)

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদপরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।

রাধি। হে সখ্যৌ ন জানীথঃ এতস্যা হতরাধায়া হৃদয়দুষ্টত্বং যদেবং মন্ত্রয়থঃ ॥

উভে। কথিতমেব সর্ব্বং প্রিয়সখ্যা ত্বয়া ॥

রাধি। নহি নহি গুর্ব্বী লজ্জা নিবারয়তি ॥

সখ্যৌ। হলা আত্মসকাশতোঽপি গুরুতর অস্মাসু তব স্নেহো লক্ষ্যতে। তস্মাৎ বহিরঙ্গায়াঃ লজ্জায়াঃ কোঽত্রানুরোধঃ ॥ ১৮ ॥

প্রতিদান করা হয়। (অর্থাৎ তদ্দ্বারা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়া সকল যাতনার অবসান ঘটাইতে পারি।)

উভয় সখী—(ব্যথার সহিত) সখি! এরূপ দারুণ কথা বলিয়া আর সখীদিগের জীবন নাশ করিও না। আমরা নিশ্চয় বলিতেছি, শীঘ্রই তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। ১৭

রাধিকা—হে সখিগণ! এই হতভাগিনী রাধার হৃদয় যে কত দুষ্ট, তাহা তোমরা জান না বলিয়াই এইরূপ পরামর্শ করিতেছ।

উভয় সখী—প্রিয়সখি! তুমি ত' সকলই আমাদিগকে বলিয়াছ।

রাধিকা—না না, সকল বলিতে পারি নাই, গুরুতর লজ্জা আসিয়া বাধা দিতেছে।

উভয় সখী—সখি! নিজের উপরে তোমার যে স্নেহ, তদপেক্ষাও

এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ *
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী ॥

উভে। (সহর্ষং) হলা কধং তুম্হাদিসীণং গোউলসুংদরীণং ণ গোউলিংদণংদণং উজ্ঝিঅ অবরিস্মিং অণুরাও সম্ভবদি। তা সুণাহি একো জ্জেব্ব সো এসো মহাণাঅরো কহ্নো ॥

রাধিকা। (সোচ্ছ্বাসমাত্মগতং) হিঅঅ! সমস্সস্স সমস্সস্স দাণীং জাদা তুহ জীঅলোঅ-ণিআস-লালসা ॥ ১৯ ॥

উভে। হলা কথং যুষ্মাদৃশীনাং গোকুলসুন্দরীণাং এনং গোকুলেন্দ্র-নন্দনং ত্যক্ত্বা অপরস্মিন্ অনুরাগঃ সম্ভবতি। তৎ শৃণু এক এব স এষ মহানাগরঃ কৃষ্ণঃ ॥

রাধি। হৃদয়! সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি জাতা তব জীবলোকনিবাস-লালসা ॥ ১৯ ॥

আমাদের উপর তোমার অধিকতর স্নেহ দেখা যায়, তবে বাহিরের লজ্জার বাধা মানিতেছ কেন? ১৮

রাধিকা—সখি! এক জনের "কৃষ্ণ" এই নামের অক্ষর শুনিয়াই আমার জ্ঞান লোপ পাইয়াছে, অন্য এক জনের বাঁশীর ধ্বনিতে আমাকে পাগল করিয়াছে, চিত্রপটে দৃষ্ট আর এক ঘনশ্যাম পুরুষ আমার মনোমধ্যে বিরাজিত—হায় ধিক্, কি কষ্ট, এক সঙ্গে তিন জন পুরুষের প্রতি অনুরাগ! মরণই আমার পক্ষে মঙ্গলজনক!

উভয় সখী—(সহর্ষে) সখি! কিরূপে তোমার ন্যায় এইরূপ গোকুলসুন্দরীর গোকুলেন্দ্রনন্দন ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি অনুরাগ সম্ভব হইতে পারে? অতএব শ্রবণ কর, এই তিনই সেই এক মহানাগর শ্রীকৃষ্ণ।

রাধিকা—(উচ্ছ্বাসের সহিত স্বগত) হে হৃদয়! সমাশ্বস্ত হও, সমাশ্বস্ত হও, তোমার জীবলোক নিবাসের আশা ফিরিয়া আসিল। ১৯

---

* "সকৃদ্বীক্ষণাৎ" ইতি পাঠান্তরং।

উভে। (সংস্কৃতেন)।

সা সৌরভোর্ম্মিপরিদিগ্ধদিগন্তরাপি
বন্ধ্যং জনুঃ সুতনু ! গন্ধফলী বিভর্ত্তি।
রাধে ! ন বিভ্রমভরঃ ক্রিয়তে যদঙ্কে
কামং নিপীতমধুনা মধুসূদনেন ॥ ২০ ॥

নান্দীমুখী। (পরিক্রম্য) কধং অগ্‌গদো জ্জেব এষা রাহী। (ইত্যুপসৃত্য) জঅদু পিঅসহী রাহী ॥

রাধিকা। (সাবহিত্থং)। সহি ! কুসলং ভবদীএ ॥

নান্দীমুখী। তুহ উল্লাহত্তণে জাদে। (ইতি রাধাং নিভাল্য স্বগতং) অপ্পেক্‌খিঅ চ্চেঅ মএ পঢমং নিট্‌ঠঙ্কিদং তধা বি পুচ্ছিস্‌সং ॥ ২১ ॥

উভে। গন্ধফলী চম্পকঃ। মধুসূদনো ভ্রমরঃ। কৃষ্ণস্য ব্যপদেশেন তব সৌন্দর্য্যাদীনাং কৃষ্ণসম্ভোগং বিনৈব বৈফল্যমিত্যুক্তং ভবতি ॥ ২০ ॥

নান্দী। কথমগ্রত এব এষা রাধা। জয়তি প্রিয়সখী রাধিকা ॥

রাধি। সখি ! কুশলং ভবত্যাঃ ॥

নান্দী। তব উল্লাঘত্বে জাতে। "উল্লাঘো নির্গতো গদাৎ" ইত্যমরঃ। অপ্রেক্ষ্য ময়া প্রথমং নিষ্টঙ্কিতং, তথাপি পৃচ্ছামি ॥ ২১ ॥

উভয়ে—হে বরাঙ্গি রাধে ! যে যে চম্পকের ক্রোড়ে সেই মধুপানে বিভোর হইয়া মধুকর নৃত্য করে না, সে যদি সুগন্ধভরে দশদিক্‌ও পরিব্যাপ্ত করে, তথাপি তাহার জন্ম নিতান্তই বিফল। (অপর পক্ষে মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ যদি তোমাতে অনুরক্ত না হইলেন, তবে তোমার রূপ-গুণ সকলই বিফল)। ২০

(ভ্রমণ করিতে করিতে নান্দীমুখীর প্রবেশ)

নান্দীমুখী—এই যে, শ্রীরাধা আমার সম্মুখেই অবস্থিতা। (নিকটে আসিয়া) প্রিয়সখী রাধিকার জয় হউক্।

রাধিকা—(ভাব গোপন পূর্ব্বক) সখি ! তোমার কুশল ত' ?

(প্রকাশং সংস্কৃতেন)

ন মুগ্ধে ! বৈদগ্ধীগরিমপরিদিগ্ধা তব মতি-

র্বিরামো নেদানীমপি বপুষি বাল্যস্য বয়সঃ।

কথমপ্যন্তঃক্ষোভং প্রথয়সি তথাপি ত্বমথবা

সখি ! জ্ঞাতং বৃন্দাবনমদনবিস্ফূর্জ্জিতমিদম্ ॥

ললিতা। অই অলিআসঙ্কিণি ! সীদল-দক্‌খিণাণিল-হেতুঅং কম্পপুলঅং পেক্‌খিঅ কীস দূসহং পরিবাদং দেসি ॥ ২২ ॥

পরিদিগ্ধা পরিচিতা। প্রথয়সি প্রকটয়সি। বৃন্দাবনমদনো মদনগোপাল এব তস্য বিস্ফূর্জ্জিতং পরাক্রমঃ ॥

ললি। অয়ি অলীকাশঙ্কিনি ! শীতলদক্ষিণানিলহেতুকং কম্পপুলকং প্রেক্ষ্য দুঃসহং পরীবাদং দদাসি ॥ ২২ ॥

নান্দীমুখী—তোমার আরোগ্যেই আমার কুশল। (শ্রীরাধাকে ভাল করিয়া দেখিয়া স্বগত) দেখার আগেই ইঁহার অনেক কথাই জানিয়াছি—তথাপি একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। ২১

(প্রকাশ্যে) হে মুগ্ধে !* তোমার বুদ্ধি ত' এখনও রসিকতার গৌরবে পরিপক্কতা লাভ করে নাই, বাল্য বয়স তোমার শরীরকেও পরিত্যাগ করে নাই, তথাপি তোমার অন্তরে ক্ষোভের উদয় দেখিতেছি কেন ? সখি ! বুঝিলাম, ইহা বৃন্দাবন-মদনেরই পরাক্রম।

ললিতা—সখি ! তুমি মিথ্যা ভয় করিতেছ কেন ? শীতল মলয়ানিলের জন্য শ্রীরাধিকার কম্প ও পুলক দেখিয়া তুমি মিথ্যা নিন্দা করিও না। ২২

---

* নায়িকার মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভা—এই তিন প্রকার ভেদ আছে। গ্রন্থকারের 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে মুগ্ধার লক্ষণ যথা—

"মুগ্ধা নববয়ঃ কামা রতৌ বামা সখীবশা।

রতচেষ্টাস্বতিব্রীড়া চারু গূঢ়প্রযত্নভাক্।

কৃতাপরাধে দয়িতে বাষ্পরুদ্ধাবলোকনা।

প্রিয়াপ্রিয়োক্তৌ চাশক্তা মানে চ বিমুখী সদা।"—নায়িকাভেদ প্রকরণ। ১১

নান্দীমুখী। (সস্মিতং সংস্কৃতেন)

রোমাঞ্চঃ পরিচেষ্যতে কথময়ং নাস্মাভিরুৎকম্পবান্
তুষ্ণীক্তিং নহি দক্ষিণায় মরুতে দাক্ষিণ্যশূন্যে বদ।
এতন্মন্মথকোটীসংভ্রমভরৈর্বংভ্রম্যতে সুভ্রুবঃ
স্বান্তে নাগরচক্রবর্ত্তিনয়নপ্রান্তস্য লীলায়িতম্ ॥
তা সচ্চং কহেহি কদা এদাএ পচ্চক্খীকিদো গোউলাণংদো ॥

বিশাখা। (কর্ণে) এবমেদং ॥ ২৩ ॥

নান্দীমুখী। (সংস্কৃতেন)।

দরবিচলিতবাল্যা বল্লভা বান্ধবানাং
বিহরসি ভবনে ত্বং পত্যুরামোদপাত্রী।
অহহ পশুপরামা-কামিনো মোহনত্বং
ত্বমপি যদমুনান্তর্বাঢ়মুন্মাদিতাসি ॥ ২৪ ॥

দক্ষিণায় দক্ষিণদেশোদ্ভবায়, পক্ষেঽনুকূলায়। মন্মথকোটীনাং যে সম্ভ্রমভরাস্তৈর্হেতুভিঃ ॥

তৎ সত্যং কথয় কদা এতয়া প্রত্যক্ষীকৃতো গোকুলানন্দঃ ॥

বিশা। এবং এতৎ ॥

নান্দী। দর ঈষৎ বিচলিতং বাল্যং যস্যাঃ। মোহনত্বং মোহকত্বং যেন অমুনা মোহনত্বেন ॥ ২৪ ॥

নান্দীমুখী—হে দাক্ষিণ্যবিহীনে ললিতে! অকারণ মলয়ানিলের দোষ দিতেছ কেন? উৎকম্পবান্ পুলকের সহিত কি আমাদের কোনও দিন পরিচয় ঘটে নাই? এই সুন্দরীর অন্তঃকরণমধ্যে নাগর-চক্রবর্ত্তীর নয়নপ্রান্তের লীলাবিলাস কোটি কন্দর্পের বিভ্রমসহকারে ভ্রমণ করিতেছে। অতএব সত্য করিয়া বল দেখি, কবে ইনি গোকুলানন্দকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন?

বিশাখা—(কাণে কাণে) এই প্রকার, এখন বুঝিলে? ২৩

নান্দীমুখী—সখি রাধিকে? তোমার কেবলমাত্র বাল্যকাল

তা অহং ভঅবদীং তুরবেতুং গমিসসং ॥ ২৫ ॥

ইতি নিষ্ক্রান্তা।

রাধিকা। (বিমৃশ্য সংস্কৃতেন)

সা কল্যাণী কুলযুবতিভিঃ শীলিতা ধর্ম্মশৈলী

দ্রাগস্মাভিঃ কথমবিনয়োৎফুল্লমুল্লঙ্ঘনীয়া ॥

(ইত্যর্দ্ধোক্তে পুনঃ সোৎকণ্ঠং)

হা দৃগ্‌ভঙ্গীপরিমলকলাকর্ম্মঠোঽয়ং কথং বা

হাতুং শক্যঃ পশুপনগরীনাগরীনাগরেন্দ্রঃ ॥

তদহং ভগবতীং ত্বরয়িতুং গমিষ্যামি ॥ ২৫ ॥

রাধি। সা কল্যাণীতি। ধর্ম্মশৈল্যাঃ পুঞ্জীভূতজগল্লজ্জাবতীত্বেপ্যাস্থাস্ততোঽপ্যধিকপুঞ্জীভূতবিশিষ্টপ্রেমভরস্য প্রাবল্যাল্লজ্জাশৈলস্য শৈথিল্যমিত্যর্থঃ। ধর্ম্মশৈলী ধর্ম্মানুশীলনম্। অবিনয়েনোৎফুল্লং যথা স্যাত্তথা

অতীত হইয়াছে, তুমি আত্মীয়গণের স্নেহের পুত্তলিকা ও পতির আনন্দদায়িনী হইয়া গৃহে বিরাজ করিতেছ; হায়! হায়! গোপাঙ্গনা-কামুক শ্রীকৃষ্ণের কি মোহিনীশক্তি যে, তদ্দ্বারা এতাদৃশ তুমিও মনে মনে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছ। ২৪

যাই, আমি ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবীকে ত্বরান্বিত করি। ২৫

(ইহা বলিয়া প্রস্থান করিলেন)

রাধিকা—(চিন্তিত ভাবে) কুলাঙ্গনাগণ যে মঙ্গলময়ী ধর্ম্মমর্য্যাদার অনুশীলন করিয়া আসিতেছেন, আমি কি প্রকারে অবিনয়ে তাহাকে উল্লঙ্ঘন করিব?

(এইরূপে অর্দ্ধোক্তি পূর্ব্বক পুনরায় উৎকণ্ঠাসহকারে)

হায়! আবার দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশের কৌশলে সুপটু গোকুল নগরীর নাগরীগণের নাগরেন্দ্রকেই বা কি প্রকারে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইব?

(ততঃ প্রবিশতি নান্দীমুখীমুখরাভ্যামনুগম্যমানা পৌর্ণমাসী)

পৌর্ণমাসী। মুখরে! কিমদুঃসাধা বাধা তর্কিতা ত্বয়া রাধা ॥

মুখরা। ভঅবদি সুণাহি (ইতি সংস্কৃতেন)

অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ডখণ্ডমচিরাদুৎকম্পমালম্বতে
গুঞ্জানস্তু বিলোকনান্মুহুরসৌ সাস্রং পরিক্রোশতি।
নো জানে জনয়ন্নপূর্ব্বনটনক্রীড়াচমৎকারিতাং
বালায়াঃ কিল চিত্তভূমিমবিশৎ কোঽয়ং নবীনগ্রহঃ ॥

পৌর্ণমাসী। (স্বগতং) সোঽয়ং মুকুন্দস্য নবানুরাগ-রাশেঃ কোঽপি চণ্ডিমা ॥ ২৬ ॥

(প্রকাশং) মুখরে! সাধু বিজ্ঞাতং যদত্র দানবকুলাবতংসাঃ

কথং উল্লঙ্ঘনীয়া। পরিমলঃ প্রকাশস্তত্র যা কলা বৈদগ্ধী তত্র কর্ম্মঠোঽয়ং ॥
ন দুঃসাধা বাধা যস্যাস্তথাভূতাং কিং কাচিৎ তর্কিতা ॥ ২৬ ॥
পক্ষে অঙ্গনাসু আগ্রহো যস্য সঃ ॥

(অগ্রে পৌর্ণমাসী ও তৎপশ্চাৎ নান্দীমুখী ও মুখরার প্রবেশ)

পৌর্ণমাসী—মুখরে। তুমি কি রাধার পীড়া দুঃসাধ্য নহে বলিয়া মনে করিতেছ?

মুখরা—ভগবতি! শ্রবণ করুন। রাধা সম্মুখে ময়ূর-পুচ্ছ দেখিয়া কাঁপিতে থাকে, গুঞ্জমালা দর্শনেই কাঁদিয়া বিলাপ করিতে থাকে, জানি না, কোন্ নবীন গ্রহ অপূর্ব্ব নৃত্যকলার চমৎকারিতা উৎপাদন পূর্ব্বক এই বালার চিত্তভূমিতে প্রবেশ করিল।

পৌর্ণমাসী—(স্বগত) এ যে দেখিতেছি, মুকুন্দের প্রতি নবানুরাগেরই প্রচণ্ড বিক্রম। ২৬

(প্রকাশ্যে) মুখরে! যথার্থই বুঝিতে পারিয়াছ। যেহেতু, দানবশ্রেষ্ঠ কংসাদি এখানে রাধাকে অন্বেষণ করিতেছে; সেই কারণে কোনও অঙ্গনাগ্রহ আসিয়া এই বালাকে আশ্রয় করিয়াছে।

কংসাদয়ো রাধামম্বিষ্যন্তি তেন কোঽয়মঙ্গনাগ্রহো * বালামাবিবেশ ॥

মুখরা। ভঅবদি! কো এত্থ পডিআরো ॥

পৌর্ণমাসী। অয়ি! দানবারেদৃ ষ্টিরেব।

মুখরা। ভঅবদি! কুড়িলা কৃখু জডিলা এদং ণাহিণংদিস্‌সদি ॥ ২৭ ॥

পৌর্ণমাসী। মুখরে! সা খলু মদ্গিরা সন্দিশ্যতাং। যথা "জটিলে! মাশঙ্কিষ্ঠাঃ কৃষ্ণমাত্মবিদ্যয়ৈব সজ্ঘটয়িষ্যামীতি ॥"

মুখরা। (নমস্কৃত্য নিষ্ক্রান্তা)।

পৌর্ণমাসী। (উপসৃত্য) বৎসে! নিজাভীষ্টলাভেন কৃতার্থীভূয়াঃ ॥

রাধিকা। (সাবহিত্থং প্রণমতি)।

পৌর্ণমাসী। (স্বগতং)

মুখরা। ভগবতি! কোঽত্র প্রতিকারঃ ॥
মুখরা। ভগবতি! কুটিলা খলু জটিলা ন ইদমভিনন্দিষ্যতি ॥ ২৭ ॥

মুখরা—ভগবতি! ইহার প্রতিকার কি?

পৌর্ণমাসী—দানবারির দৃষ্টিতেই ইহার প্রতিকার।

মুখরা—ভগবতি! কুটিলা, জটিলা এ কথায় স্বীকৃত হইবে না। ২৭

পৌর্ণমাসী—মুখরে! জটিলাকে আমার এই কথা বলিয়া আদেশ জানাও যে, "জটিলে! ভয় করিও না, আমি নিজ বিদ্যাবলেই কৃষ্ণকে উপস্থিত করিয়া দিব।"

মুখরা—(নমস্কারপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইলেন)।

পৌর্ণমাসী—(নিকটে যাইয়া) বৎসে! নিজ অভীষ্ট লাভ করিয়া কৃতার্থা হও।

---

* এখানে "অঙ্গনাগ্রহ" শব্দটি দ্ব্যর্থ। অপর অর্থ—(অঙ্গনা আগ্রহ) অঙ্গনাতে যাহার আগ্রহ আছে, সেই ব্যক্তি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ; কারণ, তিনিই একমাত্র পুরুষ বা পুরুষোত্তম।

ভজন্ত্যাং সব্রীড়ং কথমপি তদাড়ম্বরঘটা-
মপহ্নোতুং যত্নানভিনবমদামোদমধুরা।
অধীরা কালিন্দীপুলিনকলভেন্দ্রস্য বিজয়ং
সরোজাক্ষ্যাঃ সাক্ষাদ্বদতি হৃদিকুঞ্জে তনুবনী ॥ ২৮ ॥

(পুনর্নিরূপ্য জনান্তিকং)

হন্ত নান্দীমুখি! নির্ভরগভীরপ্রেমোর্ম্মিতমনঃক্ষোভা কিমপ্যেষা বিচেষ্টতে। তদিয়মবধার্য্যতামস্থুরাগবীরস্য কাপি দুর্ব্বোধগভীর-বিক্রম-বৈচিত্রী ॥

তথাহি ॥

প্রত্যাহৃত্য মুনিঃ ক্ষণং বিষয়তো যস্মিন্মনো ধিৎসতে
বালাসৌ বিষয়েষু ধিৎসতি ততঃ প্রত্যাহরন্তী মনঃ।

পৌর্ণ। কালিন্দীপুলিনকলভেন্দ্রস্য কৃষ্ণস্য হৃদি মনস্যেব কুঞ্জে স্থিতস্য বিজয়ং পরাক্রমং তনুরেব বনী বদতি সূচয়তি। স্ত্রী স্যাৎ কাচিন্মৃণা-ল্যাদি বিবক্ষাপচয়ে যদিতি অল্পবিবক্ষয়া স্ত্রীত্বং রাধায়াঃ কীদৃশ্যাঃ তদাড়ম্বরঘটাং অপহ্নোতুং সঙ্গোপয়িতুং যত্নান্ ভজন্ত্যাঃ। বনপক্ষে— হস্তিকুম্ভস্থমদস্য আমোদেন মধুরা ॥ ২৮ ॥

ত্রিপতাকাকরেণান্যান্ পরিবার্য্যান্তরা কথা। যা মিথঃ ক্রিয়তে দ্বাভ্যাং তজ্জনান্তিকমুচ্যতে ॥

রাধিকা—(ভাব গোপনপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন)।

পৌর্ণমাসী—(স্বগত) কালিন্দীপুলিনবিহারী মত্তগজরাজ কমল-নয়না শ্রীরাধার হৃদয়কুঞ্জেও যে বিজয়লাভ করিয়াছেন, তদ্রূপ বন সেই নবীন আমোদে অধীর হইয়া তাহার সাক্ষ্য দিতেছে; যদিও ইনি সলজ্জ ভাবে তাহার আড়ম্বরঘটা গোপন করিবার জন্য যত্নসহকারে চেষ্টা করিতেছেন। ২৮

(পুনরায় দেখিয়া জনান্তিকে) অহো নান্দীমুখি! নিরতিশয় গভীর প্রেমতরঙ্গে ইঁহার মন ক্ষোভিত হওয়ায় ইনি কি এক প্রকার চেষ্টা

যস্য স্ফূর্ত্তিলবায় হন্ত হৃদয়ে যোগী সমুৎকণ্ঠতে
মুগ্ধেয়ং কিল পশ্য তস্য হৃদয়ান্নিষ্ক্রান্তিমাকাঙ্ক্ষতি ॥

নান্দীমুখী। ভঅবদি! ঈরিসসস্ ভাঅস্স বিণ্ণাণে মূঢ়ম্হি ॥ ২৯ ॥

পৌর্ণমাসী। বৎসে! সত্যমাত্থ দুর্গমোহয়ং গাঢ়ানুরাগবিবর্ত্তঃ শ্রূয়তাম্ ॥

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ ॥
প্রেমা সুন্দরি! নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥

নান্দী। ভগবতি! ঈদৃশস্য ভাবস্য বিজ্ঞানে মূঢ়াস্মি ॥ ২৯ ॥

বিবর্ত্তো বিকারবিশেষঃ ॥

পীড়াভিরিতি। জাগর্ত্তীতি স্বরূপলক্ষণকথনং জাগ্রদেব সদা তিষ্ঠতি নতু প্রেম্নঃ স্বাপঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। তেনাপি জ্ঞায়ন্তে কেবলমনুভূয়ন্তে মাত্রং নতু বক্তুং শক্যন্তে তদ্বাচকশব্দাভাবাদিতি ভাবঃ। বক্রমধুরাঃ অস্য মাধুর্য্যস্য বক্র এব মার্গঃ কশ্চিত্তাদৃশজনানুরাগভরৈকমাত্রগোচর ইত্যর্থঃ। অয়ম্ভাবঃ অয়ং প্রেমা প্রশ্নোত্তরাভ্যাং জ্ঞাতুং ন শক্যঃ।

করিতেছেন? নিশ্চয় জানিও, ইহা অনুরাগবীরের কোন দুর্ব্বোধ্য গভীর প্রভাবের বিচিত্র লীলা।

কি আশ্চর্য্য! মুনি, মন বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ক্ষণকালের জন্যও যে শ্রীকৃষ্ণে ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, এই বালা কিন্তু তাঁহা হইতে মন প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বিষয়ে নিয়োগ করিতে চাহিতেছে, হায়! যোগী হৃদয়ে যাহার স্ফুর্ত্তির কণামাত্র লাভ করিবার জন্য বিশেষরূপে উৎকণ্ঠিত, এই মুগ্ধা কি না তাহাকে হৃদয় হইতে বহির্গত করিয়া দিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছে!

নান্দীমুখী—ভগবতি! এইরূপ ভাবের বিশেষ জ্ঞানে আমি নিতান্তই মূর্খ। ২৯

পৌর্ণমাসী—বৎসে! তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ, অনুরাগের এই

তদেহি ভাবমস্যাঃ পরীক্ষেবহি ॥

(ইত্যুপসৃত্য) বৎসে ! কিমপি প্রষ্টব্যাসি ।

পতিঃ প্রেমোদাত্তঃ সুচরিতকথা গোকুলপুরে

প্রসিদ্ধা তে শুদ্ধে জনিরপি চ লক্ষ্মীবতি কুলে ।

অপূর্ব্বাং কুর্ব্বাণা মতিমিহ মহাসাহসময়ীং

সুহৃদ্ভ্যস্ত্বং লজ্জামপি কিমিব রাধে ! ন ভজসি ॥ ৩০ ॥

কিন্তু কথঞ্চিদতিভাগ্যেন । এতৎস্বজাতীয়প্রেম্নশ্চেদাশ্রয়ঃ স্যাত্তদা কণ্টকবেধব্যথাসাদৃশ্যানুসারেণ শক্তিবেধব্যথায়া ইব এতস্য জ্ঞানং স্যাদিতি তেনাত্মনস্তথাভাবে ভবত্যাঃ যতিতব্যমিতি ।

পতিঃ প্রেম্না উদাত্তঃ প্রফুল্লঃ । গোকুলপুরে তব সুচরিতকথা প্রসিদ্ধা । শুদ্ধে লক্ষ্মীবতি চ কুলে তব জনিঃ ॥ ৩০ ॥

গাঢ় দুর্ব্বোধ্য বিবর্ত্তের কথা শ্রবণ কর ঃ—সুন্দরি ! নন্দনন্দননিষ্ঠ প্রেম যাহার অন্তঃকরণে বিরাজ করে, মাত্র তিনিই ইহার বক্র ও মধুর পরাক্রমের বিষয় জানিতে পারেন । এই প্রেমের বশে যে পীড়া উপস্থিত হয়, অভিনব কালকূটের বিষজ্বালাও তদপেক্ষা অল্প, আর ইহাতে যে আনন্দের স্ফুরণ হয়, অমৃতের ও মধুরিমার অহঙ্কার তাহাতে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে ।

এস, ইহার ভাব পরীক্ষা করি (ইহা বলিয়া নিকটে যাইয়া) বৎসে ! তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি—

হে রাধিকে ! তোমার পতি প্রেমবান্ ও উদারস্বভাব, গোকুল-নগরে তোমার সুন্দর চরিত্রের কথা সুপ্রসিদ্ধা, অতিশুদ্ধ লক্ষ্মীযুক্ত কুলে তোমার জন্ম, তুমি যে এইরূপ দুঃসাহসিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তোমার কি আত্মীয়-স্বজনগণের সমীপে ইহাতে লজ্জা হইবে না ? ৩০

রাধিকা। (কাতর্য্যমভিনীয় সলজ্জং ললিতাকর্ণমূলে লপতি ॥)

ললিতা। অজ্জে ! বিণ্ণবেদি রাহী (ইতি সংস্কৃতেন)

দোষোদ্গারং ত্বমপি কুরুষে হা ময়ি ব্যাকুলায়াং
পাদেভ্যস্তে ভগবতি ! শপে নাপরাধ্যামি সাধ্বী।
পর্ণৈঃ কর্ণোৎপলবলয়িভিস্তাড্যমানোঽপি ধূর্ত্তো
ন শ্যামাত্মা মম তনুপরিষঙ্গরঙ্গং জহাতি ॥

পৌর্ণমাসী। (সের্ষ্যমিবালোক্য) মুগ্ধে ! কিমন্যাং প্রৌঢ়মুদ্রাং নোদ্দণ্ডয়সি।

রাধিকা। (সরোষং সংস্কৃতেন)।

ক্রোশন্ত্যাং করপল্লবেন বলবান্ সদ্যঃ পিধত্তে মুখং
ধাবন্ত্যাং ভয়ভাজি বিস্তৃতভুজো রুন্ধে পুরঃ পদ্ধতিং।
পাদাব্জে বিলুঠত্যসৌ ময়ি মুহুর্দষ্টাধরায়াং রুষা
মাতশ্চণ্ডি ! ময়া শিখণ্ডমুকুটাদাত্মাভিরক্ষ্যঃ কথং ॥

পৌর্ণমাসী। (স্বগতং) নিষ্কম্পতয়া বদ্ধমূলোঽয়ং প্রেমপলাশী। (প্রকাশং)

ললি। আর্য্যে ! বিজ্ঞাপয়তি রাধা।

কর্ণস্থোৎপলবলয়িভিঃ বেষ্টনশীলৈঃ পর্ণৈঃ অর্থাতুৎপলপত্রৈস্তাড্য-মনোঽপি।

রাধিকা—(কাতর ভাবে ললিতার কর্ণমূলে কি বলিলেন)

ললিতা—আর্য্যে ! রাধিকা আপনাকে কিছু নিবেদন করিতেছে।

আমাকে ব্যাকুলা দেখিয়া আপনি পর্য্যন্ত আমার অপরাধ কীর্ত্তন করিতেছেন, ইহা বিচিত্র নহে—কিন্তু হে ভগবতি ! আমি আপনার চরণের শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার কোনও অপরাধ নাই, আমি পতিব্রতাই আছি, কিন্তু সেই ধূর্ত্তকে আমি পত্রনির্ম্মিত কর্ণোৎপলের বলয়ের দ্বারা তাড়না করিলেও সেই শ্যামাত্মা কিছুতেই আমার অঙ্গের আলিঙ্গনরূপ রঙ্গ পরিত্যাগ করে না।

ত্বয়া নীতো বামঃ ফলকমিলদঙ্গো মধুরিপুঃ
সুখাশাভিঃ ক্রীড়াকুতুকিনি ! কুতো নেত্রপদবীং।
কুকূলাগ্নিজ্বালাপটলকটুকেলির্যদধুনা
দশেয়ং হন্ত ত্বাং জ্বলয়তি হিমানীব নলিনীম্ ॥ ৩১ ॥

রাধিকা। (কৃষ্ণমুদ্দিশ্য সংস্কৃতেন সোপালম্ভমাত্মগতং)

মাতশ্চণ্ডীতি। তথাপি অবিচারেণ মাং প্রত্যেব কুপ্যসি কিং বক্তব্যমিতি ॥ ৩১ ॥

পৌর্ণমাসী—(ঈর্ষ্যাসহকারে অবলোকনপূর্ব্বক) হায় মুগ্ধে ! তাহাকে কি প্রৌঢ়াজনোচিত অন্য দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পার না ?

রাধিকা—(সক্রোধে) হে মাতঃ চণ্ডি ! যদি আমি রোদন করিতে থাকি, তবে সেই বলবান্ ধূর্ত্ত করপল্লবের দ্বারা তখনই আমার মুখ চাপিয়া ধরেন, যদি ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে চাহি, তবে বাহু বিস্তার করিয়া আমার অগ্রে আসিয়া পথ রুদ্ধ করেন, আর যদি মিনতি করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে লুণ্ঠিত হই, তবে তিনি ক্রোধভরে আমার অধর দংশন করিতে থাকেন; তবে বলুন, আমি কি প্রকারে সেই শিখণ্ডচূড় হইতে আত্মরক্ষা করিব ?

পৌর্ণমাসী—(স্বগত) নিশ্চয়ই এই প্রেমবৃক্ষ বদ্ধমূল হইয়াছে।

(প্রকাশ্যে) হে ক্রীড়াকৌতূহলে ! তুমি সুখাশায় মনোহর * ভাবিয়া চিত্রপটে কোথায় সেই মধুরিপুকে নেত্রপথের পথিক করিয়াছ ? হায় ! হায় ! ইহার ফলেই হিমানীতে যেরূপ নলিনী দগ্ধ হয়, তেমনই তুষানলের জ্বালাপটলের তীব্র ক্রীড়ায় তোমারও এই দশা ঘটিয়াছে। ৩১

রাধিকা—(কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া তিরস্কার পূর্ব্বক স্বগত)

---

* মূলে 'বাম' এই কথাটি প্রদত্ত হইয়াছে। 'বাম' শব্দে প্রতিকূলনায়ক ও মনোহর—এই দুই প্রকার অর্থই হইতে পারে।

শিশিরয় দৃশৌ দৃষ্ট্বা দিব্যকিশোরমিতীক্ষিতঃ
পরিজনগিরাং বিশ্রম্ভাত্ত্বং বিলাসফলাঙ্কিতঃ।
শিব! শিব! কথং জানীমস্ত্বামবক্রধিয়ো বয়ং
নিবিড়বড়বাবহ্নিজ্বালাকলাপবিকাশিনম্॥ ৩২॥

পৌর্ণমাসী। (সস্নেহমালোক্য) বৎসে! ক্ষণমেকান্তে নিবিশ্য পুষ্পেষু লেখো নির্ম্মীয়তাং। যথায়ং কৃষ্ণায় স্বসখীভ্যাং সমর্প্যতে॥

রাধা। (সখীভ্যাং সহ নিষ্ক্রান্তা)

পৌর্ণমাসী। (পরিক্রম্য) নান্দীমুখি! কৃষ্ণোঽপি নাতিদূরে ভবিষ্যতি। যদত্র দক্ষিণতো নৈচিকীনিকুড়ম্বস্য হম্বারবাড়-ম্বরোঽয়মম্বরমাক্রামতি। তদহং স্নানার্থং ব্রজামীতি।

পরিজনগিরাং বিশ্রম্ভাদিতি। তর্হি পরিজনা এব দুঃখদা ইতি চেত্তত্রাহ অবক্রধিয়ো বয়মিতি বহুবচনেন যথাহং তথৈব মম পরিজনা অপি সরলা এব ত্বামেতাদৃশং তেঽপি কথং জানীয়ুরতস্ত্বমেব দুঃখদ ইত্যর্থঃ॥ ৩২॥

পূর্ব্বরাগে জাতে নায়িকা কন্দর্পলেখং মাল্যং চ নায়কায় দূতীদ্বারা সমর্পয়তীতি কামশাস্ত্ররীত্যা পৌর্ণমাস্যাহ—বৎসে! ইতি।

"এই দিব্য কিশোর দর্শন করিয়া দুই আঁখি শীতল কর" পরিজন-গণের এই বাক্যে বিশ্বাস করিয়া আমি চিত্রফলকে অঙ্কিত তোমাকে দর্শন করিয়াছিলাম। হায়! হায়! তুমি যে নিবিড় বাড়বাগ্নির জ্বালাকলাপ বিকাশ করিবে, সরলমতি আমরা তাহা কেমন করিয়া বুঝিব? ৩২

পৌর্ণমাসী—(স্নেহভরে দর্শন করিয়া) বৎসে! ক্ষণকাল নির্জ্জনে বসিয়া পুষ্পদলে একখানি লিপি প্রস্তুত কর। উহা তোমার সখীদ্বয় কৃষ্ণকে সমর্পণ করুক।

রাধা—(সখীদ্বয়ের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন)

(উভে নিষ্ক্রান্তে ॥)

(ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণঃ)

কৃষ্ণঃ। (সোদ্বেগং)

যদবধি তদকস্মাদেব বিস্মাপিতাক্ষং
নবতড়িদভিরামং ধাম সাক্ষাদ্বভূব।
তদবধি চিরচিন্তাচক্রসক্তা বিরক্তিং
মম মতিরুপভোগে যোগিনীব প্রযাতি ॥

(পুরোঽনুসৃত্য স্বগতং) হন্ত! রঙ্গণমাল্যমুপনেতুং প্রস্থিতো বয়স্যঃ কথং বিলম্বতে ॥

(প্রবিশ্য মাল্যহস্তো) মধুমঙ্গলঃ। (স্বগতং) ॥ ৩৩ ॥

পুষ্পেষ্বিতি সপ্তম্যন্তং কন্দর্পশ্চ অর্থদ্বয়মিতি প্রাকরণিকং।
"গোষু দিব্যা তু নৈচিকী" ইত্যমরঃ॥

যোগিনীবেতি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে যাতে সতীত্যর্থঃ। তদনন্তরং তস্যা বিম্বাধরসাদৃশ্যেন রঙ্গণপুষ্পং স্মৃত্যারূঢ়ম্। তৎস্মরণতঃ রঙ্গণমালার্থং প্রস্থিতস্য মধুমঙ্গলস্য কৃষ্ণঃ স্মরতি ॥ ৩৩ ॥

পৌর্ণমাসী—(কিঞ্চিৎ ভ্রমণপূর্ব্বক) নান্দীমুখি! বোধ হয়, কৃষ্ণ আর অধিক দূরে নাই, যেহেতু, দক্ষিণ দিকে গাভীবৃন্দের হাম্বারব সমূহে গগনমণ্ডল পূর্ণ হইয়াছে। অতএব আমি স্নানার্থে গমন করিতেছি।

(এই বলিয়া উভয়ে প্রস্থান করিলেন।)

(কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ—(উদ্বেগসহকারে) অকস্মাৎ যে অবধি নব বিদ্যুতের ন্যায় নয়নাভিরাম রূপ আমার নয়নকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে, সেই অবধি আমার মতি চিরকালের জন্য চিন্তাচক্রে আসক্তা হইয়া যোগিনীর ন্যায় সর্ব্বপ্রকার উপভোগে বিরক্তি লাভ করিয়াছে।

(অগ্রে অবলম্বন করিয়া স্বগত) হায়! বয়স্য রঙ্গণমালা আনিতে যাইয়া এত বিলম্ব করিতেছে কেন?

মধুমঙ্গল—(মাল্য হস্তে প্রবেশ করিয়া—স্বগত)। ৩৩

কধং অজ্জ দুম্মণাএদি পিঅবঅস্সো। হোদু পসঙ্গদো জাণিস্সং।

(ইতি পরিক্রম্য কৃষ্ণং পশ্যন্ স্বগতং সংস্কৃতেন)

ফুল্লপ্রসূনপটলৈস্তপনীয়বর্ণা-
মালোক্য চম্পকলতাং কিল কম্পতেঽসৌ।
শঙ্কে নিরঙ্কনবকুঙ্কুমপঙ্কগৌরী
রাধাস্য চিত্তফলকে তিলকীবভূব॥

(ইত্যুপসৃত্য)

ভো! গেহ্ন (ইতি মাল্যং নিবেদয়তি) ৩৪॥

কথমদ্য দুর্ম্মনায়তে প্রিয়বয়স্যঃ ভবতু প্রসঙ্গতো জ্ঞাস্যামি॥

ফুল্লপ্রসূনৈঃ করণৈঃ সুবর্ণবর্ণাং চম্পকলতাম্। তপনীয়ং কনকং। নিরঙ্কো নির্ম্মলঃ। তিলকশব্দোঽত্র শ্রেষ্ঠার্থকঃ। তথা চ শ্রীকৃষ্ণস্য চিত্তরূপপটে সর্ব্বা এব ব্রজসুন্দর্য্যো যদ্যপি লিখিতা ভবন্তি তথাপি তাসাং মধ্যে রাধিকা তু তিলকীবভূব। নন্বত্র এতাদৃশচিন্তাপরো মম বয়স্যঃ কদাপি দৃষ্ট ইতি। রাধাবর্ণস্য সাদৃশ্যং কুঙ্কুমস্য, তৎসাদৃশ্যং কনকস্য, তৎসাদৃশ্যং চম্পকলতায়াস্তামপি দৃষ্ট্বা কম্পতে। অহো! রাগোদ্রেক ইতি ভাবঃ॥ ৩৪॥

অদ্য প্রিয়বয়স্যকে দুর্ম্মনার মত দেখাইতেছে কেন? দেখি, প্রসঙ্গক্রমে ইঁহার বৃত্তান্ত অবগত হইতে হইবে। (ইহা বলিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে কৃষ্ণকে দেখিয়া স্বগত) প্রস্ফুটিত পুষ্পসমূহে শোভিতা স্বর্ণবর্ণা চম্পকলতাকে দর্শন করিয়া ইনি কম্পিত হইতেছেন বোধ হইতেছে, নির্ম্মল নব কুঙ্কুমপঙ্কের ন্যায় গৌবর্ণা শ্রীরাধিকা ইঁহার চিত্তফলকে তিলকরূপে অঙ্কিতা হইয়াছেন।

(নিকটে গমনপূর্ব্বক) সখে! গ্রহণ কর। (ইহা বলিয়া মাল্য নিবেদন করিলেন)। ৩৪

কৃষ্ণঃ। (অনাকর্ণিতকেনৈব)

কনকাদ্রিনিকেতকেতকী-
কলিকাকল্পকলেবরদ্যুতিঃ।
হৃদি সা মুদিরালিমেদুরে
চপলা মাং কিমলংকরিষ্যতি ॥

মধুমঙ্গলঃ। (স্বগতং) ফলিদং মে তক্কেণ। (প্রকাশমুচ্চৈঃ) ভোঃ পিঅবঅস্স! সম্মুহে বিক্কোসংতং বি কীস মং ণ পেক্‌খসি।

কৃষ্ণঃ। (সাবহিত্থং) সখে! চম্পকলতায়া লাবণ্যাকৃষ্টেন ময়া নোপদৃষ্টোঽসি ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণ। মুদিরালিমেদুরে মেঘশ্রেণীস্নিগ্ধে হৃদি বক্ষসি। চপলা বিদ্যুৎ, পক্ষে—চঞ্চলায়াস্তস্যাঃ ক্ষণমাত্রস্পর্শেঽপি মম কৃতার্থত্বমেবেতি ভাবঃ। সংচারিণ্যাঃ সংচারং কর্ত্তুং শীলং যস্যাস্তস্যাঃ ॥

মধু। ফলিতং মে তর্কে‌ণ। ভো প্রিয়বয়স্য! সম্মুখে বিক্রোশন্তং শব্দায়মানমপি কস্মান্মাং ন পশ্যসি ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণ। (শ্রবণ না করিয়া) কনকপর্ব্বতে বিরাজিত পুষ্পের ন্যায় শরীরশোভা ধারণ করিয়া সেই চপলারূপা শ্রীরাধা আমার মেঘশ্রেণিদ্বারা স্নিগ্ধ হৃদয় কি অলঙ্কৃত করিবেন ?

মধুমঙ্গল। (স্বগত) আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই ঘটিয়াছে।

(প্রকাশ্যে উচ্চৈঃস্বরে) অহে প্রিয়বয়স্য! আমি যে সম্মুখে চীৎকার করিতেছি—তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না ?

কৃষ্ণ। (ভাব গোপনপূর্ব্বক) সখে! চম্পকলতার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া আমি তোমাকে দেখিতে পাই নাই। ৩৫

মধুমঙ্গলঃ। সচ্চং জ্জেব ভণাসি কিন্তু সঞ্চারিণীএ চম্পঅলদাএ।

কৃষ্ণঃ। সখে! কামমসম্ভাব্যশ্চম্পকলতায়াঃ সঞ্চারঃ ॥ ৩৬ ॥

মধুমঙ্গলঃ। বঅস্স! কৃখণং খিরমেদু বক্কত্তণং উজ্জুঅং কহেহি কহং সুন্নহিঅওসি ত্তি ॥

কৃষ্ণঃ। (সস্মিতং) সখে! মালাং বিনা ॥ ৩৭ ॥

মধুমঙ্গলঃ। বালাং ত্তি ভণ ॥

কৃষ্ণঃ। মুধেয়ং তে বিশঙ্কা ॥

মধুমঙ্গলঃ। (সংস্কৃতেন)

ন জানীষে মূর্দ্ধ্নশ্চ্যুতমপি শিখণ্ডং যদখিলং
ন কণ্ঠে যন্মাল্যং কলয়সি পুরস্তাৎ কৃতমপি।
তদুন্নীতং বৃন্দাবনকুহরলীলাকলভ! হে
স্ফুটং রাধানেত্রভ্রমরবরবীর্য্যোন্নতিরিয়ম্ ॥

মধু। সত্যমেব ভণসি কিন্তু সঞ্চারিণ্যাশ্চম্পকলতায়াঃ ॥ ৩৬ ॥

মধু। বয়স্য! ক্ষণং বিরমতু, বক্রত্বং, ঋজুং সরলং কথয় কথং শূন্যহৃদয়েঽসীতি ॥ ৩৭ ॥

মধু। বালাং বিনেতি ভণ ॥

মধু। ভ্রমরো হি দানগন্ধলোলুপো গণ্ডে বসন্ হস্তিনমুদ্বেজয়তীতি লোকপ্রসিদ্ধিঃ। উন্নীতং নিশ্চিতং বিজ্ঞাতম্ ॥

মধুমঙ্গল। সখে! তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ, কিন্তু সে চম্পকলতা সঞ্চারিণী বা গতিশীলা।

কৃষ্ণ—সখে! চম্পকলতার চলিয়া বেড়ান একেবারেই অসম্ভব। ৩৬

মধুমঙ্গল—বয়স্য! কিছুকাল বাঁকা ভাব ছাড়িয়া একটু সরল ভাবে আলাপ কর, বল দেখি; কি প্রকারে শূন্যহৃদয় হইয়াছ?

কৃষ্ণ—(মৃদু হাস্যপূর্ব্বক) সখে! মালা নাই বলিয়া। ৩৭

মধুমঙ্গল—'মালা' না বলিয়া 'বালা' অর্থাৎ বালাকে না পাইয়া এই কথা বল না কেন?

কৃষ্ণ। (স্বগতং) কথং নিখিলমেব তর্কিতং ধূর্ত্তেন। তদলং প্রতার্য্য ॥ ৩৮ ॥

(প্রকাশং) সখে! যথার্থমাত্থ, তদাকর্ণয়।

মম রাধা নিসর্গস্থং প্রতীপমনয়ন্মনঃ।

মহাজ্যৈষ্ঠীব সহসা প্রবাহং সৌরসৈন্ধবম্ ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণ। অলং প্রতার্য্যেতি। "অলং খল্বোঃ প্রতিষেধয়োঃ প্রাচাং" ক্ত্বাচ প্রত্যয়ঃ, প্রতারণং ন কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। যদ্বা তৃ প্লবনতরণয়োরিত্যস্মাৎ ঘ্যণ্ প্রত্যয়ঃ প্রতারণেনালমিতি বা ॥ ৩৮ ॥

নিসর্গস্থং স্বভাবস্থং মনঃ প্রতীপমনয়ৎ অস্বস্থমকরোদিত্যর্থঃ। স্বরসিন্ধুর্গঙ্গা তস্যা ইদং সৌরসৈন্ধবং "সিন্ধুর্না সরিতি স্ত্রিয়াম্" ইত্যমরঃ তস্যাঃ প্রবাহং মহাজ্যৈষ্ঠী যথা প্রতীপং নয়তি অন্যপূর্ণিমাভ্যস্তদ্দিনে সমুদ্রস্য ক্ষোভোদ্রেকেণ উদ্বেলত্বে তরঙ্গাবঘাতিতায়াঃ গঙ্গায়াঃ স্রোতঃ পরাবর্ত্ততে ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণ—তোমায় এ আশঙ্কা বৃথা।

মধুমঙ্গল—হায় সখে! মস্তক হইতে ময়ূরপুচ্ছ যে চারিদিকে খসিয়া পড়িয়াছে, আর তোমার সম্মুখে আসিয়া এইমাত্র যে মালা তোমার গলায় পরাইলাম, তাহাও তুমি জানিতে পার নাই? অতএব হে বৃন্দাবন-গুহাবিলাসি মাতঙ্গ! ইহা নিশ্চিত যে, রাধার নেত্ররূপ ভ্রমরযুগলই তোমাকে এইরূপ বিচলিত করিয়াছে।

কৃষ্ণ—(স্বগত) এই ধূর্ত্ত যে সকলই জানিতে পারিয়াছে! অতএব আর প্রতারণার প্রয়োজন নাই। ৩৮

(প্রকাশ্যে) সখে! ঠিকই বলিয়াছ, অতএব শ্রবণ কর—মহাজ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা যেমন সহসা গঙ্গাস্রোতের গতি বিপরীতমুখী করিয়া দেয়, সেইরূপ আমার স্বভাবস্থ মনকে শ্রীরাধা অসুস্থ করিয়া দিয়াছেন। ৩৯

মধুমঙ্গলঃ। ণূণং অচ্ছীণং দে পচ্চক্খীভূদা এসা ॥

কৃষ্ণঃ। অথ কিং সুবলতঃ সা পরিচিক্যে চ (ইত্যোৎসুক্যমভিনীয়)

ভ্রমদ্ভ্রূবল্লীকৈঃ প্রতিদিশমপাঙ্গস্য বলনৈঃ
কুরঙ্গীভ্যো ভঙ্গীভরমুপদিশন্তীমিব দৃশোঃ।
ততস্তাং বিম্বোষ্ঠীং কলয়তি ময়ি ক্রোধবিকটো
মনোজন্মা পৌষ্পং ধনুরনুপমং সজ্যমকরোৎ ॥ ৪০ ॥

মধুমঙ্গলঃ। অবি নাম সংবুত্তং অণ্ণোণ্ণদংসণং ॥

কৃষ্ণঃ। নহি নহি!

তস্যাঃ সখে! মুখতুষারময়ূখবিম্বে
দূরান্মমাক্ষিপদবীমধিরূঢ়মাত্রে।
নির্ব্বন্ধতঃ শপথকোটিভিরম্বয়াহং
নীতঃ ক্ষণাদহহ !! সদ্মনি ভোজনায় ॥ ৪১ ॥

মধু। নূনং অক্ষোস্তে প্রত্যক্ষীভূতা এষা ॥ ৪০ ॥
মধু। অপি নাম সংবৃত্তমন্যোন্যদর্শনম্ ॥ ৪১ ॥

মধুমঙ্গল—নিশ্চয়ই রাধিকাকে তুমি নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছ।

কৃষ্ণ—হাঁ! সুবল হইতে তাহার পরিচয়ও পাইয়াছি (এই বলিয়া ঔৎসুক্য সহকারে) সখে! সেই শ্রীরাধা ভ্রূলতা সঞ্চরণ করিয়া চতুর্দ্দিকে অপাঙ্গচ্ছটায় যেন হরিণীগণকে নয়নভঙ্গী সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছিলেন, ঐ সময়ে আমি সেই বিম্বোষ্ঠীকে দর্শন করায় কন্দর্পদেব ক্রুদ্ধ হইয়া আমার প্রতি স্বীয় অনুপম পুষ্পধনুর সন্ধান করিলেন। ৪০

মধুমঙ্গল—তাহ'লে কি পরস্পরের সাক্ষাৎ হইয়াছে?

কৃষ্ণ—না না, সখে! দূর হইতে আমি সেই চন্দ্রবদনে নেত্রপাত করিতেই মাতা আসিয়া কোটি কোটি শপথ দান করিয়া আমাকে ভোজন করাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ গৃহে লইয়া গেলেন। ৪১

মধুমঙ্গলঃ। বঅস্‌স! চিট্‌ঠন্তি বহুলাও বল্লবসুংদরীও, তহবি কীস তুমং এক্কাএ রাহীএ ণিব্ভরং অণুরজ্জসি॥

কৃষ্ণঃ। সখে! রাধায়ামসাধারণী কাপি মাধুরী।

তথাহি।

তস্যাঃ কান্তদ্যুতিনি বদনে মঞ্জুলে চাক্ষিযুগ্মে।
তত্রাস্মাকং যদবধি সখে! দৃষ্টিরেষা নিবিষ্টা।
সত্যং ক্রমস্তদবধি ভবেদিন্দুমিন্দীবরঞ্চ
স্মারং স্মারং মুখকুটিলতাকারিণীয়ং হৃণীয়া॥ ৪২ ॥

মধুমঙ্গলঃ। দংসণদো পঢ়মং জ্জেব্ব তত্থ তুজ্‌ঝ রাও মএ তক্কিদো ত্থি, তা কিংত্তি লাবণ্ণো বাহিও ত্তি ভণাসি॥

কৃষ্ণঃ। সখে! সত্যমাত্থ স্বচিত্তাভিনিবেশাদেব তস্যাং কোঽপি মহিমোন্নাহঃ প্রতীয়তে॥ ৪৩ ॥

মধু। বয়স্য! তিষ্ঠন্তি বহুলাঃ বল্লবসুন্দর্য্যঃ, তথাপি ত্বং একস্যাং রাধায়াং নির্ভরমনুরজ্যসি।

কৃষ্ণ। তস্যাঃ কমনীয়া দ্যুতির্যস্য তথাভূতে বদনে, কান্তেতি বদন-সাদৃশ্যার্থং ইন্দুং স্মৃত্বা হৃণীয়া লজ্জা ঘৃণা বা মুখকুটিলতাকারিণী ভবেৎ॥ ৪২ ॥

মধু। দর্শনতঃ প্রথমমেব তত্র রাধায়াং তব রাগো ময়া তর্কিতঃ, তৎ কিমিতি লাবণ্যোঽপ্যধিক ইতি ভণসি॥ ৪৩ ॥

মধুমঙ্গল—বয়স্য! বৃন্দাবনে ত বহু বহু বল্লবসুন্দরী অবস্থান করিতেছে, তবে একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই তুমি অতিশয় অনুরক্ত হইয়াছ কেন?

কৃষ্ণ—সখে! শ্রীরাধিকার এক অসাধারণ মাধুর্য্য বিদ্যমান। তাঁহার সেই সৌন্দর্য্যোজ্জ্বল বদনে ও মনোহর নয়নযুগলে যে অবধি আমার দৃষ্টি নিবিষ্ট হইয়াছে, সত্য বলিতেছি, তদবধি চন্দ্র এবং পদ্মকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া ঘৃণায় আমি মুখ ফিরাইয়া লই। ৪২

মধুমঙ্গল—বুঝিয়াছি, প্রথম দর্শন হইতেই তোমার তাঁহার প্রতি

তথাহি ॥

যত্র প্রকৃত্যা রতিরুত্তমানাং তত্রানুমেয়ঃ পরমোহনুভাবঃ।
নৈসর্গিকী কৃষ্ণমৃগানুবৃত্তির্দেশস্য বিজ্ঞাপয়তি প্রশস্তিং।

(নেপথ্যে)

সহি সারিএ ! দিট্‌ঠো তুএ এত্থ বল্লবেংদণংদণো ॥

কৃষ্ণঃ। সখে নেদীয়ানয়ং সুকুমারীকণ্ঠধ্বনিরুদঞ্চতি, তদত্র তূষ্ণীমাস্বহে ॥

(ততঃ প্রবিশতো ললিতাবিশাখে) ॥ ৪৪ ॥

ললিতা। পেক্‌খ এসো দিট্‌ঠিআ পুরদো কহ্নো। তা উবসপ্পহ্ম।
(ইত্যুভে তথা কৃত্বা) জঅদু জঅদু গোউলাণংদো ॥

কৃষ্ণ। যত্রেতি। প্রকৃত্যা স্বভাবেন এব নতু গুণাদ্যুপাধিভিঃ উত্তমানামেব নত্বসুরপ্রকৃতীনাং কৃষ্ণমৃগস্য অনুবৃত্তিঃ সঞ্চারঃ নৈসর্গিকী নতু কেনাপি বলাৎকারিতা ॥

নেপথ্যে। সখি সারিকে। দৃষ্টস্ত্বয়া অত্র বল্লবেন্দ্রনন্দনঃ ॥ ৪৪ ॥
ললিতা। পশ্য এষ দিষ্ট্যা পুরতঃ কৃষ্ণঃ, তদুপসর্পাবঃ ॥ ৪৫ ॥

অনুরাগ জন্মিয়াছে ; তবে আর কেন তাঁহার অধিক লাবণ্যের কথা বলিতেছ ?

কৃষ্ণ—সখে ! সত্যই বলিয়াছ, আমি নিজের চিত্তের অভিনিবেশের দ্বারা শ্রীরাধিকাতে কোনও অপূর্ব্ব মহিমা উপলব্ধি করিতেছি। ৪৩

যেহেতু, যাঁহার প্রতি উত্তমপুরুষগণের স্বাভাবিক প্রীতি জন্মে, অনুমান করিতে হইবে যে, নিশ্চয়ই তাহাতে কোন শ্রেষ্ঠ মহিমা বিরাজ করিতেছে। যে স্থানে স্বভাবতঃই কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করিয়া থাকে, সে দেশের পবিত্রতা অবশ্যই অনুমান করিতে হয়।

(নেপথ্যে) সখি সারিকে ! তুমি কি বল্লবেন্দ্রনন্দনকে দেখিতে পাইয়াছ ? ৪৪

কৃষ্ণ—সখে ! এই সুকুমারীর কণ্ঠস্বর নিকটেই উচ্চারিত হইয়াছে, অতএব এস, আমরা মৌনভাবে অবস্থান করি।

কৃষ্ণঃ। ললিতে! ইত্যহং শঙ্কে মনোহারি কুসুমপত্রমাদাতুং অত্র বৃন্দাটবীগর্ভেঽবতীর্ণাসি ॥ ৪৫ ॥

ললিতা। বিণ্ণাদং বিণূণং আআরেণ সঙ্গোবেসি জং দাতুং ত্তি ণ ভণাসি তা গেহ্ন ণং কণ্ণিআরকোরঅপত্তং (ইত্যনঙ্গলেখং কৃষ্ণকরেঽর্পয়তি)

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) চেতঃ সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি। ত্বদভীষ্ট-বীজস্যাঙ্কুরোঽয়মিতি শঙ্কে ॥ ৪৬ ॥

ললি। বিজ্ঞাতমপি নূনমাকারেণ সংগোপয়সি যৎ দাতুমিতি ন ভণাসি। তৎগৃহাণ এতৎ কর্ণিকারকোরকপত্রং। আকারেণেতি দাতুমিতি পদপূর্ব্বে আ ইত্যুপসর্গেণাধিকেন অথচ আকারেণ ইঙ্গিতেন বাক্‌চাতুর্য্যেণেত্যর্থঃ। "আকারস্ত্বিঙ্গ ইঙ্গিতম্"ইত্যমরঃ। উভাবপ্যর্থৌ-প্রাকরণিকৌ ॥ ৪৬ ॥

(অনন্তর ললিতার ও বিশাখার প্রবেশ)

ললিতা—কি সৌভাগ্য! ঐ দেখ, সম্মুখেই কৃষ্ণ। অতএব এস, তাঁহার নিকটে গমন করি। (এই বলিয়া উভয়ে নিকটে গেলেন) গোকুলানন্দের জয় হউক, জয় হউক!

কৃষ্ণ—ললিতে! মনে হইতেছে, মনোহর কুসুমপত্র গ্রহণ করিবার জন্যই তুমি বৃন্দাবনগর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছ। ৪৫

ললিতা—জানিয়াও কেন আকারের দ্বারা তাহা গোপন করিতেছ, কারণ "দান করিতে আসিয়াছি" এ কথা বলিতেছ না কেন? * অতএব এই কর্ণিকারকোরকপত্র গ্রহণ কর! (ইহা বলিয়া অনঙ্গলেখ শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

কৃষ্ণ (স্বগত) হৃদয়! আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও। ইহা অভীষ্টবীজের অঙ্কুর বলিয়াই মনে হইতেছে। ৪৬

---

* কৃষ্ণ—"আদাতুং" এই শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিতে আসিয়াছ, এই কথা ললিতাকে বলিয়াছিলেন। ললিতা তাহার উত্তরে আকার গোপন করিতেছ

মধুমঙ্গলঃ। ভো ললিদে! কিং ইমিণা অক্ষরাণং পত্তেণ সক্করাণং পত্তং সমপ্পেহি ॥

কৃষ্ণঃ। সখে! বাচয় পত্রং কদাচিদেতন্নঃ কর্ণরসায়নস্য পাত্রীভবেৎ ॥ ৪৭ ॥

মধুমঙ্গলঃ। ভো বঅস্‌স! দিট্‌ঠা তুম্হ গোঅজাদিণো বদণ্ণদা। ণং অম্হ বম্হণজাদিং জ্জেব্ব গোরএণ বংদেমি জং তহিং দিঅহে জণ্ণিঅবম্হণীহিং চউব্বিহেণ অণ্ণেণ ভোইদম্হ। (ইতি লেখং বাচয়তি)

মধু। ললিতে! কিমেতেন অক্ষরাণাং পত্রেণ, শর্করাণাং পত্রং সমর্পয় ॥ ৪৭ ॥

মধু। ভো বয়স্য! দৃষ্টা যুষ্মদ্‌গোপজাতের্বদান্যতা! এনাং অস্মদ্‌ব্রাহ্মণজাতিমেব গৌরবেণ বন্দে যৎ তস্মিন্‌ দিবসে যাজ্ঞিকব্রাহ্মণীভিশ্চতুর্ব্বিধেনান্নেন ভোজিতাঃ স্মঃ বয়মিতি। ধৃত্বা প্রতিচ্ছন্দগুণং সুন্দর মম মন্দিরে ত্বং বসসি। তত্র তত্র রুণৎসি বলিতং বলাৎ

মধুমঙ্গল—ললিতে! এই অক্ষরের পত্র দ্বারা কি হইবে, শর্করাপত্র সমর্পণ কর ॥

কৃষ্ণ—সখে! পত্রখানি পাঠ কর। এ পত্র কি আমাদের কর্ণের আনন্দবর্দ্ধক হইবে? ৪৭

মধুমঙ্গল—বয়স্য! তোমাদের গোপজাতির এই ত বদান্যতা দেখিলাম। আমাদের ব্রাহ্মণজাতিকে আমি সগৌরবে বন্দনা করি, কারণ, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণীরা সে দিন আমাদিগকে চতুর্ব্বিধ অন্ন দ্বারা ভোজন করাইয়াছিলেন। (ইহা বলিয়া পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন)

কেন, এই কথা বলিলেন—অর্থাৎ "আদাতুং"—এই শব্দের "আ"কার বাদ দিলে "দাতুং" অর্থাৎ দিবার জন্যই আসিয়াছি, এই কথা বুঝিতে পারা যায়।

ধরিঅ পড়িচ্ছন্দগুণং সুন্দর ! মহ মন্দিরে তুমং বসসি ।
তহ তহ রুংধসি বলিঅং জহ জহ চইদা পলাএম্হি ॥ ৪৮ ॥

কৃষ্ণঃ । সখে ! দুরধিগমার্থা তাবদিয়ং গাথা তেন পুনর্ভণ্যতাম্ ॥

মধুমঙ্গলঃ । (তথা করোতি)

কৃষ্ণঃ । (সানন্দং স্বগতং)

কুলস্ত্রিয়ো হি ধর্ম্মভীরবো ভবন্তি তদুপেক্ষয়া ভাবনিষ্ঠাং নিষ্টঙ্কয়ামি (ইতি সংরম্ভমভিনীয় প্রকাশং) হংহো ! পশ্য পশ্য ।

স্নিগ্ধৈরেভিঃ সখিভিরখিলৈর্ধেম্বুবৃন্দানুসারী
নারীবার্ত্তাবিমুখহৃদয়ঃ কাননান্তে চরামি ।

যত্র যত্র চকিতাহং পলায়ে। প্রতিচ্ছন্দগুণং চিত্রপটরূপং তৎ স্ত্রবন্ধা ॥ ৪৮ ॥

তেন পুনর্ভণ্যতামিতি তস্যা বাঙ্মাধুর্য্যস্যাতৃপ্ত্যা পুনরাস্বাদনার্থং

হে সুন্দর ! তুমি চিত্রপটের আকৃতি ধারণ করিয়া আমার মন্দিরে বাস করিতেছ, আমি তোমাকে দেখিয়া চকিতা হইয়া যে যে দিকে পলায়ন করি, তুমি বলপূর্ব্বক সেই সেই দিকেই আমার গতিরোধ কর। ৪৮

কৃষ্ণ—সখে ! এই কবিতার অর্থ দুরধিগম্য, অতএব আবার পাঠ কর।

মধুমঙ্গল—(তাহাই করিলেন)।

কৃষ্ণ—(আনন্দভরে স্বগত) কুলকামিনীগণ স্বভাবতঃই ধর্ম্মভীরু হইয়া থাকে, অতএব উপেক্ষার দ্বারা ইহাদের ভাবনিষ্ঠা পরীক্ষা করিতে হইবে।

(এই বলিয়া সত্বরতা দেখাইয়া প্রকাশ্যে) বয়স্য ! দেখ দেখ,—আমি এই সকল স্নেহশীল সখাদিগের সহিত ধেনুবৃন্দের অনুসরণ করিয়া কানন-মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকি, আমার হৃদয়ে কখনও নারীর চিন্তা উপস্থিত হয় না, তথাপি যদি এই স্বেচ্ছাচারিণীর দল আসিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক দূষিত

মাং স্বৈরিণ্যস্তদপি যদিমা দূষয়ন্তি প্রকামং
তদ্বিজ্ঞপ্তিং দ্রুতমিহ জরদ্গোপগোষ্ঠ্যাং করিষ্যে ॥
(ইতি কৃত্রিমামর্ষেণ দ্রুতং পরিক্রামতি)

মধুমঙ্গলঃ। স্মিতমাবৃত্য ॥ ৪৯ ॥

ভো বহ্মআরিসিহামণে! কৃখণং নিবট্টিঅ ইমাও দুম্মুহ-গোইআও পচ্চুত্তরেণ ণিজ্জিত্তিঅ বিড্ঢাবেহি। অহং কখু এদং সর্ব্বং ধিট্‌ঠাণং বুত্তন্তং গোউলেসরীএ বিগ্ন-ব্বিস্সং (ইতি পাণৌ ধৃত্বা ব্যাবর্ত্তয়তি)

উভে। (পরস্পরমবেক্ষ্য বৈলক্ষ্যং নাটয়তঃ)

কৃষ্ণঃ। সখি বিশাখিকে! চাতুরক্ষিকং প্রেক্ষণমপি নাস্তি, কুতস্তাবৎ

প্রকটবর্ণ ঔদাসিন্যব্যঞ্জনার্থং। মমাত্র ঝটিত্যনুসন্ধানমপি ন ভবতীতি জ্ঞাতুং ॥ ৪৯ ॥

মধু। ভো ব্রহ্মচারিশিখামণে! ক্ষণং নিবর্ত্ত্য ইমা দুর্ম্মুখগোপিকাঃ প্রত্যুত্তরেণ নির্জিত্য বিদ্রাবয়। অহং খলু এতৎসর্ব্বং ধৃষ্টানাং বৃত্তান্তং

করে, তবে বৃদ্ধ গোপগণের সভায় আমি এখনই এই সকল কথা বলিয়া দিব।

(ইহা বলিয়া কৃত্রিম ক্রোধসহকারে দ্রুত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন)

মধুমঙ্গল—(হাস্য নিবারণ করিয়া)। ৪৯

অহে! ব্রহ্মচারিশিরোমণে!

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া প্রত্যুত্তরে হারাইয়া এই সকল প্রগল্‌ভা গোপীদিগকে তাড়াইয়া দেও। আমিও এই সকল ধৃষ্টাদিগের কথা গোকুলেশ্বরীকে নিবেদন করিব। (এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া ফিরাইয়া আনিলেন)

উভয় সখী—(পরস্পরের প্রতি অবলোকন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন)।

কৃষ্ণ—সখি বিশাখে!

পরিতো রোধনং। তদুন্নয়ামি কেনাপ্যপরেণ নাগরেণ তস্যাঃ স্বান্তমুচ্চালিতং ॥ ৫০ ॥

বিশাখা। (সংস্কৃতমাশ্রিত্য)

কস্তাবদ্‌ব্রজমণ্ডলেঽস্য বলতে শক্যো গরীয়ানসৌ
যেনোচ্চালয়িতুং বলাৎ কুলবতীচেতোগিরিগ্রামণীঃ।
ইত্যস্মাভিরবক্রবিক্রমবলা * দুৎক্ষিপ্তগোবর্দ্ধনো
হেতুস্ত্বং কিল পঙ্কজাক্ষ পটুভি † স্তত্রাসি নিষ্টঙ্কিতঃ ॥

মধুমঙ্গলঃ। অই বাআলিএ! চিট্ঠ চিট্ঠ দিট্ঠোম এ উক্‌খিত্ত দণ্ডমণ্ডলেহিং গোবেহিং গোবড্ঢণো ধরিদো তুমং কীস একং জ্জেব্ব পিঅবঅস্সং সম্ভাবেসি।

কৃষ্ণঃ। ললিতে! অলমতিপ্রসঙ্গেন, তন্নিবর্ত্তস্ব ॥ ৫১ ॥

গোকুলেশ্বর্য্যৈ বিজ্ঞাপয়িষ্যামীতি। বৈলক্ষ্যং বিস্ময়ং। চাতুরক্ষিকং দ্বয়োর্দ্বয়োরক্ষোর্ভবমিতি চাতুরক্ষিকং অধ্যাত্মাদিত্বাঠ্ঠক্ ॥ ৫০ ॥

চেত এব গিরিগ্রামণীঃ গিরিশ্রেষ্ঠঃ "গ্রামণীনাপিতে পুংসি শ্রেষ্ঠে গ্রামাধিপে ত্রিষু" ইত্যমরঃ ॥ অবক্রোঽদুর্ব্বোধো যো বিক্রমস্তস্য বলাৎ। অয়ি বাচালিকে! তিষ্ঠ তিষ্ঠ দৃষ্টং ময়া উৎক্ষিপ্তদণ্ডমণ্ডলৈর্গোপৈ-র্গোবর্দ্ধনো ধৃতঃ। ত্বং কস্মাদেকমেব প্রিয়বয়স্যং সম্ভাবয়সি ॥ ৫১ ॥

চারি চোখের দেখাই হইল না, তবে গতিরোধের কথা কোথা হইতে আসিল?

অতএব অনুমান হয়, অন্য কোনও নাগর আসিয়া তাঁহার মন চঞ্চল করিয়াছে। ৫০

বিশাখা—অহে পঙ্কজাক্ষ!

ব্রজমণ্ডলে এমন বলবান্ ও গরীয়ান্ পুরুষ কে আছে যে বলপূর্ব্বক

---

* "বিক্রমলবাৎ" ইতি পাঠান্তরম্।

† "পটুভিঃ" ইতি যঃ পাঠঃ সন সঙ্গতঃ পাঠান্তরঞ্চ "যত্নভিঃ" ইতি যৎ কুত্র দৃশ্যতে তদপি ন সুশ্লিষ্টং ॥

ললিতা। সুংদর! সব্বগোউল সুভআরিনোবি তুঅত্তো কথং সা একা জ্জেব্ব দুক্খং অরিহদি বরীঅসী।

কৃষ্ণঃ। সঙ্গী মে মধুমঙ্গলো ন সহতে ধর্ম্ম্যাধ্বনো বিচ্যুতিং শ্রীদামা পরিমার্গয়ন্মম নহি ছিদ্রাণি নিদ্রায়তে।
কংসঃ শাস্তি খলঃ ক্ষিতিং কথমিতো মুগ্ধে! বিধেয়ং ময়া নিঃশঙ্কং কুলসুন্দরীপরিভবজ্বালামহাসাহসং॥

ললিতা। (সামর্ষং সংস্কৃতমাশ্রিত্য) ৫২ ॥
অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং যামোঽদ্য যাম্যাং পুরং
নায়ং বঞ্চনসঞ্চয়প্রণয়িনং হাসং তথাপ্যুজ্ঝতি।

সুন্দর! সর্ব্বগোকুলশুভকারিণোঽপি ত্বত্তঃ কথং সা একৈব দুঃখমর্হতি বরীয়সী ॥ ৫২ ॥

অন্তঃক্লেশেন কলঙ্কিতাঃ চিহ্নিতাঃ সতাঃ; মৃত্যোরনন্তরমপ্যয়ং ক্লেশঃ স্থাস্যত্যেবেতি ভাবঃ। বঞ্চনসমূহস্য প্রণয়িনং করণশীলং হাসম্। তথাপীতি অকারুণ্যং ব্যজ্যতে অন্যাসাং প্রেমা ভবতু

কুলবতীর চিত্তরূপ গিরিরাজকে বিচলিত করিতে সমর্থ? কিন্তু তুমি স্বাভাবিক বিক্রমবলেই গোবর্দ্ধনকে উত্তোলন করিয়াছিলে বলিয়া আমরা—বিচক্ষণাগণ তোমাকেই তাহার হেতুরূপে স্থির করিয়াছি।

মধুমঙ্গল—অয়ি বাচালিকে! থাম থাম, আমি নিজেই দেখিয়াছি, গোপগণ দণ্ড উত্তোলন করিয়া গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিল, অতএব তুমি একাই প্রিয় বয়স্যের প্রশংসা করিতেছ কেন?

কৃষ্ণ—ললিতে! আর অধিক কথায় প্রয়োজন নাই, অতএব ফিরিয়া যাও। ৫১

ললিতা—হে সুন্দর! তুমি যখন সকল গোকুলবাসীরই শুভকারী, তখন সেই গরীয়সী রাধিকা একাই কি প্রকারে তোমার নিকট দুঃখভাগিনী হইবেন?

অস্মিন্ সংপুটিতে গভীরকপটৈরাভীরপল্লীবিটে
হা মেধাবিনি রাধিকে ! তব কথং প্রেমা গরীয়ানভূৎ ? ৫৩ ॥
(ইতি রোদিতি)

মধুমঙ্গলঃ। অয়ি মুদ্ধে ! সঅলসত্থবিসারও জস অম্হারিসো অমচ্চো হোই সো বি কিং এদং ধম্মং অক্কমিস্‌সদি ! তা অলং অরণ্ণরুদিএণ ॥

বিশাখা। (স্বগতং) ণং রাহীএ গুংজাঅলীঅং কহ্ণস্স দেংতী ইঙ্গিদং লক্‌খেমি।

কামান্ধীকৃতধিয়াং মেধাবিত্বাস্তব ন যুজ্যতে ইতি ভাবঃ। গভীরকপটৈঃ সম্পুটিতে ব্যাপ্তে আভীরপল্লীনাং ব্রজনাগরীণাং বিটে কামুকে ॥ ৫৩ ॥

মধু। অয়ি মুগ্ধে ! সকলশাস্ত্রবিশারদো যস্যাস্মাদৃশোঽম্যাত্যো ভবতি সোঽপি কিং ইমং ধর্ম্মমতিক্রমিষ্যতি ? তদলং অরণ্যরুদিতেন ॥

বিশা। এনাং রাধায়া গুঞ্জাবলীং মালাং কৃষ্ণস্য সম্বন্ধে দদতীতি ইঙ্গিতং লক্ষয়ামি ॥

কৃষ্ণ—হে মুগ্ধে ! আমার সঙ্গী মধুমঙ্গল ধর্ম্মপথ হইতে আমার বিচ্যুতি সহ্য করিতে পারে না, শ্রীদাম সর্ব্বদাই আমার ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে ব্যস্ত এবং খল কংসই এখন ক্ষিতিমণ্ডল শাসন করিতেছে, এ অবস্থায় আমি কি প্রকারে কুলসুন্দরীদিগের পরিভবজ্বালারূপ মহাসাহসে নিঃশঙ্কভাবে প্রবৃত্ত হইব ?

ললিতা—(ক্রোধের সহিত) আমরা অন্তরের ক্লেশে কলঙ্কিত হইয়াছি ; অতএব অদ্যই আমরা যমসদনের অতিথি হইব। কিন্তু তথাপি এই প্রতারণামাত্রসম্বল প্রণয়ীর হাস্যের বিরাম নাই, হায় ! সখি রাধিকে ! তুমি না বুদ্ধিমতী, তবে কিরূপে গভীর কপটতাপূর্ণ এই গোপপল্লীর লম্পটে তোমার গরীয়ান্ প্রেম সঞ্জাত হইল ? ৫৩

(ইহা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন)

মধুমঙ্গল—অয়ি মুগ্ধে ! সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ আমার মত লোক

প্রকাশং (সংস্কৃতেন।)
উদীর্ণরাগেণ করম্বিতান্তরা
পরিস্ফুরৎকৃষ্ণমুখী গুণাঙ্কিতা।
গুঞ্জাবলী মঞ্জুতরাবলম্বতাং
সা রাধিকেয়ং তব কণ্ঠসঙ্গমং॥
ইতি কৃষ্ণকণ্ঠে স্বয়ং সমর্পয়তি ৫৪॥

উদীর্ণঃ উদগতো যো রাগঃ রক্তিমা প্রেমা চ তেন করম্বিতং প্রাপ্তং অন্তরং বহিঃ, পক্ষে—অন্তঃকরণঞ্চ যস্যাঃ। "অন্তরমবকাশাবধিপরিধানান্তর্দ্ধি ভেদতাদর্থ্যে। ছিদ্রাত্মীয় বিনা বহিরবসর মধ্যেঽন্তরাত্মনি চ" ইত্যমরঃ। পরিতঃ স্ফুরন্ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণবর্ণঃ কৃষ্ণেতি নাম চ মুখে যস্যাঃ। সূত্রেণ অঙ্কিতা, পক্ষে—সারেণ অধিকা সা প্রসিদ্ধা রাধিকা তব কণ্ঠে সঙ্গমং গুঞ্জাবলীব মঞ্জুতরা সতী অবলম্বতাং॥ ৫৪॥

যাঁহার অমাত্য সে কি আবার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে? অতএব অরণ্যে রোদনে লাভ নাই।

বিশাখা (স্বগত)

শ্রীরাধার এই গুঞ্জাবলী কৃষ্ণকে দিয়া ইঁহার মনোভাব লক্ষ্য করি।

(প্রকাশ্যে) রক্তবর্ণে যাহা সর্ব্বতোভাবে অনুরঞ্জিত হইলেও যাহার মুখভাগ কৃষ্ণবর্ণ এবং যাহা সূত্রে গ্রথিত হইয়া অধিক সারবিশিষ্ট ও মনোহর হইয়াছে, সেই গুঞ্জামালা তোমার কণ্ঠদেশ অবলম্বন করুক্ *। ৫৪

---

* এই শ্লোকটির শ্লিষ্ট ব্যাখ্যায় শ্রীরাধিকাকে বুঝাইতেছে—যথা—

যাঁহার অন্তর অনুরাগে পূর্ণ, যাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হইতেছে, যিনি গুণশালিনী ও মনোজ্ঞা, সেই শ্রীরাধিকারূপা গুঞ্জাবলী তোমার কণ্ঠদেশে সংলগ্না হউন।

কৃষ্ণঃ। (স্মিত্বা সকপটের্ষ্যং)

রাগিণমপি সুকঠোরং সুবৃত্তমপি মুহুরুদীর্ণমালিন্যং।
যুবতীনামিব ভাবং ন হি গুঞ্জাহারমিচ্ছামি॥

(ইত্যজানন্নিব কণ্ঠাদবতার্য্য রঙ্গণমালামর্পয়তি)

বিশাখা। (স্বগতং) ইমস্স ভমো বি অম্মাণং মঙ্গলো সংবুত্তো।

(ইতি বস্ত্রেণ সংবৃণোতি) ৫৫ ॥

কৃষ্ণঃ। সুকঠোরমিতি। দৃষ্টান্তপক্ষে বহিঃ প্রকাশাভাবেন জ্ঞাতুমশক্যং। মালিন্যং বক্রিমা॥

বিশা। এতস্য ভ্রমোঽপি অস্মাকং মঙ্গলং সংবৃত্তঃ॥ ৫৩ ॥

(ইহা বলিয়া কৃষ্ণকণ্ঠে স্বয়ং মালা সমর্পণ করিলেন)

কৃষ্ণ। (মৃদু হাস্য পূর্ব্বক ঈর্ষ্যা সহকারে)

এই গুঞ্জাহার রক্তবর্ণ হইলেও অতিশয় কঠিন, ইহা সুন্দর বর্ত্তুলাকার হইলেও মুহুর্ম্মুহু মালিন্য প্রকাশ করে, অতএব যুবতীগণের ভাবের ন্যায় এই গুঞ্জাহার আমি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। *

(ইহা বলিয়া যেন জানিতে পারেন নাই, এই ভাবে কণ্ঠ হইতে রঙ্গণমালা অর্পণ করিলেন)

বিশাখা (স্বগত) ইঁহার এই ভ্রম আমাদিগের পক্ষে মঙ্গলের কারণ হইল।

(ইহা বলিয়া বস্ত্রের দ্বারা মালা গোপন করিলেন)। ৫৫

---

* "যুবতীগণের অনুরাগ অন্তরে থাকিলেও বাহ্যে তাহাদের কঠোর ভাব, তাহাদের সরল হইলেও বাহ্যে বক্রতা প্রকাশ পায়" ইহাই এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের অপরার্থ।

ললিতা। হলা! গোবিআ-কোডিভুঅঙ্গস্স ইমস্স অকৃখলিদং অচ্চরিঅং বহ্মচরিঅং দিট্‌ঠীআ পঅডীভূদং, তা অহ্মে কি গদুঅ তং অত্থাণাণুরাইণীং রাহিঅং নিবট্টাবেহ্ম॥

বিশাখা। সহি! জুত্তং মংতেসি (ইত্যুভে পরিক্রামতঃ) ৫৬ ॥

ললিতা। বিসাহে! তুমং গদুঅ ইমাএ রঙ্গণমালিআএ পিঅসহিং আসাসেহি। অহং কৃখু এদং বুত্তং ভঅবদীএ নিবেদিস্সং (ইতি নিষ্ক্রান্তে) ৫৭ ॥

ললি। হে সখি! গোপিকাকোটিভুজঙ্গস্য এতস্য অস্খলিতং আশ্চর্য্যং ব্রহ্মচর্য্যং দিষ্ট্যা প্রকটীভূতং, তদ্বয়মপি গত্বা তাং অস্থানানুরাগিণীং রাধিকাং নিবর্ত্তয়াবঃ ॥

বিশাখা। সখি! যুক্তং মন্ত্রয়সি। অয়ম্ভাবঃ,—যদ্যস্যা অন্তরে রাগো বর্ত্ততে তদা নিবর্ত্তয়াব ইত্যুক্ত্বা আবয়োর্গমনে সতি এতস্য বৈকল্যং ভবিষ্যতি। ততশ্চ আবাং পরাবর্ত্তয়িষ্যথে কিম্বা স্বয়মেব তস্যা আলয়ং অনুসরিষ্যতীতি ॥ ৫৬ ॥

ললি। বিশাখে! ত্বং গত্বা এতয়া রঙ্গণমালিকয়া প্রিয়সখীমাশ্বসিহি অহং খলু ইদং বৃত্তং ভগবত্যৈ নিবেদয়িষ্যামি ॥ ৫৭ ॥

ললিতা—সখি! কোটিগোপিকালম্পট ইহার এই অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্য ভাগ্যবশেই প্রত্যক্ষ করিলে ত। অতএব চল, আমরা যাইয়া সেই অস্থানে অনুরাগিণী রাধিকাকে নিবৃত্ত করি।

বিশাখা—সখি! ঠিক কথাই বলিয়াছ। (ইহা বলিয়া উভয়ে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন)। ৫৬

ললিতা—বিশাখে! তুমি যাইয়া এই রঙ্গণমালিকার দ্বারা প্রিয়সখীকে সান্ত্বনা দান কর। আমি এই বৃত্তান্ত ভগবতী পৌর্ণমাসীর নিকট নিবেদন করিব। ৫৭

(এই বলিয়া উভয়ের গমন)

মধুমঙ্গলঃ। ভোঃ বঅস্স! আদরিজ্জংতং বি অপ্পাণং কীস আদরাবেসি? ইদং কৃখু পচ্ছাদাবপব্বদাহিরোহণস্স অহি-রোহিণীণিম্মাণং দাব॥

কৃষ্ণঃ। সখে! সত্যং ব্রবীসি সাহসিক্যং হসিতেনৈবানুষ্ঠিতং॥

মধুমঙ্গলঃ। পেক্খ গোইজুঅলং ণেত্তপহং অদিক্কমিদং॥ ৫৮॥

কৃষ্ণঃ। (সানুতাপং)

শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দুবদনা প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী
স্বান্তে শান্তিধূরাং বিধায় বিধুরে প্রায়ঃ পরাঞ্চিষ্যতি।
কিংবা পামরকামকার্ম্মুকপরিত্রস্তা বিমোক্ষ্যত্যসূন্
হা মৌগ্ধ্যাৎ ফলিনী মনোরথলতা মৃদ্বী ময়োন্মূলিতা॥ ৫৯॥

মধু। ভো প্রিয়বয়স্য! ললিতাবিশাখাভ্যামাদ্রিয়মাণমপি আত্মানং কস্মাদাদরয়সি? ইদং খলু পশ্চাত্তাপপর্ব্বতাধিরোহণস্যাহহিরোহিণীনির্ম্মাণং তাবৎ, স্বয়মেব ত্বয়া কৃতমিতি শেষঃ। "নিঃশ্রেণিস্ত্বধিরোহিণী" ইত্যমরঃ॥ ৫৮॥

কৃষ্ণঃ। সাহসিক্যং সহসা প্রবর্ত্তনং।

মধু। পশ্য গোপীযুগলং ললিতাবিশাখাদ্বয়ং নেত্রপথমতিক্রান্তং তৎপরাবর্ত্তনার্থং সংপ্রতি ন বক্তব্যমিতি ভাবঃ॥ ৫৯॥

মধুমঙ্গল—ভো বয়স্য! তোমাকে ত' আদরই করিতেছে, তবে কি জন্য আদর বাড়াইতেছ? ইহার দ্বারা তোমার পরে অনুতাপ-পর্ব্বতে আরোহণের সোপানই নির্ম্মিত হইতেছে।

কৃষ্ণ। সখে! সত্য কথাই বলিয়াছ। হাসিতে হাসিতে সাহসের কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া বসিলাম।

মধুমঙ্গল। দেখ, গোপীযুগল আমাদের নেত্রপথ অতিক্রম করিল। ৫৮

মধুমঙ্গলঃ। দাণীং কিং এত্থ সরণং ?

কৃষ্ণঃ। সখে ! প্রত্যনঙ্গলেখং বিনা নান্যৎ পশ্যামি শরণং।

মধুমঙ্গলঃ। কিং এত্থ লেহসাহণং ?

কৃষ্ণঃ। বশীকারক্রিয়াপ্রশস্তো রাগবান্ জবানির্য্যাসঃ ॥

মধুমঙ্গলঃ। এহি উড্ডুমহাডইংমডিদং ণাদিদূরে পক্খংদণতিত্থং গচ্ছহ্ম।

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

(ততঃ প্রবিশতি বিশাখয়া প্রবোধ্যমানা রাধা)

রাধা। (সখেদং সংস্কৃতেন)।

যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলিতা গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা

প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমা সখি ! তথা যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।

বিধুরে দুঃখিতে, স্বান্তে শান্তিধুরাং বিষয়ে। মৃদ্বী জাতাঙ্কুরাৎ কোমলা।

মধু। ইদানীং কিমত্র শরণং ?

মধু। কিং লেখসাধনং সাধ্যতেঽনেনেতি সাধনং ॥

মধু। এহি ওড্রমহাটবীমণ্ডিতং নাতিদূরে প্রস্কন্দনতীর্থং গচ্ছাবঃ ॥

কৃষ্ণ। (অনুতাপ সহকারে) আহা ! সেই শশিমুখী শ্রীরাধা আমার নিষ্ঠুরতার কথা শ্রবণ করিয়া হয় ত' প্রেমাঙ্কুর ছেদনপূর্ব্বক দুঃখিত হৃদয়ে কোনওরূপে ধৈর্য্যধারণ করিয়া ব্যথিতা হইবেন, না হয়, পামর কন্দর্পের ধনুর শব্দে ভীতা হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। হায়। আমি মূঢ়তা বশতঃ এই সুকোমলা ফলবতী মনোরথ-লতাকে উৎপাটিত করিলাম। ৫৯

মধুমঙ্গল। এক্ষণে কি উপায় করা যায় ?

কৃষ্ণ। সখে ! অনঙ্গলেখের উত্তর ভিন্ন অন্য কোনও উপায় দেখিতে পাইতেছি না।

মধুমঙ্গল—কি দিয়া লেখা যাইবে ?

ধর্ম্মঃ সোঽপি মহান্ময়া ন গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো
ধিগ্ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী ॥
(ইতি মূর্চ্ছতি) ॥ ৬০ ॥

বিশাখা। (সসম্ভ্রমং) সহি ! সমস্সস সমস্সস। (ইতি রঙ্গণমালাং ঘ্রাণেঽর্পয়তি)

রাধিকা। (সংজ্ঞাং লব্ধ্বা) হলা ! কিং এদং অচ্চরিঅং জং সম্মোহণং বি প্পবোহেদি ?

বিশাখা। (মাল্যং নিবেদ্য সংস্কৃতেন)

বিশা। সখি ! সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি ॥
রাধি। সখি ! কিমিদমাশ্চর্য্যং যৎ সংমোহনপি প্রবোধয়তি ?

কৃষ্ণ—বশীকরণকার্য্যে প্রশস্ত রক্তবর্ণ জবাপুষ্পের নির্য্যাস।

মধুমঙ্গল—তবে চল, অনতিদূরে জবাপুষ্পবনশালী প্রস্কন্দন তীর্থে গমন করি। (ইহা বলিয়া দুইজনে চলিয়া গেলেন)

(রাধাকে লইয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিতে দিতে বিশাখার প্রবেশ)

রাধা—(খেদের সহিত) হে সখি ! যাঁহার ক্রোড়ে স্থান পাইবার সুখের আশায় গুরুজন হইতে গুরুতর লজ্জাকেও শিথিল করিয়াছি, প্রাণের অপেক্ষাও প্রিয়তমা সখী তোমাদিগকেও কত প্রকারে ক্লেশ দিয়াছি, সাধ্বীগণ-পরিসেবিত সেই মহান্ ধর্ম্মকেও আমি গ্রাহ্য করি নাই, তখন তাহা দ্বারা উপেক্ষিতা হইয়াও যে পাপীয়সী আমি এখনও জীবন ধারণ করিয়া আছি, ইহাতে আমার ধৈর্য্যকেই ধিক্।

(ইহা বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন)। ৬০

বিশাখা। (সম্ভ্রমের সহিত) সখি ! ধৈর্য্যধারণ কর, স্থির হও।

(ইহা বলিয়া রঙ্গণমালা নাসিকায় ধরিলেন)

রাধিকা। (সংজ্ঞালাভ করিয়া) সখি ! এ কি আশ্চর্য্য বস্তু, ইহা নিজে মোহজনক হইয়াও অপরকে প্রবোধিত করে ?

অঙ্গোত্তীর্ণ-বিলেপনং সখি ! সমাকৃষ্টিক্রিয়ায়াং মণি-
র্মন্ত্রো হন্ত মুহুর্বশীকৃতিবিধৌ নামাস্য বংশীপতেঃ ।
নির্মাল্যস্রগিয়ং মহৌষধিরিহ স্বান্তস্য সম্মোহনে
নাসাং কস্তিস্ত্রণাং গৃণাতি পরমাচিন্ত্যাং প্রভাবাবলীং ॥ ৬১ ॥

রাধিকা। (স্বগতং) এব্বং গুণেণ ইমিণা উবেক্‌খিদং বি ণং হদসরীরং কধং অজ্জবি ণীলজ্জাহং ধারেমি ? তা কালিঅ-হদপবেসোবাঅং অণুসরিস্‌সং ॥

(প্রকাশং) বিসাহে ! বিপ্পবেহি গুরুঅণং জং বারহাদিট্টতিত্থং গদুঅ সূরং অচ্চিদুকামম্হি ॥ ৬২ ॥

অঙ্গোত্তীর্ণেতি। আসাং মণিমন্ত্রমহৌষধীনাং কঃ পরমাচিন্ত্যাং প্রভাবাবলীং ন গৃণাতি ? অপি তু সর্ব্ব এব ॥ ৬১ ॥

এবং গুণেন অনেন কৃষ্ণেন উপেক্ষিতমপি এনং হতশরীরং কথমদ্যাপি নিলর্জ্জাহং ধারয়ামি তৎ কালিয়হ্রদপ্রবেশোপায়মনু-সরিষ্যামি ॥

বিশাখে ! বিজ্ঞাপয় গুরুজনং যৎ দ্বাদশাদিত্যতীর্থং গত্বা সূর্য্য-মর্চ্চয়িতুকামাস্মি। অত্র ভঙ্গ্যা জলপ্রবেশ এব প্রয়োজনং ॥ ৬২ ॥

বিশাখা। (মালা নিবেদন পূর্ব্বক) হে সখি ! বংশীপতির অঙ্গোত্তীর্ণ বিলেপন সম্যক্ আকর্ষণ ক্রিয়ার মণিস্বরূপ, আর ইঁহার নাম বশীকরণ বিষয়ে মন্ত্রসদৃশ এবং আর ইঁহার এই নির্ম্মাল্যমালা অন্তঃকরণের সম্মোহন বিষয়ে মহৌষধিস্বরূপ। অতএব হে রাধে ! এই তিনের অচিন্তনীয় প্রভাবাবলীর বিষয়ে কে না কীর্ত্তন করিয়া থাকে ? ৬১

রাধিকা। (স্বগত) আমি কি নিল্লর্জ্জা যে, এইরূপ গুণশালী কর্ত্তৃক উপেক্ষিতা হইয়াও এই হতশরীর অদ্যাপি ধারণ করিতেছি, অতএব কালিয়হ্রদ প্রবেশের উপায়ের অনুসরণ করি।

(প্রকাশ্যে) বিশাখে ! গুরুজনের নিকটে জানাও যে, আমি দ্বাদশাদিত্যতীর্থে গমন করিয়া সূর্য্যদেবের অর্চ্চনার ইচ্ছা করিতেছি। ৬২

বিশাখা। সাহু সুমরাইদং পিঅসহীএ জং অজ্জাএ জড়িলাএ অহংবি এদং জ্জেব্ব দাণিং আদিট্‌ঠহ্মি, তা এহি। (ইত্যুভে পরিক্রামতঃ) ৬৩ ॥

রাধিকা। (সব্যামোহং)

মং পরিহরই মুউংদো তহ বি দুরাসা বিরোহিণী ডহই।

মহ সহি ! গহীরণীরা সরণং বহিণী কিদংতস্‌স ॥

বিশাখা। হলা ! পেক্‌খ পত্থাণে মঙ্গলসুঅণাইং সউণাইং, তা এব্বং মা ভণ ॥ ৬৪ ॥

বিশা। সাধু স্মারিতং প্রিয়সখ্যা ত্বয়া যৎ যস্মাৎ আর্য্যয়া জটিলয়া অহমপি ইদমেব ইদানীমাদিষ্টাস্মি। তত্র শ্রীরাধাসঙ্গবিশ্লেষাভাব ইতি প্রয়োজনং, তস্মাৎ এহি ॥ ৬৩ ॥

রাধি। মাং পরিহরতি মুকুন্দঃ তথাপি দুরাশা বিরোধিনী দহতি।

মম সখি ! গভীরনীরা শরণং ভগিনী কৃতান্তস্য ॥

বিশা। সখি ! পশ্য প্রস্থানে মঙ্গলসূচনানি শকুনানি, শুভসূচক-চিহ্নানি তদেবং মা ভণ ॥ ৬৪ ॥

বিশাখা। প্রিয়সখি ! ভাল কথাই মনে করিয়া দিলে। যে হেতু, আর্য্যা জটিলাও এই ক্ষণে আমাকে এই বিষয়ে আদেশ করিয়াছিলেন। অতএব চল। (এই বলিয়া দুই জনে চলিতে লাগিলেন)। ৬৩

রাধিকা। (মোহের সহিত) সখি ! মুকুন্দ আমাকে ত্যাগ করিলেও বিরোধিনী দুরাশা আমাকে দগ্ধ করিতেছে। এখন গভীরনীরা কৃতান্তভগিনী যমুনাই আমার একমাত্র আশ্রয়।

বিশাখা। সখি ! দেখ আমাদের প্রস্থানকালে মঙ্গলসূচন লক্ষণ সকল পরিদৃষ্ট হইতেছে, অতএব আর এরূপ কথা বলিও না। ৬৪

রাধিকা। পুরো দৃষ্ট্বা।

হলা ! কধং এসা পূব্বদিসামুহে অআলিঈ সঞ্ঝা দীসই ?

বিশাখা। ণ কৃখু সঞ্ঝা, পেক্‌খ পক্‌খন্দণে সূরস্‌স বল্লহা পরিফুল্লিদা ওড্ডরাঈ রাঅদি। তা ইমস্‌স অগ্‌ঘং কাদুং এণং অবচিণুহ্ম ॥ ৬৫ ॥

(ইত্যুভে তথা কুরুতঃ)

(ততঃ প্রবিশতি বটুনা সহ কৃষ্ণঃ)

কৃষ্ণঃ। সখে ! সেয়ং রাধাধরকান্তিতস্করী জবারাজিঃ ॥

মধুমঙ্গলঃ। অদো ণং ণিপ্পীড়িঅ ণিম্মাহি পচ্চণঙ্গলেহং ॥

কৃষ্ণঃ। (পরিক্রম্য সবিস্ময়ং)

এষা নান্তিকবর্ত্তিনী সুরগিরেরৈলাবৃতী হন্ত ভূরগ্রে
কিং কলয়ামি কাঞ্চনরুচামুদ্গারী গৌরীর্দিশঃ।

হে সখি ! কথম্ এষা পূর্ব্বদিঙ্মুখে আকালিকী সন্ধ্যা দৃশ্যতে ?

বিশা। ন খলু সন্ধ্যা, পশ্য প্রস্কন্দনে সূর্য্যস্য বল্লভা ওড্রুরাজী রাজতে। তত্তস্মাদস্য সূর্য্যস্য অর্ঘ্যং কর্ত্তুং এনাং অবচিনুবঃ ॥ ৬৫ ॥

মধু। অত এনাং নিষ্পীড্য নির্ম্মাহি প্রত্যনঙ্গলেখং ॥

কৃষ্ণঃ। সুরগিরেঃ সুমেরোঃ। ঐলাবৃতী ইলাবৃতসম্বন্ধিনী ভূরেষা

রাধিকা। (অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া) সখি ! কি প্রকারে পূর্ব্বদিকে এই আকালিকী সন্ধ্যা দেখা যাইতেছে ?

বিশাখা। ও'ত সন্ধ্যা নহে, চাহিয়া দেখ, প্রস্কন্দনতীর্থে সূর্য্যবল্লভা জবাকুসুম সকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তবে চল, সূর্য্যদেবের অর্ঘ্যরচনার জন্য এই সকলকে চয়ন করি। ৬৫

(এই বলিয়া উভয়ে সেইরূপ করিতে লাগিলেন)

(অনন্তর মধুমঙ্গলের সহিত কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। সখে ! এই যে শ্রীরাধার অধরকান্তির অপহরণকারিণী জবাপুষ্পরাশি।

আং জ্ঞাতং মণিনূপুরধ্বনিভরাদালীজনালঙ্কৃতা
কান্তীনাং কুলদেবতা বিলসিতুং বৃন্দাটবীং বিন্দতি ॥ ৬৬ ॥

মধুমঙ্গলঃ। হন্ত ভোঃ! মগ্‌গিজ্জংতম্মি বাউরাসাহণে কুরঙ্গী সঅং হত্থং গদা ॥

কৃষ্ণঃ। (সানন্দং) সখে! সাধু বিজ্ঞাতং। তদত্র বৃক্ষান্তরিতৌ শৃণুবঃ কিমসৌ প্রস্তৌতি। (ইতি তথা স্থিতৌ) ৬৭ ॥

হন্ত নিশ্চিতং ন ভবতি তৎ কিং কাঞ্চনকান্তীনাং উদ্গারেণ গৌরীঃ পীতবর্ণাঃ দিশঃ কস্মাৎ পশ্যামি? নিশ্চিত্যাহ আং জ্ঞাতম্ নেয়ং স্থাবর-ভূমিঃ, অপি তু মণিনূপুরধ্বনিভরাদ্ধেতোঃ ॥ ৬৬ ॥

মধু। ভো বয়স্য! মৃগ্যমাণে বাগুরাসাধনে কুরঙ্গী স্বয়ং হস্তং গতা। বাগুরা মৃগবন্ধনী সাধনং যত্র প্রত্যঙ্গলেখরূপং। "বাগুরা মৃগবন্ধনী" ইত্যমরঃ ॥ ৬৭ ॥

মধুমঙ্গল। অতএব ইহাদিগকে নিষ্পীড়ন করিয়া অনঙ্গলেখের প্রত্যুত্তর রচনা কর।

কৃষ্ণ। (প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বিস্ময়ের সহিত) এ ত সুমেরু পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী ইলাবৃতবর্ষের এ খণ্ড নহে, তবে সম্মুখের গৌরবর্ণ দিক্‌ সকলকে কাঞ্চন কান্তি উদ্গিরণ করিতে দেখিতেছি কেন? ওঃ— এতক্ষণে মণিনূপুরের ধ্বনিতে জানা গেল যে, মূর্ত্তিমতী সুশোভিতা সৌন্দর্য্যকুলদেবতা সখীদিগের সহিত বিলাসের জন্য বৃন্দাবনে আগমন করিয়াছেন। ৬৬

মধুমঙ্গল। বয়স্য! যে কুরঙ্গীর অন্বেষণে বাগুরা পাতিতেছিলে, সেই কুরঙ্গী নিজে আসিয়াই ধরা দিল।

কৃষ্ণ। (সানন্দে) সখে! ঠিক বুঝিয়াছ। তবে এস, ইনি কি বলেন তাহা বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া শ্রবণ করি। (এই বলিয়া দুই জনে সেইরূপে অবস্থান করিলেন)। ৬৭

রাধিকা। (বিশাখামালিঙ্গ্য সাস্রং।)

হলা! এসো জণো কধাপ্পসঙ্গে সঅং সুমরিদব্বো ॥

বিশাখা। (সবাষ্পং) সহি! অকৃখীণধীরত্তণাদিগুণা ভণিজ্জসি, তা কিংত্তি এব্বং উব্বিগ গাসি?

রাধিকা। সহি ণিগ গুণীকিদহ্মি তিণা ধুত্তেণ। (ইতি সংস্কৃতেন)

যস্যোরঃস্থলমণ্ডলং ধৃতিনদীরোধক্রিয়াপণ্ডিতং
বক্ত্রেন্দুঃ কুলধর্ম্মপঙ্কজবনীসঙ্কোচদীক্ষাব্রতী।
দোর্যুপৌ নিতরামুদঞ্চিতচিরব্রীড়াভিচারাধ্বরৌ
হা কষ্টং! নিখিলঙ্গিলা সখি! দৃশোর্ভঙ্গী ভুজঙ্গী তু সা ॥ ৬৮ ॥

রাধি। এষ মল্লক্ষণো জনঃ কথাপ্রসঙ্গে স্বয়ং ভবতীভিঃ স্মর্ত্তব্যঃ ॥

বিশা। সখি! অক্ষীণধীরত্বাদিগুণা ত্বং ভণ্যসে, তৎ কিমিতি এবমুদ্বিগ্নাসি?

রাধি। সখি! নির্গুণীকৃতাস্মি তেন ধূর্ত্তেন ॥

যস্যোর ইতি। ধৃতিনদ্যা বেগবৃত্তিরূপ-রোধ ক্রিয়ায়াং পণ্ডিতম্। তথা চ ধৈর্য্যস্য বেগনিবৃত্তৌ ফলতোঽধৈর্য্যমেবায়াতীতি ভাবঃ। কুলধর্ম্মরূপ-পদ্মবনসংকোচনদীক্ষায়াং ব্রতী। যূপঃ যজ্ঞায় পশুবন্ধনস্তম্ভ-বিশেষঃ। উদঞ্চিতঃ উদগতঃ চিরব্রীড়ায়া অভিচারাদধ্বরো যাভ্যাং। দৃশোর্ভঙ্গী ভুজঙ্গী তু নিখিলঙ্গিলা নিখিলঙ্গিলন্তী ॥ ৬৮ ॥

রাধিকা। (বিশাখাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক সাশ্রুনেত্রে) সখি! কথাপ্রসঙ্গে তোমার এই সখীকে স্মরণ করিও।

বিশাখা। (বাষ্পপূর্ণনেত্রে) সখি! তোমাকে লোকে সম্পূর্ণ ধৈর্য্যগুণশালিনী বলিয়া থাকে, তবে কেন এরূপ উদ্বিগ্না হইতেছ?

রাধিকা। সখি! সেই ধূর্ত্তই আমাকে নির্গুণে পরিণত করিয়াছে।

যাহার সুশোভন বক্ষঃস্থল কুলনারীগণের ধৈর্য্যনদী রোধ করিতে দক্ষ, যাঁহার বদনচন্দ্র কুলধর্ম্মপঙ্কজবনের সঙ্কোচনে দীক্ষিত, যাঁহার বাহুযুগল উন্নত ব্রীড়াবলিদান যজ্ঞের জন্য চিরকালের জন্য উদ্গত

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! তন্মাধুর্য্যেণ মাধবশ্চ জড়ীকৃত্য নির্গুণামবস্থাং নীতোহয়ং॥

রাধিকা। (আকাশে অঞ্জলিং বদ্ধা সংস্কৃতেন!)

ভো বকীহন্তঃ!

গৃহান্তঃ খেলন্ত্যো নিজসহজবাল্যস্য বলনা-

দভদ্রং ভদ্রং বা নহি কিমপি জানীমহি মনাক্।

বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশরণাং কামপি দশাং

কথং বা ন্যায্যা তে প্রথয়িতুমুদাসীনপদবীম্?

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! কঃ খলু জিজীবিষুর্জীবাতুভূতায়াং সিদ্ধৌষধিলতায়ামুদাস্তে? ৬৯॥

রাধি। ভোঃ বকীহন্তঃ পূতনাঘাতিন্! বাল্যমারভ্যৈব স্ত্রীবধে অভ্যাসো বর্ত্ততে এব ইত্যর্থঃ।

গৃহান্তরিতি। যদি চ এতাং দশাং নীতা বয়ং তথাপি অধুনা উদাসীনপদবীং কিং ন্যায্যা? ন্যায়োচিতা? তস্মাদস্মাকং বধার্থমেব তব ব্যবসায় ইতি ভাবঃ॥

"জীবাতুর্জীবনৌষধম্" ইত্যমরঃ॥ ৬৯॥

যূপকাষ্ঠ সদৃশ, হে সখি! কি কষ্ট যে তাহার নেত্রভঙ্গীরূপা ভুজঙ্গিনী আমাদের সকলই গ্রাস করিয়া ফেলিল। ৬৮

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! তোমার মাধুর্য্যের দ্বারা মাধবও জড়ীভূত হইয়া নির্গুণ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে।

রাধিকা। (আকাশে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক) হে পুতনাঘাতিন্! *

আমরা স্বীয় বাল্যস্বভাবের বশে গৃহমধ্যেই ক্রীড়া করিয়া থাকি, কি ভাল কি মন্দ তাহার কিছুই বুঝি না, তাহাতে কি তোমার

---

* "পূতনাঘাতিন্"—এই কথার দ্বারা বাল্যকাল হইতেই যে তুমি স্ত্রীবধব্রতে দীক্ষিত এই কথাই বলা হইল।

রাধিকা। (নিশ্বস্য) হলা! এসা পিআ মে এক্কাবলী অপ্পণো কণ্ঠে তুএ ধারণিজ্জা। (ইতি কণ্ঠাদেকাবলীমুত্তারয়তি)।

বিশাখা। (হঠান্নিবার্য্য)। হলা! এব্বং অণুচিট্ঠন্তী কিংত্তি মং ডহসি? জং ললিদং পড়িক্খিঅ ণিরুজ্জমম্হি।* (ইতি রোদিতি)॥

রাধিকা। (সংস্কৃতেন)

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং
মুধা মা রোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিং।
তমালস্য স্কন্ধে সখি! কলিতদোর্ব্বল্লরীরিয়ং *
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ॥ ৭০॥

রাধি। হে সখি! এষা প্রিয়া মে একাবলী ত্বয়া কণ্ঠে ধারণীয়া॥

বিশা। হলা! এবমনুতিষ্ঠন্তী কিমিতি মাং দহসি? যদ্‌যস্মাৎ ললিতাং প্রতীক্ষ্য নিরুদ্যমাস্মি। নচেৎ অহমপি তব সঙ্গিনী॥

রাধি। অকারুণ্য ইতি। যদি কৃষ্ণোঽকারুণ্যঃ তব কথং ময়ি আগঃ অপরাধঃ? তস্মান্মুধা ব্যর্থং মা রোদীঃ। উত্তরকৃতিঃ অন্ত্যেষ্টিকর্ম্ম সা তূত্তরকৃতিনাস্য জনস্যেব করণীয়া, কিং তু তমালস্যেত্যাদি তমালস্য স্কন্ধে বিনিহিতা ভুজরূপলতা যস্যা এবংভূতা মম তনুঃ যথা বৃন্দারণ্যে সদাঽবিচলা সতী তিষ্ঠতি তথা করণীয়া॥ ৭০॥

আমাদিগকে এইরূপ আশ্রয়শূন্যা দশায় উপনীত করা উচিত? এবং তাহার পরে কি তোমার এইরূপ উদাসীনপদবী অবলম্বন করাও ন্যায়সঙ্গত?

কৃষ্ণ। প্রিয়ে। বাঁচিবার ইচ্ছা আছে, এমন কোন ব্যক্তি জীবনৌষধিস্বরূপ সিদ্ধ ঔষধিলতাকে উপেক্ষা করিয়া থাকে? ৬৯

রাধিকা। (নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক) সখি! আমার এই

---

* "বিনিহিতা ভুজাবল্লীরিয়ং।" ইতি পাঠান্তরং

কৃষ্ণঃ। (সাস্রং) সখে! দৃষ্টাঽনুরাগস্য সাধিষ্ঠতা॥

রাধিকা। (স্বগতং) তুবরাবেদি মং কাবি ঘণুকণ্ঠা। (প্রকাশং) হলা! সূরং অচ্চিঅ কিম্পি অত্ত খিত্থুকামহ্মি। তা জাব সিণাণং কদুঅ ণিব্বুত্তা ভবে দাব তুমং এত্থ পুপ্‌ফং অবচিণেহি। (ইতি তীর্থাভিমুখং দ্বিত্রাণি পদানি গত্বা পুনরাত্মগতং)

হন্ত! হন্ত! সো তিল্লোকমোহণমুহচংদো পুণো মএ ণ দিট্‌ঠো। (ইতি সোৎকণ্ঠং নিবৃত্য প্রকাশং) হলা! পসীদ পসীদ দংসেহি ণং পড়িচ্ছংদঅং॥

কৃষ্ণঃ। সাধিষ্ঠতেতি। "অন্তিকবাঢ়য়োর্নেদসাধ্যে" ইতি বাঢ়স্য সাধাদেশঃ॥

রাধি। ত্বরয়তি মাং কাপি ঘনোৎকণ্ঠা, যমুনায়াং প্রবেশিতুমিতি ভাবঃ। সখি! সূর্য্যমর্চ্চয়িত্বা কিমপ্যভর্থিতুকামাস্মি ততস্মাৎ স্নানং কৃত্বা

প্রিয় একাবলী তুমি নিজ কণ্ঠে ধারণ করিও। (ইহা বলিয়া কণ্ঠ হইতে একাবলী হার খুলিয়া ফেলিলেন)

বিশাখা। (বলপূর্ব্বক নিবারণ করিয়া) সখি! এই প্রকার ব্যবহার করিয়া কেন আমাদিগকে দগ্ধ করিতেছ, আমি ললিতার প্রতীক্ষায় নিরুদ্যম হইয়া রহিয়াছি। (ইহা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন)

রাধিকা। সখি! কৃষ্ণ যদি আমার উপর এইরূপ অকরুণ হন, তবে তাহাতে তোমার অপরাধ কি? এরূপভাবে আর বৃথা রোদন করিও না, পরন্তু তমালের স্কন্ধে আমার ঐ ভুজলতা আবদ্ধ করিয়া যাহাতে চিরকাল অবিচলিত ভাবে বৃন্দাবনে আমার এই দেহ অবস্থান করে, এমন ভাবে আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিও। ৭০

কৃষ্ণ। (অশ্রুপূর্ণ নয়নে)

সখে! অনুরাগের প্রগাঢ়তা দেখিলে ত?

রাধিকা। (স্বগত) কোনও গাঢ় উৎকণ্ঠা আমাকে ত্বরান্বিত

বিশাখা। সহি ণত্থি ! এত্থ চিত্তফলঅং ॥

রাধিকা। (সব্যথং) তদো পণিহাণেণ ণং পচ্চক্খীকরিস্সং (ইতি ধ্যানং নাটয়তি। ৭১ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে ! পীতমপীতপূর্ব্বং উন্মাদকং শ্রোত্রমাধ্বীকং। তদগ্রতো গচ্ছাবঃ (ইত্যুভৌ তথা কুরুতঃ)

বিশাখা। (বিলোক্য সানন্দসম্ভ্রমং) সহি ! দিট্‌ঠিআ তুজ্‌ঝ সুহজ্‌ঝাণেণ ফলিদং। তা ঝত্তি উগ্‌ঘাড়েহি লোঅণং।

যাবৎ নিবৃত্তা ভবেয়ং তাবত্ত্বং অত্র পুষ্পমবচিনু। হন্ত ! হন্ত ! ত্রৈলোক্য-মোহনমুখচন্দ্রো ময়া পুনর্ন দৃষ্টঃ। হলা ! প্রসীদ প্রসীদ দর্শয় এনং প্রতিচ্ছন্দকং চিত্রপটং ॥

বিশা। সখি ! নাস্ত্যত্র চিত্রফলকং ॥

রাধি। ততঃ প্রণিধানেন এনং প্রত্যক্ষীকরিষ্যামি ॥ ৭১ ॥

বিশা। সখি ! দিষ্ট্যা তব শুভধ্যানেন ফলিতং, তৎ ঝটিতি উদ্ঘাটয় লোচনং ॥ ০২ ॥

করিতেছে। (প্রকাশ্যে) সখি! সূর্য্যদেবকে অর্চ্চনা করিয়া কোনও বিষয় কামনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। অতএব যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্নান শেষ করিয়া আমি ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই পুষ্প চয়ন করিতে থাক। (এই বলিয়া যমুনার অবতরণ-পথে দুই এক পদ যাইয়া পুনরায় স্বগত)।

হায় হায় ! সেই ত্রিলোকমোহন মুখচন্দ্র আমি পুনরায় দেখিতে পাইলাম না ! (ইহা বলিয়া উৎকণ্ঠাসহকারে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক প্রকাশ্যে) সখি ! আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সেই পটখানি পুনরায় দর্শন করাও।

বিশাখা। সখি ! সেই চিত্রফলকখানি ত' এখানে নাই।

রাধিকা। (ব্যথা সহকারে) তাহা হইলে প্রণিধানের দ্বারাই ইঁহাকে প্রত্যক্ষ করিব। (ইহা বলিয়া ধ্যান করিতে বসিলেন) ৭১

কৃষ্ণ। সখে ! এ যে অপূর্ব্ব উন্মাদকারী কর্ণরসায়ন বাক্যামৃত

রাধিকা। (দৃশৌ দরোন্মীল্য চমৎকারং নাটয়তি) ॥ ৭২ ॥

বিশাখা। (সংস্কৃতেন) ॥

যদর্থং সঙ্কীর্ণে পততসি হতকন্দর্পকদনে
মুহুং বা দুর্ব্বারে জ্বলয়সি তনুং প্রেমদহনে।
অখণ্ডেনাপীড়ং সখি ! নবশিখণ্ডেন কলয়ন্
বিলাসী সোঽয়ন্তে স্ফুরতি পুরতো জীবিতপতিঃ ॥ ৭৩ ॥

রাধিকা। অম্মহে ! সিবিণস্স মাহুরী ॥

বিশাখা। অবিসদ্ধে ! এসো দে অউরুব্বো সিবিণো যো ণিদ্দাএ বিণা বি ণিপ্পণ্ণো ॥

বিশা। যদর্থমিতি। অখণ্ডেন নবশিখণ্ডেন আপীড়ং শিরোঽবতংসং কলয়ন ধারয়ন্ ॥ ৭৩ ॥

রাধিকা। অম্মহে ! ইত্যাশ্চর্য্যে অথবা হে অম্ব স্ত্রীস্বভাবসম্বোধনং, অহো ! স্বপ্নস্য মাধুরী ॥

বিশা। অবিশ্রদ্ধে এষঃ তে অপূর্ব্বস্বপ্নঃ যো নিদ্রয়া বিনাপি নিষ্পন্নঃ ॥ ৭৪ ॥

পান করিলাম, অতএব চল, অগ্রে গমন করি। (ইহা বলিয়া দুই জনে তাহাই করিতে লাগিলেন)। ৭২

বিশাখা। (দেখিয়া আনন্দ ও সম্ভ্রম সহকারে) সখি ! সৌভাগ্য-বশে তোমার শুভধ্যান সফল হইল, অতএব শীঘ্রই নয়নযুগল উন্মীলন কর !

রাধিকা। (নয়নযুগল ঈষৎ উন্মীলন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন)

বিশাখা। সখি ! যাহার জন্য দুরন্ত কন্দর্পপীড়ায় পতিত হইয়া দুর্ব্বার প্রেমদহনে তোমার সুকুমার শরীরকে দগ্ধ করিতেছ, সেই অখণ্ড নবশিখণ্ড শিরে ধারণ করিয়া তোমার বিলাসশীল জীবিতনাথ তোমার সম্মুখে শোভা পাইতেছে। ৭৩

রাধিকা। কি আশ্চর্য্য ! স্বপ্নের কি অপরূপ মাধুর্য্য !

কৃষ্ণঃ। অসৌদৃগ্‌ভঙ্গীভিঃ কুসুমশরমঙ্গীকৃতশরং
স্বজন্তী দন্তীন্দ্রক্রমণকমনীয়ালসগতিঃ।
অদূরে রম্ভোরুরিহ বদনবিম্বস্য সুষমা
সমারম্ভাদম্ভোরুহমধুরিমাণং দময়তি ॥ ৭৪ ॥

রাধিকা (কৃষ্ণে দৃগন্তং নর্ত্তয়ন্তী স্বগতং)
সাহু রে হিঅঅ! সাহু, সাহু দিট্‌ঠি আ মুহুত্তং বিলংবিদং।

কৃষ্ণঃ। (স্মিত্বা) ধূর্ত্তে বিশাখিকে। সমন্তান্মৃগ্যমাণা দিষ্ট্যা ত্বমত্র দৃষ্টাঽসি। যদত্র ভবত্যা রূপসাদৃশ্যাদপাকিমগুঞ্জাহারেণ মাং প্রতার্য্য দুর্ল্লভা মে রঙ্গণমালিকাঽপনীতা ॥ ৭৫ ॥

রাধি। সাধু রে হৃদয় সাধু, সাধু দৃষ্টা মুহূর্ত্তং বিলম্বিতং, প্রাণত্যাগ ইতি শেষঃ ॥ ৭৫ ॥

বিশাখা। অয়ি অবিশ্বাসিনি! এ তোমার এই অপূর্ব্ব স্বপ্ন নিদ্রা ব্যাতিরেকেও সফল হইতেছে।

কৃষ্ণ। কি আশ্চর্য্য! অদূরে এই রম্ভোরু আপনার গতিভঙ্গীর দ্বারা মত্ত করীন্দ্রের গতি-ভঙ্গীকে হুঙ্কার করিতেছেন এবং দৃগভঙ্গীর দ্বারা কুসুমশরের শরকে অঙ্গীকার করিতেছেন আর ইঁহার বদনকান্তির সম্যক্ শোভার স্ফুরণে কমলের মাধুর্য্যকেও দমন করিতেছে। ৭৪

রাধিকা। (কৃষ্ণের প্রতি নয়নপ্রান্ত নৃত্য করাইতে করাইতে স্বগত) সাধু রে হৃদয়! সাধু সাধু, বড় সৌভাগ্যেই তুই মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব করিলি।

কৃষ্ণ। (মৃদুহাস্য পুরঃসর) হে ধূর্ত্তে বিশাখিকে! সকলদিকে তোমার সন্ধান করিয়া অবশেষে সৌভাগ্যবশে এখানে দেখিতে পাইলাম। তুমি আজ রূপসাদৃশ্যবশতঃ অপক্ক গুঞ্জাহারের দ্বারা আমাকে প্রতারণা করিয়া আমার দুর্ল্লভ রঙ্গণমালিকা লইয়া আসিয়াছ। ৭৫

মধুমঙ্গলঃ। ভো! ণং রাহীএ কণ্ঠাদো দীসতীং অপ্পণো রঙ্গণমালিঅং সঅং জ্জেব্ব আঅড্ডিঅ গেণ্হ॥

কৃষ্ণঃ। সখে! জানতাপি ভবতা কিমিদমন্যায্যমুপন্যস্তং? ন খলু ময়া স্বপ্নেঽপি কামিনীস্পর্শঃ স্মর্য্যতে॥

রাধিকা। (স্বগতং) ইমস্স পরিহাসো বি এসো সঙ্কিদাএ মহ সচ্চো পডিভাদি॥ ৭৬॥

বিশাখা। (বিহস্য) অই বরাঙ্গণাতরঙ্গিণীণং মহাসাঅর! চিট্ঠ, চিট্ঠ দাণিং বি ইমাইং দীসংত্তি তুজ্ঝ অঙ্গেসু তাণং চিন্নাইং! (ইতি সংস্কৃতেন)॥ ৭৭॥

মধু। ভোঃ! এনাং রাধায়াঃ কণ্ঠতো দৃশ্যমানাং আত্মনো রঙ্গণমালিকাং স্বয়মেবাকৃষ্য গৃহাণ।

রাধিকা। এতস্য পরিহাসোঽপি এষ শঙ্কিতায়া মম সত্যঃ প্রতিভাতি॥ ৭৬॥

বিশা। অয়ে বরাঙ্গনাতরঙ্গিণীনাং মহাসাগর! তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, ইদানীমপি ইমানি দৃশ্যন্তে তব অঙ্গে তাসাং চিহ্নানি॥ ৭৭॥

মধুমঙ্গল। বয়স্য! তোমার এই রঙ্গণমালা রাধিকার কণ্ঠে দেখা যাইতেছে, তুমি নিজে উহা আকর্ষণ করিয়া গ্রহণ কর।

কৃষ্ণ। সখে! তুমি সকল জানিয়াও আমাকে অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতেছ কেন? আমি স্বপ্নেও কখনও কামিনীর স্পর্শ স্মরণ করিতে পারি না।

রাধিকা। (স্বগত) ইঁহার পরিহাসও আমার ভীরু চিত্তে সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। ৭৬

বিশাখা। (হাস্যপূর্ব্বক) ওহে বরাঙ্গনা-তরঙ্গিণীগণের আশ্রয় মহাসাগর! থাম থাম, এখনও তোমার অঙ্গে তাহাদের চিহ্নাবলী পরিদৃষ্ট হইতেছে। ৭৭

আকৃষ্টানি কটাক্ষভঙ্গিভিরলং গোপাঙ্গনানাং ত্বয়া
রক্তান্যত্র মনাংসি যানি নিমিষোন্মুক্তানি নেত্রাণ্যপি।
তান্যেতানি ভবান্ নবাঞ্জনতনো! গুঞ্জাবলীনাং ছলাৎ
পিঞ্ছানাঞ্চ সদা প্রসাধনধিয়া সন্ধারয়ন্নন্দতি ॥

কৃষ্ণঃ। (সহর্ষমাত্মগতং)

প্রমদরসতরঙ্গস্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ
স্মরধনুরনুবন্ধিভ্রূলতালাস্যভাজঃ।
মদকল-চলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং দধানো
হৃদয়মিদমদাঙ্ক্ষীৎ পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কটাক্ষঃ ॥ ৭৮ ॥

(নেপথ্যে) ণত্তিণি বিসাহে!

আকৃষ্টানীতি। হে নবাঞ্জনতনো! গুঞ্জাবলীনাং ছলাৎ রক্তানি মনাংসি। পিঞ্ছানাঞ্চ ছলাৎ নির্নিমেষনেত্রাণি চ প্রসাধনং স্বাভরণং তদ্বুদ্ধ্যা ধারয়ন্।

মদচঞ্চলভৃঙ্গীণাং ভ্রমো যতোস্তাদৃশভঙ্গীং দধানঃ কটাক্ষঃ। প্রশস্ত-পক্ষ্মযুক্তে অক্ষিণী যস্যাঃ ॥ ৭৮ ॥

(নেপথ্যে) নপ্‌ত্রি বিশাখে!

হে নবকজ্জ্বলবর্ণ কৃষ্ণ! তুমি কটাক্ষভঙ্গীর দ্বারা গোপাঙ্গনার মানস তোমাতে অনুরক্ত করিয়া রক্তবর্ণ গুঞ্জাহারের ছলে এবং তাহাদের অনিমিষ নয়ন আকর্ষণ করিয়া তাহা ময়ূরপুচ্ছ ছলে অলঙ্কার বুদ্ধিতে ধারণ করিয়া সুখে বিরাজ করিতেছ।

কৃষ্ণ। (হর্ষসহকারে স্বগত) অহহ! পরমানন্দরসতরঙ্গপূর্ণ হাস্যে যাঁহার গণ্ডস্থল প্রফুল্ল, কন্দর্প-ধনু জিনিয়া যাঁহার ভ্রূলতা নৃত্য করিতেছে, সেই বিস্তারিত পক্ষ্মসংযুক্ত নয়নবিশিষ্টা শ্রীরাধার মদমত্ত ভৃঙ্গীকুলের সাদৃশ্য ধারণকারী কটাক্ষদ্বারা আমার হৃদয়কে দংশন করিলেন। ৭৮

(নেপথ্যে)—নাতিনি বিশাখে!

কৃষ্ণঃ। কথমকাণ্ডে জরাপাণ্ডুরেয়ং জটিলা !

(প্রবিশ্য জটিলা পুরো দৃষ্ট্বা স্বগতং)

কহং এত্থ কণ্হো ! (প্রকাশং) বিসাহে ! কিংত্তি ইমাইং ধূঅ-গংধ-রত্তচংদণাইং তুএ বিস্সুমরিদাইং ?

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং)

চন্দ্রিকাং চন্দ্রলেখায়াশ্চকোরে পাতুমুত্থতে।
পিধানং বিদধে হন্ত ! শরদম্ভোধরাবলী ॥

(প্রকাশং) ! মাতুর্মাতুলানি ! প্রণমামি ॥ ৭৯ ॥

জটিলা। মোহন ! বল্লঅকিসোরীউলে অবঙ্কদিট্‌ঠী হোহী ॥

মধুমঙ্গলঃ। (বিহস্য) ভো ! দহীচীহড্ডকক্কসে ! এসো সব্বদা উদারদিট্‌ঠী জ্জেব মজ্‌ঝ পি অবঅস্‌সো, তুমং- কৃখু কেঅরচ্ছী তা অপ্পাণং আসিসেহি ॥ ৮০ ॥

প্রবিশ্য জটিলা। কথমত্র কৃষ্ণঃ! বিশাখে! কিমিত্যেতানি ধূপ-গন্ধরক্তচন্দনানি, ত্বয়া বিস্মৃতানি ! সূর্য্যপূজার্থমিতি শেষঃ ॥

কৃষ্ণ। চন্দ্রিকামিতি। শরদম্ভোধরস্থানীয়া জটিলা ॥ ৭৯ ॥

জটি। মোহন ! বল্লবকিশোরীকুলে অবক্রদৃষ্টির্ভব ॥

মধু। ভো দধীচ্যস্থিকর্ক্কশে ! বজ্রাদপি কঠোরেত্যর্থঃ। এষ সর্ব্বদা উদারদৃষ্টিরেব মম প্রিয়বয়স্যঃ, ত্বং খলু কেকরাক্ষী বক্রাক্ষী তদাত্মানং আশিষয় ॥ ৮০ ॥

কৃষ্ণ। কি বিপদ্ ! অসময়ে এই জরাপাণ্ডুর জটিলা এখানে আসিয়া জুটিল কেন ?

জটিলা। (প্রবেশ পূর্ব্বক সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) এখানে আবার কৃষ্ণ কেন !

(প্রকাশ্যে) বিশাখে ! তুমি কেন ধূপ, গন্ধ, রক্তচন্দন, এ সকল ভুলিয়া আসিয়াছ ?

কৃষ্ণ। (স্বগত) চকোর চন্দ্রকলার চন্দ্রিকা পান করিতে উদ্যত

জটিলা। ভো কিসোরীভুঅঙ্গ ! কীস তুমং আঅদোসি ?

কৃষ্ণঃ। আর্য্যে ! লোকোত্তরানুরাগচমৎকারিণীয়ং সুজবালক্ষ্মীঃ কং বা নাকর্ষতি ? ৮১ ॥

জটিলা। (স্বগতং) ণূণং ভঅবদী এ বিজ্জাপ্পহাবসংভাবিতা ইমস্স এত্থ উবসত্তী। (প্রকাশং) মোহন ! ঝত্তি ইদো গচ্ছেহি ॥ ৮২ ॥

জটি। ভো কিশোরীভুজঙ্গ ! কস্মাত্ত্বং আগতোঽসি ?

কৃষ্ণ। সুষ্ঠু জবানাং ওড্রপুষ্পাণাং লক্ষ্মীঃ শোভা পক্ষে সুষ্ঠু জবো যশোব্যঞ্জকচিহ্নবিশেষো যস্যাঃ সা ইয়ং রাধা এব লক্ষ্মীস্তত্তুল্যত্বাৎ, যদ্বা শোভাময়ীত্বাৎ। কিদৃশী ? লোকোত্তরো যোঽনুগতো রাগঃ রক্তিমা তেন চমৎকারিণী ; পক্ষে—স্পষ্টম্ ॥ ৮১ ॥

জটি। নূনং ভগবত্যা বিদ্যাপ্রভাবসংভাবিতা অস্য অত্রোপসত্তিঃ। মোহন ! ঝটিতি ইতো গচ্ছ ॥ ৮২ ॥

হইয়াছে, হায় ! হায় ! এমন সময়ে শারদীয় শ্বেত মেঘমালা আসিয়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিল।

(প্রকাশ্যে) হে মাতৃমাতুলানি ! তোমাকে প্রণাম করিতেছি। ৭৯

জটিলা। মোহন ! গোপকিশোরীকুলে তোমার দৃষ্টি অবক্র হউক।

মধুমঙ্গল। (উচ্চ হাস্যপূর্ব্বক) হে দধীচির অস্থিবৎ কর্কশতাময়ি ! আমার এই প্রিয় বয়স্যের দৃষ্টি সর্ব্বদাই উদার। তোমারই দৃষ্টি বক্রা, অতএব তুমি আপনাকেই আপনি আশীর্ব্বাদ কর। ৮০

জটিলা। অহে কিশোরীলম্পট ! তুমি কি নিমিত্ত আসিয়াছ ?

কৃষ্ণ। আর্য্যে ! লোকোত্তরচমৎকারিণী এই সুন্দর জবা-কাননের শোভা কাহাকেই বা আকর্ষণ না করে * ? ৮১

---

* মূলে "সুজবালক্ষ্মীঃ"—"সুন্দর জবাকাননের শোভা" এই পাঠ আছে ! উহার অপর একটি অর্থ এইরূপ। সুন্দর "জব" বা যশোব্যঞ্জক চিহ্ন যাহাতে আছে, সেই সুজবা লক্ষ্মী, এই শ্লিষ্ট অর্থে রাধিকাকেই বুঝায়।

কৃষ্ণঃ। অয়ি জল্পাকি বৃদ্ধে কিমিত্যাকুলাসি স্বচ্ছন্দতো গচ্ছেয়ং ॥

জটিলা। (কুটিলং বিলোক্য সংস্কৃতেন)

নির্ধৌতানামখিলধরণীমাধুরীণাং ধুরীণা
কল্যাণী মে নিবসতি বধূঃ পশ্য পার্শ্বে নবোঢ়া।
অন্তর্গোষ্ঠে চটুল নটয়ন্নত্র নেত্রত্রিভাগং
নিঃশঙ্কস্ত্বং ভ্রমসি ভবিতা নাকুলত্বং কুতো মে ? ॥

কৃষ্ণঃ। মৃষাশঙ্কিনি বৃদ্ধে মা প্রলাপং কৃথাঃ। যাবদেতাং তে বধূমাকর্ণয়ং তাবন্মান্যাং ভাবয়ামি।

জটিলা। বিসাহে ! কিংত্তি এত্তিঅং বিলংবিদাহসি ?

বিশাখা। (স্মিত্বা) অজ্জে ণং অগ্‌গদো তুল্ললিদং কুরঙ্গং পেক্‌খন্তী বিম্হিদহ্মি। (ইতি সদৃষ্টিক্ষেপং)

নির্ধৌতানাং ক্ষালিতানাং সারভূতানাং জল্পাকি ! বহুভাষিণি ! মান্যাং মাননীয়াং। পক্ষে মা অন্যাং ন অন্যদীয়াং স্বীয়ামেবেত্যর্থঃ ॥

জটি। বিশাখে ! কিমিতি এতাবৎ বিলম্বিতাসি ?

বিশাখা। অজ্জে ইতি সাপদেশং বচনং কৃষ্ণং প্রতি। আর্য্যে ! এনমগ্রতো তুল্ল´লিতং কুরঙ্গং পশ্যন্তী বিস্মিতাহস্মি। পক্ষে কুৎসিতং রঙ্গং যস্য তম্‌ ॥ ৮৩ ॥

জটিলা। (স্বগত) নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ভগবতীর বিদ্যাপ্রভাবেই ইহাঁর এ স্থলে আগমন সম্ভব হইয়াছে। (প্রকাশ্যে) মোহন ! শীঘ্র এ স্থান হইতে চলিয়া যাও। ৮২

কৃষ্ণ। অয়ি বাচালিকে বৃদ্ধে ! তুমি ব্যাকুল হইতেছ কেন ? আমি নিজ ইচ্ছানুসারেই চলিয়া যাইব।

জটিলা। (কুটিলভাবে দৃষ্টিপূর্ব্বক) ওহে কৃষ্ণ ! দেখ, সমস্ত জগতের সারভূত মাধুর্য্যের চূড়ামণিস্বরূপা এই নবোঢ়া কল্যাণী বধূ

অঅরুণ মুক্কিঅ চঙ্গাং কুরঙ্গপেম্মেণ সঙ্গদাং হরিণীং
বিহলং কুদ্দণচডুলো ভুমং বণাদো বণং ভমসি ॥ ৮৩ ॥

জটিলা। অত্থাণতুরগ্‌গহে ! মুঞ্চ কুরঙ্গকোদূহলং।

মধুমঙ্গলঃ। পিঅবঅস্‌স ! পেক্‌খ, এসো সতিহ্নো বি কীরজুআণো ণং মহুরং দাড়িমীং ণ পড়িবজ্জই ॥ ৮৪ ॥

কৃষ্ণঃ। (স্মিত্বা)

অকরুণ ত্যক্ত্বা চঙ্গাং কুরঙ্গপ্রেম্না সঙ্গতাং হরিণীং। বিফলং কুর্দ্দন-চটুলস্ত্বং বনাদ্বনং ভ্রমসি। "ত্বঙ্গচঙ্গৌ মনোহরে" ইতি কোষঃ ॥

জটিলা। অস্থানদুরাগ্রহে ! মুঞ্চ কুরঙ্গকৌতূহলং ॥

মধু। প্রিয়বয়স্য ! পশ্য এষ সতৃষ্ণোঽপি কীরযুবা ইমাং মধুরাং দাড়িমীং ন প্রতিপদ্যতে। ৮৪

আমার পার্শ্বে বিরাজ করিতেছে, আর হে চঞ্চল ! তুমিও এই গোষ্ঠ-মাঝে নয়নপ্রান্ত নাচাইয়া নির্ভয়ে ভ্রমণ করিতেছ, অতএব আমার ব্যাকুলতা না হইবে কেন ?

কৃষ্ণ। হে মিথ্যা আশঙ্কাকারিণি বৃদ্ধে ! প্রলাপ করিও না। যে অবধি ইনি তোমার বধূ, এই কথা কাণে শুনিয়াছি, তদবধি আমি ইঁহাকে মান্যা জ্ঞান করিয়া থাকি।

জটিলা। বিশাখে ! তুমি এত বিলম্ব করিলে কেন ?

বিশাখা। (মৃদু হাসিয়া) আর্য্যে ! আমি সম্মুখে এই দুর্দ্দান্ত কুরঙ্গকে দেখিয়া বিস্মিতা হইয়াছি। (পক্ষে আমি কুৎসিত রঙ্গশীল ইহাকে অর্থাৎ কৃষ্ণকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি) (এই বলিয়া দৃষ্টিক্ষেপের সহিত) ওহে নির্দ্দয় কুরঙ্গ ! তুমি প্রেমবশতঃ ললিতা মনোহরা কুরঙ্গীকে ত্যাগ করিয়া অনর্থক কুর্দ্দনচটুল হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ। ৮৩

জটিলা। অস্থানে তোমার এত দুরাগ্রহ কেন ? কুরঙ্গকৌতূহল পরিত্যাগ কর।

মধু। প্রিয় বয়স্য ! দেখ, এই সতৃষ্ণ যুবক শুকপক্ষী এই মধুর দাড়িমীকে গ্রহণ করিতেছে না। ৮৪

হৃদি তাড়িতোঽপি দাড়িমি !
সুমনোরাগেণ তে রুচিং বহতা।
পক্তিমরসা'সি কিংবা
নেতি শুকঃ শঙ্কয়োদাস্তে ॥

বিশাখা। (সদৃগ্‌ভঙ্গং রাধিকামবলোকতে) ৮৫ ॥

রাধিকা। (স্বগতং)। হিঅঅ ! সমস্সস সমস্সস। (ইতি সখেদমপবার্য্য সংস্কৃতেন) ॥

পীতং ন বাগমৃতমত্র হরেরশঙ্কং
ন্যস্তং ময়াঽস্য বদনে ন দৃগঞ্চলঞ্চ।
রম্যে চিরাদবসরে সখি লব্ধমাত্রে
হা ! দুর্বিধির্বিরুরুধে জরতীচ্ছলেন ॥

জটিলা। (স্বগতং) অম্মহে ! কন্থদিট্‌ঠিণো মাহাপ্পং জং বহুএ সো উবসগ্‌গো তহ ণত্থি। (প্রকাশং) বিসাহে ! পেক্খ, অদিক্কমদি মজ্‌ঝণ্ণো, তা তুরীঅং স্বরমংডবং প্পবিসহ্ম। (ইতি তিস্রো নিষ্ক্রান্তাঃ)

কৃষ্ণঃ। সুমনোরাগেণ পুষ্পস্য রক্তিম্না। পক্ষে সুষ্ঠু মনসো রাগেণ প্রেম্না। কীদৃশেন ? কান্তিং বহতা। হৃদি তাড়িতোঽপি তেন যদা পুষ্পিতা ত্বমাসীস্তদবধি শুকস্য ত্বয়ি ঔদাসীন্যং নাস্তি কিং পুনরিদানীং ফলিতায়ামিতি ভাবঃ ॥

বিশাখা। সদৃগ্‌ভঙ্গমিতি কৃষ্ণাভিপ্রায়ঃ কশ্চিদবগম্যতে ইতি ॥ ৮৫ ॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাসিয়া) হে দাড়িমি ! তোমার পুষ্পের রক্তিমা দেখিয়া শুক তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তুমি পরিপক্করসা হইয়াছ কি না, শুক হৃদয়ে তাহাই শঙ্কা করিয়া এখন ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছে।

বিশাখা। (দৃষ্টিভঙ্গীসহকারে রাধাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন)। ৮৫

কৃষ্ণঃ। সখে! কৌমুদীয়ং পৌর্ণমাসীমনুবর্ত্ততে। তদেহি, তানেব প্রপদ্যেবহি (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)।

ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।

॥ * ॥ ইতি বিদগ্ধমাধবনাটকে মন্মথলেখো নাম দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥ * ॥

রাধি। হৃদয়! সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি। অপবার্য্যেতি "রহস্যং কথ্যতেঽন্যস্য পরাবৃত্ত্যাপবারিতং" ॥

জটিলা। অহো! কৃষ্ণদৃষ্টের্মাহাত্ম্যং যদ্‌যস্মাৎ বধ্বাঃ রাধায়াঃ স উপসর্গস্তথা নাস্তি। বিশাখে! পশ্য অতিক্রমতে মধ্যাহ্নস্তত্ত্বরিতং সূর্য্যমণ্ডপং প্রবিশামঃ ॥

কৃষ্ণঃ। কৌমুদীয়মিতি তস্যা এবাধীনা রাধেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥

॥ * ॥ ইতি দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥ * ॥

রাধিকা। (স্বগত) হৃদয়! সমাশ্বস্ত হও, সমাশ্বস্ত হও। (ইহা বলিয়া জনান্তিকে বিশাখার প্রতি) সখি! আমি হরির বচন-সুধা নির্ভয়ে পান করিতে পারিলাম না, ইঁহার বদনেও আমি নয়নপ্রান্ত স্থাপন করিতে পারিলাম না, বহুকালের পর অদ্য যদি সেই রমণীয় অবসর লাভ হইল, তথাপি হায়! হতবিধি জরতীচ্ছলে আসিয়া বিরোধ উপস্থিত করিল।

জটিলা। (স্বগত) আহা! কৃষ্ণদর্শনের কি আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য! যে হেতু, বধূর আর সে উপসর্গ দেখা যাইতেছে না।

(প্রকাশ্যে) বিশাখে! দেখ, মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হইয়া যাইতেছে, অতএব আইস আমরা সত্বর সূর্য্যমণ্ডপে প্রবেশ করি। (এই বলিয়া তিনজনের অর্থাৎ রাধিকা ও বিশাখাকে লইয়া জটিলার প্রস্থান)

কৃষ্ণ। সখে! এ কৌমুদী পৌর্ণমাসীরই অনুসরণ করিয়া থাকে। অতএব চল তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করি।

(ইহা বলিয়া উভয়ের প্রস্থান) (এই প্রকারে সকলের প্রস্থান)। ৮৬

ইতি বিদগ্ধমাধবনাটকে "মন্মথলেখ" নামক দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয়োঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি ললিতয়াঽনুগম্যমানা পৌর্ণমাসী)

পৌর্ণমাসী। বৎসে! নূনং মত্তস্ত্রপমাণো নাভিনন্দতি নন্দ-কুমারস্তে সখীসঙ্গং ॥

ললিতা। ভঅবদি! দুব্বোহং কখু লোওত্তরাণং চিত্তং ণ ঝত্তি বিঅসদি ॥ ১ ॥

পৌর্ণমাসী। (পুরো বিলোক্য) বৎসে! পশ্য পশ্য, কদম্ববাটি-কায়াং মধুমঙ্গলেন সার্দ্ধং সমঙ্গলং বর্দ্ধতে মধুমর্দ্দনঃ।

(পুনর্নিরূপ্য)

পরামৃষ্টাঙ্গুষ্ঠত্রয়মসিতরত্নৈরুভয়তো
বহন্তী সঙ্কীর্ণৌ মণিভিররুণৈস্তৎপরিসরৌ।

অঙ্কদ্বয়ে বিবৃতপ্রাকৃতার্থানুসারেণৈব প্রায়ো জাতব্যুৎপত্তেরতঃ পরমঙ্কপঞ্চকে যত্র যত্র বৈষম্যং তত্রৈব ব্যাক্রিয়তে (বিব্রিয়তে) ॥

ললি। ভগবতি! দুর্ব্বোধং খলু লোকোত্তরাণাং চিত্তং ন ঝটিতি বিকসতি ॥ ১

সমঙ্গলং যথা স্যাত্তথা মধুমঙ্গলেন সহ কৃষ্ণ আনন্দেন বর্দ্ধতে ॥

পৌর্ণ। উভয়তঃ শিরসি পুচ্ছে চ অঙ্গুষ্ঠত্রয়পরিমিতং প্রদেশং ব্যাপ্য অসিতরত্নৈরিন্দ্রনীলমণিভিঃ পরামৃষ্ট খচিতা। তৎপরিসরৌ অরুণৈ-র্মণিভিঃ সঙ্কীর্ণৌ। শিরোঽঙ্গুষ্ঠত্রয়ান্তরমঙ্গুষ্ঠত্রয়ং ব্যাপ্য পুচ্ছাঙ্গুষ্ঠ-ত্রয়াৎ পূর্ব্বমঙ্গুষ্ঠত্রয়ং ব্যাপ্য দ্বৌ দ্বৌ পরিসরৌ তৌ ব্যাপ্যেত্যর্থঃ।

(পৌর্ণমাসী ও তৎপশ্চাতে ললিতার প্রবেশ)

পৌর্ণমাসী। বৎসে! নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমার জন্য লজ্জায় নন্দকুমার তোমার সখীর সঙ্গের আদর করিতেছেন না!

ললিতা। ভগবতি! লোকোত্তর পুরুষদিগের চিত্ত অতিশয় দুর্ব্বোধ্য, সহসা তাহার ভাব প্রকাশ পায় না। ১

তয়োর্মধ্যে হীরোজ্জ্বলবিমলজাম্বূনদময়ী
করে কল্যাণীয়ং বিলসতি হরেঃ কেলিমুরলী ॥

(ততঃ প্রবিশতি যথানির্দ্দিষ্টঃ কৃষ্ণঃ)

কৃষ্ণঃ। (সানুতাপং)

ত্রপয়া নিতরাং পরাঙ্মুখী সহসা স্মেরমুখী ধৃতাঞ্চলা।
গমিতাহন্ত হঠেন রাধিকা ন কথং হন্ত ! ময়া ভুজান্তরং ॥ ২ ॥

(নিশ্বস্য) সখে মধুমঙ্গল ! খঞ্জরীটদৃশঃ সবিলাসমঞ্জরী রোচয়তি মে চিত্তচঞ্চরীকং। (ইত্যোৎসুক্যং নাটয়ন্) ॥

তয়োর্মধ্যে তথৈব ব্যাখ্যেয়ম্। হীরৈরুজ্জ্বলং যৎ বিমলং জাম্বূনদং কনকং তন্ময়ী ॥ ২ ॥

রাধিকামাকৃষ্য তস্যাঃ কণ্ঠাৎ স্বমাল্যং গৃহ্যতামিতি মধুমঙ্গলেন যদা উক্তম্, তদৈব ন কথং ময়া রাধিকা ভুজান্তরং গমিতা প্রাপিতা এবং ময়ি পৃষ্টম্, তন্নিকটং গতে সতি সা সহসা ত্রপয়া পরাঙ্মুখী অভবিষ্যৎ, তদনন্তরং স্মেরা সখী তস্যা অঞ্চলং ধৃত্বা মম নিকটঃ প্রাপয়িষ্যত ইতি শ্রীকৃষ্ণস্য মনোহনুতাপঃ ॥

পৌর্ণমাসী। (সম্মুখে অবলোকন পূর্ব্বক) বৎসে ! দেখ দেখ, সম্মুখে কদম্বকাননে মধুমঙ্গলের সহিত সমঙ্গলে মধুমর্দ্দন বিরাজ করিতেছেন।

(ভাল করিয়া দেখিয়া) যাহার উভয় দিকে অর্থাৎ মুখে ও পুচ্ছে অঙ্গুলিত্রয় পরিমিত স্থান ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা খচিত, তৎপরে পরিসরদেশদ্বয় অরুণবর্ণ মণির দ্বারা সুন্দররূপে উৎকীর্ণ, এই দুই স্থানের মধ্যে উজ্জ্বল হীরক ও বিমল স্বর্ণময়ী হইয়া এই কল্যাণী কেলিমুরলী হরিকরে বিরাজ করিতেছে। ২

(পূর্ব্বোক্তভাবে কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। (*অনুতাপ সহকারে*) শ্রীরাধা লজ্জায় যখন নিতান্ত পরাঙ্মুখী

ছিন্নঃ প্রিয়ো মণিসরঃ সখি ! মৌক্তিকানি
বৃত্তান্যহং বিচিনুয়ামিতি কৈতবেন।
মুগ্ধং বিবৃত্য ময়ি হন্ত ! দৃগন্তভঙ্গীং
রাধা গুরোরপি পুরঃ প্রণয়াদ্ব্যতানীৎ ॥ ৩ ॥

পৌর্ণমাসী। (দূরত এব কৃষ্ণং নির্বর্ণ্য সাশঙ্কং) ॥

অক্ষোদ্বন্দ্বং প্রসরতি দরোদ্ঘূর্ণতারং মুরারেঃ
শ্বাসাঃ কণ্ঠ্যাং কিল বিচকিলৈর্মালিকাং ম্লাপয়ন্তি।
কেয়ং ধন্যা বসতি রমণী গোকুলে ক্ষিপ্রমেতাং
নীতস্তীব্রামযমপি যয়া কামপি ধ্যাননিষ্ঠাং॥

অথবা কৃতং সন্দেহেন, বৎসা রাধিকৈব খল্বত্র নিদানং॥

কৃষ্ণঃ। (পৌর্ণমাসীং পশ্যন্নুপসৃত্য) ভগবতি ! প্রণমামি ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণঃ। চিত্তচঞ্চরীকং চিত্তভ্রমরং। মণিসরো হারঃ ॥ ৩ ॥

পৌর্ণ। বিচকিলৈর্মল্লিকাপুষ্পৈঃ। যয়া রমণ্যা অয়ং শ্রীকৃষ্ণোঽপি এতাং ধ্যাননিষ্ঠাং নীতঃ প্রাপিতঃ। প্রধানকর্ম্মণ্যাভিধেয়ে ন্যাদীনাং তু দ্বিকর্ম্মণামিতি প্রধানকর্ম্মণি কৃষ্ণে প্রত্যয়ঃ ॥ ৪ ॥

হইয়া সহসা হাস্যবদনে সখীর অঞ্চল ধারণ করিয়াছিলেন, হায় ! তখন কেন আমি তাঁহাকে আমার ভুজান্তরে বলপূর্ব্বক ধারণ করিলাম না ? ২

(নিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক) সখে মধুমঙ্গল ! সেই খঞ্জননয়নীর বিলাস-মঞ্জরী আমার চিত্তভ্রমরকে মুগ্ধ করিতেছে। (ইহা বলিয়া ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন)

"হে সখি ! আমার প্রিয় মণিহার ছিন্ন হইয়াছে, অতএব মুক্তা-গুলি কুড়াইয়া লই" আহা ! এই বলিয়া ছলে গুরুজনের সম্মুখেও আমার দিকে ফিরিয়া প্রণয়ভরে মনোহর কটাক্ষভঙ্গী বিস্তার করিয়াছিলেন। ৩

পৌর্ণমাসী (দূরে হইতে কৃষ্ণকে দেখিয়া সভয়ে)

কৃষ্ণের নয়নযুগল প্রসারিত, অক্ষিতারকা ঈষৎ দূরে ঘূর্ণিত,

পৌর্ণমাসী। নাগর ! গোপীস্তনটীম্বলংপটীভব ॥

কৃষ্ণঃ। (কিঞ্চিদ্বিহস্য) কৃতং পিষ্টপেষণীভিরাশীর্ভির্যদহমেব গোপীতি প্রসিদ্ধাং শ্যামাং বল্লীমপি পাণিপল্লবেন ন স্পৃশামি ॥

মধুমঙ্গলঃ। (বিহস্য) কিং অহ্মাণং সামএ গোরী জ্জেব্ব মুগগ্গিজ্জই।

পৌর্ণমাসী। (সনর্ম্মস্মিতং)

গোপেশ্বরস্য তনয়োঽসি নয়োপপন্নঃ
খ্যাতস্তথা ব্রজকুলে ভুজয়োর্বলেন।
লীলাশতৈস্তদপি কিং কুলযোষিতস্ব-
মুন্মাদমুদ্বহসি মাধব রাধিকায়াঃ ? ॥ ৫ ॥

পৌর্ণ। অলম্পটীভব লম্পটো মা ভূঃ। গূঢ়ার্থমাহ, অলং অতিশয়েন পটীভব পটায়মানঃ সদা তিষ্ঠেত্যর্থঃ।

কৃষ্ণ। গূঢ়ার্থবোধকব্যঞ্জকং কিঞ্চিদ্বিহসনং প্রকটার্থমাদায় প্রত্যাহ। কৃতং পর্য্যাপ্তং অলমিত্যর্থঃ। "গোপী শ্যামা শারিবা স্যাদনান্তা" ইত্যমরঃ।

মধু। কিং অস্মাকং শ্যাময়া গৌরী এব মৃগ্যতে ॥

পৌর্ণ। নয়েন বিনয়েনোপপন্নঃ ॥ ৫ ॥

দীর্ঘশ্বাসে হৃদয়ের মল্লিকামালা ম্লান হইয়াছে, আহা ! এই গোকুলে এমন ধন্যা কোন রমণী বাস করিতেছে, যাহার দ্বারা ইনি অতি শীঘ্রই এই অপূর্ব্বা অথচ সুতীব্রা ধ্যাননিষ্ঠা দশা প্রাপ্ত হইলেন ?

অথবা আর সন্দেহেরই বা প্রয়োজন কি ? নিশ্চয় বোধ হইতেছে, বৎসা রাধিকাই ইহার কারণ।

কৃষ্ণ। (পৌর্ণমাসীকে দেখিয়া নিকটে যাইয়া) ভগবতি ! প্রণাম করিতেছি। ৪

পৌর্ণমাসী। নাগর ! গোপীদিগের স্তনতটে অলম্পট হও। *

কৃষ্ণ। (কিঞ্চিৎ হাস্যপূর্ব্বক) এরূপ পিষ্টপেষ আশীর্ব্বাদে প্রয়োজন

---

* "অলম্পটীভব"—লম্পট হইও না। অন্যপক্ষে "অলং পটীভব" অর্থাৎ পটের বা বস্ত্রের ন্যায় হইয়া গোপীদিগের স্তনতট অলঙ্কৃত কর।

মধুমঙ্গলঃ। অই বিবরীদবাদিণি! বুড়্‌টিএ! চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ, তুজ্‌ঝ রাহিআএ জ্জেব্ব এসো অহ্ম পিঅবঅস্‌সো উম্মাদিও। জং সেহরসিঙ্গবেত্তাইং দাণীং কাহং বিব্‌ভট্টাই ত্তি ণ জাণদি ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণঃ। (সলজ্জং) আর্য্যে! বাচাটোঽয়ং বটুর্মৃষা জল্পতি। কিন্তু নিশ্চিতং তে ব্যাহরামি ন তাসু মচ্চিত্তরাগস্তদ্গোপীষু। তদত্র তত্ত্বতঃ পৃচ্ছ্যতাময়ং ॥

মধু। হে রিপরীতবাদিনি বৃদ্ধে! তিষ্ঠ তিষ্ঠ, তব রাধিকয়া এব এষ অস্মৎপ্রিয়বয়স্যঃ উন্মাদিতঃ। যৎ শেখরশৃঙ্গবেত্রাণি ইদানীং কুত্র বিভ্রষ্টানীতি ন জানাতি ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণঃ। "বাচাটো বহু গর্হ্যবাক্"ইত্যমরঃ ॥

নাই, যেহেতু আমি গোপী নামে প্রসিদ্ধা শ্যামলতাকেও করপল্লবের দ্বারা স্পর্শ করি না।

মধুমঙ্গল। (হাস্যপূর্ব্বক) আমাদের শ্যামার প্রয়োজন কি, আমরা গৌরীরই অনুসন্ধান করিতেছি।

পৌর্ণমাসী। (পরিহাসের সহিত ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) তুমি গোপ-রাজের তনয়, ন্যায়পরায়ণ, তুমি শত শত লীলার দ্বারা ভুজবলে গোকুলে খ্যাতিলাভ করিয়াছ, তবে কেন তুমি কুলনারী রাধিকাকে উন্মত্ত করিলে? ৫

মধুমঙ্গল। অয়ি বিপরীতবাদিনি বৃদ্ধে! থাম থাম, তোমার রাধিকার দ্বারাই আমার প্রিয়বয়স্য উন্মাদিত হইয়াছেন। যেহেতু, ইঁহার চূড়া, শিঙ্গা, বেত্র যে কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, তাহা ইনি জানিতেও পারেন নাই। ৬

কৃষ্ণ। (লজ্জাসহকারে) আর্য্যে! এই বাচাল বটু মিথ্যা কথা বলিতেছে। কিন্তু আমি আপনাকে নিশ্চিতভাবে বলিতেছি যে,

মধুমঙ্গলঃ। অজ্জে! সচ্চং সচ্চং অহ্ম পিঅবঅস্সস্স হিঅঅস্স অজ্জ বি রাও তুহ্ম গোইআণং অঙ্গেসু মএ ণ দিট্‌ঠোহত্থি। পত্‌থুদ তাণং অঙ্গরাও জেব্ব ইমস্‌স হিঅএ দীসই॥

কৃষ্ণঃ। (সপ্রণয়রোষং) ধিঙ্মূর্খ! বিশ্রম্ভাদাদৃতোঽপি জিহ্মতাং ন জহাসি॥

পৌর্ণমাসী। সত্যমাহ বটুঃ॥ ৭॥

তথাহি॥

কামং সদ্‌গুণমণ্ডলাশ্রয়তয়া তন্বন্মহিষ্ঠাং রুচিং
বৈচিত্রীভরভাক্ সদা শুভদশাশ্রেণীশ্রিয়ামাস্পদং।
বংশীহুঙ্কৃতি লীলয়া শিথিলতামেণীদৃশাং নীয়তে
বাসঃ কংসনিসূদনাদ্য ভবতা দেহেষু গেহেম্বপি॥ ৮

মধু। আর্য্যে! সত্যং সত্যং অস্মৎপ্রিয়বয়স্য হৃদয়স্য অদ্যাপি রাগো তব গোপিকানাং অঙ্গেষু ন ময়া দৃষ্টোঽস্তি প্রত্যুত তাসাং অঙ্গরাগ এব অস্য হৃদয়ে দৃশ্যতে। অঙ্গরাগঃ কস্তুরীকুঙ্কুমাদিলেপবিশেষঃ॥ ৭॥

পৌর্ণ। কামমিতি। হে কংসনিসূদন! অদ্য এণীদৃশাং দেহেষু গেহেম্বপি বাসঃ ত্বয়া শিথিলতাং শৈথিল্যং নীয়তে। সান্তং নপুংসকং বস্ত্রপর্য্যায়ং

আপনার গোপীগণে আমার চিত্তের অনুরাগ নাই। ইহা সত্য কি মিথ্যা, তাহা যথার্থরূপে এই বটুকে জিজ্ঞাসা করুন।

মধুমঙ্গল। আর্য্যে! সত্য সত্য আমাদের প্রিয় বয়স্যের হৃদয়ের রাগ অদ্যাপি তোমার গোপী সকলের অঙ্গে দেখি নাই, কিন্তু তাহাদেরই অঙ্গরাগ ইঁহার হৃদয়ে দেখা যাইতেছে।

কৃষ্ণ। (প্রণয়যুক্ত ক্রোধের সহিত) ধিক্ মূর্খ! বিশ্বাস করিয়া আদর করিলেও কুটিলতা ত্যাগ করিতেছ না।

পৌর্ণমাসী। বটু সত্য কথাই বলিয়াছে। ৭

আরও শুন—হে কংসনিসূদন! শোভনগুণ আশ্রয়ে যাহা মহতী কান্তি বিস্তার করিতেছে, যাহা সর্ব্বপ্রকার শুভদশাশ্রেণী আশ্রয়স্থল

মধুমঙ্গলঃ। অজ্জে কিম্পি ণ জাণাসি জং বংশীহুঙ্কিদি লীলাএ ত্তি ভণাসি। দিট্‌ঠং তহিং দিঅহে কন্নআণং তীরট্‌ঠি-দাইং অম্বরাইং অপ্পণো হত্থেণ উক্‌খিবিঅ ইমিণা কন্ধে ণিক্‌খিত্তাইং॥

অদন্তং পুংলিঙ্গং বসতিপর্য্যায়ঞ্চ বাস ইতি পদম্ বংশ্যাঃ যা হুঙ্কৃতিস্তল্লীলয়া লীলামাত্রেণেত্যর্থঃ। কীদৃশং বাসঃ? সতীনাং শোভনানাং গোপীনাং যন্মণ্ডলং তদাশ্রয়তয়া মহিষ্ঠাং রুচিং কান্তিং তন্বৎ বিস্তারয়ৎ। কীদৃশো বাসঃ? সন্তো যে গুণা ধনধান্যাদিসম্পত্ত্যভিজনকৌলীন্যাদয়ঃ তেষাং যন্মণ্ডলং তদাশ্রয়তয়া মহিষ্ঠাং রুচিং রোচকতাং তন্বন্ বিস্তারয়ন্। বৈচিত্রীং শুক্লনীলরক্তাদিভিঃ স্রকচন্দনাদিভিঃ সম্ভোগানাং বিবিধ-প্রকারত্বাচ্চ। বাসপক্ষে বিবিধগৃহাদিভিঃ পরিচিহ্নিতত্বাচ্চ। শুভা যা বস্ত্রস্য দশা শ্রেণী তত্র যা শ্রিয়ঃ শোভাস্তাসামাস্পদমাশ্রয়ঃ। শুভগ্রহাণাং গুরুশুক্রাদীনামেব যা দশান্তর্দশা তস্যাঃ যাঃ শ্রেণ্যঃ পরম্পরাস্তাসু যাঃ শ্রিয়ঃ শাস্ত্রপ্রোক্তাঃ সম্পত্তয়ঃ॥ ৮ ॥

মধু। আর্য্য কিমপি ন জানাসি যৎ বংশীহুঙ্কৃতিলীলয়েতি ভণ্যসে দৃষ্টং তস্মিন্ দিবসে কন্যকানাং তীরস্থিতানি অম্বরাণি আত্মনো হস্তেন উৎক্ষিপ্য অনেন তত্র স্কন্ধে নিক্ষিপ্তানি।

যাহা নানারূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ তুমি তোমার বংশীহুঙ্কারের লীলার দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক হরিণনয়না গোপীদিগের সেই গৃহবাস * ও অঙ্গের বাস শিথিল করিয়াছ। ৮

মধুমঙ্গল। আর্য্যে! আপনি কিছুই জানেন না তাই বংশীহুঙ্কৃতির কথা বলিতেছেন। আমি সেদিন নিজেই দেখিয়াছি যে, প্রিয় বয়স্য ব্রজকুমারীদিগের যমুনাতীরস্থ বস্ত্রসকল নিজ হস্তে উত্তোলন করিয়া তথায় স্কন্ধে নিক্ষেপ করিল।

---

* বাস—এখানে "বাস" শব্দে বস্ত্র ও বসতিস্থল এই দুইটি অর্থ ই প্রকাশ হইতেছে। "দশা"—শব্দেও শ্রেণী ও গুরু-শুক্রাদি গ্রহগণের দশা, এই উভয়ই বুঝাইতেছে।

কৃষ্ণঃ। (সভ্রূভঙ্গং বটুমাবার্য্য) আর্য্যে! হুঙ্কারাদপি তথাভাবাদ্ভবদ্গোপিকানামভিব্যক্তঃ সাধ্বীভাবপ্রভাবঃ ॥

ললিতা। (সংস্কৃতেন)

কেনাপি ধূর্ত্তপতিনা খলু শিক্ষিতোঽসি
মন্ত্রং বশীকরণকারণমৌষধং বা।
পুণ্যোজ্জ্বলান্যখিলগোপবিলাসিনীনাং
যেন ত্বয়া গৃহসুখানি বিলুণ্ঠিতানি ॥

মধুমঙ্গলঃ। সচ্চং কহেদি ললিদা। অণ্ণধা মন্তাদিমন্তরেণ পব্বদুত্তুঙ্গা মহাদাণআ ণবিন্দীবরাদোবি সোম্মসীদলপইদিণা কধং ইমিণা সংহরিজ্জন্তি ॥ ৯ ॥

ললিতা। অজ্জ জস্স সুমরণং বি তথা সন্তাবণং।
ত এদং পপ্পণো পিঅবঅস্সং মা কৃখু সীদলং ভণ ॥

মধু। সত্যং কথয়তি ললিতা। অন্যথা মন্ত্রাদিমন্তরেণ পর্ব্বতোত্তুঙ্গা মহাদানবা নবেন্দীবরতোঽপি সৌম্যশীতলপ্রকৃতিনা কথম্ অনেন সংহ্রিয়ন্তে। মহাবলিষ্ঠ-মায়াবিদৈত্যবধাদৌ মন্ত্রৌষধাদীনাং সামর্থ্যাসম্ভাবনাস্মদ্বয়স্যপ্রকৃতিরেবেয়ং নারীগণমনোহারিণীতি দ্যোতিতম্ ॥ ৯ ॥

ললিতা। আর্য্য! যস্য স্মরণমপি তথা সন্তাপনং অনেন সখ্যাঃ কৃষ্ণে প্রেমাতিশয়ো ব্যঞ্জিতঃ। তৎ ইদং আত্মনো বয়স্যং মা খলু শীতলং ভণ।

কৃষ্ণ। (ভ্রূভঙ্গিপূর্ব্বক বটুকে নিবারণ করিয়া) আর্য্যে! আপনার গোপিকাদিগের যত সাধ্বীভাব তাহা ঐ হুঙ্কৃতিতেই ব্যক্ত হইয়াছে।

ললিতা। যাহার সাহায্যে তুমি অখিল গোপাঙ্গনাদিগের পুণ্যের দ্বারা উজ্জ্বল গৃহসুখ সমুদয় লুণ্ঠন করিয়াছ, তুমি কোন ধূর্ত্তরাজের নিকট হইতে সেই বশীকরণের মন্ত্র বা ঔষধ শিক্ষা করিয়াছ ?

মধুমঙ্গল। ললিতা সত্য কথাই বলিতেছে। না হইলে, মন্ত্রাদি

মধুমঙ্গলঃ। ভো বঅস্স পইদিসীদলো বি তুমং গোইআহিং উণ্হো ভণিজ্জসি। তা পফংসিঅ জাণিস্সং (ইতি কৃষ্ণ-বক্ষসি হস্তং বিন্যস্য সসম্ভ্রমং) অহো সচ্চং জেব্ব কহেদি ললিদা। (ক্ষণং বিমৃশ্য) ললিদে বিণ্ণাদং বিণ্ণাদং তুহ রাহিআ চ্চেঅ ণূণং উণ্হা জাএ হিঅঅবট্টিণীএ চন্দকোড়িসীদলো এসো বি উণ্হীকিও॥ ১০॥

ললিতা। অজ্জ এত্থ রাঅপট্টপত্থরসুন্দরে হিঅএ তাএ দুরন্ত-

মধু। ভো বয়স্য! প্রকৃতিশীতলোঽপি ত্বং গোপিকাভিশ্চ উষ্ণো ভণ্যসে তৎ স্পৃষ্ট্বা জানামি। অহো আশ্চর্য্যং সত্যমেব কথয়তি ললিতা। ললিতে বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং তব রাধিকা এব নূনং উষ্ণা। যয়া হৃদয়বর্ত্তিন্যা চন্দ্রকোটিশীতলোঽপি এষ উষ্ণীকৃতঃ। হৃদয়বর্ত্তিন্যা ইত্যনেন ততোঽপি মদ্বয়স্যস্য প্রেমভর ইতি ব্যঞ্জিতম্॥ ১০॥

ললিতা। আর্য্যে! অত্র রাজপট্টপ্রস্তরসুন্দরে হৃদয়ে তস্যা দুরন্ত-প্রেমসৌকুমার্য্যভূতায়া মম সখ্যাঃ কুতঃ প্রবেশঃ সম্ভাব্যতে যেন

ব্যতীত নব ইন্দীবর হইতে সৌম্য শীতল প্রকৃতি এই প্রিয় বয়স্যের দ্বারা পর্ব্বতোপম মহাদানবগণ কিরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হইল? ৯

ললিতা—যাহার স্মরণও সন্তাপনস্বরূপ তোমার সেই প্রিয়বয়স্যকে আর শীতল বলিও না।

মধুমঙ্গল। বয়স্য! তুমি স্বভাবতঃ শীতল হইলেও গোপিনীগণ তোমাকে উষ্ণ বলিতেছে। অতএব তোমাকে একবার স্পর্শ করিয়া দেখিব। (এই বলিয়া কৃষ্ণবক্ষে হস্তবিন্যাস পূর্ব্বক সম্ভ্রমসহকারে) অহো! ললিতা ত সত্য কথাই বলিয়াছে। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) ললিতে! ঠিক্ বুঝা গিয়াছে, তোমার রাধিকাই উষ্ণা, যেহেতু ইনি হৃদয়ে অবস্থিতা হইয়া কোটিচন্দ্র অপেক্ষাও সুশীতল আমার এই বয়স্যকে উত্তপ্ত করিয়াছেন। ১০

ললিতা। আর্য্য! এই রাজপট্ট প্রস্তরের ন্যায় সুন্দর হৃদয়ে

পেম্ম সোকুমাজ্জহোদাএ মহ সহীএ কুদো পবেসো সংভাবীঅদি ॥ ১১ ॥

মধুমঙ্গলঃ। (সরোষং) চবলে অহ্ম বঅস্সো তদো বি তুহ্ম সহীদো বিব্ভরং সিণেহকোমলো জং এসো বঞ্চিদণিন্দো জোইন্দো বিঅ একগ্গচিত্তো ণং জ্জেব্ব সব্বদাচিন্তেই ॥

কৃষ্ণঃ। (সাপত্রপং) ধিগ্বাচাল; কৃতমলীকেন নর্ম্মপুঞ্জেন ॥

ললিতা। (স্বগতং) দিট্ঠিআ বড্ঢদি পিঅসহী ॥ ১২ ॥

বজ্রতুল্যমেতস্য হৃদয়ং কথং তস্যাং প্রেম বর্ত্ততে ইতি জ্ঞাতব্যমিতি প্রশ্নো ব্যজ্যতে ॥ ১১ ॥

মধু। সরোষং ইতি ব্রাহ্মণস্বাভাব্যং বিদূষকস্যাপি পর্য্যবসানে বৈদগ্ধ্যবর্ণনস্যানৌচিত্যাৎ নাটকে প্রকৃতিবিপর্য্যয়দোষাপত্তেশ্চ ব্যঞ্জনা-বৃত্তিং ত্যক্ত্বা অভিধয়ৈব ললিতাব্যঞ্জিতপ্রশ্নোস্যোত্তরমাহ। চপলে অস্মদ্বয়স্যঃ ততোঽপি যুষ্মৎসখীতো নির্ভরং স্নেহকোমলঃ। যৎ এষ বঞ্চিতনিদ্রো যোগীন্দ্র ইব একাগ্রচিত্তঃ এনামেব সর্ব্বদা চিন্ততে।

ললি। দিষ্ট্যা বর্দ্ধতে প্রিয়সখী ॥ ১২ ॥

নিতান্ত প্রেম-সুকুমারী আমার সখীর প্রবেশ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? ১১

মধুমঙ্গল। (রোষের সহিত) হে চপলে! আমার বয়স্য তোমার সখীর অপেক্ষা স্নেহভরে অতিশয় সুকোমল; যেহেতু, ইনি নিদ্রা ত্যাগ করিয়া যোগীন্দ্রের ন্যায় একাগ্রচিত্তে রাধিকাকে সর্ব্বদা চিন্তা করিতেছেন।

কৃষ্ণ। (লজ্জা সহকারে) ধিক্ বাচাল! অলীক পরিহাসে আর লাভ কি ?

ললিতা। (স্বগত) সৌভাগ্যবশে যাহা শুনিলাম, তাহাতে ত প্রিয় সখীর সৌভাগ্যই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১২

পৌর্ণমাসী। সুন্দর বিশ্রাম্যতু নর্ম্মমুদ্রা। সমাকর্ণয় মদ্বিবক্ষিতং॥

হিত্বা দূরে পথি ধবতরোরন্তিকং ধর্ম্মসেতো-
র্ভঙ্গোদগ্রা গুরুশিখরিণং রংহসা লঙ্ঘয়ন্তী।
লেভে কৃষ্ণার্ণব নবরসা রাধিকাবাহিনী ত্বাং
বাগ্বীচিভিঃ কিমিব বিমুখীভাবমস্যাঃ করোষি॥ ১৩॥

মধুমঙ্গলঃ। অই সুদ্ধবুদ্ধিএ অজ্জবি এদং চ্চেঅ পুচ্ছসি।

হে কৃষ্ণার্ণব! রাধিকাবাহিনী রাধিকানদী ত্বাং লেভে। কিং কৃত্বা ধবতরোর্নিকটমপি দূরে পথি হিত্বা ধববৃক্ষা যত্র স্যুস্ততো নদ্যো ন নিঃসরন্তীতি প্রসিদ্ধেঃ; পক্ষে অত্র ধবো ভর্ত্তা। ধর্ম্ম এব সেতুস্তস্য ভঙ্গে উদীর্ণমগ্রং যস্যাঃ। গুরুং বিশালং শিখরিণং গুরুজনঞ্চ শিখরিতুল্য-কঠোরং। গুরুং গুরুজনমেব শিখরণমিতি বা রংহসা বেগেন নবো নূতনঃ রসো জলীয়স্বাদুত্বং স্রোতোভিঃ ক্বাপি অপর্য্যুষিতত্বাৎ। নব শান্তশৃঙ্গারাদয়ো রসা যস্যাং ক্বচিদ্ধি শ্লেষাদৌ নির্ব্বেদাদিস্থায়িত্বেন শান্তাদীনামুদ্বোধাৎ ত্বঞ্চ সমুদ্র ইব বাগভিরেব বীচিভিঃ কিমিতি বৈমুখ্যং করোষীতি॥ ১৩॥

মধু। অয়ি শুদ্ধবুদ্ধে অদ্যাপি ইদমেব পৃচ্ছসি। পশ্য কূজন্তানাং হতকোকিলানাং ইদং বিত্রাসনার্থং ইদং পুষ্পকোদণ্ডং নির্ম্মিতং। তেন

পৌর্ণমাসী। হে সুন্দর! পরিহাস এখন থাকুক। আমার যাহা অভিপ্রায় তাহা শ্রবণ কর।

হে কৃষ্ণার্ণব! ধবতরুর সামীপ্য দূরপথে পরিত্যাগপূর্ব্বক সবলে ধর্ম্মসেতু ভঙ্গ করিয়া গুরুজনরূপ বিশাল পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন পুরঃসর নবরস-পূর্ণা * রাধানদী তোমাকে লাভ করিয়াছে, তবে কেন বাক্যরূপ তরঙ্গের দ্বারা তুমি ইহার বিমুখীভাব উৎপাদন করিতেছ? ১৩

মধুমঙ্গল। অয়ি শুদ্ধবুদ্ধিশালিনি! তুমি এখনও এই কথা জিজ্ঞাসা

---

* "নব" শব্দে ৯ এই সংখ্যা এবং নূতন এই দুইই বুঝায়। অতএব "নবরসা" শব্দে নবানুরাগপূর্ণা বা শান্তদাস্যাদি নববিধ রসের আশ্রয়ীভূতা—এই দুইটির যে কোন অর্থই বুঝাইতে পারে।

পেক্‌খ কুহুন্তাণং হদকোইলাণং বিত্তাসণত্থং মএ এদং পুপ্‌ফকোঅণ্ডং ণিম্মিদং ॥

পৌর্ণমাসী। চন্দ্রানন সাপি বৎসা—

আলীনাং প্রতিহাররোধনবিধৌ বীক্ষ্য প্রযত্নাবলীং
বালা তর্কিতমাধবীপরিমলস্ফূর্ত্তির্ভয়াদ্বেপতে।
কিঞ্চালোক্য সুধাংশুকান্তসলিলস্যন্দানলিন্দে ক্ষণা,-
দেনাঙ্কোদয়শঙ্কিনী বিকলতামাতন্বতী মূর্চ্ছতি ॥

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) হন্ত কঠোরোঽয়ং দশাবিবর্ত্তঃ ॥

পৌর্ণমাসী। হন্ত সুন্দর!

প্রণয়িষু মিলিতেষু প্রেমভাজামুপেক্ষা
ঘটয়তি কটুপাকান্যুচ্চকৈর্দূষণানি।

বাচা প্রাতিকূল্যাচরণমস্য ন বাস্তবং ত্বয়া জ্ঞেয়ং প্রত্যুত এতস্য ঈদৃশীং দশামালোচ্য স্বয়ং এব ত্বং শীঘ্রং তৎ প্রাপ্ত্যুপায়ং চিন্তয়েতি দ্যোতিতং।

পৌর্ণ। সাপীত্যপিকারেণাভিব্যজ্যমানমর্থমঙ্গীকৃত্যাহ আলীনামিতি প্রতিহারস্য দ্বারস্য। সুধাংশুকান্তেতি চন্দ্রকান্তশিলাতো গলিতবান্ জলবিন্দুনিত্যর্থঃ।

পৌর্ণ। প্রণয়িম্বিতি। কটুপাকানি কটুঃ পাক উদর্কো যেষু তান্যেবাহ দিনগণিরিতি নিখিলমিতি অস্মদাদি ললিতাপ্রভৃতিকং প্রায়ঃ

করিতেছ! দেখ, কুহুরবকারী হতভাগা কোকিলকুলকে ভয় দেখাইবা জন্যই আমি এই পুষ্পধনুক নির্ম্মাণ করিয়াছি।

পৌর্ণমাসী! চন্দ্রানন! তাহার কথাও শ্রবণ কর—সেই বালা সখীদিগের দ্বাররোধ করিবার জন্য যত্নাতিশয় দেখিয়া মনে মনে বুঝিয়া মাধবী পুষ্পের পরিমল স্ফুরণের ভয়ে আকুল হইয়া কাঁপিতে থাকে—আর অলিন্দে চন্দ্রকান্তমণি হইতে জলক্ষরণ দেখিয়া শীঘ্রই চন্দ্র উদয়ের ভয়ে বিকলতা বিস্তার পূর্ব্বক মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেছে ॥

কৃষ্ণ। (স্বগত) এ যে দেখিতেছি বড়ই কঠোর দশা।

দিনমণিরনুরাগী প্রোজ্ঝ্য সন্ধ্যাং হি রক্তাং
তমসি নিখিলমুগ্রে মজ্জয়ত্যেষ লোকং ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণঃ। (সলজ্জং নম্রীভবতি)

পৌর্ণমাসী। (পুনর্নিভাল্য। সানন্দং স্বগতং) দিষ্ট্যায়ং স্মিতালিঙ্গিতমিঙ্গিতমঙ্গীকুর্ব্বন্ দক্ষিণং ন্যমীলয়দীক্ষণং। (প্রকাশং) গোকুলানন্দ পুরস্তাদিয়ং মাকন্দবেদী স্বয়মলংকর্ত্তব্যা। যথা নিমীলতি হেলিবিম্বে সখ্যোরেকতরা ত্বামভীষ্টদেশং প্রাপয়তি ॥

কৃষ্ণঃ। (সাপত্রপং) যথাহ ভগবতী। (ইতি সবয়স্যো নিষ্ক্রান্তঃ)

সমস্তগোকুলমেব সন্ধ্যাস্থানীয়া রাধা দিনমণিস্থানীয়মাত্মানঞ্চ হিকারাৎ সমুচ্চয়াবধারণার্থত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

পৌর্ণমাসী। দক্ষিণং ন্যমীলয়দিতি। বিষ্ণোর্দক্ষিণনেত্রস্য সূর্য্যত্বাত্তন্নিমীলনেন সন্ধ্যাসঙ্কেতকাল ইতি সূচয়তি। হেলিবিম্বে সূর্য্যবিম্বে ॥ ১৫ ॥

পৌর্ণমাসী। ওহে সুন্দর! এই অনুরাগী দিবাকর রক্তা সন্ধ্যাকে পরিত্যাগ করিয়া যেমন নিখিল লোককে ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন করেন, তদ্রূপ মিলিত প্রণয়িজনসমূহে প্রেমাস্পদদিগের উপেক্ষা কটুপাকরূপ গুরুতর দোষ সকলের ঘটনা করিয়া থাকে। ১৪

কৃষ্ণ। (সলজ্জে নত হইলেন)

পৌর্ণমাসী। (পুনরায় দেখিয়া আনন্দভরে স্বগত) সৌভাগ্যবশেই ইনি হাস্যালিখিত ইঙ্গিত অঙ্গীকার করিয়া দক্ষিণ চক্ষু নিমীলিত করিলেন। (প্রকাশ্য) গোকুলানন্দ! তুমি পুরোবর্ত্তী এই আম্রবেদিকায় স্বয়ং অবস্থান করিও, সূর্য্যবিম্ব অস্তগত হইলে এই সখী দুই জনের কেহ আসিয়া তোমাকে অভীষ্টস্থানে লইয়া যাইবে।

কৃষ্ণ। (লজ্জাসহকারে) ভগবতীর আদেশ প্রতিপালিত হইবে। (ইহা বলিয়া সখার সহিত প্রস্থান)

পৌর্ণমাসী। পুত্রি ললিতে! কামং নির্বৃতাস্মি। তদেহি রাধামনুসরাব। (ইত্যুভে পরিক্রামতঃ)

(ততঃ প্রবিশতি বিশাখয়া সহ সংকথয়ন্তী রাধা) ॥ ১৫ ॥

রাধা। (সংস্কৃতেন)

সখি জল্পিতনারিকেলনীরং
স্মিতকর্পূরাবৃতং হরের্নিপীয়।
তনুসঙ্গসুধাং বিনা ন তস্য
গ্লপিতাং গরলেন জীবিতাস্মি ॥

বিশাখা। অই অবিণ্ণাদণিঅমাহপ্পে তাদিসো তুহ রাঅস্স গরিমা জেন সো কৃখু সামসুন্দরো বাঢ়ং রত্তীকিদো তধা বি অত্তণো মলিণং সঙ্কসি ॥ ১৬ ॥

রাধা। কর্পূরমিলনাদ্বিষমিতি বৈদ্যশাস্ত্রে প্রসিদ্ধেঃ॥

বিশা। অয়ি অবিজ্ঞাতনিজমাহাত্ম্যে তাদৃশস্তব রাগস্য গরিমা যেন স খলু শ্যামসুন্দরোঽপি বাঢ়ং রক্তীকৃতঃ তথাপি আত্মানং মালিন্যং শঙ্কসি॥ ১৬ ॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি ললিতে! এতক্ষণে যথেষ্ট শান্তি পাইলাম। তবে এস, এখন রাধিকার নিকট গমন করি।

(এই বলিয়া উভয়ের পরিক্রমণ)

(অতঃপর বিশাখার সহিত কথা বলিতে বলিতে রাধার প্রবেশ)। ১৫

রাধা। হরির কথারূপ নারিকেলের জল মৃদুহাস্যরূপ কর্পূরের দ্বারা আবৃত থাকে; আমি তাহা পান করিয়া গরল-জ্বালায় কাতর হইয়াছি। তাহার অঙ্গসঙ্গরূপ অমৃত ব্যতিরেকে জীবিত থাকিতে পারিতেছি না।

বিশাখা। সখি! তুমি নিজের মাহাত্ম্য অবগত নহ, তোমার রাগের এ প্রকার মহিমা যে, তাহার দ্বারা শ্যামসুন্দরও অতিশয় রাগে অনুরঞ্জিত হইয়াছেন, কিন্তু তথাপি তুমি নিজের মালিন্য আশঙ্কা করিতেছ। ১৬

রাধিকা। (পুনঃ সংস্কৃতেন)

নালিকিনীং নিশি ঘনোৎকলিকামশঙ্কং
ক্ষিপ্ত্বাবৃতীরতনুবন্যগজঃ ক্ষুণত্তি।
অত্রানুরাগিণি চিরাদুদিতেঽপি ভানৌ
হা হন্ত কিং সখি সুখং ভবিতা বরাক্যাঃ॥

পৌর্ণমাসী। (পুরো রাধাং দৃষ্ট্বা) পুত্রি ললিতে! সখ্যাস্তব প্রেমোক্তিমুদ্রামুদ্ঘাটয়িতুমুৎকণ্ঠিতাস্মি। তদ্ভবত্যা তূষ্ণী-মেব ভবিতব্যং॥

ললিতা। জং আণবেদি তথ হোদু॥

পৌর্ণমাসী। (রাধামুপেত্য সকৈতববিষাদং)

নালিকিনীং কমলিনীং অতনুঃ কন্দর্প এব বন্যগজঃ। ক্ষুণত্তি চূর্ণয়তি। প্রাতর্যদা যা জীবেৎ তদা তাং সূর্য্যো বিকাশয়েৎ তত্তু ন সম্ভবতীতি ভাবঃ। ততশ্চ অধুনৈব যথা মিলতি কৃষ্ণস্তথোপায়শ্চিন্ত্য-তামিতি দ্যোত্যতে।

ললি। যথা আজ্ঞাপয়তি তত্তু ভবতু।

রাধিকা—হায় সখি! রজনীযোগে নির্ভয়ে যদি কন্দর্পরূপ বন্যহস্তী উৎকলিকাপদ্মিনীর আবরণ ক্ষেপণ করিয়া তাহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলে, তবে অত্যল্পকাল পরে প্রভাতে অনুরাগী রবি উদিত হইলে ঐ বরাকীর কি সুখ সাধিত হইতে পারে?

পৌর্ণমাসী। (সম্মুখে রাধিকাকে দেখিয়া) পুত্রি ললিতে! আমি তোমার সখীর প্রেমোক্তি চিহ্ন সমুদয় নিজে উদ্ঘাটিত করিয়া তাহার স্বরূপ দর্শনে উৎকণ্ঠিতা হইয়াছি; অতএব তুমি নির্ব্বাক্ হইয়া অবস্থান কর।

ললিতা। আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন তাহাই হউক।

পৌর্ণমাসী। (রাধার নিকটে আসিয়া কপট বিষাদের সহিত)

ভবদঙ্গসঙ্গবিধয়ে প্রিয়োক্তিভি-
মু্হুরর্থিতোঽপি মদিরাক্ষি মাধবঃ।
মনুতে মনাগপি নহীতি হৃদ্ব্যথা
প্রতিকারযুক্তিরপরা বিধীয়তাং॥

রাধিকা। (সব্যামোহং) অলং এত্থ লজ্জিদেণ (ইত্যঞ্জলিং বদ্ধা)

অব্ভংলিহম্মি ডহণে লডহং রঙ্গণলদং লিহন্তম্মি।
কা পড়িআরে জুত্তী মুক্কিঅ সামঘণুল্লাসং॥ ১৭॥

পৌর্ণমাসী। জরত্যাস্ত্বং নপ্ত্রী স তু কমলয়া লালিতপদঃ কথঙ্কারং
তস্মৈ মুহুরসুলভায় স্পৃহয়সি।
প্রসীদ ব্যাহারে মম রচয় চেতো দিবিচরং
গৃহীতুং পাণিভ্যাং বিধুমহহ মাভূঃ কুতুকিনী॥

রাধি। অলমত্র লজ্জিতেন। অভ্রংলিহে দহনে শোভনাং রঙ্গণলতাং লিহতি; কা প্রতিকারে যুক্তিস্ত্যক্ত্বা শ্যামঘনোল্লাসং। অল্পমাত্রস্যাপি দহনস্য রঙ্গণলতাদাহ সম্ভবেঽপি তদর্থং মেঘপর্য্যন্তব্যাপকবহ্নেরেতস্য প্রতিকারঃ কিং কলসাদিভূতৈর্জলৈর্ভবতি কিন্তু শ্যামলবর্ণো মেঘো যদি নির্ভরং বর্ষতি। নান্যথেতি ভাবঃ॥ ১৭॥

হে মদিরাক্ষি! মিষ্টবাক্যের দ্বারা মাধবকে তোমার অঙ্গ সঙ্গবিষয়ে বারংবার প্রার্থনা করিলেও তিনি তাহাতে কিছুমাত্র সম্মত হইলেন না, অতএব হৃদয়ের ব্যথার প্রতিকারের অন্য কোনও যুক্তি কর।

রাধিকা। (অতিশয় ব্যথার সহিত) এ বিষয়ে আর লজ্জার প্রয়োজন কি? (ইহা বলিয়া অঞ্জলি বন্ধন করিয়া)

আকাশচুম্বী প্রচণ্ড অগ্নি রঙ্গণলতা দগ্ধ করিতেছে এমত অবস্থায় আকাশের শ্যামঘনের বর্ষণ ব্যতীত তাহার অন্য কি প্রতিকারের যুক্তি থাকিতে পারে? ১৭

পৌর্ণমাসী। তুমি জরতীর নাতিনী আর স্বয়ং লক্ষ্মী তাঁহার

রাধিকা। (সগদ্গদং সংস্কৃতেন)

ময়া তে নির্ব্বন্ধান্মুরবিজয়িনি রাগঃ পরিহৃতো
ময়ি স্নিগ্ধে কিন্তু প্রথয় পরমাশীঃ স্তুতিমিমাং।
মুখামোদোদ্গারে গ্রহিলমতিরদ্যৈব হি যতঃ
প্রদোষারম্ভে স্যাং বিমল-বনমালামধুকরী॥

(ইতি বৈবশ্যং নাটয়তি)

বিশাখা। ভঅবদি পরিত্তাহি পরিত্তাহি ইয়ং উত্তাণিদণেত্তা কিম্পি দারুণং দসাবিসেসং লহেদি রাহী॥

রাধিকা। হে ময়ি স্নিগ্ধে অদ্যৈব হি তত্রাপি প্রদোষারম্ভে এব নতু কালবিলম্বঃ সোঢ়ুং শক্যঃ। মধুকর্য্যাশ্চ বনমালানুশীলনে যোগ্যতা ভবেদিতি ভাবঃ। অধুনৈব প্রাণত্যাগে তদাশীর্ভবেদিতি মনসি কৃত্বা প্রাণাংস্ত্যক্তুমুপক্রামন্তীং রাধামভিপ্রেত্য সবৈকল্যমাহ।

বিশা। ভগবতি পরিত্রাহি পরিত্রাহি ইয়ং উত্তানিতনেত্রা কিমপি দারুণং দশাবিশেষং লভতে রাধা।

পদ-সেবন করিয়া থাকেন, তবে কি প্রকারে তুমি সেই দুর্ল্লভ বস্তুর প্রাপ্তির জন্য কামনা করিতেছ? অতএব কথা শুনিয়া মন স্থির কর, কৌতূহলের বশবর্ত্তিনী হইয়া হস্তের দ্বারা আকাশের চাঁদ ধরিবার চেষ্টা করিও না।

রাধিকা। (গদ্গদ স্বরে) দেবি! আপনার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে আমি সেই মুরারির প্রতি অনুরাগ পরিত্যাগ করিলাম, কিন্তু আপনি আমার প্রতি যেরূপ অনুগ্রহশীলা, তাহাতে আমার প্রতি এইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন, যাহাতে শ্রীহরির মুখসৌরভে মনোনিবেশ করিয়া অদ্য সন্ধ্যাকালেই যেন তাঁহার বিমল মালাতে মধুকরী হইয়া বিরাজ করিতে পারি। (ইহা বলিয়া বিবশতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন)

বিশাখা। ভগবতি! পরিত্রাণ করুন, পরিত্রাণ করুন। রাধিকা যে উত্তাননেত্রা হইয়া কি এক নিদারুণ দশাবিশেষ প্রাপ্ত হইলেন।

পৌর্ণমাসী। (সোদ্বেগং) হা ধিক্ হা ধিক্ কেয়ং বলাদাকৃষ্টা মহাবিপৎকালসর্পীতি। (সদয়ং রাধামালিঙ্গ্য) বৎসে সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি ভাবাভিব্যক্তয়ে প্রোৎসাহিতাসি। তদিদং যথার্থমাকর্ণ্যতাম্॥

অমিতবিভবা যস্য প্রেক্ষালবায় ভবাদয়ো
ভুবনগুরবোপ্যুৎকণ্ঠাভিস্তপাংসি বিতন্বতে।
অহহ গহনাদিষ্টানান্তে ফলং কিমভিষ্টুবে
সুতনু স তনুর্জজ্ঞে কৃষ্ণস্তবেক্ষণতৃষ্ণয়া ॥ ১৮ ॥

ললিতা। (সংস্কৃতেন)

তদ্বার্ত্তোত্তরগীতিগুম্ফিতমুখো বেণুঃ সমন্তাদভূৎ
ত্বদ্বেশোচিতশিল্পকল্পনময়ী সর্ব্বা বভূব ক্রিয়া।
ত্বন্নামনি বভূবুরস্য সুরভীবৃন্দানি বৃন্দাটবী
রাধে ত্বন্ময়বল্লিমণ্ডলঘনা জাতাস্য কংসদ্বিষঃ॥

পৌর্ণ। হে সুতনু কিং অভিষ্টুবে কিং স্তৌমি তনুঃ ক্ষীণঃ ॥ ১৮ ॥

পৌর্ণমাসী। (উদ্বেগ সহকারে) হায় হায়! ধিক্ ধিক্! এ কি আমিই যে এই মহা বিপদ্রূপ কালসর্পিণীকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলাম। (সদয়ভাবে রাধাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক) বৎসে! আশ্বস্ত হও, তোমার হৃদয়ের ভাব জানিবার জন্য আমি পরিহাস করিয়াছি। এক্ষণে যথার্থ কথা বলিতেছি শ্রবণ কর।

সুন্দরি! জগতের গুরু ও অমিত প্রভাবশালী হইয়াও শঙ্করাদি যাহার দর্শনলেশ লাভ করিবার জন্য উৎকণ্ঠাভরে কত তপস্যা করিতেছেন, সেই সুতনু তোমার দর্শনতৃষ্ণায় দিনে দিনে ক্ষীণ হইতেছেন। আহা! তোমার এই প্রকার দুর্জ্ঞেয় শুভভাগ্যের আর কি বলিয়া প্রশংসা করিব? ১৮

ললিতা। সখি! কৃষ্ণের বেণু সর্ব্বদা চারিদিকে তোমার চরিত্র-গানে উন্মুখী হইয়া রহিয়াছে, তোমার বেশের রচনায় উপযোগী শিল্প

রাধিকা। (সমাশ্বাস্য স্বগতং) চঞ্চলচিত্ত অজ্জবি ণ পত্তিআএসি॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি ললিতে! বাঢ়ং প্রগল্ভাসি। তদ্বিশাখা যাবন্মাকন্দমূলান্মুকুন্দেন সহ প্রত্যাবর্ত্ততে তাবদত্র সঙ্কেতিতে কর্ণিকারকুঞ্জে গোপয় ত্বং গোপালিকাভ্যো রাধিকাং।

মযা তু স্বকৃত্যায় গন্তব্যম্ (ইতি তিস্রো নিষ্ক্রান্তাঃ)

বিশাখা। (তদূরং পরিক্রম্য) সো মাকন্দো এসো পুরো দীসই জত্থ কহ্ণো॥

রাধিকা। চঞ্চলচিত্ত অদ্যাপি ন প্রত্যাপয়সি।

বিশা। স এষো মাকন্দঃ পুরো দৃশ্যতে যত্র কৃষ্ণঃ

কর্ম্মের কল্পনায় তাহার সমস্ত ক্রিয়া নিযুক্ত হইয়াছে, তাহার গাভীসমূহকে আজ তিনি তোমারই নামে আহ্বান করিতেছেন, অদ্য সমগ্র বৃন্দাবন যেন তুমিই লতারূপে পরিপূর্ণ করিয়াছ বলিয়া কংসারির নিকট প্রতিভাত হইতেছে।

রাধিকা। (আশ্বস্ত হইয়া মনে মনে) ওহে চঞ্চল হৃদয়! এখনও কি তোর বিশ্বাস হইতেছে না?

পৌর্ণমাসী। পুত্রি ললিতে! তুমি যথেষ্ট বাক্য ব্যয় পূর্ব্বক সকল কথা প্রকাশ করিলে। অতএব যাবৎ বিশাখা আম্রমূল হইতে মুকুন্দের সহিত ফিরিয়া না আসে, ততক্ষণ তুমি রাধিকাকে অন্যান্য গোপীর নিকট হইতে এই সঙ্কেতিত কর্ণিকার কুঞ্জে গোপন করিয়া রাখ।

আমাকে স্বকার্য্য সাধনের জন্য গমন করিতে হইবে। (ইহা বলিয়া তিন জনে প্রস্থান করিলেন)

বিশাখা। (কিছু দূরে যাইয়া) এই যে সেই আম্রবৃক্ষ সম্মুখে দেখা যাইতেছে, বোধ হয় এখানেই কৃষ্ণ আছেন।

(ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণঃ)

কৃষ্ণঃ। (সোৎকণ্ঠং প্রতীচীমবলোক্য)

সত্যস্তপ্তহিরণ্যপিণ্ডমধুরং চণ্ডত্বিষো মণ্ডলং
সঙ্গং হন্ত তরঙ্গিণীরতিগুরোরঙ্গীচকারাম্ভসি।
দ্রাগেতাম্যপি ঘূকনেত্রপটলী সিদ্ধাঞ্জনক্ষোদতাং
বিভ্রন্তিদ্বিপবিভ্রমাণি রুরুধুর্ধ্বান্তানি বৃন্দাবনং॥

(সৌৎসুক্যং পন্থানমুদ্বীক্ষ্য) কথমদ্যাপি সখী কাচিন্নেত্রাধ্ব্যানি মে নাবততার।

(ইতি পরাবৃত্য প্রাচীং পশ্যন্)

সান্দ্রাঃ সুপ্তকুমুদ্বতীকুলবধূনিদ্রাভিদাকোবিদাঃ
কুর্ব্বাণাঃ কলুষশ্রিয়ং পরিভবাতঙ্কেন পঙ্কেজনীং।
সংরম্ভাদভিসারিকাভিরসকৃদ্ব্যাক্রুশ্যমাণোদ্গমা
ভাসঃ শীতকরস্য হন্ত হরিতং পূর্ব্বাং পরিষ্কুর্ব্বতে॥ ১৯॥

কৃষ্ণঃ। সোৎকণ্ঠং (তয়োরেকতরা কথং ন গচ্ছতীতি) অস্তং গচ্ছতঃ সূর্য্যস্য রোচকত্বোপচারেণ মধুরমিতি পদমুপন্যস্তং। তরঙ্গিণীরতিগুরোঃ সমুদ্রস্য। ঘূকাঃ পেচকাস্তেষাং নেত্রসমূহানাং সিদ্ধাঞ্জনচূর্ণত্বং প্রাপ্তানি দ্বিপানাং হস্তিনামিব বিভ্রমো যেষাং।

কৃষ্ণ। হরিতং দিশং॥ ১৯॥

(অনন্তর কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। (উৎকণ্ঠা সহকারে পশ্চিম দিকে দৃষ্টিপাত পুরঃসর) হায়! উত্তপ্ত হিরণ্যপিণ্ডের ন্যায় সুন্দর আদিত্যমণ্ডল তরঙ্গিণীপতি সমুদ্রের ভাগে অঙ্গ সমর্পণ করিলেন। অমনি অবিলম্বে অন্ধকাররাশি পেচকের নেত্রপটলীতে সিদ্ধাঞ্জন লেপন পূর্ব্বক হস্তিমুখের বিভ্রম ধারণ পুরঃসর সমস্ত বৃন্দাবন অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল।

(ঔৎসুক্য সহকারে পথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) কই এখনও ত কোনও সখী আমার নেত্রপথে উপস্থিত হইল না!

(ইতি বৈয়গ্র্যং নাটয়ন্)

ধ্যাত্বা ধর্ম্মং ধৃতিমুদয়িনীং কিং ববন্ধাস্থ রাধা
তীব্রাক্ষেপৈঃ কিমুত গুরুভির্ল'ম্ভিতা বা নিবৃত্তিং।
কিংবা কষ্টামভজত দশাঃ তামবিস্পন্দমন্দা-
মিন্দৌ বিন্দত্যুদয়মপি যন্নাজগামাস্থ দূতী ॥

বিশাখা। (লতান্তরে সৌদ্গ্রাবিকং) এসো নূণং উক্কণ্ঠাএ মহ-জ্জেব্ব পঅবীং বিলোএদি কহো। তা কৃখণং পরিহসিসসং॥

কৃষ্ণঃ। (সানন্দং) ইয়ং বিশাখাপি চঞ্চলপঞ্চশাখা সখী-

বিশা। লতান্তরে এষ নূনং উৎকণ্ঠয়া মমৈব পদবীং বিলোকয়তি কৃষ্ণঃ। তৎক্ষণং পরিহসিষ্যামি।

কৃষ্ণ। চঞ্চলঃ পঞ্চশাখঃ পাণির্যস্যাঃ। "পঞ্চশাখঃ শয়ঃ পাণি" রিত্যমরঃ।

(ফিরিয়া পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক)

কুমুদিনীরূপ কুলবধূর নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া পরিভবের ভয়ে পঙ্কজিনীকে হৃতশোভা করিয়া, অভিসারিকাগণের দ্বারা নানা ভাবে পুনঃ পুনঃ ক্রোধভরে তিরস্কৃত হইয়া হিমাংশুর কিরণমালা পূর্ব্বদিক্‌কে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। ১৯

(ব্যগ্রতা প্রকাশ পূর্ব্বক)

ধর্ম্ম চিন্তা করিয়া কি রাধিকা ধৈর্য্যভাবের আবির্ভাবে হৃদয় বন্ধন করিলেন? অথবা গুরুজনগণ কর্ত্তৃক কঠোর তিরস্কারের জন্যই কি তিনি নিবৃত্তি লাভ করিলেন? না চন্দ্র উদিত হওয়ায় বিরহ জ্বালায় ব্যথাভরে তিনি স্পন্দহীনা হইয়া পড়িয়াছেন?—ইহার জন্য কি এখনও দূতী আসিতে পারিল না?

বিশাখা। (লতার অন্তরালে থাকিয়া ঔৎসুক্যসহকারে গ্রীবা উত্তোলন পূর্ব্বক) এই যে কৃষ্ণ উৎকণ্ঠাভরে আমার আগমন-পথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। অতএব ক্ষণকাল ইহাঁর সহিত পরিহাস করি।

কৃষ্ণ। (আনন্দভরে) এই যে হস্তান্দোলন করিতে করিতে বিশাখা

মিলিতা (ইত্যুপসৃত্য) সখি! তবোপলম্ভাত্তামেব রম্ভোরুং লব্ধামবৈমি। যদ্বিশাখারাধয়োরদ্বৈতং ॥ ২০ ॥

বিশাখা। (মুখমানময্য মৌনমালম্বতে)

কৃষ্ণঃ। সখি কিমত্র তূষ্ণীম্ভূতাসি ॥

বিশাখা। চন্দমুহ মন্দভাইণি ম্হি। তা কিং বিণ্ণবিস্সং ॥

কৃষ্ণঃ। (সশঙ্কং) কিমর্থমিদং ॥

বিশাখা। সুন্দর ণ মে সরস্সই ণিস্সরদি। হোদু তধাবি সম্বরিদুং ণ জুত্তমিদং ॥

পক্ষে বিগতশাখাপি চঞ্চলস্ত্যঃ পঞ্চশাখা যস্য ইতি বিরোধঃ বিশাখারাধয়োরদ্বৈতমিতি। রাধা বিশাখেত্যেকপর্য্যায়ত্বাৎ ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণঃ। "তূষ্ণীং তূষ্ণীকাম্" ইত্যমরঃ।

বিশা। চন্দ্রমুখ মন্দভাগিন্যস্মি। তৎ কিং বিজ্ঞাপয়িষ্যামি।

বিশা। সুন্দর ন মে সরস্বতী নিঃসরতি। সরস্বতী বাণী। ভবতু

সথাও আসিয়া উপস্থিত! (এই বলিয়া নিকটে গমন পূর্ব্বক) যেহেতু, বিশাখা ও রাধা অভিন্ন*, এইজন্য তোমাকে পাইয়া সেই রম্ভোরু রাধিকাকে প্রাপ্ত হইলাম বলিয়া মনে হইতেছে। ২০

বিশাখা। (মুখ নত করিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন)

কৃষ্ণ। সখি কি জন্য নির্ব্বাক্ হইয়া থাকিলে?

বিশাখা—হে চন্দ্রমুখ! আমি নিতান্ত হতভাগিনী, অতএব তোমাকে আর কি বলিব?

কৃষ্ণ—(সভয়ে) এ কথা বলিতেছ কেন?

বিশাখা—হে সুন্দর! আমার মুখ হইতে কথা বাহির হইতেছে না। যাহা হউক, তথাপি গোপন করিয়া রাখা উচিত নহে।

---

* বিশাখা নক্ষত্রের নামান্তর রাধা।

(ইতি মুখবৈকৃত্যমভিনীয়)

ভো ভট্টিদারঅ সা পিঅসহী অহিমন্নুণা হদাসেণ মহুরা-পত্তণম্মি (ইত্যর্দ্ধোক্তে শুষ্কং রোদিতি) ২১ ॥

কৃষ্ণঃ। (সব্যথং) কদা নীতা নাম ?

বিশাখা। জদা ভঅবদী তুম্ম সআসং লদ্ধা ॥

কৃষ্ণঃ। (সখেদং) বিশাখে! কথঙ্কারং নীতা ?

বিশাখা। তুম্মি ভাঅং তক্কিঅ ॥

কৃষ্ণঃ। (সব্যথং) স কথং তর্কিতঃ ?

বিশাখা। লোওত্তরীহোন্তো অখো ণ কস্স তক্কণিজ্জো হোদি ?

তথাপি সম্বরিতুং গোপায়িতুং ন যুক্তমিদং। ভো ভর্ত্তৃদারক! সা প্রিয়-সখী অভিমন্যুনা হতাশেন মথুরাপত্তনে ইতি শেষঃ। নাট্যোক্তৌ রাজপুত্রো ভর্ত্তৃদারকশব্দেনোচ্যতে ॥ ২১ ॥

বিশা। যদা ভগবতী তব সকাশং লব্ধা।

বিশা। তব ভাবং তর্ক্য।

বিশা। লোকোত্তরীভবন্নসৌ ন কস্য তর্কণীয়ো ভবতি ?

(এই বলিয়া মুখ বিকৃত করিয়া)

হে গোপরাজনন্দন! হতাশ হইয়া অভিমন্যু প্রিয়সখীকে মথুরাপত্তনে লইয়া গিয়াছে। (ইহা বলিয়া শুষ্ক রোদন করিতে লাগিলেন)। ২১

কৃষ্ণ। (ব্যথা সহকারে) কখন ইঁহাকে লইয়া গেল ?

বিশাখা। যখন ভগবতী তোমার নিকটে আসিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ। (সখেদে) বিশাখে! কেন তাঁহাকে লইয়া গেল ?

বিশাখা। তোমার প্রতি তাঁহার অনুরাগ হইয়াছে, এইরূপ সন্দেহ করিয়া।

কৃষ্ণ। (ব্যথাপূর্ব্বক) কিরূপে তাহা জানিতে পারিল ?

বিশাখা। এই ভাব লোকোত্তর—অতএব উহা কাহার না গোচর হয় ?

কৃষ্ণঃ। গ্লপয়তি বপুর্দুঃশীলো মে বলান্মলয়ানিলো
বিকিরতি করৈরিন্দুঃ ক্ষোদং তুষাগ্নিভরং রুষা।
মদনহতকস্তর্জত্যেষ স্ফুটৈরলিহুঙ্কৃতৈ-
স্ত্রুটিরপি বিনা রাধাং নেতুং ময়া ন হি শক্যতে॥
(ইতি ব্যামোহং নাটয়তি)

বিশাখা। (সখেদং সসম্ভ্রমং) গোউলাণংদ ! সমস্সস সমস্সস মএ কৃখু পরিহসিদং সা তবস্সিণী তাএ রঙ্গণ-মালিআএ রক্‌খিদপরাণ ত্থি ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণ। (সমাশ্বস্য) ধূর্ত্তে ! ভদ্রেণ কদর্থিতোঽস্মি ॥

বিশাখা। অপ্পণো গুণং ণ সুমরসি ?

বিশা। গোকুলানন্দ সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি ময়া খলু পরিহসিতং সা তপস্বিনী তয়া রঙ্গণমালিকয়া রক্ষিতপ্রাণাস্তি ॥ ২২ ॥

বিশা। আত্মনো গুণং ন স্মরসি। পূর্ব্বং স্নিগ্ধেরেভিরিত্যাদির্ন বরং তাদৃশং কদর্থিতা ইতি ভাবঃ।

কৃষ্ণ। বলপূর্ব্বক দুঃশীল মলয়ানিল আমার শরীরকে ব্যথা দিতেছে, তাহাতে আবার চন্দ্র ক্ষুণ্ণ হইয়া কিরণমালার দ্বারা তুষাগ্নিতুল্য তাপ বর্ষণ করিতেছেন—অন্য দিকে হতমদন অলিগুঞ্জনের দ্বারা স্পষ্টভাবেই তর্জ্জন করিতেছে, হায় ! রাধিকা বিনা আজি আর তিলার্দ্ধকালও যাপন করিতে সমর্থ হইতেছি না। (এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন)

বিশাখা। (খেদপূর্ব্বক সম্ভ্রম সহকারে) হে গোকুলানন্দ ! স্থির হও, আশ্বস্ত হও, আমি মাত্র পরিহাস করিতেছি, সেই তপস্বিনী রাধা কোনওরূপে তোমার রঙ্গণমালিকার দ্বারা প্রাণরক্ষা করিয়া আছেন। ২২

কৃষ্ণ। (সমাশ্বস্ত হইয়া) ধূর্ত্তে ! তুমি আমাকে ভালরূপেই ব্যথা দিলে।

বিশাখা। নিজের গুণ একবার স্মরণ করিয়া দেখ না কেন ?

কৃষ্ণঃ। সখি! বর্ণ্যতাং প্রেম্নামঙ্কঃ প্রিয়ায়াঃ॥

বিশাখা। (সংস্কৃতেন)

দূরাদপ্যনুসঙ্গতঃ শ্রুতিমিতে ত্বন্নামধেয়াক্ষরে
সোন্মাদং মদিরেক্ষণা বিরুদতী*ধত্তে মুহুর্বেপথুং।
আঃ কিংবা কথনীয়মন্যদসিতে দৈবান্নবাম্ভোধরে †
দৃষ্টে তং পরিরব্ধুমুৎসুকমতিঃ পক্ষদ্বয়ীমিচ্ছতি॥

কৃষ্ণঃ। তদেহি সত্বরমেব প্রেয়সীং প্রেক্ষাবহে। (ইতি পরিক্রামতঃ)

(ততঃ প্রবিশতি ললিতয়ানুরাধ্যমানা রাধা।)

রাধা। (সখেদং সংস্কৃতেন)

প্রত্যুহেন পরাহতা কিমভবদগন্তুং‡ সখী ন ক্ষমা
তস্যাঃ কিন্নু নিবেদিতে ন হি হরির্বিশ্রম্ভমভ্যাযযৌ।

বিশা। তং নবাম্ভোধরং॥ ২৩॥

কৃষ্ণ। সখি! প্রিয়ার প্রেমচিহ্ন বর্ণনা কর।

বিশাখা। দূর হইতে প্রসঙ্গাধীন তোমার নামাক্ষর কর্ণে প্রবেশ করিলেই সেই মদিরেক্ষণা উন্মত্তের ন্যায় রোদন করিতে করিতে কাঁপিতে থাকেন—হা কষ্ট! অধিক কি বলিবার আছে। দৈবাৎ যদি কৃষ্ণবর্ণ নবজলধরে দৃষ্টি পতিত হয়, তবে আলিঙ্গন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে তখনই দুইখানি পক্ষ প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করেন।

কৃষ্ণ। তবে চল, সত্বর যাইয়া প্রেয়সীকে দর্শন করি। (ইহা বলিয়া উভয়ে যাইতে লাগিলেন।)

(অতঃপর রাধিকা ও তৎপশ্চাতে ললিতার প্রবেশ)

রাধিকা। (খেদের সহিত) বিশাখা সখী কি কোনও বিঘ্ন দ্বারা পরাহতা হইয়া প্রিয়তমের নিকট গমন করিতে সমর্থ হয় নাই? অথবা তাঁহার নিবেদিত বিষয়ে হরি বিশ্বাস করেন নাই, অথবা হায়!

---

* "বিরুবতী" ইতি পাঠান্তরং।

† "কথনীয়মন্যদপি তে দৈবাদ্বরাম্ভোধরে" ইতি পাঠান্তরং।

‡ "নু কিমভূদগন্তুং" ইতি পাঠান্তরং।

হা হন্ত প্রতিকূলতাং ময়ি গতঃ কিংবা বিধির্দারুণো
যদ্দূরাদ্বনমালিকাপরিমলোঽপ্যত্রাপি নাসাদ্যতে ॥ ২৩ ॥

বিশাখা। (পুরোঽনুসৃত্য সংস্কৃতেন)

নম্রীকৃত্য শিরো মুহুস্তরুবৃতামালোকতে বর্ত্মনী-
মুত্থায় ক্ষণমাসনাৎ পুনরহো ভ্রান্ত্বা নিষীদত্যসৌ।
দ্বিত্রাণ্যেত্য পদানি বীক্ষ্য ললিতাং ভূয়ঃ পরাবর্ত্ততে
পশ্যাগ্রে তব সঙ্গমোৎসুকতয়া রাধা পরিক্লাম্যতি ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণঃ। বদনদীপ্তিবিধূতবিধূদয়া
কুমুদধামমধুরা মধুরস্মিতা।
নখজিতোড়ুরিয়ং হরিণেক্ষণা
তৃণয়তি ক্ষণদামুখমাধুরীং ॥ ২৫ ॥

বিশাখা। বর্ত্মনীং পন্থানং ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণঃ। বদনস্য দীপ্ত্যা বিধূতো বিখণ্ডিতো বিধূদয়ো যয়া। কুমুদ-ধামমধুরা কুমুদকান্তীনামাশ্রয়ো মধুরস্মিতং যস্যাঃ নখৈরেব জিতা উড়বো তারকা যয়া ক্ষণদামুখং প্রদোষস্তস্য মাধুরীং তৃণয়তি তৃণীকরোতি তত্তৎ শোভারূপাণাং চন্দ্র-কুমুদ-নক্ষত্রাণাং তিরস্কারাৎ ॥ ২৫ ॥

দারুণ বিধি প্রতিকূল হইয়াছেন ; যেহেতু, এখনও দূর হইতে বনমালার গন্ধ প্রাপ্ত হইতেছি না ? ২৩

বিশাখা। (সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) ঐ দেখ, শির নত করিয়া পুনঃ পুনঃ শ্রীরাধিকা তরুগণাবৃত পথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, অহো ! আসন হইতে উত্থান করিয়া পুনরায় আসনে উপবেশন করিতে-ছেন, দুই তিন পদ আগমন করিয়া আবার ললিতাকে দেখিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, হায় ! তোমার সহিত মিলনে উৎসুক হইয়া রাধা কি প্রকারে ক্লিষ্টা হইতেছেন, তাহা সম্মুখে যাইয়া দর্শন কর। ২৪

কৃষ্ণ। হায় ! ইঁহার বদনের দীপ্তির নিকট চন্দ্রোদয়ের শোভাও পরাজিত, ইঁহার মধুর হাস্যে ইনি কুমুদের কান্তির আশ্রয়স্বরূপা, ইঁহার

রাধিকা। (সকাতর্য্যং সংস্কৃতেন)

দৃগ্‌ভঙ্গীণাং কিমু পরিমলৈঃ প্রেয়সীভির্নিরুদ্ধঃ
কিংবা স্বৈরী ময়ি বিহিতবান্নুদ্ধতায়ামুপেক্ষাং।
হা চান্দ্রীভির্দ্যুতিভিরভিতো গ্রস্যমানেঽপি লোকে
প্রাপ্তো নায়ং যদিহ লতিকামন্দিরে নন্দসূনুঃ॥

কৃষ্ণঃ। (পুরোঽনুসৃত্য) অহো! সাধীয়ান্ প্রসাদঃ পৌর্ণমাস্যাঃ যদিয়মামোদয়তি কৌমুদী॥

রাধিকা। (চমৎকৃতিমভিনীয় স্বগতং) হুঁ এত্তিঅ ভাঅধেআণং বিভাঅণং সংবুত্তো এসো জণো। (ইতি বৈবশ্যমালম্বতে)

বিশাখা। (সংস্কৃতেন)

অহো ধন্যা গোপ্যঃ কলিতনবনর্ম্মোক্তিভিরলং
বিলাসৈরানন্দং দধতি মধুরৈর্যা মধুভিদঃ।

রাধি। হুঁ এতাবৎ ভাগধেয়ানাং ভাগ্যানাং বিভাবনং সংবৃত্তঃ এষো জনঃ। অহো ধন্যা ইত্যনেন সর্ব্বাভ্যোঽপি অস্যাঃ স্থায়িপ্রেমাতিশয় ইতি কৃষ্ণে ব্যজ্যতে।

নখকান্তির নিকট নক্ষত্রাবলী পরাজিত, এই মৃগনয়নীর সৌন্দর্য্যের নিকট প্রদোষকালের মাধুরী তৃণবৎ তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ২৫

রাধিকা। (কাতরভাবে) তাঁহাকে কি প্রিয়াগণ নয়নভঙ্গীর পরিমলের দ্বারা আবদ্ধ করিল? অথবা সেই স্বেচ্ছাচারী আমি উদ্ধতা হইয়াছি শুনিয়া আমাকে উপেক্ষা করিলেন? হায়! চন্দ্রালোকে জগৎকে গ্রাস করিয়া ফেলিল, তথাপি সেই নন্দনন্দন এখনও এই লতিকামন্দিরে আগমন করিলেন না।

কৃষ্ণ। (সম্মুখে গমন করিয়া) আহা! পৌর্ণমাসীর মঙ্গলময় অনুগ্রহেই এই কৌমুদী আনন্দ দান করিতেছে।

রাধিকা। (চমৎকৃতা হইয়া স্বগত) অ্যাঁ! মাদৃশ জনের এ কি অপূর্ব্ব ভাগ্যোদয় ঘটিল! (ইহা বলিয়া বিবশা হইলেন)

ধিগস্তু স্বং ভাগ্যং মম যদিহ রাধা প্রিয়সখী
পুরস্তস্মিন্ প্রাপ্তে নিবিড়জড়িমাঙ্গী বিলুঠতি ॥

ললিতা। অই লজ্জালুএ রাহি! অগ্‌গদো এসো দে মাণসহংসহরো ণাঅরো, তা মা কৃখু সজ্‌ঝসেন বিহ্বলা হোহি। জং পগব্‌ভদা জ্জেব্ব অজ্জ কজ্জসাহিণী। (ইতি রাধাং বলাদাকৃষ্য কৃষ্ণান্তিকমাসাদ্য চ সংস্কৃতেন) ॥

বিদূরাদালোক্য প্রবলতরতৃষ্ণাতরলিতঃ
সখীচেতোহংসস্তব বদনপদ্মে নিপতিতঃ।
ভ্রমদ্ভ্রূপাশাভ্যাং কিতব! তমবধ্নাদিহ ভবান্
কিমস্মাসু ন্যায্যা ব্যবসিতিরিয়ন্তে বিসদৃশী? ২৬ ॥

ললি। অয়ি লজ্জাশীলে রাধে! অগ্রত এষ তে মানসহংসহরো নাগরঃ। তৎ মা খলু সাধ্বসেন বিহ্বলা ভব। যৎ প্রগল্‌ভতা এব অদ্য কার্য্যসাধিনী ॥ ২৬ ॥

বিশাখা। অহো! সেই সকল গোপীই ধন্যা যাহারা নব নব নর্ম্মোক্তির ও মধুর বিলাসের দ্বারা মধুসূদনের আনন্দ বিধান করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার কি দুর্ভাগ্য! যে আমার প্রিয় সখী রাধা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া নিবিড় জড়িমা প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে বিলুঠিত হইতেছেন।

ললিতা। অয়ি লজ্জাশীলে রাধিকে! এই দেখ, যিনি তোমার মানসহংস হরণ করিয়াছেন সেই নাগর এই তোমার সম্মুখে উপস্থিত। ইঁহাকে দেখিয়া লজ্জায় বিহ্বলা হইয়া পড়িও না, এখন প্রগল্‌ভতাই কার্য্যসাধিনী। (ইহা বলিয়া রাধাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণান্তিকে আগমন পূর্ব্বক) দূর হইতে অবলোকন করিয়া আমার প্রিয়সখীর চিত্তহংস তোমার বদনপদ্মে নিপতিত হইয়াছিল, তুমি তাহাকে ভ্রমণশীল ভ্রূপাশের দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, হে শঠ! আমাদের প্রতি এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহার কি ন্যায়সঙ্গত হইতেছে? ২৬

কৃষ্ণঃ। (স্মিত্বা) ললিতে! মদ্বিধাঃ খল্ববলার্থহারিণো ন ভবন্তি।

বিশাখা। ধম্মিঅ সচ্চং সচ্চং ভদ্দআলীতীত্থকদম্বো জ্জেব এত্থ পমাণং।

কৃষ্ণঃ। সখি ললিতে! মদ্বিশুদ্ধৌ কথং বঃ প্রতীতিঃ?

ললিতা। ছইল্ল! পরিক্খাবিহাণেণ॥

কৃষ্ণঃ। বামে! কামং কথ্যতাং পরীক্ষা। মম বিজিষ্ণুরয়ং কীর্ত্তি-শুভ্রাংশুর্ন মৃষা কলঙ্কীকর্ত্তুং শক্যতে॥

ললিতা। (সংস্কৃতেন)

ত্বমুন্নদ্ধে রাধাস্তনকনককুম্ভান্তরমিল-
ত্তনূজালী-কালোরগযুবতিমূর্দ্ধপ্রণয়িনি।
যদি ক্ষোভোন্মুক্তঃ কলয়সি করং নায়কমণৌ
ততস্তে ধ্বস্তাঙ্কঃ প্রচরতি যশোমণ্ডলশশী॥ ২৭॥

বিশা। ধার্ম্মিক! সত্যং সত্যং ভদ্রকালীতীর্থকদম্ব এবাত্র প্রমাণং।

ললি। হে ছইল বিদগ্ধ! পরীক্ষাবিধানেন।

ললি। ত্বমুন্নদ্ধে ইতি রাধায়াঃ স্তনকুম্ভয়োরন্তরে মধ্যে মিলন্তী যা তনূজালী রোমাবলী সৈব কালোরগযুবতিস্তন্মূর্দ্ধপ্রণয়িনি নায়কমণৌ॥ ২৭॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) ললিতে! মাদৃশ ব্যক্তি কখনও অবলাজনের সম্পত্তির হরণকারী হয় না।

বিশাখা। ধার্ম্মিক! সত্য সত্য, এ বিষয়ে ভদ্রকালীতীর্থস্থ কদম্ববৃক্ষই প্রমাণ।

কৃষ্ণ। সখি ললিতে! আমার বিশুদ্ধি বিষয়ে কিরূপে তোমার প্রতীতি হইবে?

ললিতা। ওহে রসিক! পরীক্ষা বিধানের দ্বারাই ইহার প্রতীতি হইবে।

কৃষ্ণ। হে প্রতিকূলে! সে পরীক্ষা কিরূপ, তাহা স্বেচ্ছানুসারে বল। বিজয়েচ্ছু আমার এই কীর্তিচন্দ্রকে তোমরা মিথ্যা কলঙ্কের দ্বারা মলিন করিতে সমর্থ হইবে না।

ললিতা। সমুন্নত রাধাস্তনরূপ কনক-কুম্ভের অন্তর্গত যে

কৃষ্ণঃ। (কৃত্রিমত্রাসমভিনীয়) হন্ত নিষ্ঠুরে! নাম্নৈব ললিতাসি, যদল্পীয়সি যাবদর্থে গরীয়সীং সর্পঘটাখ্যাং পরীক্ষামুপক্ষিপসি ?

রাধিকা। (সপ্রণয়েৰ্ষ্যং) ললিদে ? চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ। (ইতি সভ্রূভঙ্গমবলোকতে)

ললিতা। বিসাহে! ণট্‌ঠধনুদ্দেসআরিণীং কীস মং তজ্জদি রাহিআ॥ ২৮॥

বিশাখা। ললিদে! ইমাএ হিঅঅট্‌ঠিদং আউদং মএ জাণীআদি॥

ললিতা। তং কধেহি সুণিস্‌সং॥

রাধি। ললিতে! তিষ্ঠ তিষ্ঠ।

ললি। বিশাখে! নষ্টধনোদ্দেশকারিণীং কস্মান্মাং তর্জয়তি রাধিকা॥ ২৮॥

বিশা। অস্যা রাধায়াঃ হৃদয়স্থিতং আকুতং ময়া জ্ঞায়তে।

ললি। তং আকুতং কথয় শ্রোষ্যামি।

লোমাবলীরূপা কালভুজঙ্গ-যুবতী রহিয়াছে, তাহার মূর্দ্ধদেশে প্রণয়শালী যে নায়কমণি আছে, তুমি যদি অক্ষুব্ধচিত্তে তাহাতে করার্পণ করিতে পার, তবে তোমার কলঙ্কমুক্ত যশোশশী প্রচারিত হইবে। ২৭

কৃষ্ণ। (কৃত্রিম ত্রাসের অভিনয় করিয়া) হায় নিষ্ঠুরে! নামে মাত্রই তুমি ললিতা; যেহেতু, তুমি অল্প কার্য্যের জন্যই গুরুতর সর্পঘটাখ্য পরীক্ষার বিধান করিতেছ।

রাধিকা। (প্রণয়যুক্ত ঈর্ষ্যার সহিত) ললিতে! থাক, থাক। (ইহা বলিয়া ভ্রূভঙ্গীর সহিত অবলোকন করিতে লাগিলেন)

ললিতা। বিশাখে! নষ্টধনের উদ্ধারকারিণী আমার প্রতি রাধিকা তর্জ্জন করিতেছেন কেন ? ২৮

বিশাখা। ললিতে! আমি ইঁহার হৃদয়স্থিত অভিলাষ জানিতে পারিয়াছি।

ললিতা। কি বল ত শুনি।

বিশাখা। (সংস্কৃতমাশ্রিত্য)

স্পৃশন্তং যো মেঘানঘমনঘকর্ম্মা তমবধী-

দ্বিষজ্বালাজালোন্মদমদময়ৎ কালিয়মহিং।

অকার্ষীদ্গোপেন্দ্রদ্রুহমজগরং দিব্যপুরুষং

ভুজঙ্গাচার্য্যেঽস্মিন্ কিমিব ঘটতে পন্নগঘটঃ ? ২৯ ॥

ললিতা। (বিহস্য) হলা রাহি ! অপ্পণো পরিঅররূবাএ ণ জাণাসি মাহাপ্পং ইমাএ। পেক্খ ॥

তথাহি ॥

অবি গরুড়স্স সিহামণিমুরগবহুগব্ভহারিবিরুদস্স।

পহবই সহি মোহেদুং তুহ ণব্বরোমাঅলী ভুজগী ॥

বিশা। "অংহো দুঃখব্যসনেম্বঘম্" ইত্যমরঃ। অনঘকর্ম্মা অদুঃখ-কর্ম্মা ॥ ২৯ ॥

ললি। রাধে ! আত্মনঃ পরিকররূপায়াঃ ন জানাসি মাহাত্ম্যং অস্যাঃ তনুজাল্যাঃ (তনুজালীভুজাঃ ইতি পাঠঃ) পশ্য।

তথাহি। অপি গরুড়স্য শিখামণিং উরগবধূগর্ভহারিবিরুতস্য

বিশাখা। সখি ! যে পুণ্যকর্ম্মা মেঘস্পর্শী অঘাসুরকে বধ করিয়াছেন, যিনি বিষজ্বালাসমূহে উন্মত্ত কালিয়নাগকে দমন করিয়াছিলেন, গোপরাজ নন্দরাজকে যে অজগর গ্রাস করিতে গিয়াছিল, তাহাকে যিনি দিব্য পুরুষে পরিণত করিয়াছিলেন * সেই ভূজঙ্গাচার্য্যের পক্ষে সর্পঘট পরীক্ষা কি বিড়ম্বনা নহে ? ২৯

ললিতা। (হাস্যপূর্ব্বক) সখি রাধে ! তুমি আপনার পরিকররূপা লোমাবলী ভুজঙ্গিনীর মহিমা জান না। দেখ।

---

* যে অজগর শ্রীনন্দ মহারাজকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল—সে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া সুদর্শন নামক গন্ধর্ব্বশরীর ধারণ করিয়াছিল। সুদর্শন গন্ধর্ব্বই শাপে অজগরত্ব প্রাপ্ত হয়, শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়া সে শাপ হইতে মুক্ত হয়। "ভুজঙ্গ" শব্দের অন্য একটি অর্থ "লম্পট"। প্রসিদ্ধার্থ—সর্প।

রাধিকা। (সপ্রণয়রোষং) অই ধিট্‌ঠে ললিতে! এথ্থ আণাবিঅ মং বিড়ম্বেসি। তা গদুঅ বুড্‌ঢিআণং গোইণং বিন্নবিসসং। (ইতি গন্তুমিচ্ছতি)

ললিতা। অই মুদ্ধে! ণং সাহুং বা চোরং বা জাণিঅ জাহি। (ইতি পটাঞ্চলমাদধাতি) ৩০॥

কৃষ্ণঃ। চণ্ডি ললিতে! যত্তদো দুরাগ্রহান্ন বিশ্রান্তাসি ততঃ করবাণি পরীক্ষাম্ (ইতি রাধামনুসর্পতি)

ললিতা। (বিলোক্য) হুঁ ছইল্ল! চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ বিন্নাদং বিন্নাদং। (ইতি সংস্কৃতেন)

প্রভবতি সখি মোহয়িতুং তব নবরোমাবলী ভুজগী। গরুড়শিখামণিং গরুড়বাহনমপি ভঙ্গ্যা কৃষ্ণমিতি। গরুড়স্য কীদৃশস্য? উরগেত্যাদি।

রাধি। অয়ি ধৃষ্টে ললিতে! অত্র আনীয় মাং বিড়ম্বয়সি। তদ্গত্বা বৃদ্ধাং গোপীং বিজ্ঞাপয়িষ্যামি।

ললি। মুগ্ধে! এনং কৃষ্ণং সাধুং বা চৌরং বা জ্ঞাত্বা যাহি॥ ৩০॥

ললি। ছইল (বিদগ্ধ) তিষ্ঠ তিষ্ঠ বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং। প্রারব্ধ ইতি তব করপল্লবং কম্পোদ্গমৈর্হেতুভিস্তারল্যং তরলত্বং পুষ্যতি আধিক্যেন

যাহার রবে সর্পবধূদিগের গর্ভপাত হয়, সেই গরুড়ের শিখামণি শ্রীকৃষ্ণকেও তোমার রোমাবলী ভুজঙ্গিনী মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

রাধিকা। (প্রণয়রোষ সহকারে) অয়ি ধৃষ্টে ললিতে। তুমি আমাকে এখানে আনিয়া নানারূপে বিড়ম্বিত করিতেছ, অতএব আমি যাইয়া বৃদ্ধা গোপীকে জানাইতেছি॥ (ইহা বলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন)।

ললিতা। অয়ি মুগ্ধে! ইনি সাধু কি চোর, তাহা জানিয়াই গমন কর। (ইহা বলিয়া বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিলেন)। ৩০

কৃষ্ণ। হে চণ্ডস্বভাবে ললিতে! যদি তুমি এই দুরাগ্রহ হইতে

প্রারব্ধে পুরতঃ পরীক্ষণবিধৌ ত্রাসানুবিদ্ধস্য তে
স্বিন্নোঽয়ং করপল্লবস্তরলতাং কম্পোদ্গমৈঃ পুষ্যতি।
রোমাঞ্চং শিখিপিচ্ছচূড়নিবিড়ং মূর্ত্তিশ্চ ধত্তে ততো
জ্ঞাতস্ত্বং ননু পশ্যতোহরপুরীসাম্রাজ্যধোরেয়কঃ॥

কৃষ্ণঃ। (সঙ্কুচন্নম্রীভূয়) হন্ত! ধীগৌরবং গৌরীণাং। যদহং চৌরীকৃতোঽস্মি॥ ৩১॥

ললিতা। ছইল্ল! দিট্‌ঠিআ অপ্পণো মুহেণ অঙ্গীকিদং।

কৃষ্ণঃ। সখি! সৌহৃদেনোপদিশ্যতাং মে শ্রেয়সঃ পন্থাঃ যেনাহমপরাধীভবন্ন ব্রজামি॥

প্রকটয়তি পশ্যতোহরপুরীণাং চৌরপুরীণাং সাম্রাজ্যস্য ধোরেয়কঃ আশ্রয়ঃ।

কৃষ্ণ। ধীগৌরবং ধিয়াং গৌরবং॥ ৩১॥

ললি। ছইল হে বিদগ্ধ। দিষ্ট্যা আত্মনো মুখেন অঙ্গীকৃতং। অপরাধীভবন্ পক্ষে রাধায়াঃ অপরাধঃ তথা ভবন্। স্তনগিরিতটে যোগং যোগাভ্যাসং যোগঞ্চ মুক্তানাং প্রাপ্তমোক্ষাণাং মুক্তানাঞ্চ তরলীভূয়

ক্লান্ত না হও, তবে আমি পরীক্ষা প্রদান করিতেছি। (ইহা বলিয়া রাধার নিকট গমন করিলেন)

ললিতা। (অবলোকন পূর্ব্বক) ওহে নাগর! থাক, থাক, তোমাকে ভাল করিয়াই জানিতে পারিলাম।

পরীক্ষা ব্যাপার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ভয়াক্রান্ত হওয়ায় তোমার করপল্লব আর্দ্র ও কম্পিত হইতেছে, তোমার মূর্ত্তিও নিবিড় রোমাঞ্চ ধারণ করিতেছে, ইহা দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছি যে, হে শিখণ্ডচূড়। তুমি চৌরপুরীসাম্রাজ্যের অধিনায়ক।

কৃষ্ণ। (সঙ্কোচভরে নত হইয়া) অহো! গৌরাঙ্গীদিগের বুদ্ধির কি গৌরব! যেহেতু, আমাকেও চৌর বলিয়া স্থির করিল। ৩১

ললিতা। ওহে রসিক! ভাগ্যে নিজের মুখেই ইহা স্বীকার করিলে।

কৃষ্ণ। সখি। যাহাতে আমার মঙ্গল হয়, তাহাই বলিয়া দাও। আমি যেন অপরাধী হইয়া গমন না করি।

ললিতা। (সংস্কৃতমাশ্রিত্য)

গতানাং রাধায়াস্তনগিরিতটে যোগমভিতো
বিবিক্তে মুক্তানাং ত্বমিহ তরলীভূয় তরসা।
বিশুদ্ধানাং মধ্যে প্রবিশ শরণার্থী সহৃদয়া
ভজন্তে সাদ্‌গুণ্যাদপি পৃথুলদোষং হি পুরুষং ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণঃ। সখি সাধূপদিষ্টং ত্বয়া (ইতি সানন্দমুপসৃত্য রাধাং পাণৌ দধাতি)

রাধিকা। (সগদ্‌গদং) সুন্দর! অজুত্তং তুজ্‌ঝ এদং। (ইতি পাণিমাচ্ছিদ্য শাখিনাং তিরোদধাতি)।

চঞ্চলীভূয় পক্ষে তরলো হারমধ্যগস্তথাভূয় শরণার্থী রক্ষার্থী আশ্রয়ার্থী চ। এতদেবার্থান্তরোপন্যাসেনাহ। সহৃদয়াঃ সাধবঃ প্রকৃতে হৃদয়েন সহ বর্ত্তমানাঃ মুক্তা এব সাদ্‌গুণ্যাৎ স্পষ্টং প্রকৃতে উত্তমসূত্রপ্রোতত্বাৎ পৃথুলাঃ পুষ্টা দোষা যস্য। প্রকৃতে পৃথুলৌ দোষৌ ভুজৌ যস্য তং যস্বাং ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণ। ব্যঙ্গমর্থমপ্যাদায়াহ সাধূপদিষ্টমিতি।

রাধি। সুন্দর! অযুক্তং তবেদং। শাখিনা বৃক্ষেণ অন্তর্দ্ধত্তে!

ললিতা। হে মাধব! শ্রীরাধার স্তনাগরিতটের নির্জ্জন প্রদেশে যে সকল বিশুদ্ধ মুক্তগণ যোগযুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তুমি সত্বর তরল হইয়া আশ্রয়প্রার্থী হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে প্রবেশ কর, কারণ, সেই সকল সহৃদয় ব্যক্তি সদ্‌গুণহেতু বিপুল দোষশালী ব্যক্তিকেও ভজনা করিয়া থাকেন। ৩২ *

কৃষ্ণ। তুমি উত্তম উপদেশ দিয়াছ। (ইহা বলিয়া আনন্দে রাধার নিকট গমন করিয়া হস্ত দ্বারা শ্রীরাধিকাকে ধরিলেন)

রাধিকা। (গদ্‌গদ ভাবে) সুন্দর! ইহা তোমার উচিত নহে। (ইহা বলিয়া হস্ত ছাড়াইয়া বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইলেন)

---

* ইহার অপর একটি অর্থ এই "শোভন সূত্রে যে মুক্তাবলী শ্রীরাধার স্তনগিরিতটে বিরাজ করিতেছে, তুমি তাহার মধ্যস্থ হইয়া বিশাল বাহু দ্বারা তাহার স্তনদেশ আলিঙ্গন কর"।

কৃষ্ণঃ। (রাধামপ্রেক্ষ্য সশঙ্কং) হন্ত সখ্যৌ! ক বাং প্রিয়সখী?

উভে। মোহণ! ণিরুবিঅ ভণিস্‌সহ্ম। (ইতি শাখিপৃষ্ঠমাসাদ্য) হলা রাহি! ণম্মশীলং কহ্নং পরিহসিদুং লদ্ধো ওসরো, তা কৃখণং সাবহিত্থা হোহি॥

রাধিকা। (সব্যাজং ভ্রুবৌ বিভুজ্য) ললিদে! পরিহসিদুং ত্তি কিং ভণাসি। জং ঈরিসং সাহসং ণ কৃখু মারিসীএ জুত্তং, তা পত্থিদহ্মি॥

ললিতা। (কৃষ্ণমভ্যুপেত্য) চংদাণণ! অহ্ম পিয়সহী কিম্পি বিণ্ণবিদুকামা বিভাএদি।

উভে। মোহন! নিরূপ্য ভণিষ্যাবঃ। সখি রাধিকে! নর্ম্মশীলং কৃষ্ণং পরিহসিতুং লব্ধোঽবসরঃ। তৎ ক্ষণং সাবহিত্থা ভব।

রাধি। ললিতে পরিহসিতুং ইতি কিং ভণ্যসে যদীদৃশং সাহসং ন খলু মাদৃশ্যাঃ যুক্তং তৎ প্রস্থিতাস্মি।

ললি। চন্দ্রানন! অস্মৎসখী কিমপি বিজ্ঞাপয়িতুকামা বিভেতি।

কৃষ্ণ। (রাধাকে না দেখিয়া শঙ্কার সহিত) হায় হায় সখীদ্বয়! তোমাদের প্রিয়সখী কোথায় গেলেন?

উভয়ে। মোহন! সন্ধান করিয়া বলিতেছি। (ইহা বলিয়া বৃক্ষ পশ্চাতে গমন পূর্ব্বক) সখি রাধিকে! নর্ম্মশীল কৃষ্ণকে পরিহাস করিবার উপযুক্ত অবসর মিলিয়াছে, অতএব কিছুকাল গোপন ভাবে অবস্থান কর।

রাধিকা। (ছল পূর্ব্বক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) ললিতে! পরিহাস করিবার কথা বলিতেছ? ঈদৃশ সাহসিক পুরুষের সহিত মাদৃশ জনের পরিহাস কর্ত্তব্য নহে। অতএব আমি চলিলাম।

ললিতা। (কৃষ্ণের নিকট আগমন পূর্ব্বক) ওহে চন্দ্রানন! আমাদের প্রিয়সখী কিছু জানাইতে চাহেন, কিন্তু বড় ভয় পাইতেছেন।

কৃষ্ণঃ। সখি! বশবর্ত্তিনি জনে ন খলু ভীতিরবকাশং লভতে, তন্নিকামমাজ্ঞাপয়তু॥

ললিতা। (সংস্কৃতমাশ্রিত্য)

চেতস্তাম্যতি মে ভয়োর্ম্মিভিরলং পাণিদ্বয়ং কম্পতে
কণ্ঠঃ সজ্জতি হন্ত ঘূর্ণিত শিরঃ স্বিদ্যন্তি গাত্রাণ্যপি।
গোষ্ঠাখণ্ডল! চণ্ডসাহসবিধৌ তেনাস্মি নাহং ক্ষমা
যদ্দূরাদভিসারিতো নিশি ভবানেতন্মম ক্ষাম্যতু॥

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) ন জানে নর্ম্মতো ধর্ম্মতো বাহয়ং গিরাং গরিমা॥

রাধিকা। (কিঞ্চিদাবিভূর্য়) সহি! তুণ্ণং পথাবেহি ণং সংজাব কোবি ণ পেক্‌খদি॥

ললি। সজ্জতি শক্তো ভবতি বাঙ্‌ন নিঃসরতীত্যর্থঃ॥

রাধি। সখি! তূর্ণং প্রস্থাপয় এনাং মাং যাবৎ কোহপি ন পশ্যতি॥ ৩৩॥

কৃষ্ণ। সখি! নিতান্ত বশীভূত জনে ভয়ের অবকাশ কোথায়? অতএব তিনি ইচ্ছানুরূপ আজ্ঞা করুন।

ললিতা। হে সুন্দর! ভয়ের তরঙ্গে আমার চিত্ত মলিন হইতেছে, হস্তদ্বয় কম্পিত হইতেছে, কণ্ঠ রুদ্ধ হইতেছে, শির ঘূর্ণিত হইতেছে, গাত্র ঘর্ম্মে সিক্ত হইতেছে, হে গোকুলেন্দ্র! এই প্রচণ্ড সাহসিকের কার্য্যে আমি সমর্থ হইলাম না। অতএব দূর হইতে রাত্রিকালে তোমাকে যে অভিসার করাইলাম, আমার সেই অপরাধ ক্ষমা কর।

কৃষ্ণ। (স্বগত) জানি না, উপহাস বশে বা ধর্ম্ম ভয়ে এই বাক্য-গৌরব প্রকাশিত হইল।

রাধিকা। (কিঞ্চিৎ প্রকাশ হইয়া) সখি! আমাকে শীঘ্র লইয়া চল, যেন কেহ দেখিতে না পায়।

কৃষ্ণঃ। (সখেদমাত্মগতং) চপলপ্রেমাণো হি বালারমণ্যঃ, তৎ কিমিবাসম্ভাব্যং নাম ? ৩৩ ॥

(প্রকাশং) ত্বয়াহূতঃ পার্শ্বে প্রণয়নিকুরম্বেণ রভসা-
দসিদ্ধার্থো রাধে! ভবিতুমিহ যুক্তঃ কথমহং।
শ্রিয়াকৃষ্টঃ কৃষ্ণায়সমণিরয়স্কান্তশিলয়া
স্ফুটং তামস্পৃষ্ট্বা ভজতি কিমদূরে স্থগিততাং ॥ ৩৪ ॥

ললিতা। গোউলাণংদ। উবা রাহিঅং কীস উবালহেসি। ণং ধর্ম্ম-হদঅং জ্জেব উবালহেহি! জো কৃখু হদাসো দোণং ণিব্ভরাণুরত্তাণং অন্তরে পড়িবন্ধীহোদি ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণ। অয়স্কান্তশিলয়া লোহকান্তমণিনা কত্র্যা শ্রিয়া করণয়া আকৃষ্টঃ কৃষ্ণায়সমণিলেহিং কর্ত্তৃ তাং অয়স্কান্তশিলাং অস্পৃষ্ট্বা কিমদূরে স্থগিততাং ভজতি। অপিতু শীঘ্রং স্পৃষ্ট্বা তস্যাং সক্তমেব তিষ্ঠতি। অহমপি তথা ভবেয়মিতি দৃষ্টান্তার্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ললি। গোকুলানন্দ! রাধিকাং কস্মাৎ উপালভসে? এনং ধর্ম্মহতকমেব উপালভস্ব। যঃ খলু হতাশো দ্বয়োর্নিভরানুরক্তয়োরন্তরে প্রতিবন্ধীভবতি ॥ ৩৫ ॥

কৃষ্ণ। (সখেদে স্বগত) বালা রমণীর প্রেম অতিশয় চঞ্চল, তাহাতে কিছুই অসম্ভব নহে। ২৩

(প্রকাশ্যে) হে রাধে! অতিশয় প্রণয়পূর্ণ হর্ষে তোমা কর্তৃক পার্শ্বে আহূত হইয়াও আমি অসিদ্ধার্থ হইয়া থাকিব, ইহা কি কোনও ক্রমে উচিত হয়? চুম্বকমণির গুণের দ্বারা লোহমণি আকৃষ্ট হইয়া সেই চুম্বককে কি স্পর্শ না করিয়া অনতিদূরে স্থগিত হইয়া অবস্থান করে? ৩৪

ললিতা। গোকুলানন্দ! রাধিকাকে কেন তিরস্কার করিতেছ? এই হতধর্ম্মকেই তিরস্কার কর। এই ধর্ম্মই আশাকে নষ্ট করিয়া পরস্পরের প্রতি গাঢ়ভাবে অনুরক্ত দুই জনের অন্তরে অবস্থান করিয়া মিলনে প্রতিবন্ধক হয়। ৩৫

কৃষ্ণঃ। পশ্য পশ্য।

সখি! নির্ভরমনুরক্তাঃ প্রণয়িনমনুযান্তি ধর্ম্মমপি হিত্বা।
ইয়মতিরাগিণী প্রাচী চুম্বতি বিধুমিন্দ্রনাথাপি॥

ললিতা। তুহ্মাণং পউত্তরে কা ণাম পহবদি? তা ইদো বিজঅন্তু সামিপাদাএ॥ ৩৬॥

রাধিকা। (সাকূতমনুসৃত্য) ললিদে অপ্পণো মুহেণ কিম্পি বিন্নবিঅ ণং নিবট্টাবয়িস্সং। (ইতি ললিতামবলোক্য সংস্কৃতেন)

কৃষ্ণ। ইন্দ্রোঽত্যৈশ্বর্য্যবানপি নাথঃ স্বামী পালকো যস্যাঃ সা প্রাচী দিক্। ইয়মিতি তর্জ্জন্যা নির্দ্দিশ্যমানা ভবতীব বিধুং চন্দ্রং বিষ্ণুমিব চেতি তস্মাত্তথৈবৌচিত্যমাস্তামিতি ভাবঃ।

ললিতা। যুষ্মাকং প্রত্যুত্তরে কা নাম (সম্ভাবনায়াং) প্রভবতি তদিতো বিজয়ন্তু স্বামিপাদাঃ॥ ৩৬॥

রাধিকা। ললিতে! আত্মনো মুখেন কিমপি বিজ্ঞাপ্য এনং নিবর্ত্তয়িষ্যে। সমন্তাদিতি চলন্ত্যো শিল্পয়ো ভ্রুবোর্লীলয়া জিতা মদনস্য

কৃষ্ণ। দেখ দেখ সখি! একান্তভাবে অনুরক্ত ব্যক্তিগণ ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়াও প্রণয়িজনের অনুগমন করিয়া থাকেন, দেখ পূর্ব্ব-দিক্ স্বীয়পতি ইন্দ্র থাকিতেও অতিশয় অনুরাগিণী হইয়া চন্দ্রকে চুম্বন করিয়া থাকেন।

ললিতা। তোমার কথার প্রত্যুত্তর দিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইয়া থাকে? অতএব প্রভু! তোমরা উভয়েই এস্থান হইতে গমন কর। ৩৬

রাধিকা। (অভিপ্রায় সহকারে নিকটে গমন করিয়া) ললিতে! আমি নিজ মুখে কিছু নিবেদন করিয়া ইঁহাকে নিবৃত্ত করি। (ইহা বলিয়া ললিতাকে অবলোকন পূর্ব্বক)

সমন্তান্মে কীর্ত্তিমুখরিতসতীমণ্ডলমুখা
কলঙ্কেনোন্মুক্তং কুলমবিকলশ্রীরপি পতিঃ।
চলচ্চিল্লীলীলাজিত-মদনধন্বোদ্ধতিরয়ং
তদস্মিন্নারব্ধে * হৃদয়মফলং বিক্লবয়তি ॥

কৃষ্ণঃ। (রাধাং নিরূপ্য সোচ্ছ্বাসমাত্মগতং) ৩৭ ॥

ধাবন্ত্যাঃ শ্রুতিশষ্কুলীপরিসরং সঙ্গাদপাঙ্গশ্রিয়ো
ধত্তে হীরককুণ্ডলং মরকতোত্তংসদ্যুতিং সুভ্রুবঃ।
বাগন্তঃ স্মিতভাগ্বিভাতি তদিদং শঙ্কে সখীশিক্ষয়া
বৈমুখ্যং কিল কৃত্রিমং বিকসতি ক্লান্তিং † মনো মাস্ম গাঃ ॥ ৩৮

ধন্বনো ধনুষ উদ্ধতিঃ ঔদ্ধত্যং যেন তথাভূতঃ সন্ স্বং হৃদয়ং অবিকলা শ্রীর্যস্য। পক্ষে অবিমর্শস্তস্য কলা বৈদগ্ধী যত্র তাদৃশী শ্রীর্যস্য ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণঃ। ধাবন্ত্যা ইতিঃ। অপাঙ্গশ্রিয়ঃ অপাঙ্গশোভায়াঃ সঙ্গাৎ। হীরককুণ্ডলং হীরকময়কুণ্ডলং কর্ত্তৃ মরকতময়কর্ণভূষণস্যেব দ্যুতিং শ্যামকান্তিং ধত্তে। কীদৃশ্যা অপাঙ্গশ্রিয়ঃ শ্রুতিশষ্কুলীপরিসরং কর্ণকুহর-প্রান্তস্থানং প্রতি ধাবন্ত্যাঃ ॥ ৩৮ ॥

চারিদিকে সতী স্ত্রীসমূহ আমার কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আমার কুল সর্ব্বপ্রকার কলঙ্ক হইতে মুক্ত, আমার পতিও সুন্দর, তবে কেন ইনি মদনধনুর ঔদ্ধত্য পরাজয়কারী স্বীয় চঞ্চল ভ্রূযুগলের লীলা বিস্তার পূর্ব্বক এই বিষয়ে আপনার হৃদয়কে অনর্থক কষ্ট দান করিতেছেন ?

কৃষ্ণ। (রাধাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক উচ্ছ্বাস সহকারে স্বগত)। ৩৭ আহা! এই সুভ্রূর কর্ণকুহরের প্রান্তস্থান পর্য্যন্ত ধাবমান অপাঙ্গশোভার সঙ্গবশতঃ হীরককুণ্ডল মরকতবর্ণ কর্ণভূষণের দ্যুতি ধারণ করিয়াছে। বাক্যাবলীর মধ্যে যেন অন্তরের হাস্য বিরাজ করিতেছে। মনে হইতেছে, সখীদিগের শিক্ষাতেই আমার প্রতি এই কৃত্রিম বৈমুখ্যভাব প্রকাশ পাইতেছে, অতএব হে মন ! তুমি আর কষ্ট প্রাপ্ত হইও না। ৩৮

---

* "তদস্মিন্নারম্ভে" ইতি পাঠান্তরং। † "বিলসতি ক্লান্তিং" ইতি পাঠান্তরং।

ললিতা। (কৃষ্ণমালোক্য জনান্তিকং) বিসাহে! ইঙ্গিদেণ লক্খেমি উন্নীদং ইমিণা অম্মাণং রহস্সং।

বিশাখা। অধ ইং॥ ৩৯॥

কৃষ্ণঃ। (সস্মিতং) ললিতে! কৃতমত্র বঞ্চনচাতুরীপ্রপঞ্চেন। ন হি লতয়া প্রসারিতাস্তন্তবো গন্ধসিন্ধুরস্য বন্ধনায় প্রভবন্তি॥

বিশাখা। সহি রাহি! ণিপ্ফলং বিলম্বেসি ঝত্তি কিদত্থীকুণ অপ্পণো পিয়ং জণং॥

ললিতা। "ত্রিপতাকাকরেণান্যানপবার্য্যান্তরা কথা। যা মিথঃ ক্রিয়তে দ্বাভ্যাং তজ্জনান্তিকমুচ্যতে॥" বিশাখে! ইঙ্গিতেন লক্ষয়ামি উন্নীতং অনুমিতমনেনাস্মাকং রহস্যং।

বিশাখা। অথ কিং॥ ৩৯॥

কৃষ্ণ। লুতয়া ঊর্ণনাভকীটেন গন্ধসিন্ধুরস্য মত্তহস্তিনঃ॥

বিশাখা। সখি রাধে! নিষ্ফলং বিলম্বসে ঝটিতি কৃতার্থী কুরু আত্মনঃ প্রিয়জনং॥

ললিতা। (কৃষ্ণকে দেখিয়া জনান্তিকে) বিশাখে! ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিলাম, ইনি আমাদের রহস্য অনুমান করিতে পারিয়াছেন।

বিশাখা। তবে আর কি হইবে? ৩৯

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) ললিতে! আর বৃথা বঞ্চনচাতুর্য্যের বিস্তারে লাভ কি? মাকড়সার বিস্তারিত তন্তুজালে কখনও মত্ত করীন্দ্রকে বন্ধন করা যায় না।

বিশাখা। সখি রাধিকে! অনর্থক বিলম্ব করিতেছ, শীঘ্র আপনার প্রিয়জনকে কৃতার্থ কর।

কৃষ্ণঃ। (সানুরাগং)

কর্ণদ্বন্দ্বমিদং কৃতৈরিহ কুহূকণ্ঠস্য কুণ্ঠীকৃতং
সদ্যঃ কোমলভারতীপরিমলেনোল্লাঘয় শ্লাঘয়া।
নিঃশঙ্কং কিল শীতলীকুরু পরিরম্ভেণ রম্ভোরু ! মে
গম্ভীরস্মরবহ্নিতাপলহরীপাত্রাণি গাত্রাণ্যপি ॥

বিশাখা। সুংদর ! এসা ভঅবদী লজ্জা জ্জেব্ব রাহিআরূবেণ ওদীণ্ণা। তা জাব ণং চাডুবংধেণ সম্মুহীকদুঅ সমপ্পেম্ম দাব ভবংতেণ সোম্ম সীঅলবুত্তিণা হোদব্বং ॥

কৃষ্ণঃ। (সাদরং)

অয়মত্র নিসর্গশীতলঃ সখি ! রাধাকুচয়োরবস্থিতিং।
নবকাঞ্চনকুম্ভয়োরহং স্ফুরদিন্দীবরদামবদ্ভজে ॥
(ইতি মন্দং মন্দং রাধামনুসর্পতি)

কৃষ্ণ। উল্লাঘয় নির্ব্যাধীকুরু। "উল্লাঘো নির্গতো গদাত"ইত্যমরঃ।

বিশাখা। সুন্দর ! এষা ভগবতী লজ্জা এব রাধিকারূপেণাবতীর্ণা। তৎ যাবদেনাং চাটুবন্ধেন সম্মুখীকৃত্বা সমর্পয়ামঃ তাবদ্ভবতা সোম্যশীতল-বৃত্তিনা ভবিতব্যং ॥

কৃষ্ণ। (অনুরাগের সহিত) কোকিলের কুহূরবে আমার কর্ণযুগল কুণ্ঠিত হইয়াছে, তুমি অবিলম্বে কোমল বচন-পরিমলের পরিচর্য্যার দ্বারা তাহার কষ্ট দূর কর, আমার গাত্রসকল কন্দর্পানলের তাপ-তরঙ্গের পাত্ররূপে পরিণত হইয়াছে, অতএব হে রম্ভোরু ! তাহাদিগকে নির্ভয়ে আলিঙ্গনের দ্বারা নিঃশঙ্কভাবে শীতল কর।

বিশাখা। হে সুন্দর ! সাক্ষাৎ ভগবতী লজ্জাদেবীই রাধিকারূপে অবতীর্ণা ; অতএব যতক্ষণ পর্য্যন্ত চাটুবাক্যের দ্বারা ইহাকে অনুকূলা করিয়া সমর্পণ করিতে না পারি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাকে সৌম্যশীতল ভাব অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতে হইবে।

কৃষ্ণ। (আদরপূর্ব্বক) সখি ! এই ব্যক্তি স্বভাবতঃই শীতল, আমি শ্রীরাধার নবকাঞ্চনকুম্ভের ন্যায় কুচযুগলের মধ্যস্থলে নীলপদ্মের মালার ন্যায় হইয়া ভজনা করিতে ইচ্ছা করি।

রাধিকা। (কিঞ্চিদপসৃত্য) সহি বিসাহে ! সুট্ঠু ভীদহ্মি তা কিংত্তি মং উবেক্খসি ॥

ললিতা। রাহে ! এসা বিসাহেত্তি বিক্খাদা কধং তুমং পচ্ছাদিঅ রক্খিদুং পহবদু, তা রক্খণক্খমং ণং বণমালঅং জ্জেব্ব ভজেহি জং এসা আঅট্টিদসিলীমুহা দীসই ॥

রাধিকা। (সপ্রণয়রোষং) অই দুম্মুহি ললিদে ! সিদ্ধাও জ্জেঅ তুজ্ঝ মণোরধা তহবি ণ ণিবুত্তাসি ॥

রাধিকা। সখি বিশাখে ! সুষ্ঠু ভীতাস্মি তৎ কিমিতি মামুপেক্ষসে।

ললিতা। রাধে ! এষা বিশাখেতি বিখ্যাতা কথং ত্বাং প্রচ্ছাদ্য রক্ষিতুং প্রভবতু। তৎ রক্ষণক্ষমাং এনাং বনমালামেব ভজ। যদেষা আকৃষ্টশিলীমুখা দৃশ্যতে। "অলিবাণৌ শিলীমুখৌ" ইত্যমরঃ। বাণযুক্তং বনসমূহং ভজ ইত্যর্থঃ। দুষ্প্রবেশত্বাৎ স ত্বাং রক্ষিষ্যতীত্যর্থঃ। পক্ষে ভ্রমরযুক্তাং কৃষ্ণবর্ণমালাং।

রাধিকা। অয়ি দুর্ম্মুখি ললিতে ! সিদ্ধা এব তব মনোরথাঃ তথাপি ন নিবৃত্তাসি।

রাধিকা। (কিছু দূরে গমনপূর্ব্বক) সখি বিশাখে ! আমি অতিশয় ভয় পাইয়াছি, অতএব তুমি আমাকে উপেক্ষা করিতেছ কেন ?

ললিতা। সখি রাধিকে ! তোমার এই সখী বিশাখা বা শাখাবিহীনা নামে বিখ্যাতা, তবে এ তোমাকে আচ্ছাদন করিয়া কি প্রকারে রক্ষা করিবে ? অতএব রক্ষণকার্য্যে সমর্থা এই বনমালাকেই ভজনা কর—যেহেতু দেখা যাইতেছে, এই বনমালা এই গুণে শিলীমুখদিগকে আকর্ষণ করিতেছে।*

রাধিকা। (প্রণয়-রোষের সহিত) অয়ি দুর্ম্মুখি ললিতে ! তোমার মনের ইচ্ছা ত পূর্ণ হইয়াছে, তথাপি তুমি নিবৃত্ত হইতেছ না ?

---

* "বনমালা" অর্থে বনশ্রেণী, শিলীমুখ অর্থে ভ্রমর ও বাণ উভয়ই বুঝাইয়া থাকে। বাণযুক্ত বনসমূহ সাধারণের দুষ্প্রবেশ্য হওয়ায় তন্মধ্যে তুমি স্বচ্ছন্দে লুক্কায়িত থাকিতে পারিবে। পক্ষান্তরে বনমালার শরণ লইলে বনমালী কৃষ্ণই তোমাকে রক্ষা করিবেন।

বিশাখা। হলা রাহি! সব্বাণং গোউলজণাণং অভঅদাণসত্তে দীক্খিদো কহ্নো তা ইদো কিংত্তি ভাএসি॥

কৃষ্ণঃ। সুন্দরি রাধে! ত্বমেব সুষ্ঠু বলিষ্ঠাসি, তৎ কথং মত্তস্তব ভীতিঃ॥ ৪০॥

তথাহি সাম্প্রতং॥

অহীনো ভ্রূগুচ্ছঃ কুটিলবলনৈর্বেষ্টয়তি মাং
খরস্তে নেত্রান্তো ময়ি বিতনুতে তাড়নবিধিং।
প্রলম্বঃ কেশান্তো হরতি হঠবৃত্ত্যা মম বলং
ভজদ্ভিস্ত্বামেতৈরহমিহ জিতৈরস্মি বিজিতঃ॥ ৪১॥

বিশাখা। সখি রাধে! সর্ব্বেষাং গোকুলজনানাং অভয়দানসত্রে দীক্ষিতঃ কৃষ্ণঃ। তদিতঃ কিমিতি বিভেসি। সত্রং যজ্ঞং॥ ৪১॥

অহীন ইতি। অহীনাং ইনঃ স্বামী কালিয়ঃ পক্ষে পৃথুলঃ। খরো ধেনুকস্তীক্ষ্ণশ্চ। প্রলম্বোঽসুরঃ লম্বমানশ্চ, বলং মম ভ্রাতরং সত্ত্বঞ্চ। ময়া জিতৈরপ্যেতৈশ্চ শত্রুভিস্ত্বাং ভজদ্ভিঃ সদ্ভিরহং বিজিতঃ। তেন স্বতস্তু তব বলং দুর্জ্জেয়মেব॥ ৪১॥

বিশাখা। সখি রাধিকে! শ্রীকৃষ্ণ ত' সমস্ত গোকুলবাসীদিগকে অভয়-দানরূপ যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছেন, তবে ইঁহা হইতে ভীতা হইতেছ কেন?

কৃষ্ণ। সুন্দরি রাধিকে! তুমি ত' নিজেই যথেষ্ট বলবতী, তবে আমা হইতে তোমার ভয় কি? ৪০

সম্প্রতি এ বিষয়ে প্রমাণ এই যে—যে সকল শত্রুকে আমি পরাজিত করিয়াছিলাম, তাহারাই তোমাকে আশ্রয় করিয়া আমাকে পরাজয় করিতেছে—কালিয় নাগ তোমার ভ্রূগুচ্ছরূপে কুটিল ভঙ্গির দ্বারা আমাকে বেষ্টন করিতেছে, ধেনুক তোমার অপাঙ্গরূপে আমাকে তাড়না করিতেছে, প্রলম্ব তোমার কেশান্তরূপে হঠবৃত্তির দ্বারা আমার বল হরণ করিতেছে। ৪১ *

---

* অহীনঃ—শব্দের অর্থ অহিকুলের অধিপতি, অন্যার্থ হীন নহে অর্থাৎ প্রশস্ত। 'খর'—অর্থ ধেনুকাসুর পক্ষান্তরে তীক্ষ্ণ; প্রলম্ব অর্থে তন্নামক অসুর—অন্যার্থে প্রকৃষ্টরূপে লম্বমান কেশ। বল অর্থে শক্তি—অর্থান্তরে শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলরাম।

ললিতা। কণ্হ ! কুদো ইমাএ বলিট্‌ঠত্তণং জং অপ্পণো ধণং তু অত্তো মোআবিত্তুং ণ সমত্থা ॥

বিশাখা। (সংস্কৃতেন)

বিধত্তে কংসারিঃ সখি ! পরমহংসালিষু রতিং
মনো হংসেন্দ্রং তে কথমপি ন নির্ম্মোক্ষ্যতি ততঃ।
বধানামুং সত্বস্তমপি ভুজবল্লীবিলসিতৈঃ
শঠে কঃ ক্ষেমার্থী সখি ন হি শাঠ্যং ঘটয়তি ॥

রাধিকা। (সাভ্যসূয়ং)

পাবে বিশাহিএ ! তুমং বি ললিদাএ বিসলদাএ মারুদেণ দূসিদাসি ॥ ৪২ ॥

ললিতা। কৃষ্ণ ! কুত এতস্যা বলিষ্ঠত্বং যদাত্মনো ধনং ত্বত্তো মোচয়িতুং ন সমর্থা। পরমহংসালিষু পক্ষে ভক্তশ্রেণীষু।

রাধিকা। পাপে বিশাখিকে। ত্বমপি ললিতায়া বিষলতায়াঃ মারুতেন দূষিতাসি ॥ ৪২ ॥

ললিতা। কৃষ্ণ! এই সুকুমারীর আবার বলিষ্ঠতা কোথায় ? যেহেতু, ইনি তোমার নিকট হইতে নিজের ধন মুক্ত করিতেই সমর্থা হইতেছেন না।

বিশাখা। হে সখি! কংসারি পরমহংসদিগের প্রতিই রতিবিধান করিয়া থাকেন; অতএব তোমার মনোহংসেন্দ্রকে তিনি কিছুতেই মুক্তিদান করিবেন না। অতএব তুমিও তাহাকে কালবিলম্ব না করিয়া ভুজলতার বিলাসের দ্বারা বন্ধন কর; কারণ—হে সখি! মঙ্গলার্থী কোন্ ব্যক্তি শঠের প্রতি শাঠ্য বিধান না করিয়া থাকে ?

রাধিকা। (অসূয়ার সহিত) হে পাপিনি বিশাখিকে ! তুমিও ললিতারূপা বিষলতার বায়ুতে দূষিতা হইয়াছ। ৪২

কৃষ্ণঃ। সখি ললিতে! স্বপ্রসাদামৃতে কামমদত্তাবগাহনয়া
কথমদ্যাপি তটস্থীকৃতোঽস্মি রাধয়া ॥

ললিতা। কহ্ন! মুঞ্চ চাদুরীবিথারং। ণ কৃখু চংদাঅলী বিঅ
বাক্তি বাঅমেত্তএণ সুলহপ্পসাদা অহ্ম পিঅসহী ॥

কৃষ্ণঃ। কথং সুলভস্তে সখীপ্রসাদঃ ॥

ললিতা। সেআসংতাএণ ॥

কৃষ্ণঃ। (সানন্দং রাধাং পশ্যন্)

কিং চন্দনেন কুচয়ো রচয়ামি চিত্র-
মুত্তংসয়ামি কবরীং তব কিং প্রসূনৈঃ।
অঙ্গানি রঙ্গিমতরঙ্গি! করেণ কিংবা
সংবাহয়াম্যতনুখেদকরম্বিতানি ॥
(ইত্যগ্রে পরিক্রামতি)

ললিতা। কৃষ্ণ! মুঞ্চ চাতুরীবিস্তারং ন খলু চন্দ্রাবলীব ঝটিতি বাঙ্মাত্রেণ সুলভপ্রসাদা অস্মৎপ্রিয়সখী।

ললিতা। সেবাসন্তানেন।

কৃষ্ণ। সখি ললিতে! নিজ প্রসাদামৃতসরোবরে আমাকে যথেচ্ছ ভাবে অবগাহন না করাইয়া রাধিকা আমাকে এ পর্য্যন্ত তটস্থ করিয়া রাখিলেন কেন?

ললিতা। কৃষ্ণ! চাতুরী-বিস্তার পরিত্যাগ কর, চন্দ্রাবলীর ন্যায় শীঘ্র বাক্য-বিস্তারের দ্বারাই অতি সুলভেই আমাদের প্রিয় সখীর অনুগ্রহ লাভ করা যায় না।

কৃষ্ণ। কি প্রকারে সুলভে তোমার সখীর অনুগ্রহ লাভ করা যায়?

ললিতা। নিরন্তর সেবার দ্বারা।

কৃষ্ণ। (আনন্দে রাধাকে অবলোকনপূর্ব্বক) অয়ি রঙ্গিমতরঙ্গিণি রাধিকে! আমি কি চন্দনের দ্বারা তোমার স্তনযুগলে চিত্র রচন করিব অথবা পুষ্পসমূহ দ্বারা তোমার কবরী বন্ধন করিব অথবা

রাধিকা। (সলীলমুপক্রম্য সাঙ্গুলিতর্জ্জনং)

পামরি! সুমরিস্‌সসি ওসরে, তা এসা ঘরং গচ্ছংতী জিম্মাণং তুহ্মাণং হত্থাদো অপ্পাণং মোআবিস্‌সং॥ ৪৩॥

ললিতা। (পটাঞ্চলমাকৃষ্য) সহি রাহি! জাহি ণ ঘরং পরহত্থে পথিদেক্কি ণিঅহংসে। অই রাহি! বহিরে হিরণ্ণং দেসি কধং অঞ্চলে গংঠিং॥

রাধিকা। মুঞ্চেহি মুঞ্চেহি অঞ্চলং ইতো গদুঅ অজ্জিঅং বিণ্ণবিস্‌সং॥ ৪৪॥

(নেপথ্যে) হংত ণত্তিণি ললিদে! কহিং দে পিঅসহী রাহিআ॥

রাধিকা। পামরি! স্মরিষ্যসি অবসরে। তৎ এষা গৃহং গচ্ছন্তী জিহ্মানাং যুষ্মাকং হস্তাৎ আত্মানং মোচয়িষ্যামি॥ ৪৩॥

ললিতা। সখি রাধে! যাহি ন গৃহং পরহস্তে প্রস্থিতেঽস্মিন্ নিজহংসে। অয়ি রাধে! বহির্হিরণ্যং দদাসি কথমঞ্চলে গ্রন্থিং।

রাধিকা। মুঞ্চ অঞ্চলং ইতো গত্বা আর্য্যাং বিজ্ঞাপয়িষ্যামি॥ ৪৪॥

(নেপথ্যে) হন্ত নপ্‌ত্রি ললিতে! কুত্র তে প্রিয়সখী রাধিকা।

অনঙ্গপীড়ায় পীড়িত তোমার অঙ্গসমূহ কর দ্বারা সংবাহন করিব। (ইহা বলিয়া সম্মুখে গমন করিলেন)

রাধিকা। (লীলাভরে অঙ্গুলির দ্বারা তর্জ্জনপূর্ব্বক) পামরি ললিতে! অবসরকালে স্মরণ করিও। তবে এখন গৃহে গমন করিয়া তোমার ন্যায় কুটিল ব্যক্তিগণের হস্ত হইতে আপনাকে মোচন করিব। ৪৩

ললিতা। (বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণপূর্ব্বক) সখি রাধে! নিজ মানসহংস পরহস্তে রাখিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইও না, তুমি বাহিরে স্বর্ণ নিক্ষেপ করিয়া এক্ষণে কিরূপে অঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন করিতেছ?

রাধিকা। শীঘ্র আমার অঞ্চল পরিত্যাগ কর, এখান হইতে যাইয়া আমি আর্য্যাকে বলিয়া দিতেছি। ৪৪

(নেপথ্যে) ওহে নাতিনি ললিতে! তোমার প্রিয়সখী রাধিকা কোথায়?

ললিতা। হন্ত! এসা অজ্জিআ মুহরা ইধ জ্জেব্ব আঅচ্ছদি॥

কৃষ্ণঃ। (সশঙ্কং) ততো দবীয়ান্ ভবিতাস্মি।

(ইতি তথা স্থিতঃ)॥

মুখরা। (প্রবিশ্য পুরো দৃষ্টিং নিক্ষিপ্য সাশঙ্কমাত্মগতং)

জো কৃখু দুরদো কো বি ণীলিমপুঞ্জো মরঅদথম্ভং বিড়ম্বংতো দিট্‌ঠিং মে আঅউদি ণূণং সো এসো কহ্নো ভবে জং অউব্বং কিম্পি সোরব্ভং পসপ্পই॥

(ইতি কৃষ্ণান্তিকমুপসর্পতি) ৪৫॥

কৃষ্ণঃ। আর্য্যে মুখরে! (ইত্যর্দ্ধোক্তে)॥

মুখরা। (সকপটাক্রোশং) কো কৃখু অজ্জে অজ্জেত্তি খুলখুলাএদি॥

ললিতা। হন্ত! এষা আর্য্যা মুখরা ইত এবাগচ্ছতি। দবীয়ান্ দূরতরঃ।

মুখরা। যঃ খলু দূরতঃ কোঽপি নীলিমপুঞ্জো মরকতস্তম্ভং বিড়ম্বয়ন্ দৃষ্টিং মে কর্ষিতঃ নূনং এব কৃষ্ণো ভবেৎ, যৎ অপূর্ব্বং কিমপি সৌরভ্যং প্রসর্পতি॥ ৪৫॥

মুখরা। কঃ খলু আর্য্যে আর্য্যে ইতি খুলখুলায়তে অব্যক্তানুকরণং করোতি।

ললিতা। হায়! আর্য্যা মুখরা যে এই দিকেই আসিতেছেন।

কৃষ্ণ। (সভয়ে) তবে আমি দূরে অবস্থান করি॥ (এই বলিয়া সেই ভাবে থাকিলেন)

মুখরা। (প্রবেশপূর্ব্বক দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্বগত) এই দূর হইতে মরকতস্তম্ভের অপেক্ষাও উজ্জ্বল এই নীলিমাপুঞ্জরূপী কে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে? নিশ্চয়ই এ কৃষ্ণ, না হইলে এত অপূর্ব্ব সৌরভ কোথা হইতে আসিতেছে? (ইহা বলিয়া কৃষ্ণের নিকট যাইতে লাগিলেন)। ৪৫

কৃষ্ণ। আর্য্যে মুখরে! (এই অর্দ্ধোক্তির পর)

মুখরা। (কপট আক্রোশের সহিত) কে রে, আর্য্যে আর্য্যে বলিয়া খুল্ খুল্ করিতেছে?

কৃষ্ণঃ। আর্য্যে মুখরে ! সুহং বর্দ্ধসে।

মুখরা। মোহণ ! জাব তুহ বংসিআএ মুঅত্তণং ণ সংবুত্তং তাব-কুদো অহ্মাণং সুহং ॥

কৃষ্ণঃ। (সস্মিতং) আর্য্যে ! কিন্তে অপরাধ্যতি বংশী ॥

মুখরা। পুচ্ছ ইমাও সব্বগোউলবালিআও জাও কপ্পসীহং পবিসংতিম্মি বংসিআফুক্কারারম্ভে বারং বারং ণিবারিঅজ্জংতীও বি বণে ধাঅংতি ॥ ৪৬ ॥

কৃষ্ণঃ। (বিহস্য) মুখরে ! সত্যং যথার্থনামাসি ॥

মুখরা। মোহণ ! পদোসে তুজ্ঝ এত্থ পবেসো মং সঙ্কাউলং করেদি ॥

মুখরা। মোহন ! যাবত্তব বংশিকায়াঃ মূকত্বং ন সংবৃত্তং তাবৎ কুতোঽস্মাকং সুখং।

মুখরা। পৃচ্ছ ইমাঃ সর্ব্বগোকুলবালিকাঃ, যাঃ কর্ণসীমানং প্রবিশতি বংশিকাফুৎকারারম্ভে বারং বারং নিবার্য্যমাণা অপি বনে ধাবন্তি ॥ ৪৬ ॥

মুখরা। মোহন ! প্রদোষে সন্ধ্যায়াং তবাত্র প্রবেশো মাং শঙ্কাকুলাং করোতি।

কৃষ্ণ। আর্য্যে মুখরে ! ভাল আছেন ত ?

মুখরা। মোহন ! যত দিন তোমার বংশীর মূকত্ব না ঘটিবে, তত দিন আমাদের মঙ্গল কোথায় ?

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) আর্য্যে ! বংশী তোমার নিকট কি অপরাধ করিল ?

মুখরা। এই সকল গোকুলবালিকাদিগকে জিজ্ঞাসা কর; যে হেতু ইহাদিগের কর্ণকুহরে বংশীরব প্রবেশমাত্রই বারংবার নিবারিতা হইয়াও ইহারা বনে ধাবিত হয়। ৪৬

কৃষ্ণ। (হাস্যপূর্ব্বক) মুখরে ! তুমি যথার্থনামা।

মুখরা। মোহন ! প্রদোষে তোমার এই স্থানে আগমন আমাকে শঙ্কাকুলা করিয়াছে।

কৃষ্ণঃ। মুখরে! কৃতমত্র শঙ্কয়া। যদদ্য পৌর্ণমাস্যা মে বর্ণিতং তবাত্র চত্বরাঙ্কে চংক্রমতি কাপ্যদ্ভুতা হরিণীতি।

মুখরা। ণাঅর! পহাদে পেচ্ছিস্‌সসি ণং দাণিং সাহেহি॥

কৃষ্ণঃ। হন্ত গড্‌ডবিষাণ-কঠোরে! বিশ্রব্ধমাস্যতাং এবোঽহং ব্রজামি (ইতি শাখিনামন্তর্দ্ধধাতি)

মুখরা। ললিদে! সচ্চং গদো কণ্হো॥

ললিতা। অধ ইং॥

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) ঘূর্ণাকুলেয়ং জরতী তদত্র তুষ্ণীমেত্য রাধা-পটাঞ্চলমাকর্ষামি (ইতি তথা করোতি)

মুখরা। নাগর! প্রভাতে প্রেক্ষিষ্যসে এনাং, ইদানীং সাধয় যাহি।
মুখরা। ললিতে! সত্যং গতঃ কৃষ্ণঃ।
ললিতা। অথ কিং।

কৃষ্ণ। মুখরে! ইহাতে কোনও ভয় করিও না। অদ্য পৌর্ণমাসী আমাকে বলিল যে, তোমার আঙ্গিনার মধ্যে একটি অদ্ভুত হরিণী বারংবার ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়।

মুখরা। নাগর! প্রভাতে আসিয়া তাহাকে দেখিও, এখন এ স্থান হইতে চলিয়া যাও।

কৃষ্ণ। হায় মুখরে! তুমি মেষশৃঙ্গ হইতেও কঠোরা। এখানে শান্তিতে অবস্থান কর—এই আমি চলিলাম। (ইহা বলিয়া বৃক্ষান্তরালে অন্তর্হিত হইলেন)

মুখরা। ললিতে! কৃষ্ণ কি সত্যই চলিয়া গেল?
ললিতা। তাই নয় ত কি!

কৃষ্ণ। (স্বগত) এই বৃদ্ধা ত' ঘূর্ণারোগে আকুল হইয়াছে। অতএব আমি নিঃশব্দে রাধার বস্ত্রের অঞ্চল আকর্ষণ করি। (ইহা বলিয়া তাহাই করিলেন)

মুখরা। (চক্ষুষী বিকাশ্য সাক্রোশং) ধিট্টি ললিদে ! অগ্‌গদো এসো দে পীদম্বরো কহ্নো রাহীসাড়িঅঞ্চলং আঅড্‌ঢংতো বিঅ দীসই, তা কীস তুমং পদারেসি মং ॥

কৃষ্ণঃ। (সশঙ্কং কিঞ্চিদপসর্পতি) ৪৭ ॥

ললিতা। (স্বগতং) রত্তিঅংধিঅং বুড্‌ঢিঅং বঞ্চেমি ॥

(প্রকাশং সংরম্ভমভিনীয় সংস্কৃতেন)

মুধা শঙ্কামন্ধে জরতি ! কুরুষে যামুনতটে
তমালোঽয়ং চামীকরকলিতমূলো নিবসতি।
সমীরপ্রেঙ্খোলাদতিচটুলশাখাভুজতয়া
বয়স্যায়া যেন স্তনবসনমাস্ফালিতমভূৎ ॥ ৪৮ ॥

মুখরা। ধৃষ্টে ললিতে ! অগ্রত এষ তে পীতাম্বরঃ কৃষ্ণঃ রাধা-সাটিকাঞ্চলং আকর্ষন্নিব দৃশ্যতে ; তৎ কস্মাত্ত্বং প্রতারয়সি মাং ॥ ৪৭ ॥

ললিতা। রাত্র্যন্ধাং বৃদ্ধাং বঞ্চয়ামি। চামীকরং সুবর্ণং, সমীরপ্রেঙ্খোলাৎ সমীরান্দোলনাৎ, যেন তমালেন ॥ ৪৮ ॥

মুখরা। (চক্ষু উন্মীলন করিয়া সক্রোধে) হে ধৃষ্টে ললিতে ! এই যে তোমার অগ্রে পীতাম্বর কৃষ্ণ রাধিকার সাড়ীর অঞ্চল আকর্ষণ করিতেছে—এইরূপ দেখিতেছি, তবে তুমি আমাকে প্রতারণা করিতেছ কেন ?

কৃষ্ণ। (শঙ্কিত হইয়া কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিলেন)। ৪৭

ললিতা। (স্বগত) এই রাত্র্যন্ধা বৃদ্ধাকে বঞ্চনা করিতেছি। (প্রকাশ্যে ক্রোধের অভিনয় পূর্ব্বক) হে অন্ধে জরতি ! তুমি মিথ্যা শঙ্কা করিতেছ কেন ? এ ত' যমুনাতটে তমালবৃক্ষ দণ্ডায়মান, ইহার মূল স্বর্ণবেদিকায় মণ্ডিত। বায়ুপ্রবাহে ইহার ভুজরূপ শাখা আন্দোলিত হওয়ায় তদ্দারা আমাদের প্রিয়সখীর স্তনবসন আস্ফালিত হইতেছে। ৪৮

মুখরা। (স্বগতং) অসচ্চং ণ কহেদি ললিদা। (প্রকাশং) বচ্ছে! ঘুম্মাউলম্হি তা ঘরং গদুঅ সুবিস্‌সং। (ইতি নিষ্ক্রান্তা)

বিশাখা। হলা রাহি! কহ্নস্‌স মুহমণ্ডলুম্মীলিদং ঘম্মজলবিংদু-জালং অপ্পণো সাড়িঅঞ্চলেণ অবণেহি॥

রাধিকা। (সভ্রূভঙ্গং) বিসাহে! তুমং জ্জেব্ব অবণেহি, জা কখু আকোমারং ইমস্‌সিং ব্বদে গ্‌গহিদদিক্খাসি॥ ৪৯॥

বিশাখা। রাহি! কণ্ঠখিদা দে রঙ্গণমালিআ ভণাদি। মা কুপ্প, তুমং বি তথ দিক্‌খাবিহাণেণ করিজ্জংতসংকপ্পাসি॥ ৫০॥

মুখরা। অসত্যং ন কথয়তি ললিতা। বৎসে! ঘুর্ণাকুলাস্মি, তস্মাৎ গৃহং গত্বা স্বপ্স্যামি।

বিশাখা। সখি রাধে! কৃষ্ণস্য মুখমণ্ডলোন্মীলিতং ঘর্ম্মজলবিন্দুজালং আত্মনঃ শাটিকাঞ্চলেন অপনয়।

রাধি। বিশাখে! ত্বমেবাপনয় যা খলু আকৌমারং অস্মিন্ ব্রতে গৃহীতদীক্ষাসি॥ ৪৯॥

বিশাখা। রাধে! কণ্ঠস্থিতা তে রঙ্গণমালা ভণতি। কিং ভণতি তত্রাহ! মা কুপ্য, ত্বমপি তত্র দীক্ষাবিধানেন ক্রিয়মাণসংকল্পাসি। ক্রিয়মাণো সঙ্কল্পো যয়েতি সঙ্কল্পস্য কর্ম্মণঃ প্রাধান্যবিবক্ষয়া তদ্বাচ্য-প্রত্যয়ঃ নতু প্রযুজ্যকর্ম্মণি ণ্যন্তে কর্ত্তুশ্চ কর্ম্মণ ইতি কারিকায়াং চকারাৎ প্রধানে কর্ম্মণ্যভিধেয় ইত্যতঃ প্রধানানুবৃত্তিবাখ্যানাৎ॥ ৫০॥

মুখরা। (স্বগত) ললিতা মিথ্যা কথা বলে নাই। (প্রকাশ্যে) বৎসে! আমি ঘুর্ণাকুলা হইয়াছি, অতএব গৃহে যাইয়া শয়ন করি।

(প্রস্থান)

বিশাখা। সখি রাধিকে! কৃষ্ণের মুখমণ্ডলে ঘর্ম্মজলবিন্দুসকল উদ্গত হইয়াছে, তুমি নিজের শাটীর অঞ্চলের দ্বারা তাহা মুছাইয়া দাও।

রাধিকা। (ভ্রূভঙ্গি সহকারে) বিশাখে! তুমিই মুছাইয়া দাও, যেহেতু, আকৌমার তুমি এই ব্রতে দীক্ষিতা আছ। ৪৯

বিশাখা। তোমার কণ্ঠস্থিতা রঙ্গণমালিকা বলিতেছে—কোপ করিও না, তুমিও এই ব্রতে দীক্ষাগ্রহণের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছ। ৫০

কৃষ্ণঃ। (রঙ্গণমালাং দৃষ্ট্বা সশ্লাঘং)

শঙ্কে চিরং কিমপি রঙ্গণপুষ্পসঙ্ঘঃ
পুণ্যং পুরা পরমতীর্থবরে ব্যধত্ত।
যস্মান্মমাপ্যসুলভে মদিরাক্ষি! সাক্ষা-
দঙ্গীচকার তব বক্ষসি সঙ্গসৌখ্যং ॥

রাধিকা। হলা বিসাহে! জা কৃখুম হ কণ্ঠাদো বলেণ আঅড্-
ঢিঅ ণিদা তুএ অণগ্ঘা গুঞ্জাঅলী সা দাণিং সমপ্পীঅদু,
এসা সুক্খা অপ্পণো রঙ্গণমালিয়া গেহ্নিঅদু ॥

বিশাখা। গোউলাণংদ! গুঞ্জাহারকিদে মহ কুপ্পই অপ্পণো
পিঅসহী ॥ ৫১ ॥

রাধিকা। সখি বিশাখে! যা খলু মম কণ্ঠতো বলেনাকৃষ্য নীতা ত্বয়া অনর্ঘা গুঞ্জাবলী সা ইদানীং সমর্প্যতাং। এষা শুষ্কা আত্মনো রঙ্গণমালিকা গৃহ্যতাং।

বিশাখা। গোকুলানন্দ! গুঞ্জাহারকৃতে মহ্যং কুপ্যতি আত্মনঃ প্রিয়সখী ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণ। (রঙ্গণমালা দেখিয়া শ্লাঘা সহকারে) হে মদিরাক্ষি! আমার মনে হইতেছে—এই রঙ্গণপুষ্পসমূহ জন্মান্তরে কোনও প্রধান তীর্থে পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছিল; যেহেতু, যে বক্ষে আমারও স্থান লাভ সুলভ হইল না, তাহাতে এই মালা সাক্ষাৎ সঙ্গসুখ লাভ করিল ॥

রাধিকা। সখি বিশাখে! তুমি বলপূর্ব্বক আমার কণ্ঠদেশ হইতে যে অমূল্য গুঞ্জাবলী আকর্ষণ করিয়া লইয়াছ, এখন তাহা সমর্পণ কর এবং এই শুষ্ক রঙ্গণমালা গ্রহণ কর।

বিশাখা। গোকুলানন্দ! গুঞ্জাহারের জন্য তোমার প্রিয়সখী আমার উপর কুপিত হইতেছেন। ৫১

কৃষ্ণঃ। রাধে! সন্নিধেহি তব কণ্ঠে গুঞ্জাবলীমাদধামি (ইতি উপসর্পতি)॥

ললিতা। (সস্মিতমাত্মগতং) গুঞ্জাহারঅপ্পণমিসেণ রাহীকঞ্চুঅঞ্চলং প্‌ফংসদি কণ্হো॥

রাধিকা। (সভ্রূক্ষেপং পরাবর্ত্ততে)।

বিশাখা। হলা রাহি! জং লদ্ধুং উক্কণ্ঠাসি তং কিং কৃখু লদ্ধাসি॥

রাধিকা। (বিম্বাধরং সংদশ্য) ধিট্‌টে বিসাহে। চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ (ইতি লীলারবিন্দেন তাড়য়তি)॥

বিশাখা। (বিহস্য) সঅং আসঙ্কিণি! মা কুপ্প, গুঞ্জাহারং পুচ্ছেমি॥

ললিতা। গুঞ্জাহারার্পণমিষেণ রাধাকঞ্চুকাঞ্চলং স্পৃশতি কৃষ্ণঃ।

বিশাখা। সখি রাধে! যং লব্ধুং উৎকণ্ঠাসি তং কিং খলু লব্ধাসি।

রাধি। ধৃষ্টে বিশাখে! তিষ্ঠ তিষ্ঠ।

বিশাখা। স্বয়মাশঙ্কিনি! মা কুপ্য, গুঞ্জাহারং পৃচ্ছামি।

কৃষ্ণ। রাধে! নিকটে এস, তোমার কণ্ঠে গুঞ্জাবলী অর্পণ করিতেছি। (এই বলিয়া নিকটে গমন করিতে লাগিলেন)

ললিতা। (মৃদু হাস্যসহকারে স্বগত) গুঞ্জাহার অর্পণের ছলে কৃষ্ণ রাধিকার কঞ্চুকাঞ্চল স্পর্শ করিতেছেন।

রাধিকা। (ভ্রূভঙ্গী সহকারে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন)।

বিশাখা। সখি রাধিকে! যাঁহাকে পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিতা হইয়াছিলে, তাঁহাকে কি লাভ করিলে?

রাধিকা। (বিম্বাধর দংশনপূর্ব্বক) ধৃষ্টে বিশাখে! থাক, থাক। (এই বলিয়া লীলাকমলের দ্বারা আঘাত করিলেন)

বিশাখা। (হাস্যপূর্ব্বক) তুমি নিজ হইতে অন্যরূপ মনে করিয়া কুপিতা হইও না, আমি গুঞ্জাহারের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

কৃষ্ণঃ। ক তপস্তথা মমাস্তে লীলাম্বুজাহতিমবাপ্নুয়াং।
যেন মাং চঞ্চলেন তাড়য় লোচনকমলাঞ্চলেনাপি ॥

ললিতা। হরিণে সমপ্পিঅ তণুং কিবিণাসি কথং দরাবলোঅম্মি।
দিণ্ণে চিংতারঅণে ণ সংবুডঅম্মি আগ,গহো জুত্তো ॥ ৫২ ॥

রাধিকা। ললিদে! এব্বং জপ্পংতী গুরুলোএসু মা কৃখু ইমং জণং অবরুদ্ধং করেহি ॥

বিশাখা। সহি! কীস সঙ্কেসি, ণং ভঅবদী জ্জেব্ব এথ সমাহণে দকৃখা ॥ ৫৩ ॥

ললিতা। হরয়ে সমর্প্য তনুং কৃপণাসি কথং দরাবলোকে, নত্বে চিন্তারত্নে ন সম্পুটে আগ্রহো যুক্তঃ ॥ ৫২ ॥

রাধি। ললিতে! এবং জল্পন্তী গুরুলোকেষু মা খলু ইমং জনং অপরাদ্ধং কুরু।

বিশাখা। সখি! কস্মাৎ শঙ্কসে। নূনং ভগবতী এব অত্র সমাধানে দক্ষা ॥ ৫৩ ॥

কৃষ্ণ। আমার এমন তপস্যা কোথায়? যাহাতে আমি লীলাকমলের আঘাত প্রাপ্ত হইব? তবে যদি কিছু তপস্যা থাকে, তবে আমাকে তোমার চঞ্চল লোচনাঞ্চলের দ্বারা তাড়না কর।

ললিতা। সখি! হরিকে তনু অর্পণ করিয়া ঈষৎ অবলোকন দানে কৃপণা হইও না। চিন্তামণি দান করিয়া তাহার শূন্য সম্পুটের জন্য আগ্রহ যুক্তিযুক্ত নহে। ৫২

রাধিকা। ললিতে! এই প্রকার বলিয়া গুরুলোকের নিকট মাদৃশ জনকে অপরাধী করিও না।

বিশাখা। সখি! ভয় করিতেছ কেন? ভগবতী এ বিষয়ের সমাধানে দক্ষা আছেন। ৫৩

ললিতা। (সহর্ষমাত্মগতং) দিট্টিআ পিঅসহী হসিদাঅবাঙ্গ-তরঙ্গেণ কহ্নং আলিঙ্গদি ॥

বিশাখা। (সংস্কৃতেন) ললিতে। পশ্য পশ্য।

শশী ব্যোমোৎসঙ্গং শশিনমপি তঃ কান্তিলহরী
পুরো বৃন্দারণ্যং সুমুখি! সহসা কান্তিলহরীং।
হরির্বৃন্দারণ্যং হরিমপি কিলেয়ং তব সখী
সখীং প্রেম্ণঃ পূরো নিজসুষময়াহমণ্ডয়দয়ং ॥

ললিতা। হদ্ধি হদ্ধি বিশাহে! পেক্খ সসিকাংতমণিপ্পসুদেহিং

ললিতা। দিষ্ট্যা প্রিয়সখী হসিতাপাঙ্গতরঙ্গেণ কৃষ্ণমালিঙ্গতি।

বিশাখা। শশী ব্যোমোৎসঙ্গং নিজসুষময়া নিজপরমশোভয়া অমণ্ডয়ৎ ভূষয়ামাস! তঞ্চ শশিনং কান্তিলহরী নিজসুষময়া ইত্যাদীনি পূর্ব্বপূর্ব্বস্য কর্ত্তুঃ পরপরমপেক্ষ্য কর্ম্মত্বং।

ললিতা। হা ধিক্ হা ধিক্ বিশাখে! পশ্য শশিকান্তমণিপ্রসূতৈ-

ললিতা। (হর্ষসহকারে স্বগত) সৌভাগ্যবশেই প্রিয়সখী হাস্যপূর্ণ অপাঙ্গতরঙ্গে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতেছেন।

বিশাখা। ললিতে! দেখ দেখ, এই চন্দ্র নিজ শোভায় গগনমণ্ডলকে শোভিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন এবং কান্তিলহরী আবার শশীকে সুশোভিত করিতেছে, হে সুমুখি! সম্মুখবর্ত্তী বৃন্দাবন সেই কান্তিলহরীকে শোভিত করিতেছে, আবার হরি সেই বৃন্দাবনের শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন এবং তোমার সখী হরিকে শোভান্বিত করিতেছেন, আবার তোমার সখীকে প্রেমতরঙ্গসমূহ নিজ সুষমার দ্বারা মণ্ডিত করিয়াছে।

ললিতা। হা ধিক্! হা ধিক্! বিশাখে! দেখ দেখ, চন্দ্রকান্তমণি হইতে জলরাশি নির্গত হইয়া, আমরা সূর্য্যপূজার বেদীর সম্মুখে পূজার জন্য যে সকল আলেপন দিয়াছিলাম, তাহা ধৌত করিয়া দিতেছে,

জলপূরেহিং স্থরপূঅণবেঈপূরদো কিদাইং বিলুপ্পীঅংতি আলেবণমণ্ডলাইং তা এহি ণং পুপ্‌ফকেআরিঅং ণেহ্ম। (ইত্যুভে নিষ্ক্রান্তে।) ৫৪ ॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! নেদানীমপি বাম্যাদ্বিরামস্তে (ইত্যঞ্চলং গৃহ্ণাতি)

রাধিকা। মুঞ্চেহি মুঞ্চেহি সহীও মং আআরেংতি।

কৃষ্ণঃ। হন্ত কঠোরে! ময্যত্র নাঙ্গীকুরু ভঙ্গুরতাং।

রাধিকা। (সস্মিতং) দেই সরস্‌সই বংদিজ্জসি জং সচ্চং জ্জেব্ব পঅড়অসি।

র্জলপূরৈঃ সূর্য্যপূজনবেদীপূরতঃ কৃতানি বিলুপ্যন্তে আলেপনমণ্ডলানি, তদেহি এনং পুষ্পকেদারিকং নয়াবঃ ॥ ৫৪ ॥

রাধিকা। মুঞ্চ মুঞ্চ সখ্যো মাং আহ্বয়ন্তি। কৃষ্ণমতে কঠোরে

অতএব আইস, এইগুলিকে লইয়া পুষ্পবাটিকায় গমন করি॥ (ইহা বলিয়া উভয়ের প্রস্থান)। ৫৪

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! এখনও কি তুমি বামভাব ত্যাগ করিবে না?
(ইহা বলিয়া অঞ্চল গ্রহণ করিলেন)

রাধিকা। ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া দাও, সখীগণ আমাকে আহ্বান করিতেছে।

কৃষ্ণ। হায় কঠোরে! আমার প্রতি কুটিলতা অবলম্বন করিও না। (পক্ষান্তরে—কঠোর আমার প্রতি কুটিলতা অবলম্বন করিও না) *

রাধিকা। (হাসিয়া) দেবি সরস্বতি! তোমাকে বন্দনা করিতেছি, যেহেতু, তুমি বাক্যচ্ছলে সত্য প্রকাশ করিয়া দিলে।

---

* মূলে—"কঠোরে" এই পদটি আছে; ইহার এক অর্থে রাধিকাকে "কঠোরে!" বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে, কিন্তু রাধিকা ঐ পদটি "সপ্তম্যন্ত" ধরিয়া "ময়ি"র বিশেষণে প্রয়োগ করিয়াছেন।

কৃষ্ণঃ। (কিঞ্চিদ্বিহস্য)

পদ্মিন্যাস্তে সুমুখি! পরমপ্রেমসৌরভ্যপূরো
দূরোৎসর্পি যদবধি মুদা কৃষ্ণভৃঙ্গেণ ভেজে।
আক্রান্তোঽয়ং তব নবমুখাম্ভোজমাধ্বীকপান-
প্রত্যাশাভিস্তদবধি রুবন্ সংভ্রমী বংভ্রমীতি। ৫৫ ॥

কিঞ্চ।

মুক্তানামুপলভ্যমেব কুচয়োঃ সালোক্যমালোক্য তে
হিত্বা সঙ্গমহং সমস্তসুহৃদাং কৈবল্যমাসেদিবান্।

ইতি সম্বোধনং। রাধিকামতে কঠোরে ইতি সপ্তম্যন্তং। দেবি সরস্বতি! বন্দ্যসে যৎ সত্যমেব প্রকটয়সি ॥ ৫৫ ॥

মুক্তানাং প্রাপ্তমোক্ষাণাং মৌক্তিকানাঞ্চ সালোক্যং সমানলোকং বাসং চ আলোক্য তৎপ্রাপ্তিকামঃ সমস্তসুহৃদাং সঙ্গং পক্ষে আসক্তিং ত্যক্ত্বা কৈবল্যং কেবলতাং একাকিত্বঞ্চ প্রাপ্তঃ, অতএব তয়োঃ সাযুজ্যপ্রাপ্তাবহমিদানী-মধিকারীত্যর্থঃ। কীদৃশয়োরেতয়োস্তিলমপি অত্যল্পমপি বৈষম্যমনাশ্রিত-বতোঃ। ঈশ্বরস্বভাবত্বমষ্যধিকারিণি এতয়োর্বৈষম্যং বাস্তীতি ভাবঃ।

কৃষ্ণ। (কিঞ্চিৎ হাস্যপূর্ব্বক) হে সুমুখি! পদ্মিনীরূপা তোমার দূরদেশাগত অপার পরম প্রেমসুরভি যদবধি এই কৃষ্ণ-ভৃঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছে, তদবধি তোমার নবীন মুখপদ্মের মধুপানের প্রত্যাশায় আক্রান্ত হইয়া সম্ভ্রমসহকারে গুঞ্জন করিতে করিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। ৫৫

আরও দেখ—মুক্তাগুলিকে তোমার কুচযুগলের সালোক্য লাভ করিতে দেখিয়া আমি সমস্ত সুহৃদের সঙ্গ ত্যাগ পূর্ব্বক কৈবল্য বা একাকিত্ব লাভ করিয়াছি, হে তন্বি! এখন যাহাদের উভয়ের মধ্যে

বৈষম্যং তিলমপ্যনাশ্রিতবতোঃ সান্দ্রামৃতস্যন্দিভি-
র্মাং পূর্ণং কুরু তন্বি ! তূর্ণমনয়োঃ সাযুজ্যদানোৎসবৈঃ ॥

রাধিকা। (লজ্জতে)

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে ! পশ্য পশ্য।

অপাং পত্যুঃ পুষ্টীকরণরসপাকঃ কুমুদিনী-
কদম্বানামঙ্গজ্বরহরণশীতৌষধিঘটঃ।
মৃগাঙ্কোঽয়ং কোকীপরিষদভিচারাধ্বরধুরা-
পুরোধাঃ কালিন্দীপরিসরপরিষ্কারমকরোৎ ॥

পক্ষে সমানাকারপ্রমাণত্বেন কুচয়োরতিসৌন্দর্য্যং ধ্বনিতং। সাযুজ্য-দানোৎসবৈঃ কীদৃশৈঃ সান্দ্রামৃতস্যন্দিভিঃ।

অপাং পত্যুঃ সমুদ্রস্য। রসপাকঃ রসায়নঃ। চক্রবাকীসমূহকৃতমারক-যজ্ঞস্য ভারবাহকঃ পুরোধাঃ পুরোহিতঃ। বাসন্তিকেন বসন্তকালীনেন

তিলেক বৈষম্য নাই, তাহাদের সহিত সান্দ্রামৃতবর্ষী সাযুজ্যদান উৎসবের দ্বারা শীঘ্র আমাকে পূর্ণ কর।

রাধিকা। (লজ্জা প্রকাশ করিলেন)।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে ! দেখ দেখ—

বারিধির পুষ্টিকরণ রসদায়ী কুমুদিনীকুলের অঙ্গজ্বরহারী শীতৌষধি-ঘটতুল্য, চক্রবাকীগণের অভিচারযজ্ঞের পুরোহিতস্বরূপ ঐ শশাঙ্ক কালিন্দীপুলিনকে উজ্জ্বল করিয়াছেন।

তদেতাং বাসন্তিককান্তিমণ্ডলমণ্ডিতমণ্ডলস্য চন্দ্রমস-
শ্চন্দ্রিকাচক্রচুম্বিতাং বিচরাবো নিকুঞ্জচন্দ্রশালিকাম্।

(ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে। ৫৬ ॥

॥ * ॥ ইতি বিদগ্ধমাধবনাটকে রাধাসঙ্গমো নাম তৃতীয়োঽঙ্কঃ ॥ * ৩ * ॥

কান্তিমণ্ডলেন মণ্ডিতাং মণ্ডলং যস্য তস্য চন্দ্রিকাচক্রচুম্বিতাং জ্যোৎস্নাসমূহযুক্তাম্। বিচরাবঃ গচ্ছাবঃ ॥ ৫৬ ॥

॥ * ॥ ইতি তৃতীয়োঽঙ্কঃ ॥ * ॥

অতএব চল, বসন্তের কান্তিমালায় সুশোভিতমণ্ডল চন্দ্রের চন্দ্রিকামালার দ্বারা চুম্বিত নিকুঞ্জ-চন্দ্রশালামধ্যে উভয়ে বিচরণ করি।

(উভয়ের প্রস্থান)। ৫৬

(সকলের প্রস্থান)

বিদগ্ধমাধবনাটকে রাধাসঙ্গম নামক তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি নান্দীমুখী)

নান্দীমুখী। ভণিদম্হি ললিদাএ হলা ণাংদীমুহি ! গোমণ্ডলে গোট্‌টং পইট্‌ঠে এণ্হিং কহ্নো তুবরংত গোঅড্‌ঢণাহিমুহং পত্থিদো তা তুমং তত্থ গদুঅ সুঅলং বিণ্ণবেহি জধা এসো ওসরে ণিঅবঅস্‌সস্‌স রাহিঅং সুমরাবেদি'ত্তি (পরিক্রম্য) কধং এত্থ পউমা আঅচ্ছদি ॥ ১ ॥

অথ দ্বৌ সপক্ষবিপক্ষাখ্যৌ ভেদাবেব রসপ্রদাবিত্যুক্তরীত্যা স্বপক্ষগতরসং পূর্ব্বরাগাসম্ভোগাদিভির্বিবৃত্য ইদানীং বিপক্ষভেদমিশ্রিতত্বেন রসবিলাসং প্রাদুর্ভাবয়ন্ বৈশাখপূর্ণিমাতশ্চতুর্থনক্তন্তনলীলাং বর্ণয়তি। ততঃ প্রবিশতি ইত্যাদিনা।

নান্দীমুখী। ভণিতাস্মি ললিতয়া হলা নান্দীমুখি ! গোমণ্ডলে গোষ্ঠং প্রবিষ্টে ইদানীং কৃষ্ণঃ ত্বরাবান্ গোবর্দ্ধনাভিমুখং প্রস্থিতঃ। তস্মাৎ ত্বং তত্র গত্বা সুবলং বিজ্ঞাপয়। যথা এষোঽবসরে নিজবয়স্যস্য রাধিকাং স্মারয়তীতি। কথমত্র পদ্মা আগচ্ছতি ॥ ১ ॥

(অনন্তর নান্দীমুখীর প্রবেশ)

নান্দীমুখী। ললিতা আমাকে বলিল—"সখি নান্দীমুখি ! গোসকল গোষ্ঠে প্রবেশ করায় এখন কৃষ্ণ ত্বরান্বিত হইয়া গোবর্দ্ধন অভিমুখে গমন করিয়াছে। অতএব তুমি তথায় যাইয়া সুবলকে জানাও, সে যেন এই অবসরে তাহার প্রিয়বয়স্যকে শ্রীরাধার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।" (অগ্রসর হইয়া) এ যে পদ্মা আসিতেছে ! ১

পদ্মা। (প্রবিশ্য) হলা ণাংদীমুহি! কামং কুসলাসি। তা কিম্পি উবাঅং কহেহি জেণ উব্বিগ্.গাং চাংদাঅলীং আসাসেমি ॥

নান্দীমুখী। কিং সে উব্বেঅকারণং ॥

পদ্মা। হলা! জাণাসি জ্জেব্ব তুমং জধা পদোসে সব্বং কৃখু গোউলং বিভমেণ কহ্নো পচ্চহং রঞ্জেদি ॥

নান্দীমুখী। অধ ইং ॥

পদ্মা। সংপদং দাব এত্থ দক্‌খিণে গোট্‌ঠদ্ধে ইমস্‌স গংধো বি দুল্লহো ॥

পদ্মা। সখি নান্দীমুখি! কামং কুশলাসি? তৎ কিমপ্যুপায়ং কথয় যেন উদ্বিগ্নাং চন্দ্রাবলীমাশ্বাসয়ামি।

নান্দী। কিং অস্যা উদ্বেগকারণং।

পদ্মা। সখি! জানাসি এব ত্বং যথা প্রদোষে সর্ব্বং গোকুলং বিভ্রমেণ কৃষ্ণঃ প্রত্যহং রঞ্জয়তি।

নান্দী। অথ কিং।

পদ্মা। সাম্প্রতং তাবদত্র দক্ষিণে গোষ্ঠার্দ্ধে অস্য কৃষ্ণস্য গন্ধোঽপি দুর্ল্লভঃ।

(পদ্মার প্রবেশ)

পদ্মা। সখি নান্দীমুখি! তুমি বেশ ভাল আছ ত? যে প্রকারে আমি উদ্বিগ্না চন্দ্রাবলীকে আশ্বাস দান করিতে পারি, এমন কোনও উপায় বলিয়া দাও।

নান্দীমুখী। তাহার উদ্বেগের কারণ কি?

পদ্মা। সখি! তুমি ত জান, প্রত্যহ প্রদোষে শ্রীকৃষ্ণ বিলাস-বিভ্রমের দ্বারা গোকুলবাসীকে আনন্দিত করিয়া থাকেন।

নান্দীমুখী। হাঁ।

পদ্মা। সম্প্রতি এই দক্ষিণ গোষ্ঠার্দ্ধে তাঁহার গন্ধও দুর্ল্লভ হইয়াছে।

নান্দীমুখী। হলা! মা দূণেহি। (ইতি সংস্কৃতেন)

দৃষ্টং বিম্বিতধাতুচিত্ররচনং শৈব্যাললাটং ময়া
শ্যামাকুন্তলচামরঞ্চ বিলুঠদ্বন্যস্রজোড্ডামরং।
গুঞ্জাহারলতার্দ্ধমঞ্জুরধুনা ভদ্রা ভুজান্তস্তথা
তথ্যং বিদ্ধি স নাগরী-গুরুরভূদ্গোবর্দ্ধনস্যাতিথিঃ॥ ২॥

নান্দী। সখি মা দূনা ভব। সাম্প্রতং দক্ষিণে গোষ্ঠার্দ্ধে এতস্য গন্ধোঽপি দুর্ল্লভ ইত্যনেন উত্তরগোষ্ঠার্দ্ধসমীপবর্ত্তিন্যাং মুখরাগৃহোপান্ত-বাটিকায়াং কর্ণিকারকুঞ্জাদৌ যমুনাতটবর্ত্তিনি একস্যাং রাধায়ামেবাধিক্য-মনুরজ্য অন্যাঃ কাশ্চিদপ্যয়ং নানুসন্ধত্তে ইত্যভিব্যজ্যতে ত্বয়া। তত্তু কথং সম্ভবতি? যতঃ দৃষ্টং বিম্বিতেত্যাদি। বিম্বিতা প্রতিবিম্বিতা সংলগ্না কৃষ্ণসম্বন্ধিনী ধাতুচিত্ররচনা যত্র তথাভূতং ললাটং বিলুঠন্ত্যা অর্থাৎ কৃষ্ণস্য বন্যস্রজা উড্ডামরমুৎকটং ভুজান্তঃ স্কন্ধদেশঃ গুঞ্জাহারলতায়া অর্দ্ধেন গাঢ়ালিঙ্গনাদুৎক্ষিপ্তেন মঞ্জুর্মনোহরঃ গোবর্দ্ধনস্যাতিথিরিতি। তেন দক্ষিণগোষ্ঠার্দ্ধসমীপবর্ত্তিনি গোবর্দ্ধনতটাদৌ বকুলকুঞ্জাদিষপি তস্যান্য গমনং সম্ভবতীতি। যস্মাদেতাশ্চন্দ্রাবলীসপক্ষাঃ শৈব্যাদ্যা অপি অদ্য কৃষ্ণেন সংভুক্তা দৃষ্টাস্ততঃ কিমিতি একস্যাং রাধায়ামেবাসক্তোঽয়ং নতু চন্দ্রাবল্যামিতি ব্যঞ্জয়সীত্যর্থঃ। অত্র শৈব্যায়াঃ সপক্ষত্বাৎ শ্যামায়া-স্তটস্থত্বাৎ ভদ্রায়াশ্চ সুহৃৎপক্ষত্বাৎ এতাসু স্পর্দ্ধাভাবাৎ চন্দ্রাবল্যাং ন বিরোধঃ, অতএব রাধাললিতাবিশাখানাং তিসৃণামনুক্তিঃ প্রতিপক্ষ-ত্বাদিতি॥ ২॥

নান্দীমুখী। সখি! দুঃখিতা হইও না। আমি শৈব্যার ললাটে ধাতুচিত্র রচনা প্রতিবিম্বিত দেখিয়াছি। শ্যামার চামরসদৃশ কুন্তল-মালা উৎকৃষ্ট বনমালা দ্বারা বেষ্টিত, ভদ্রার ভুজান্তদেশে মনোহর গুঞ্জাহারের লতার অংশ দেখিয়াছি—অতএব তুমি নিশ্চয় জানিও যে, সেই নাগরী-গুরু সংপ্রতি গোবর্দ্ধনপর্ব্বতের অতিথি হইয়াছেন। ২

(নেপথ্যে)

কৃত্বা বংশীমখিলজগতীগীতসঙ্গীতভঙ্গী-
সাঙ্গীভাবপ্রথমবসতিং সঙ্গিনীং বামপাণেঃ। *
এষ প্রেম্না ব্রজতি নয়নানন্দনো নন্দসূনু-
র্মন্দং গোবর্দ্ধনশিখরিণঃ কন্দরামন্দিরায় ॥ ৩ ॥

নান্দীমুখী। পডমে! তুমং ইমিণা বুত্তংতেণ চংদাঅলিঅং সুহাবেহি। অহং সুঅলং অণুসরিস্সং (ইতি নিষ্ক্রান্তা)

পদ্মা। (পুরঃ পশ্যন্তী) এসা করালাএ অজ্জিআএ চিত্তং অণুবট্টংতী বণদেঅদা বুংদা চংদাঅলীঅং সচ্চলং ণিবারেদি ॥ ৪ ॥

কৃত্বা বংশীমিতি বৃন্দায়া উক্তিঃ। বামপাণেঃ সঙ্গিনীং বংশীং কৃত্বা ব্রজতি। কীদৃশং অখিলজগতীষু গীতা যা সঙ্গীতভঙ্গী তস্যাঃ যঃ সাঙ্গীভাবস্তস্য প্রথমা বসতির্যস্যাং তেন অন্যত্র প্রায়ো গীতসঙ্গহীনমিতি ॥ ৩ ॥

নান্দী। পদ্মে! ত্বং অনেন বৃত্তান্তেন চন্দ্রাবলীং সুখাপয়। অহং সুবলং অনুসরিষ্যামি।

পদ্মা। এষা করালায়া আর্য্যায়াশ্চিত্তমনুবর্ত্তমানা বনদেবতা বৃন্দা চন্দ্রাবলীং সচ্ছলং নিবারয়তি। করালা চন্দ্রাবলীমাতামহী ॥ ৪ ॥

(নেপথ্যে—বৃন্দার উক্তি)

সমস্ত জগতের গীত সঙ্গীতপদ্ধতির প্রথম আবাসস্থল যে বংশী, তাহাকে বামপাণির সঙ্গিনী করিয়া এই নয়নানন্দ নন্দনন্দন প্রেমভরে গোবর্দ্ধন গিরির কন্দরস্থিত মন্দিরের দিকে মন্দ মন্দ পাদবিক্ষেপে গমন করিতেছেন। ৩

নান্দীমুখী। পদ্মে! তুমি এই বৃত্তান্তের দ্বারা চন্দ্রাবলীকে সুখী কর। আমি সুবলের নিকট গমন করিতেছি। (প্রস্থান)

পদ্মা। (সম্মুখে অবলোকনপূর্ব্বক) এই যে বনদেবতা বৃন্দা আর্য্যা

---

* "বামপাণৌ" ইতি পাঠান্তরং।

(নেপথ্যে)

কিং রাধেব দুরন্তমিচ্ছসি বলাদুন্মাদমালম্বিতুং
মুগ্ধে ! মানয় মাননীয়-জরতীবাক্যং বহির্মা ব্রজ।
এষ স্মেরবিলোচনাঞ্চলরুচা চাপল্যমুল্লাসয়-
ন্নায়াতি ব্রজসুন্দরীগণমনোমাণিক্যহারী হরিঃ ॥ ৫ ॥

চন্দ্রাবলী। (প্রবিশ্য সোৎসুক্যং সমন্তাদালোক্য) কধং বুংদাএ অলিঅং বিঅ বাহরীঅদি কুদো এত্থ কণ্হো ?

(ইতি খেদং নাটয়তি)

কিং রাধে বেতি স্পষ্টং পক্ষে হে মুগ্ধে ! বিবক্ষিতং ব্যঙ্গমর্থং কচ্চিদবগচ্ছসীতি সম্বোধনপদব্যঙ্গং মাননীয়জরতীবাক্যং। তদাহ রাধা ইব দুরন্তমুন্মাদন্ আলম্বিতুং কিং ইচ্ছসি তস্মাৎ হে মুগ্ধে ! মূঢ়ে ! বহির্মা ব্রজ ইত্যেবং ॥ ৫ ॥

চন্দ্রাবলী। কথং বৃন্দয়া অলীকমিব ব্যাহ্রিয়তে। কুতোঽত্র কৃষ্ণঃ ?

করালার অভিপ্রায় অনুসারে ছলপূর্ব্বক চন্দ্রাবলীকে নিবারণ করিতেছেন। ৪

(নেপথ্যে)

মুগ্ধে ! তুমি কি রাধার ন্যায় বলপূর্ব্বক দুরন্ত উন্মাদ অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? তুমি মাননীয়া জরতীর বাক্য মান্য কর, কদাচ বাহিরে যাইও না ; ঐ দেখ, ব্রজসুন্দরীদিগের মনোমাণিক্য অপহরণকারী হরি চঞ্চল লোচনপ্রান্তের কান্তির দ্বারা চাপল্য বিস্তার করিতে করিতে আসিতেছেন। ৫

(চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

চন্দ্রাবলী। (ঔৎসুক্য সহকারে, চারিদিকে অবলোকন পূর্ব্বক) কেন বৃন্দা এইরূপে মিথ্যা কথা বলিতেছে—কই এখানে ত' কৃষ্ণ নাই ? (ইহা বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন)

পদ্মা। (উপসৃত্য সংস্কৃতেন)

　　ন সন্তাপং স্বান্তাদ্দবয়সি কথং দাববিষমং
　　ঘনশ্বাসৈঃ কিংবা মলিনয়সি বিম্বাধরমপি।
　　বনান্তান্ কেকাভিঃ সখি! শিখরিকক্ষে মুখরয়ন্
　　সখীস্থল্যাঃ কল্যাণ্যভজদুপশল্যং যদুপতিঃ॥

চন্দ্রাবলী। (বিলোক্য) কধং পিঅসহী পউমা (ইতি গাঢ়মালিঙ্গ্য) হলা! অবি ণাম অক্খলিদং ভণিদাসি॥

পদ্মা। অধ ইং॥ ৬॥

(ততঃ প্রবিশতি সুবলেনানুগম্যমানঃ কৃষ্ণঃ)

কৃষ্ণঃ। সখে! পশ্য পশ্য।

　　অকলিততাপস্তরণেরস্তশিরোবীথিভিস্তিরোধানাৎ।
　　অস্ফুটতিমিরবিজৃম্ভঃ প্রথয়তি তোষং নিশারম্ভঃ॥

পদ্মা। ন সন্তাপমিতি। সখীস্থলী চন্দ্রাবলীগ্রামঃ সখীথরা ইতি খ্যাতা তস্যা উপশল্যং সমীপং অভজৎ প্রাপ্তবান্।

চন্দ্রাবলী। কথং প্রিয়সখী পদ্মা। সখি! অপি নাম সম্ভাবনায়াং অস্খলিতং ভণিতাসি।

পদ্মা। অথ কিং॥ ৬॥

কৃষ্ণ। তরণেঃ সূর্য্যস্য।

পদ্মা। (নিকটে গমন করিয়া) সখি! তুমি অন্তঃকরণ হইতে দাবানলের বিষম সন্তাপকে কেন দূর করিতেছ না? কেনই বা ঘন ঘন নিঃশ্বাসের দ্বারা বিম্বাধরকে মলিন করিতেছ? হে কল্যাণি! যদুপতি গোবর্দ্ধনকক্ষস্থিত বনান্তসকল ময়ূরের কেকাশব্দের দ্বারা মুখরিত করিতে করিতে সখীস্থলী গ্রামের সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন।

চন্দ্রাবলী। (অবলোকনপূর্ব্বক) এ যে প্রিয়সখী পদ্মা, (এই বলিয়া গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন পূর্ব্বক) সখি! তুমি কি প্রকৃত কথা বলিতেছ?

পদ্মা। তা নয়ত' কি? ৬

(সুবলকর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। সখে! দেখ দেখ—রবির তাপ ক্রমশঃ অস্তাচল-পথে

সুবলঃ। বঅস্‌স ! অজ্জ গোদোহণং বি অণবেক্‌খিঅ সলালসো বিঅ কিংত্তি এত্থ লদ্ধোসি ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে ! ময়ূরং বর্ণয়তা কেনচিৎ প্রিয়াং চন্দ্রাবলীং স্মারিতোঽস্মি ততস্তদ্‌বিলোকনায় লালসেয়ং ॥

সুবলঃ। কেরিসং মোরবণ্ণণং ॥

কৃষ্ণঃ। উন্মদেন পুরতঃ শিখণ্ডিনা তাণ্ডবে পৃথুনি মণ্ডলীকৃতাং।
পশ্য নিন্দিতমহেন্দ্রকার্ম্মুকাং কৃষ্ণচন্দ্র ! চলচন্দ্রকাবলীং ॥

সুবলঃ। তদো আঅড্‌ঢণং বংশীকলং উল্লাসেহি ॥

সুবলঃ। বয়স্য অদ্য গোদোহনমপি অনপেক্ষ্য সলালস ইব কিমত্র লব্ধোঽসি ॥ ৭ ॥

সুবলঃ। কীদৃশঃ ময়ূরবর্ণনং।

কৃষ্ণঃ। চলচন্দ্রকাবলীং চলানাং চন্দ্রকাণামাবলীং পঙ্‌ক্তিং।

সুবলঃ। ততঃ আকর্ষণং বংশীকলমুল্লাসয়।

তিরোহিত হওয়ায় এই নিশারম্ভ কাল অস্ফুটান্ধকার বিস্তারপূর্ব্বক আমার সন্তোষ বিধান করিতেছে।

সুবল। বয়স্য ! অদ্য গোদোহন পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া লালসান্বিতের ন্যায় এ স্থানে আসিলে কেন ? ৭

কৃষ্ণ। সখে ! ময়ূরের বর্ণনা করিতে যাইয়া কেহ আমাকে প্রিয়া চন্দ্রাবলীর কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছে, সেই জন্য তাঁহাকে দেখিবার জন্যই আমার এই লালসা।

সুবল। ময়ূরের বর্ণনা কিরূপ ?

কৃষ্ণ। হে কৃষ্ণচন্দ্র ! তোমার সম্মুখভাগে ময়ূর বিপুল মণ্ডলাকারে তাণ্ডব নৃত্যে উন্মত্ত হইয়াছে, ইহার এই মণ্ডলাকারে নৃত্যকালীন মহেন্দ্রের ধনুককেও পরাজয়কারী চঞ্চল চন্দ্রকাবলী অবলোকন কর।

সুবল। তবে আকর্ষণকারী বংশীর কলশব্দ বিস্তার কর।

কৃষ্ণঃ। (বক্তে বেণুং বিন্যস্যতি)

চন্দ্রাবলী। (নিশম্য সঘূর্ণং) সব্বদা সুণ্ণংতী বি অসুস্সুদঅরী বিঅ বিম্মাবেদি দুম্মুহী মুরলী ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে সুবল! অদ্য চন্দ্রাবলীপ্রসাদে ত্বয়া মমানুকূলেন ভবিতব্যং।

সুবলঃ। অধ ইং।

পদ্মা। হলা! পেক্খ এসো বেণুসণ্ণাএ তুমং তুবরাবেদি গোউ-লেংদণংদণো ॥

চন্দ্রাবলী। (বিলোক্য সংস্কৃতেন)

সখি! মুরলি! বিশালচ্ছিদ্রজালেন পূর্ণা

লঘুরতিকঠিনাত্মা গ্রন্থিলা নীরসাসি।

চন্দ্রা। সর্ব্বদা শ্রূয়মাণাপি অশ্রুতচরীব বিস্মাপয়তি দুর্ম্মুখী মুরলী ॥ ৮ ॥

সুবলঃ। অথ কিং ॥

পদ্মা। হলা! পশ্য এষ বেণুসংজ্ঞয়া ত্বাং ত্বরয়তি গোকুলেন্দ্রনন্দনঃ ॥

চন্দ্রা। লঘু লাঘববতী ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণ। (মুখে বেণু স্থাপন করিলেন।)

চন্দ্রাবলী। (শ্রবণ করিয়া ঘূর্ণার সহিত) এই দুর্ম্মুখী মুরলী সর্ব্বদা শ্রুতা হইলেও আমাকে অশ্রুতপূর্ব্বার ন্যায় বিস্ময়ে মুগ্ধ করিতেছে। ৮

কৃষ্ণ। সখে সুবল! অদ্য চন্দ্রাবলীকে তুষ্ট করিতে তোমাকে আমার আনুকূল্য করিতে হইবে।

সুবল। আচ্ছা, তাহাই হইবে।

পদ্মা। সখি! এই দেখ, গোকুলেন্দ্রনন্দন বেণুসঙ্কেতের দ্বারা তোমাকে ত্বরান্বিত করিতেছেন।

চন্দ্রাবলী। (অবলোকন পূর্ব্বক) হে সখি মুরলি! তুমি বিশাল ছিদ্রজালে পরিপূর্ণা, তুমি অতিশয় কঠিনাত্মা, গ্রন্থিযুক্তা, লঘু ও রসহীনা,

তদপি ভজসি শশ্বচ্চুম্বনানন্দসান্দ্রং
হরিকরপরিরম্ভং কেন পুণ্যোদয়েন ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণঃ। (পুরো দৃষ্ট্বা সানন্দং) ইয়ং মম লোচনেন্দীবরচন্দ্রিকা চন্দ্রাবলী।

(ইতি সাদরমুপেত্য) প্রিয়ে!

চন্দ্রস্তব মুখবিম্বং চন্দ্রা নখরাণি কুণ্ডলে চন্দ্রৌ।
নবচন্দ্রস্তু ললাটং সত্যং চন্দ্রাবলী ত্বমসি ॥

চন্দ্রাবলী। (লজ্জতে)।

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! দুষ্টদানবদমনাভিনিবেশাৎ ত্বন্মুখচন্দ্রমপ্রেক্ষ্যমাণস্য যাতযামা ভবন্ত্যোঽপি ন যাতযামা ভবন্তি মমামূর্যামিন্যঃ ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণঃ। যাতো যামো যাসাং তা যাতযামাঃ তথা ভবন্ত্যোঽপি ন তথা ভবন্তি, গচ্ছন্ত্যোঽপি যামিন্যো দুঃখেন ন গচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

তথাপি কোন্ পুণ্যের ফলে তুমি নিরন্তর হরির মুখচুম্বনের অপূর্ব্ব আনন্দ ও হরিকরের আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইতেছ? ৯

কৃষ্ণ। (সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া আনন্দভরে) এই যে, আমার লোচন-ইন্দীবরের চন্দ্রিকাসদৃশা চন্দ্রাবলী।

(সাদরে নিকটে গমন পূর্ব্বক)

প্রিয়ে! তোমার মুখমণ্ডল চন্দ্র, তোমার নখররাজি চন্দ্র, তোমার কুণ্ডল দুইটি দুইটি চন্দ্র, তোমার ললাট নব চন্দ্র—অতএব যথার্থই তুমি চন্দ্রাবলী।

চন্দ্রাবলী। (লজ্জা প্রকাশ করিতে লাগিলেন)।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! দুষ্ট দানবদমনের অভিনিবেশ বশতঃ তোমার মুখচন্দ্র না দেখিতে পাওয়ায় ঐ সকল রাত্রি যাতযামা হইলেও আমার পক্ষে যেন অযাতযামা হইয়া রহিয়াছে। ১০

চন্দ্রাবলী। সুংদর ! ভমরস্‌স বিঅ ণবণবাণুসারিণী দে পঈদী কথং চিরাসঙ্গণীরসাসু পউমিণীসু অহিরমদু ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে চন্দ্রাবলি ! প্রতিপদালোকে ত্বং সর্ব্বেষাং নবনবাসি, তদদ্য নির্ব্বাপয় বিরহোত্তাপং পরিষ্বঙ্গরসেন ॥

পদ্মা। পিঅসহীবিরহেণ কুদো তুহ্ম তাবুপ্পত্তী ॥

সুবলঃ। অই ! মা কৃখু এব্বং ভণ। এসো চংদাঅলীবিরহেণ সংতত্তো সীদলাএ জলধারাএ কচ্ছে দেহং নিকৃখিবিঅ সতিণ্‌হো চওরো বিঅ ণং জ্জেব্ব চংদাঅলিঅং সব্বদো পচ্ছই বয়স্‌সো ॥ ১২ ॥

চন্দ্রা। সুন্দর ! ভ্রমরস্যেব নবনবানুসারিণী তে প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ। কথঞ্চিরাসঙ্গনীরসাসু পদ্মিনীষু অভিরমতাং ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণঃ। প্রতিপদি তিথৌ আলোকে প্রতিক্ষণালোকে চ।

পদ্মা। প্রিয়সখীবিরহেণ কুতস্তব তাপোৎপত্তিঃ।

সুবলঃ। অয়ি ! মা খলু এবং ভণ। এষঃ চন্দ্রাবলীবিরহেণ সন্তপ্তঃ শীতলায়া জলধারায়াঃ কচ্ছে নিকটে দেহং নিক্ষিপ্য সতৃষ্ণশ্চকোর ইব এনাং এব চন্দ্রাবলীং সর্ব্বতঃ পশ্যতি বয়স্যঃ কৃষ্ণঃ ॥ ১২ ॥

চন্দ্রাবলী। সুন্দর ! তোমার প্রকৃতি ভ্রমরের প্রকৃতির ন্যায় সতত নবনবানুসারিণী, কেন চিরভুক্তা নীরস পদ্মিনী সকলে আসক্ত থাকিবে ? ১১

কৃষ্ণ। প্রিয়ে চন্দ্রাবলি ! যতবার তোমাকে দেখা যায়, ততবারই তুমি সকলের নিকট নব নব বলিয়া প্রতীয়মানা হও, অতএব অদ্য আলিঙ্গনরসের দ্বারা আমার বিরহোত্তাপ নির্ব্বাপণ কর। "প্রতিপদালোকে" মূলে এই কথাটির দুইটি অর্থ—একটি অর্থের দ্বারা "প্রত্যেকবার," দ্বিতীয় অর্থে "প্রতিপদ্ তিথির পরেই" ইহা বুঝাইতেছে।

পদ্মা। প্রিয়সখীর বিরহে তোমার তাপোৎপত্তি হইবে কেন ?

সুবল। অয়ি পদ্মে ! এ কথা বলিও না। ইনি চন্দ্রাবলীর বিরহে

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! শ্রূয়তাং।

বিপিনান্তরে মিলন্তী মধুরসা শীতলস্পর্শা।
অমৃতময়ী ত্বদ্বিরহে সগজনি মম তাপনুত্তয়ে রাধা॥
(ইতি সসম্ভ্রমং) ধারা ধারা॥

চন্দ্রাবলী। (সাভ্যসূয়ং) গচ্ছেহি, রাহিঅং জ্জেব্ব সেবেহি॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! ধারেত্যবদং॥

চন্দ্রাবলী। জাদং কধং দোণ্ণং বণ্ণাণং বিবরীদত্তণং॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! দ্বয়োর্বর্ণয়োঃ কর্ণয়োর্বা বিপরীতত্বমিত্যস্মিন্নাস্তি বিচারঃ॥

কৃষ্ণঃ। পক্ষে মধুরঃ শৃঙ্গারঃ অন্যৎ স্পষ্টং।
চন্দ্রা। গচ্ছ রাধামেব সেবস্ব।
চন্দ্রা। জাতং কথং দ্বয়োর্বর্ণয়োর্বিপরীতত্বং।
কৃষ্ণঃ। নাস্তি বিচার ইতি। বর্ণয়োর্বৈপরীত্যেন ত্বয়া রাধেতি শ্রুতমিত্যর্থঃ।

সন্তপ্ত হইয়া শীতল জলধারার নিকটে দেহ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সতৃষ্ণ চকোরের ন্যায় সর্ব্বত্রই এই চন্দ্রাবলীকে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। ১২

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! শ্রবণ কর; তোমার বিরহজনিত তাপসমূহ হরণ করিবার জন্যই অকস্মাৎ বনমধ্যে আমার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সেই মধুর রসজ্ঞা শীতলস্পর্শা অমৃতময়ী রাধা—(সসম্ভ্রমে) না—না, ধারা ধারা।

চন্দ্রাবলী। (অসূয়ার সহিত) যাও, রাধাকেই সেবা কর।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! আমি ধারা বলিয়াছি।

চন্দ্রাবলী। কি প্রকারে দুই বর্ণের বৈপরীত্য ঘটিল?

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! বর্ণদ্বয়েরই হউক বা কর্ণদ্বয়েরই হউক, কিসের যে বৈপরীত্য ঘটিয়াছে, তাহার কোনও বিচার নাই।

চন্দ্রাবলী। (রোষারুণং মুখমানময্য) অই দাণসোণ্ড! অলং এদাএ অবহিত্থাএ অজ্জ অপ্পণো মণহারিণো সুবণ্ণজুঅলস্স বিণ্ণাসাদো সাহুমাহুরীপূরিদকণ্ণম্হি কিদা ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণঃ। যথার্থেয়ং বাণী তব চকিতসারঙ্গনয়নে !
সুবর্ণালঙ্কারো মধুরয়তি যত্তে শ্রুতিযুগং।
মুখেন্দোরন্তস্তে বহিরপি সুবর্ণচ্যুতিরিয়ং
মম শ্রোত্রদ্বন্দ্বং নয়নযুগসঙ্কাকুলয়তি ॥ ১৪ ॥

চন্দ্রা। দানশৌণ্ড! দানবীর! অলং এতয়া অবহিত্থয়া অদ্য আত্মনো মনোহারিণঃ সুবর্ণযুগলস্য বিন্যাসাৎ সাধুমাধুরীপূরিতকর্ণাস্মি কৃতা সুবর্ণযুগলস্য স্বর্ণময়কুণ্ডলযুগলস্য রাধে সুষ্ঠু বর্ণযুগলস্য চ আত্মনো মনোহরস্য মাধুরীপরিতেতি বিরুদ্ধলক্ষণয়া ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণঃ। চকিতসারঙ্গনয়নে! হে ভীতমৃগনয়নে! সুবর্ণালঙ্কারস্তব শ্রুতিযুগলে তিষ্ঠত্যেব। সুবর্ণচ্যুতিস্তু মামাকুলয়তি সা তু মুখেন্দোরন্তর্মধ্যাৎ মম শ্রুতিযুগলং। অত্র সুবর্ণশব্দঃ সোৎকণ্ঠাক্ষরবাচী। মুখেন্দোর্বহিশ্চ গণ্ডদেশাদৌ অত্র সুকান্তিবাচী ॥ ১৪ ॥

চন্দ্রাবলী। (ক্রোধে রক্তবর্ণ মুখ নত করিয়া) অহে দানবীর! আর চাতুরীতে প্রয়োজন কি? অদ্য স্বীয় মনোহারি সুবর্ণযুগলের বিন্যাসে আমার কর্ণ উৎকৃষ্ট মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ১৩

কৃষ্ণ। হে চকিতসারঙ্গনয়নে। সুবর্ণালঙ্কার তোমার কর্ণযুগলকে মাধুর্য্যদান করিয়াছে—তোমার এই বাণী অতি সত্য। কারণ, তোমার মুখচন্দ্রের অভ্যন্তর হইতে এই সুন্দর বর্ণ বা অক্ষর ক্ষরিত হইয়া এবং তাহার বহির্দ্দেশ হইতে সুন্দর বর্ণ বা কান্তি ক্ষরিত হইয়া আমার কর্ণযুগলকে ও নয়নযুগলকে আকুল করিতেছে। ১৪

পদ্মা। হলা! অপণো দিট্‌ঠং সুমরংতী মা খিজ্জেহি। জুত্তা বাহাণুরত্তস্‌স ইমস্‌স রাহাণামমঈ সংকধা॥

চন্দ্রাবলী। (নিশ্বস্য) সহি পউমে! এব্বং ণ্রেদং॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! বাঢ়মাশঙ্কনীয়মেবেদং। যতঃ॥ ১৫॥

তস্য ষোড়শকলস্য ষোড়শী বল্লভা স্ফুরতি যা নভঃস্থলে।

রাধয়া সুবদনে! কথং তয়া সঙ্গতির্ভুবি মমাস্থ সম্ভবেৎ॥

পদ্মা। চউস্‌সট্টিকলাসালিণো দে ণ কৃখু সা বি সোলহকলবল্লহা দুল্লহা॥ ১৬॥

পদ্মা। সখি! আত্মনো দিষ্টং স্মরন্তী মা খিদ্যস্ব। যুক্তা রাধানুরক্তস্যাস্য রাধানামময়ী সংকথা সংজল্পঃ।

চন্দ্রা। সখি পদ্মে! এবমেতৎ॥ ১৫॥

ষোড়শকলস্য চন্দ্রস্য ষোড়শী রাধা বিশাখেতি আকাশস্থয়া তয়া সঙ্গতিভুবি স্থিতস্য মম কথং সম্ভবেদিত্যাদিনা সৈব একা ময়া জ্ঞায়তে অন্যাকারা অস্তীতি ভাবঃ।

পদ্মা। চতুঃষষ্টিকলাশালিনস্তে ন খলু সাপি ষোড়শকলবল্লভা দুর্ল্লভা। ত্বৎ সঙ্গেন ষোড়শকলশ্চন্দ্রো বল্লভঃ প্রিয়ো যস্যা সা রাধা, পক্ষে রাধা নক্ষত্রং॥ ১৬॥

পদ্মা। সখি! আপনার অদৃষ্ট স্মরণ করিয়া আর খেদ করিও না। রাধানুরক্ত ইঁহার রাধানাম সংকীর্ত্তন উপযুক্তই হইয়াছে।

চন্দ্রাবলী। (নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক) সখি পদ্মে! তাহাই বটে।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! ইহাতে তোমার শঙ্কার কোনও কারণ নাই। যে হেতু, সেই রাধা ষোড়শকলাবিশিষ্ট চন্দ্রের ষোড়শী বল্লভা, তিনি আকাশে বিরাজ করিতেছেন—অতএব সুবদনে! এই পৃথিবীতে অন্য তাঁহার সহিত আমার মিলন কি প্রকারে সম্ভবপর?

পদ্মা। চতুঃষষ্টিকলাশালী তোমার পক্ষে সেই ষোড়শকলাবিশিষ্ট চন্দ্রের বল্লভা দুর্ল্লভা নহেন। ১৬

---

* রাধা বিশাখানক্ষত্রেরই নাম।

কৃষ্ণঃ। (সপ্রশ্রয়ং পদ্মামবলোক্য)

চন্দ্রাবলীবদনপুষ্করসঙ্গিগণ্ড-
চন্দ্রাবলীকতরতর্ককলঙ্কিতাঙ্গৌ।
শঙ্ক কুলোঽত্র কলয়ন্ কমলায়তাক্ষি!
শঙ্কাকু-লোলহৃদয়ঃ প্রবিশামি নাহং ॥ ১৭ ॥

চন্দ্রাবলী। (সব্যাজপ্রসাদং) দেও! ণং কৃখু গোউলজণজীঅণ-ভূদস্স দে সব্বসুহআরিদাগুণং কা হদবুদ্ধিআ ণ সহদিৎ তা ণিপ্ফলেণ সঙ্কোএণ মা সাদঙ্কো হোহি ॥

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) গরিষ্ঠামপি মন্যুমুদ্রাং ধীরেয়ং মুখমাধুর্য্যেণ নিহ্নুতে।

কৃষ্ণঃ। অহং চন্দ্রাবলীবদনমেব পুষ্করমাকাশং তৎসঙ্গিনৌ গণ্ডচন্দ্রৌ কলয়ন্ পশ্যন্ শং কল্যাণং ন প্রবিশামি ন উপলভে। কাদৃশৌ অলীক-তরতর্কেণ কলঙ্কিতমঙ্গং যয়োঃ তৌ। অহং কীদৃশঃ অত্র শঙ্কাকুলঃ পুনঃ কাদৃশঃ? কাকুলোলহৃদয়ঃ কাক্বা দৈন্যেন লোলং হৃদয়ং যস্য সঃ ॥ ১৭ ॥

চন্দ্রা। দেব! নূনং খলু গোকুলজনজীবনভূতস্য তব সর্ব্বসুখকারিতা-গুণং কা হতবুদ্ধির্ন সহতে। তন্নিষ্ফলেন সঙ্কোচেন মা সাতঙ্কো ভব ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণ। (প্রশ্রয়ের সহিত পদ্মাকে অবলোকন পুর্ব্বক) অয়ি কমলনয়নে! চন্দ্রাবলীর বদনাকাশের সঙ্গী গণ্ডরূপী দুই শশী মিথ্যা তর্করাগে কলঙ্কিত হইয়াছে—আমি তাহা দর্শন করিয়া শঙ্কায় আকুল হইয়া দৈন্যভরে চঞ্চল হৃদয়ে কোনও প্রকারে মঙ্গল লাভ করিতে পারিতেছি না। ১৭

চন্দ্রাবলী। (কপট প্রসন্নতার সহিত) হে দেব! তুমি গোকুলের জীবনস্বরূপ, তোমার সকলেরই সুখসম্পাদনরূপ গুণ কোন্ হতবুদ্ধি নারী না সহ্য করিবে? অতএব অনর্থক সঙ্কোচে শঙ্কিত হইও না।

কৃষ্ণ। (স্বগত) এই চন্দ্রাবলী অতিশয় ধীরা, এই জন্য গুরুতর ক্রোধের চিহ্নও মুখমাধুর্য্যের দ্বারা গোপন করিতেছেন।

(প্রকাশং) প্রিয়ে ! কৃতমনেন গৌরববিষোদ্গারেণ, রোষোক্তি-
মাধ্বীকমেব বরং বরিষ্ঠং ॥ ১৮ ॥

চন্দ্রাবলী। গোউলাণংদ ! তুম্হ পুরদো মুহং দংসিদুং ণ পহবামি জং পগব্ভং ব্বাহরংতী অবরদ্ধম্হি, তা ঘরং গমিস্সং ॥

কৃষ্ণঃ। (সানুনয়ং) প্রিয়ে ! প্রসীদ প্রসীদ বদ্ধোঽয়মঞ্জলিঃ ॥

চন্দ্রাবলী। সুহঅ ! উজ্জুঅং ব্বাহরংতীং কীস মং অলিঅং সঙ্কসি, তা অণুজাণেহি মং ভদ্দআলীদংসণস্স।

(ইতি পদ্ময়া সহ নিষ্ক্রান্তা)

চন্দ্রা। গোকুলানন্দ ! তব পুরতঃ মুখং দর্শয়িতুং ন প্রভবামি, যৎ প্রগল্ভং ব্যাহরন্তী অপরাদ্ধাস্মি তৎ গৃহং গমিষ্যামি।

চন্দ্রা। সুভগ ! ঋজুং ব্যাহরন্তীং কস্মান্মাং অলীকং শঙ্কসে। তদনুজানীহি অনুজ্ঞাপয় মাং ভদ্রকালীদর্শনায়।

(প্রকাশ্যে) প্রিয়ে ! এইরূপ গৌরবপূর্ণ বিষোদ্গারে প্রয়োজন নাই, বরং ইহার অপেক্ষা ক্রোধোক্তিরূপ মধুই আমার নিকট অধিক বরণীয়। ১৮

চন্দ্রাবলী। হে গোকুলানন্দ ! প্রগল্ভ বচনে তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছি, অতএব আর তোমাকে মুখ দেখাইতে পারিতেছি না, এক্ষণে আমি গৃহে চলিয়া যাইতেছি।

কৃষ্ণ। (সানুনয়ে) প্রিয়ে ! এই অঞ্জলি বন্ধন করিয়া তোমার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতেছি, অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও।

চন্দ্রাবলী। হে সুন্দর ! আমি ত' সরল ভাবেই ব্যবহার করিতেছি, তুমি আমার প্রতি মিথ্যা আশঙ্কা করিতেছ। অতএব আমাকে ভদ্রকালী-দর্শনে আদেশ কর।

(এই বলিয়া পদ্মার সহিত প্রস্থান)।

কৃষ্ণঃ। সখে! মহানুভাবামেতাং মচ্চিত্তমহাকাশচন্দ্রাবলীং চন্দ্রাবলীমপি বলীয়স্তমঃকন্দলীভিরবস্কন্দিতামালোক্য নিরালোকোঽস্মি ॥ ১৯ ॥

সুবলঃ। পিঅবঅস্স! কিংত্তি এব্বং ভণাসি। সা কৃখু অদকৃখিণা ণ দিট্টা ॥

কৃষ্ণঃ। সখে! বাঢ়ং দুরূহা মহীয়সীনাং প্রকৃতিঃ। তদিদানীং—

ন্যবিশত নয়নান্তে কাপি সারল্যনিষ্ঠা
বচসি চ বিনয়েন স্তোত্রভঙ্গী ন্যবাৎসীৎ।
অজনি চ ময়ি ভূয়ান্ সম্ভ্রমস্তেন তস্যা
ব্যবৃণুত হৃদি মন্যুং সুষ্ঠু দাক্ষিণ্যমেব ॥

তদেহি, মনোহারিণি তস্মিন্ কেশরকুঞ্জে নিবিশ্য চন্দ্রাবলীসঙ্গমোপায়মঙ্গীকরোমি। (ইতি পরিক্রম্য) সখে! সেয়ং বকুলাবলীমঞ্জুলা নিকুঞ্জবীথী। পশ্য পশ্য ॥

কৃষ্ণঃ। অবস্কন্দিতাং আবৃতামিতি ॥ মানরূপতমঃকন্দলা রাহুসমূহঃ ॥ ১৯ ॥

সুবলঃ। প্রিয়বয়স্য! কিমিতি এবং ভণসি, সা খলু অদক্ষিণা ন দৃষ্টা।

কৃষ্ণ। সখে! এই চন্দ্রাবলী আমার চিত্তরূপ মহাকাশের চন্দ্রাবলী-সদৃশা; ইনি মহানুভবা হইলেও বলবান ক্রোধময় রাহুসমূহের দ্বারা ইঁহাকে আবরিত দেখিয়া আমার হৃদয় অন্ধকারময় হইয়াছে। ১৯

সুবল। প্রিয়বয়স্য! তুমি এমন কথা বলিতেছ কেন—ইঁহাকে ত' অদক্ষিণা দেখা যাইতেছে না?

কৃষ্ণ। মহীয়সীদিগের প্রকৃতি বড়ই দুর্জ্ঞেয়।

তাই কেমন একরূপ—

চন্দ্রাবলীর নয়নপ্রান্তে এক্ষণে সারল্য ভাব প্রবেশ করিয়াছে, বাক্যে

স্ফুরতি সরো দক্ষিণতঃ সব্যে বাপী সমন্ততঃ কুল্যা।
ইতি কেশরাটবীয়ং প্রমদং নীরাধিকা কুরুতে ॥

সুবলঃ। (স্বগতং।) লদ্ধো মএ ওসরো। (প্রকাশং) বঅস্স! সা রাহিআ জ্জেব্ব তুহ পমদং কুণই। কিংত্তি ণীরাহিঅ ত্তি ভণাসি ॥

কৃষ্ণঃ। (সুবলমালিঙ্গ্য) সখে! সত্যং ব্রবীষি। তদদ্য রাধিকা যথেমাং কেশরনিকুঞ্জলক্ষ্মীমলঙ্করোতি তথা মদ্গিরা সন্দিশ তাং ললিতা ॥

কৃষ্ণ। 'কুল্যাল্পা কৃত্রিমা সরিৎ' ইত্যমরঃ। প্রমদমানন্দম্। কেশরস্য বকুলবৃক্ষস্যাটবী কেশরাটবী, কীদৃশী? নীরাধিকা নীরেণ অধিকা।

সুবলঃ। লদ্ধো ময়া অবসরঃ, শব্দার্থস্যান্যথা পরিকল্পনেন রাধিকামিদানীং স্মারয়িষ্যামি ইতি ভাবঃ। বয়স্য সা রাধিকা এব তব প্রমোদং করোতি কিমিতি, নীরাধিকা ইতি ভণসি।

বিনয়ের সহিত স্তোত্রভঙ্গী অবস্থান করিতেছে, আমার প্রতি তাঁহার কতই সংভ্রম জন্মিয়াছে,—অতএব ইহার হৃদয়ের এই অতিশয় দাক্ষিণ্য ভাবই হৃদয়ের ক্রোধের পরিচায়ক।

অতএব এস, সেই মনোহর কেশরকুঞ্জে উপবেশন করিয়া চন্দ্রাবলীর সহিত মিলনের উপায় চিন্তা করি (এই বলিয়া ভ্রমণ পুরঃসর) সখে! দেখ দেখ, এই সেই বকুলশ্রেণিসুশোভিত নিকুঞ্জবীথী। আহা! যাহার দক্ষিণে সরোবর, বাম দিকে দীর্ঘিকা, চারিদিকে জলের প্রণালী শোভা পাইতেছে, সেই নীরাধিকা কেশরাটবী আমাকে আনন্দ দান করিতেছে।

সুবল। (স্বগত) এইবার সুযোগ মিলিয়াছে। (প্রকাশ্যে) বয়স্য! সেই রাধিকাই ত' তোমাকে আনন্দ দান করিয়া থাকেন, তবে "নীরাধিকা"* এই কথা বলিতেছ কেন?

কৃষ্ণ। (সুবলকে আলিঙ্গন করিয়া) সখে! ঠিক বলিয়াছ। অতএব অদ্য যাহাতে রাধিকা এই কেশরকুঞ্জের শোভাকে অলঙ্কৃত করেন, আমার কথানুসারে ললিতাকে সেইরূপ আদেশ কর।

---

* নীরাধিকা—এই শব্দের অন্য অর্থ যাহা—রাধিকা-বিহীন।

সুবলঃ। জং আণবেদি পিঅবয়স্স (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ) ॥ ২০ ॥

(ততঃ প্রবিশতি পদ্মা মধুমঙ্গলশ্চ)

মধুমঙ্গলঃ। পউমে। সুদং মএ অজ্জ বঅস্সেণ চাড়ুআরিণা অণুণীদা বি চংদাবলী ণ পসন্না ॥

পদ্মা। অধ ইং ॥

মধুমঙ্গলঃ। ণং বঅস্সো বি বিসন্ন বট্টই তা জুত্তা দোণং সঙ্গমে অম্হাণং সহআরিদা ॥

পদ্মা। অজ্জ! অদো জ্জেব্ব তুমং মএ অণুসরিদোহসি ॥ ২১ ॥

সুবলঃ। যথাজ্ঞাপয়তি প্রিয়বয়স্যঃ ॥ ২০ ॥

মধু। পদ্মে! শ্রুতং ময়াদ্য বয়স্যেন চাটুকারিণা অনুনীতাপি চন্দ্রাবলী ন প্রসন্না।

পদ্মা। অথ কিং।

মধু। নূনং বয়স্যো বিষণ্ণো বর্ত্ততে। তদ্যুক্তা দ্বয়োঃ সঙ্গমেঽস্মাকং সহকারিতা।

পদ্মা। আর্য্য! অতএব ত্বং ময়া অনুসৃতোঽসি ॥ ২১ ॥

সুবল। প্রিয়বয়স্য যাহা আজ্ঞা করিতেছ। (প্রস্থান)। ২০

(অনন্তর পদ্মার ও মধুমঙ্গলের প্রবেশ)

মধুমঙ্গল। পদ্মে! শুনিলাম যে, অদ্য প্রিয়বয়স্য বহু প্রকারে চাটুবাক্যের দ্বারা অনুনয় করিয়াও চন্দ্রাবলীকে প্রসন্না করিতে পারেন নাই।

পদ্মা। হাঁ, সত্য বটে।

মধমঙ্গল। সেই জন্যই বয়স্য আজ বিষণ্ণ হইয়া আছেন, অতএব ঐ দুই জনের মিলনে আমাদের সহকারিতা করা উচিত।

পদ্মা। আর্য্য! এই জন্যই আমি আপনার নিকটে আসিয়াছি। ২১

মধুমঙ্গলঃ। (পুরো দৃষ্ট্বা) পউমে! পেক্খ এসো পিঅবঅস্সো ছপ্পদমেত্তসহাও কেশরকুড়ুঙ্গে কিম্পি মংতেদি॥

পদ্মা। অজ্জ! লদাজালেহিং অংতরিদা ভবিঅ সুণহ্ম কিং এসো ভণাদি। (ইতি তথা স্থিতৌ)॥ ২২ ॥

কৃষ্ণঃ। (রাধাং স্মরন সোৎকণ্ঠং)

প্রসরতি যদ্ভ্রূচাপে শ্লথজ্যমকরোৎ স্মরো ধনুঃ পৌষ্পং।
মধুরিমমণিমঞ্জুষা ভূষায়ৈ মে প্রিয়া সাঽস্তু॥

মধু। পদ্মে! পশ্য, এষ প্রিয়বয়স্যঃ ষট্পদমাত্রসহায়ঃ কেশরকুঞ্জে কিমপি মন্ত্রয়তে।

পদ্মা। আর্য্য! লতাজালৈরন্তরিতা ভূত্বা শৃণুবঃ কিমেষ ভণতি॥ ২২ ॥

কৃষ্ণঃ। যস্যা ভ্রূচাপে প্রসরতি সতি কন্দর্পঃ পৌষ্পং ধনুঃ শ্লথজ্যমকরোৎ শ্লথা জ্যা যত্র তথাভূতং, এতদ্ভ্রুবোরগ্রে মম সজ্জেন ধনুষা কিং কার্য্যমিত্যর্থঃ। মধুরিম্নাং মণীনাং মঞ্জুষা পেটিকা। সা প্রিয়েতি রাধিকেতি কৃষ্ণহৃদয়ং, চন্দ্রাবলীতি পদ্মামধুমঙ্গলয়োঃ।

মধুমঙ্গল। (সম্মুখে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক) পদ্মে! দেখ, ঐ প্রিয়বয়স্য এই কেশরকুঞ্জে একমাত্র ভ্রমরের সহিত কি বিষয়ে মন্ত্রণা করিতেছেন!

পদ্মা। আর্য্য! এই লতাজালে লুক্কায়িতা থাকিয়া ইনি কি বলেন, তাহা শুনিব। (ইহা বলিয়া দুই জনে সেই প্রকারে অবস্থিত হইলেন)। ২২

কৃষ্ণ। (রাধাকে স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠা সহকারে) যাঁহার ভ্রূধনু বিস্তৃত হইলে কন্দর্পও ভয়ে আপনার পুষ্পধনুর জ্যা শিথিল করিয়া থাকেন, সেই মাধুর্য্যময় মণিসমূহের পেটিকারূপা প্রিয়া আমাকে অলঙ্কৃতা করুন।

মধুমঙ্গলঃ। পউমে! এসো উক্কণ্ঠাএ তুজ্ঝ পিঅসহীং জ্জেব বণ্ণেদি। তা এহি তুরিঅং গদুঅ ণং সমাণেম্হ॥

পদ্মা। অজ্জ! সুট্‌ঠু ণিট্টটঙ্কিদং সুণম্হ, জং বহুবল্লহো এসো॥ ২৩

কৃষ্ণঃ। (পুনঃ সোৎসুক্যং) সা মুখসুষমানির্জ্জিতরাকাচন্দ্রা বলীলসন্মধ্যা—

(ইত্যর্দ্ধোক্তে)॥ ২৪॥

মধুমঙ্গলঃ। পউমে! অলং ইমাদো পরেণ সুদেণ, তুণ্ণং গচ্ছেম্হ॥

মধু। পদ্মে! এষ উৎকণ্ঠয়া তব প্রিয় সখীমেব বর্ণয়তি। তদেহি, ত্বরিতং গত্বা এনাং সমানয়াবঃ।

পদ্মা। আর্য্য! সুষ্ঠু নিষ্টঙ্কিতং শৃণুবঃ যদ্বহুবল্লভ এষ॥ ২৩॥

কৃষ্ণঃ। সা মুখস্য সুষমা পরমশোভা নির্জ্জিতঃ নিঃশেষেণ জিতো রাকাচন্দ্রঃ রাকায়াঃ পৌর্ণমাস্যাশ্চন্দ্রো যয়া সা, বলীভিল সন্মধ্যং যস্যাঃ সা, রাধিকামধিকৃত্য কৃষ্ণস্য বর্ণনমিদং এতাভ্যামন্যথা জ্ঞাতং। সা চন্দ্রাবলী কীদৃশী? মুখসুষময়া নির্জ্জিতা রাকা॥ ২৪॥

মধু। পদ্মে অলমিতঃ পরেণ শ্রুতেন তূর্ণং গচ্ছাবঃ।

মধুমঙ্গল। পদ্মে! ইনি উৎকণ্ঠাভরে তোমার প্রিয়সখীর কথাই বলিতেছেন। অতএব আইস, শীঘ্র যাইয়া তাঁহাকে আনয়ন করি।

পদ্মা। আর্য্য! আগে ভাল করিয়াই শুনা যাউক, কারণ, ইনি বহুবল্লভ—হয় ত আর কাহাকেও স্মরণ করিতেছেন। ২৩

কৃষ্ণ। (পুনরায় ঔৎসুক্য সহকারে) সেই প্রিয়ার মুখসুষমায় চন্দ্রও পরাজিত হয়, এবং তাঁহার মধ্যদেশ ত্রিবলীরেখায় বিভূষিত।

(এই অর্দ্ধোক্তির পর—)। ২৪

মধুমঙ্গল। পদ্মে! ইহার পরে আর শ্রবণের প্রয়োজন নাই—চল, আমরা শীঘ্র গমন করি।

পদ্মা। জুত্তং কধেসি। (ইত্যুভৌ জবেন দূরং পরিক্রান্তৌ) ॥

কৃষ্ণঃ। মুহুরাধাস্যতি রাধা মদুরসি রসিকা কিমাত্মানং ॥ ২৫ ॥

পদ্মা। অজ্জ! এব্বং ভণামি, মাণিণীএ পিঅসহীএ সঅং সমাঅমেণ লাহবং হোদি, তা পরাবট্টিঅ কণ্হং বিণ্ণবেহি ॥

মধুমঙ্গলঃ। সোহণং মংতেসি। (ইতি কৃষ্ণান্তিকমাসাদ্য) পিঅবঅস্স! পচ্ছণ্ণেণ ভবিঅ সব্বং দে আঅণ্ণিদং মএ উক্কণ্ঠাবঅণং, তা আণবেহি, তং জ্জেব্ব তুজ্ঝ বল্লহং তুরিদং সমাণেমি ॥

পদ্মা। যুক্তং কথয়সি, চন্দ্রাবলীতি নাম গৃহীত্বা বর্ণয়তি কোঽত্র সন্দেহ ইতি ভাবঃ।

কৃষ্ণঃ। যস্যা মুখসুষমা তথাভূতা বর্ণিতলক্ষণা সা রাধা মদুরসি কিং আত্মানং মুহুরাধাস্যতি? ইদমুত্তরার্দ্ধং দূরগমনেন এতাভ্যাং ন শ্রুতং ॥ ২৫ ॥

পদ্মা। আর্য্য! এবং ভণামি, মানিন্যাঃ প্রিয়সখ্যাঃ স্বয়ং সমাগমনেন লাঘবং ভবতি, তৎপরাবর্ত্ত্য কৃষ্ণং বিজ্ঞাপয়।

মধু। শোভনং মন্ত্রয়সি। প্রিয়বয়স্য প্রচ্ছন্নেন ভূত্বা সর্ব্বং তে আকর্ণিতং ময়া উৎকণ্ঠাবচনং, তদাজ্ঞাপয় তামেব তব বল্লভাং ত্বরিতং সমানয়ামি। তামেব বল্লভাং রাধামিত্যবগম্য কৃষ্ণ আহ সখে ইতি।

পদ্মা। উপযুক্ত কথাই বলিতেছেন। (এই বলিয়া উভয়ে বেগে দূরে গমন করিলেন)।

কৃষ্ণ। আহা! সেই রসময়ী রাধিকা কি আমার বক্ষে শরীর স্থাপন করিবেন? ২৫

পদ্মা। আর্য্য! আমি বলিতেছি কি,—আমার প্রিয়সখী যখন মান করিয়াছেন, তখন তাঁহার নিজের আগমনে লঘুতা প্রকাশ হইবে। অতএব ফিরিয়া গিয়া আপনি কৃষ্ণকে এ কথা জ্ঞাত করুন।

মধুমঙ্গল। ভাল কথাই বলিয়াছ। (ইহা বলিয়া কৃষ্ণের নিকটে গমনপূর্ব্বক) প্রিয়বয়স্য! আমি প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করিয়া তোমার উৎকণ্ঠাপূর্ণ বচন শ্রবণ করিয়াছি। অতএব অনুমতি কর, শীঘ্র তোমার বল্লভাকে আনয়ন করি।

কৃষ্ণঃ। (সশ্লাঘমালিঙ্গ্য) সখে! মদনুগ্রহণে শীঘ্রমানয়॥

মধুমঙ্গলঃ। (পরিক্রম্য পদ্ময়া সহ নিষ্ক্রান্তঃ)

কৃষ্ণঃ। অহো পরমোৎকটানাং প্রেম্নামুৎকণ্ঠাকারিত্বং!

ভ্রমরেঽপি গুঞ্জতি নিকুঞ্জকোটরে
মন্যতে মনস্তু মণিনূপুরধ্বনিং।
অনিলেন চঞ্চতি তৃণাঞ্চলেঽপি
তাং পুরতঃ প্রিয়ামুপগতাং বিশঙ্কতে॥

(ততঃ প্রবিশতি পদ্মামধুমঙ্গলাভ্যাং সঙ্গতা চন্দ্রাবলী)

চন্দ্রাবলী। হলা পউমে! কিং এসো বউলকুডুঙ্গো দীসই॥

পদ্মা। অধ ইং। তা তুণ্ণং এহি। (ইতি পরিক্রামতি)॥

চন্দ্রা। সখি পদ্মে! কিম এষ বকুলকুঞ্জো দৃশ্যতে।

পদ্মা। অথ কিং, তত্তূর্ণমেহি।

কৃষ্ণ। (শ্লাঘার সহিত আলিঙ্গন পূর্ব্বক) সখে! আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র আনয়ন কর।

মধুমঙ্গল। (পদ্মার সহিত প্রস্থান)

কৃষ্ণ। অহো! উৎকট প্রেম কি অতিশয় উৎকণ্ঠার সৃষ্টিকারী; যেহেতু—নিকুঞ্জ-কোটরে ভ্রমর গুঞ্জন করিলে আমার মনে হইতেছে, যেন প্রিয়ার মণিময় নূপুরের ধ্বনি হইতেছে, বায়ুর দ্বারা তৃণাগ্র বিচলিত হইলে মনে হইতেছে যে, প্রিয়াই অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

(পদ্মা ও মধুমঙ্গলের সহিত চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

চন্দ্রাবলী। সখী পদ্মে! অগ্রে কি এই বকুলকুঞ্জ দেখা যাইতেছে?

পদ্মা। তাই ত বটে, তবে শীঘ্র এস। (এই বলিয়া যাইতে লাগিলেন)।

কৃষ্ণঃ। (নূপুরধ্বনিমাকর্ণ্য)। হন্ত ভূরিশো ভ্রমিতোঽস্মি ভ্রমরীঝঙ্কারৈস্তদলং বৃথা প্রত্যুদ্গমসংভ্রমেণ। (ইত্যুদ্বেগং নাটয়ন্)।

পুরঃফলায়ামাশায়াং জনঃ কামং বিদূয়তে। *

আগমে হি ঘনারম্ভে দ্বিগুণং রৌতি চাতকঃ ॥

(পুনরুৎকর্ণো ভবন্) কথমভ্যর্ণে ভূষণশিঞ্জিতং শ্রূয়তে।

(ইতি উদগ্রীবিকাং দত্ত্বা সসম্ভ্রমং)। সত্যমসৌ মিলিতা মে প্রেয়সী (ইতি তরসা চন্দ্রাবলীপার্শ্বমাগত্য) হৃদ্‌ভৃঙ্গ! ভুজঙ্গমলতা মঙ্গলভা রাধিকা ময়োন্মুদিতা।

(ইত্যর্দ্ধোক্তে)।

কৃষ্ণঃ। পুরো অগ্রে নিকটমেব ফলং যস্যাস্তথাভূতায়ামাশায়াং সত্যাং। মঙ্গলা ভাঃ কান্তিযস্যাঃ সা রাধিকা উৎকর্ষেণাধিক্যেন মুদিতা আনন্দিতা, ময়া উপলব্ধেত্যাদিকমুত্তরার্দ্ধং।

কৃষ্ণ। (নূপুরের ধ্বনি শুনিয়া) হায়! আমি ভ্রমরীর ঝঙ্কারে অনেকবার প্রতারিত হইয়াছি; অতএব আর বৃথা প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক অভ্যর্থনার প্রয়োজন নাই। (ইহা বলিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন) আশা বলবতী হইবার পূর্ব্বে লোকে যথেষ্ট দুঃখ পাইয়া থাকে, মেঘারম্ভ আসন্ন হইতে থাকিলে চাতক দ্বিগুণতর রব করিতে থাকে।

(পুনরায় উৎকর্ণ হইয়া) এ কি! নিকটেই ভূষণের ধ্বনি শুনা যাইতেছে! (এই বলিয়া গ্রীবা উন্নত করিয়া সম্ভ্রমের সহিত) এই যে, সত্যই আমার প্রেয়সী আসিয়া মিলিতা হইলেন; (এই বলিয়া বেগে চন্দ্রাবলীর পার্শ্বে গমন করিয়া) হে হৃদয়ভৃঙ্গ! এই দেখ, আনন্দে বিকসিতা গতিশক্তিশালিনী মঙ্গলভা রাধালতা—(এইরূপ অর্দ্ধোক্তি)। †

---

* "বিড়ম্বতে" ইতি পাঠান্তরং।

† "মঙ্গলভা" আর "রাধিকা" এই দুইটি শব্দ স্বতন্ত্র করিয়া উচ্চারণ করিলে রাধিকাকে বুঝায়—কিন্তু দুইটি একত্রে উচ্চারণ করিলে "মঙ্গলভারাধিকা" যাহাতে অধিক পরিমাণ মঙ্গল বিরাজমান, এই কথা বুঝায়।

চন্দ্রাবলী। (সের্ষ্যং মধুমঙ্গলমালোকতে)।

মধুমঙ্গলঃ। সহি চংদাঅলি! মঙ্গলভারেণ অহিআসি ত্তি পিঅ-বঅস্সো তুমং জ্জেব্ব বণ্ণেদি।

কৃষ্ণঃ। (সানন্দমাত্মগতং) হন্ত! কথমনেন চন্দ্রাবলিরেবাভি-সারিতা। ভবতু বটুনোক্তমেব নির্ব্বাহয়ামি। (প্রকাশং)

সুহৃদনুরাগাদ্ভিজ্ঞা চন্দ্রাবলিরঞ্জসাঽলম্ভি॥

চন্দ্রাবলী। (সলজ্জং কৃষ্ণকণ্ঠে বৈজয়ন্তীং বিন্যস্যতি)॥ ২৬॥

কৃষ্ণঃ। (সানন্দং)

একং প্রয়াতি পরিচর্য্য চকোররাজী

চন্দ্রং প্রিয়ে! নিজমনোরথপূরপূর্ত্তিং।

মধু। বর্ণয়িতব্যাঙ্গনা যাবন্মনসি ভাবিতমাস্তে তাবচ্চন্দ্রাবলীমেব মঙ্গলভারেণ অধিকাসি ইতি প্রিয়বয়স্যস্ত্বামেব বর্ণয়তি।

কৃষ্ণঃ। সবৈলক্ষ্যং সাবস্ময়ং॥ ২৬॥

কৃষ্ণঃ। চকোররাজী একং চন্দ্রং পরিচর্য্য মনোরথপূরাণাং পূর্ত্তিং

চন্দ্রাবলী। (ঈর্ষ্যাভরে মধুমঙ্গলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন)

মধুমঙ্গল। সখি চন্দ্রাবলি! তুমি মঙ্গলভারে অধিকা, এই বলিয়া প্রিয়বয়স্য তোমারই বর্ণনা করিতেছেন।

কৃষ্ণ। (বিস্ময়ান্বিত হইয়া মনে মনে) হায় এ কি! এ যে চন্দ্রাবলীকেই অভিসার করাইয়াছে। যাহা হউক, বটুর বাক্যের দ্বারাই বর্ণনা শেষ করি। (প্রকাশ্যে)

সুহৃদ্‌গণের অনুরাগের প্রতি সতত সচেতনা চন্দ্রাবলীকে অনায়াসেই প্রাপ্ত হইলাম।

চন্দ্রাবলী। (লজ্জাভরে কৃষ্ণকণ্ঠে বৈজয়ন্তী মালা পরাইয়া দিলেন)

কৃষ্ণ। (আনন্দভরে) হে প্রিয়ে! চকোরসমূহ একমাত্র চন্দ্রকেই

চন্দ্রাবলী কিমু মমাক্ষি চকোরয়োস্ত্বং
প্রীতিং দ্বয়োরপি ন ধাস্যসি সেব্যমানা ॥ ২৭ ॥

মধুমঙ্গলঃ। (সগর্ব্বং। ভো বঅস্স ! দিট্ঠা তুএ মজ্ঝবিলক্খণা বিঅক্খণদা; জো ক্খু অণংতগুণসালিণা বি তুএ মো আইদুং ণ পারিদো সো পিঅসহীএ মাণগণ্ঠি ণঅগুণধারিণা মএ মোআবিদো ॥

প্রযাতি প্রাপ্নোতি ! ত্বন্তু চন্দ্রাবলী চন্দ্রশ্রেণী মমাক্ষিচকোরৌ দ্বাবেব অতস্তয়োঃ প্রীতিং কথং ন ধাস্যসি ? অত্র নাশ্চর্য্যমিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

মধু। ভো বয়স্য ! দৃষ্টা ত্বয়া মম বিলক্ষণা বিচক্ষণতা। যঃ খলু অনন্তগুণশালিনাপি ত্বয়া মোচয়িতুং ন পারিতঃ স প্রিয়সখ্যা মানগ্রন্থির্নবগুণধারিণা ময়া মোচিতঃ ॥

আরাধনা করিয়া নিজ নিজ মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাকে, আর আমার দুইটি চক্ষুরূপ চকোর বহুচন্দ্রময়ী তোমার সেবা করিলেও এখনও পর্য্যন্ত তুমি তাহাদিগের প্রীতিবিধান করিতে পারিলে না। (অর্থাৎ চক্ষু যতই তোমাকে দেখিতেছে, ততই তাহাদের আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হইতেছে)। ২৭

মধুমঙ্গল। (সগর্ব্বে) অহে বয়স্য ! তুমি আমার বিলক্ষণ বিচক্ষণতা দেখিতে পাইলে ত ? তুমি অনন্তগুণশালী হইয়াও যাহা মোচন করিতে পার নাই, প্রিয়সখীর সেই মানগ্রন্থি আমি নবগুণধারী * হইয়াও মোচন করিলাম।

---

* নবগুণবিশিষ্ট যজ্ঞসূত্রধারী মধুমঙ্গল—সান্দীপনী মুনির পুত্র ব্রাহ্মণ, অতএব যজ্ঞসূত্রধারী।

কৃষ্ণঃ। বয়স্য! ত্বমুদ্দণ্ডকুসুমকোদণ্ডবিলাসষাড়্গুণ্যে মহাসান্ধিবিগ্রহিকোঽসি ॥ ২৮ ॥

পদ্মা। অজ্জ! পুরো প্পফুল্লাইং মল্লীপুপ্ফাইং পপ্ফুরংতি তা এহি ইমাইং গেহ্নহ্ম। (ইত্যুভৌ নিষ্ক্রান্তৌ)

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং।) কুঞ্জেঽস্মিন্নাগতমাত্রাং রাধাং তর্কয়ামি তদন্যতঃ প্রস্থাস্যে। (প্রকাশং।) প্রিয়ে! পুরস্তান্নাতিদূরে নাগররঙ্গোচিতা নাগকেশরাটবী, তদত্রৈবানুসরাবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ) ॥ ২৯ ॥

কৃষ্ণঃ। "সন্ধির্না বিগ্রহো যানমাসনং দ্বৈধমাশ্রয়ঃ" ইতি ষড়্গুণাঃ, ষড়্গুণা এব ষাড়্গুণ্যং চাতুর্বর্ণ্যাদিত্বাৎ ষ্যঞ্। ষাড়্গুণ্যে ষড়্গুণেষু মধ্যে সন্ধিবিগ্রহয়োর্নিযুক্তঃ সান্ধিবিগ্রহিকঃ স চাসৌ মহাংশ্চেতি, তথা ভবতা সন্ধিঃ কথং দুষ্করো ভবতীতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

পদ্মা। তয়োর্বিলাসৌৎসুক্যমবধার্য্য মধুমঙ্গলং বিপ্রকর্ষয়ন্ত্যা পদ্ময়া ছলেন স্বয়ঞ্চ নিযুজ্যতে অজ্জ পুরো ইতি। আর্য্য! পুরঃ প্রফুল্লানি মল্লীপুষ্পাণি প্রস্ফুরন্তি, তদেহি ইমানি গৃহ্লীব ইতি ॥ ২৯ ॥

কৃষ্ণ। বয়স্য! তুমি উদ্দণ্ডকুসুমধনুধারী কন্দর্পের বিলাসরূপ সন্ধিবিগ্রহাদি ছয় গুণের মধ্যে সন্ধি ও বিগ্রহ—এই দুই গুণে বা কার্য্যে পরম পণ্ডিত। ২৮

পদ্মা। আর্য্য! সম্মুখে প্রফুল্ল মল্লিকা পুষ্পরাজি শোভা পাইতেছে, অতএব আসুন, আমরা ঐগুলি গ্রহণ করি।

(এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান)

কৃষ্ণ। (স্বগত) বোধ হয়, এই কুঞ্জে রাধিকা আগতপ্রায়, অতএব এ স্থান হইতে অন্যত্র গমন করি। (প্রকাশ্যে) প্রিয়ে! অগ্রে অল্প দূরে নাগরের বিলাসের উপযুক্ত নাগকেশরকুঞ্জ বিদ্যমান, চল, আমরা তথায় গমন করি। (উভয়ের প্রস্থান)

(ততঃ প্রবিশতি ললিতয়া সহ সংকথয়ন্তী রাধা):

রাধা। হলা! পেক্‌খ পেক্‌খ অংধকারেহিং ঘোলিদং সব্ব দিসামুহং॥

ললিতা। পিঅসহি! তিমিরাহিসারোচিদেহিং সামলপসাহণেহিং মণ্ডিদো কিং ক্‌খু তুএ অপ্পা॥

রাধিকা। অধ ইং॥

ললিতা। (বিলোক্য সস্মিতং সংস্কৃতেন)

ধম্মিল্লোপরি নীলরত্নরচিতো হারস্ত্বয়ারোপিতো
বিন্যস্তঃ কুচকুম্ভয়োঃ কুবলয়শ্রেণীকৃতো গর্ভকঃ।
অঙ্গে কল্পিতমঞ্জনং বিনিহিতা কস্তূরিকা নেত্রয়োঃ
কংসারেরভিসারসংভ্রমভরান্মন্যে জগদ্বিস্মৃতং॥ ৩০॥

রাধি। সখি! পশ্য পশ্য অন্ধকারৈর্ঘোরিতং সর্ব্বদিঙ্মুখং।

ললিতা। প্রিয়সখি! তিমিরাভিসারোচিতৈঃ শ্যামলপ্রসাধনৈর্মণ্ডিতঃ কিং খলু ত্বয়া আত্মা।

রাধি। অথ কিং।

ললিতা। ধম্মিল্লোপরীতি কুচকুম্ভয়োরুচিত ইত্যর্থঃ। অঙ্গে ইতি নেত্রয়োরুচিত ইত্যর্থঃ। নেত্রয়োরিতি অঙ্গে উচিত ইত্যর্থঃ॥ ৩০॥

(ললিতার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্তা শ্রীরাধিকার প্রবেশ)

রাধা। সখি! দেখ দেখ, সমস্ত দিক্ অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

ললিতা। প্রিয়সখি! তিমিরাভিসারের উপযুক্ত শ্যামবর্ণ ভূষণে আপনার শরীর ভূষিত করিয়াছ ত?

রাধিকা। তাহাই করিয়াছি।

ললিতা। (অবলোকনপূর্ব্বক ঈষৎ হাসিয়া) সখি! এ কি। নীলরত্নরচিত হার তুমি ধম্মিল্ল ধারণ করিয়াছ, আর নীলপদ্মগ্রথিত গর্ভক নামক হার তুমি স্তনমণ্ডলে পরিধান করিয়াছ; আর এ কি! তুমি যে কাজল অঙ্গে বিলেপন করিয়াছ, এবং বিলেপনের কস্তূরিকা নেত্রে পরিধান করিয়াছ, হায়! হায়! কংসারির অভিসারে ব্যস্ত হইয়া তুমি যে জগৎ বিস্মৃত হইয়াছ দেখিতেছি। ৩০

রাধিকা। হলা! মুঞ্চেহি পরিহাসং! তুরিদং উদ্দেসেহি কেসরকুডঙ্গমগ্‌গং ॥

ললিতা। ইদো ইদো পিঅসহি। (ইতি পরিক্রামন্তী সশঙ্কং সংস্কৃতেন)

তিমিরমসিভিঃ সংবীতাঙ্গাঃ কদম্ববনান্তরে

সখি! মধুরিপুং পুণ্যাত্মানঃ সরন্ত্যভিসারিকাঃ।

রাধিকা। সখি! মুঞ্চেহি পরিহাসং ত্বরিতমুদ্দিশ কেশরকুঞ্জমার্গং।
ললিতা। ইতঃ ইতঃ প্রিয়সখি।

তিমিরমিব মসিঃ লেখনযোগ্যং দলিতাঞ্জনং তৈঃ সংবীতাঙ্গ্যঃ সরন্তি ব্রজন্তি তব তু বৈপরীত্যমিত্যাহ। তনুত্ব্যতয় এব সূচয়ঃ ঘনধ্বান্তানি

রাধিকা। সখি! পরিহাস ত্যাগ কর। শীঘ্র কেশরকুঞ্জের পথ দেখাইয়া দেও।

ললিতা। প্রিয়সখি! এই দিকে এই দিকে। (এই বলিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে সভয়ে) হে সখি! তিমিরের কালিমায় আবৃতাঙ্গ হইয়া যে সকল অভিসারিকা* মধুসূদনের নিকট গমন করে, তাহারা অতিশয়

---

* নায়িকার—অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকা—এই আটটি অবস্থার কথা গ্রন্থকার উজ্জ্বলনীলমণির নায়িকাভেদপ্রকরণে বিবৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে এখানে অভিসারিকা অবস্থায় শ্রীরাধিকাকে দেখান হইয়াছে। উহার লক্ষণ এই—"অভিসারয়তে কান্তা স্বয়ং বাহভিসরত্যপি। সা জ্যোৎস্নীতামসীযানযোগ্যবেশাভিসারিতা, লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিলমণ্ডনা। কৃতাবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈকসখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ॥"

অনুবাদ—প্রিয়ের মিলন-আশে কুঞ্জেতে গমন।
সঙ্কোচপূর্ব্বক অভিসারের লক্ষণ॥
তাহাতে যে বেশভূষা দুই ত প্রকার।
শুভ্রবস্ত্র শুক্লপক্ষে শুভ্র মণিহার।
নীলবস্ত্র কৃষ্ণপক্ষে নীল আভরণ।
মৃগমদ আদি করি অঙ্গেতে লেপন॥

তব তু পরিতো বিদ্যুদ্বর্ণাস্তনুদ্যুতিসূচয়ো
হরি হরি ঘনধ্বান্তান্যেতাঃ স্ববৈরিণি ! ভিন্দতে ॥

রাধিকা। অলং ইমিণা উবালম্ভেণ, পেক্খ পচ্চাসণ্ণো বউল-কুড়ঙ্গো। (ইতি সংভ্রমাদুপস্থত্য সপরামর্ষং সংস্কৃতেন)

বিদূরান্ন ঘ্রাণং মদয়তি মুরারেঃ পরিমলো
ন কুঞ্জোঽয়ং তস্য স্ফুরতি নখরদ্যোতনিকরৈঃ।
ততঃ শঙ্কে কস্মিন্নপি রহসি বল্লীবলয়িতে
পরীহাসাকাঙ্ক্ষী প্রিয়সখি ! নিলীনস্তব সখা ॥ ৩১ ॥

ললিতা। হলা ! এহি বামদো কদম্বকুঞ্জং বিইণুহ্ম ॥

ভিন্দতে স্ফুটয়ন্তি তেন তনুদ্যুতীনাং নীলাম্বরবৃতত্বেঽপি তস্যপ্রান্তসূক্ষ্মরন্ধ্রেভ্যো নির্গচ্ছন্তীনামপ্যত্যোজ্জ্বল্যং ধ্বান্তানামপি সূচিবেধযোগ্যত্বেনাতিগাঢ়ত্বং হে স্ববৈরিণি ! স্বস্যাত্মনো বৈরিণী স্বয়মেব ত্বং। এতাস্তু ন তথা ইতি ব্যাজস্তুত্যা সর্ব্বতোঽতিবিলক্ষণং সৌন্দর্য্যং বর্ণিতমিতি ॥ ৩১ ॥

ললিতা। সখি ! এহি বামতঃ কদম্বকুঞ্জং বিচিন্মঃ।

পুণ্যবতী। কিন্তু হায় ! হায় ! তোমার বিদ্যুদ্বর্ণ তনুদ্যুতিরূপ সূচীসমূহ নিজের বৈরি হইয়া চারিদিকে এই গাঢ় অন্ধকারকে ভেদ করিয়া ফেলিতেছে।

রাধিকা। এখন আর তিরস্কারে লাভ কি ? এই দেখ, বকুলকুঞ্জ নিকটে বিদ্যমান। কিন্তু—

কই, দূর হইতে ত' মুরারির অঙ্গ-গন্ধ নাসিকাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে না ? আর কুঞ্জও ত' তাঁহার নখদ্যুতিতে আলোকিত হয় নাই ? অতএব হে প্রিয়সখি ! মনে হইতেছে, তোমার পরিহাসাকাঙ্ক্ষী সখা কোনও লতাজালাবৃত নির্জ্জন স্থানে লুক্কায়িত হইয়া আছেন। ৩১

ললিতা। সখি ! এস, বামদিকে কদম্বকুঞ্জে অন্বেষণ করি।

রাধিকা। (তথা কুর্ব্বতী)। অই ছইল্ল! দিট্‌ঠোহসি দিট্‌ঠোহসি কীস অঙ্গেহিং অঙ্গাইং সঙ্গোবেসি। (ইতি সমন্তান্ম‍্গ্যতি)।

ললিতা। সহি! মুঞ্চ মগ্‌গণগাহং এহি বেলিকুঞ্জকপ্পণং কুণহ্ম।

রাধিকা। সংস্কৃতেন)

রচয় বকুলপুষ্পৈস্তোরণং কেলিকুঞ্জে
কুরু বরমরবিন্দৈস্তল্পমিন্দীবরাক্ষি!
উপনয় শয়নান্তং সাধু মাধ্বীকপাত্রং
সহচরি! হরিরস্তু শ্লাঘতাং কৌশলং তে॥

রাধিকা। অয়ি ছইল্ল! বিদগ্ধ! দৃষ্টোহসি দৃষ্টোহসি। কস্মাৎ অঙ্গৈরঙ্গানি সংগোপয়সি।

ললিতা। সখি! মুঞ্চ মার্গণাগ্রহং। এহি, কেলিকুঞ্জকল্পনং কুর্ম্মঃ।

রাধিকা। (সেইরূপ করিয়া) ওহে! রসিকচূড়ামণে! তোমাকে দেখিতে পাইয়াছি, দেখিতে পাইয়াছি। তবে আর কেন অঙ্গ দ্বারা অঙ্গগোপন করিতেছ? (এই বলিয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন)।

ললিতা। সখি! অন্বেষণের আগ্রহ ত্যাগ কর। এস, আমরা কেলিকুঞ্জ রচনা করি।

রাধিকা। সখি কেলিকুঞ্জে বকুলপুষ্পের দ্বারা তোরণ রচনা কর এবং হে ইন্দীবরলোচনে! কমলপুষ্পের দ্বারা উৎকৃষ্ট শয্যা রচনা কর এবং তাহার পার্শ্বে মধুপাত্রচয় শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখ, হে সহচরি। হরি যেন আজ তোমার শিল্প-কৌশলের প্রশংসা করেন। *

---

* বাসকসজ্জার লক্ষণ এই—

"প্রিয়ের সহিত বিলাসের আশা করি।
গৃহ শয্যা মালা তাম্বুল স্নিগ্ধ বারি॥
চন্দনাদি নানা গন্ধ বসন-ভূষণ।
সাজায় করিয়া সাধ প্রিয়ের কারণ॥"

এই অবস্থায় সর্ব্বপ্রকারে সজ্জিতা হইয়া প্রিয়সমাগমচিন্তাই বাসকসজ্জার অবস্থা।

ললিতা। (তথা কৃত্বা) হলা! পেক্খ কহ্নো বিলম্বেদি। তা কুঞ্জং পবিসিঅ ণং পরিবালেহ্ম ॥ ৩২ ॥

রাধিকা (পরিক্রম্যোদ্বেগং নাটয়ন্তী সংস্কৃতেন)

রুদ্ধঃ কাপি সখীহিতার্থপরয়া শঙ্কে হরিঃ পদ্ময়া
প্রাপ্তঃ কুঞ্জগৃহং যদেষ ন তমীযামেঽপ্যতিক্রামতি।
পৌলোমীরতিবন্ধুদিঙ্মুখমসৌ হা হন্ত! সন্তর্পয়-
ন্নুন্মীলত্যভিসারলুব্ধরমণীগোত্রস্য শক্রঃ শশী ॥
(ইত্যুভে নিক্রান্তে) ॥ ৩৩ ॥

ললিতা। সখি! পশ্য কৃষ্ণো বিলম্ব্যতে। তৎ কুঞ্জং প্রবিশ্য এনং প্রতিপালয়াবঃ প্রতীক্ষাবহে ইতি ॥ ৩২ ॥

রাধিকা। তমীযামেঽপ্যতিক্রামতীতি তেন বৈশাখপৌর্ণমাস্যা অনন্তরা চতুর্থী তিথিরিয়মিতি গম্যতে। পৌলোমী শচী তস্যা রতিবন্ধুরিন্দ্রস্তস্য দিশঃ পূর্ব্বস্যা মুখং সম্যক্ প্রকারেণ তর্পয়ন্ স্বদর্শনস্বকরলালনাদিভিরিতি ভাবঃ। স্বয়মিন্দ্রনায়িকাং পূর্ব্বাং দিশমভিসরতি অথ চ অন্যাসামভিসারিকাণাং শক্রুরিত্যাশ্চর্য্যং ॥ ৩৩ ॥

ললিতা। (সেইরূপ করিয়া) সখি! দেখ, কৃষ্ণ বড় বিলম্ব করিতেছেন। তবে এস, কুঞ্জমধ্যে গমন করিয়া ইঁহার জন্য অপেক্ষা করি। ৩২

রাধিকা। (ভ্রমণপূর্ব্বক উদ্বেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন) সখি! ভয় হইতেছে, সখীর মঙ্গল-কামনায় পদ্মা তাঁহাকে কোনও স্থানে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, যদি তাহাই না হইবে, তবে রাত্রের এক যাম অতিক্রান্ত হইয়া গেল, এখনও তিনি কুঞ্জগৃহে আসিলেন না কেন? হায়! হায়! ঐ দেখ, শচীপতির অধিকৃত পূর্ব্বদিক্‌কে সম্বনা দান করিতে করিতে অভিসারিকা রমণীদিগের শত্রু শশী উদিত হইতেছেন *। ৩৩ (উভয়ের প্রস্থান)

---

* এই স্থানে শ্রীরাধিকার উৎকণ্ঠিতা অবস্থা প্রকাশ পাইয়াছে। উজ্জ্বল-নীলমণিতে উৎকণ্ঠিতার যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে তাহার মর্ম্ম এইরূপ,—

(ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণঃ)

কৃষ্ণঃ। (সমন্তাদালোক্য)

আসঙ্গঃ কুমুদাকরেষু শিথিলো ভৃঙ্গাবলীনামভূ-
দীক্ষন্তে নিজকোটরাঙ্কিতমমী ক্ষৌণীরুহং কৌশিকাঃ।
সঙ্কোচোন্মুখতাং প্রযাতি শনকৈরৌত্তানপাদের্দ্যুতিঃ
কিং ভানুর্ননু পূর্ব্বপর্ব্বততটীমারোঢুমুৎকণ্ঠতে ॥ ৩৪ ॥

(ইতি পরিক্রম্য)

ন জানে নবীনবিপ্রলম্ভেন সংভৃতনির্ভরসংরম্ভা কিং

কৌশিকাঃ পেচকাঃ ঔত্তানপাদের্ধ্রুবস্য নক্ষত্রাকারস্য ॥ ৩৪ ॥
নবীনবিপ্রলম্ভেন প্রথমবিয়োগেন সম্ভৃতনির্ভরসংরম্ভা ধৃতাতিশয়কোপা

(অনন্তর কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। (চতুর্দ্দিকে অবলোকন পূর্ব্বক) এ কি! কুমুদিনীচয়ে ভৃঙ্গাবলীর আসক্তি শিথিল হইতেছে, এই যে পেচকসমূহও নিজ নিজ কোটরাঙ্কিত বৃক্ষের অনুসন্ধান করিতেছে, ধ্রুবতারার জ্যোতিও ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে, তবে কি দিবাকর পূর্ব্বপর্ব্বততটে উদিত হইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন ? ৩৪

(ইহা বলিয়া পরিক্রমণ পূর্ব্বক)

বুঝিতে পারিতেছি না, এই প্রথম বিরহে অত্যন্ত কোপবতী হইয়া

"প্রিয়-আগমন যবে শীঘ্র না করয়।
পথপানে চাহি রহে উৎকণ্ঠা হৃদয়॥"

এই অবস্থায় হৃত্তাপ, গাত্রকম্পন, প্রিয় কি জন্য আসেন নাই তাহার কারণ লইয়া বিতর্ক, প্রিয়ের প্রতি ঔদাসীন্য, অশ্রুমোচন এবং নিজের ভাগ্যের নিন্দা উৎকণ্ঠিতা নায়িকার এই সকল চেষ্টা প্রকাশ পাইয়া থাকে। উৎকণ্ঠিতার পরই বিপ্রলব্ধা অবস্থা প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই অবস্থায় প্রিয়ের অনুপস্থিতি হেতু প্রবল ব্যথা প্রকাশ পায়।

তাহাতে নির্ব্বেদ, চিন্তা, খেদ, অশ্রু, মূর্চ্ছা ও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ইত্যাদি চেষ্টা প্রকাশিত হয়।

নায় প্রতিপৎস্যতেহস্য রাধা। (বিমৃশ্য) ভবতু কেশরেণ নাগকেশরং প্রতিপাদয়িষ্যে তদমূনি নাগকেশরাণি বিচিনোমি (ইতি তথা কৃত্বা পুরোঽনুসর্পন্) ॥

কপটী স লতাকুটীমিমাং সখি ! নাগাদধুনাপি মাধবঃ।
ইতি জল্পপরীতয়া তয়া ক্লমদীর্ঘা গমিতা কথং তমী ॥ ৩৫ ॥

(পরিক্রম্য বকুলকুঞ্জং পশ্যন্ সবিষাদং)

তাম্বূলং ঘনসারসংস্কৃতমদঃ ক্ষিপ্তং পুরো রাধয়া
হারী হন্ত হরিন্মণিস্তবকিতো হারোঽয়মুৎসারিতঃ।

প্রতিপৎস্যতে জ্ঞাস্যতি। অহং সুবল দ্বারোক্তেন বকুলবাচককেশর-পদেনাধুনা নাগকেশরং প্রতিপাদয়িষ্যে ॥ ৩৫ ॥

তাম্বূলমিতি। ঘনসারেণ কর্পূরেণ সংস্কৃতং। হারী মনোহারী

রাধিকা কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন ? (চিন্তাপূর্ব্বক) আচ্ছা, তাহাই হউক ; 'কেশর' শব্দের দ্বারা আজ নাগকেশরকে বুঝাইয়া দিব। * অতএব ঐ নাগকেশরগুলিকে চয়ন করি। (তাহা করিতে করিতে সম্মুখে গমন পূর্ব্বক)

"সখি ! সেই কপট মাধব এখনও ত' এই লতাকুঞ্জে আসিলেন না" এই কথা সখীগণকে বলিতে বলিতে সেই শ্রীরাধা কি প্রকারে দুঃখপূর্ণা এই দীর্ঘ যামিনী যাপন করিতেছে ? ৩৫

(ভ্রমণ করিতে করিতে বকুলকুঞ্জ দর্শন করিয়া বিষাদভরে)

এই যে রাধিকা কর্পূরবাসিত তাম্বুল দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন, প্রবল দুঃখভরে মরকতমণিস্তবকিত মনোহর হার দূরে পরিত্যাগ করিয়াছেন,

---

* কেশর শব্দের অর্থ বকুল। কৃষ্ণ সুবলকে যখন রাধিকাকে অভিসার করাইবার কথা ললিতাকে বলিতে বলিয়াছিলেন—তখন কেশরকুঞ্জ আনয়ন করিবার কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। এখন কৃষ্ণ রাধিকা ও ললিতাদিকে শান্ত করিবার জন্য 'কেশর' কুঞ্জ বলিতে যে তিনি "নাগকেশরের" কুঞ্জের কথা বলিয়াছিলেন, ইহাই ছলক্রমে বুঝাইতে চাহেন।

পৌষ্পী চেয়মুদারসৌরভময়ী চূড়া নখৈঃ খণ্ডিতা
তস্যাঃ শংসতি বিপ্রলম্ভজনিতং কুঞ্জোঽয়মন্তঃক্লমং ॥ ৩৬ ॥

(ইত্যগ্রতো গত্বা) ইয়মেব রাধায়াঃ সূর্য্যারাধনবেদিকা, তদস্যাঃ পার্শ্বমাসাদয়ামি। (ইতি পরিক্রামতি)

(ততঃ প্রবিশতি সখীভ্যামনুগম্যমানা রাধা)।

রাধা। (পুরো বিলোক্য) হলা ললিদে! পেক্‌খ বেইআণেইট্‌ঠে তুজ্‌ঝ ছইল্লো ॥

ললিতা। কঞ্চণপড়িমেব্ব কঠোরা হোহি ॥

হরিণ্মণিভিস্তবকিতো গুচ্ছীকৃতো হারঃ। কুঞ্জ ইতি এতাদৃশলক্ষণবিশিষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

রাধিকা। সখি ললিতে! পশ্য বেদিকানেদিষ্ঠে সন্নিকৃষ্টে স তব বিদগ্ধঃ।

ললিতা। সখি! কাঞ্চনপ্রতিমেব কঠোরা ভব।

এই যে মনোহর সৌরভময়ী কুসুমচূড়া নখের দ্বারা ছিন্ন করিয়াছেন,— আহা! এই কুঞ্জ তাঁহার বিরহজনিত অন্তরের ব্যথা ব্যক্ত করিতেছে। ৩৬ *

(ইহা বলিয়া অগ্রে গমন পূর্ব্বক)

এই যে রাধিকার সূর্য্য-আরাধনার বেদী, অতএব কিছুক্ষণ ইহার পার্শ্বে উপবেশন করি। (পরিক্রমণ)

(অনন্তর ললিতা ও বিশাখার সহিত রাধিকার প্রবেশ)

রাধিকা। (সম্মুখে অবলোকন পূর্ব্বক) সখি ললিতে! ঐ দেখ, বেদিকার নিকটে তোমার রসিক নাগর।

ললিতা। সখি! কাঞ্চন-প্রতিমার মত কঠোর হইয়া অবস্থান কর।

---

* এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়াই শ্রীরাধিকার বিপ্রলব্ধাদশা শ্রীরূপ গোস্বামী অতি সুকৌশলে ব্যক্ত করিয়াছেন।

কৃষ্ণঃ। পুরস্তাদেষা সপরিবারা প্রিয়া। তদিদমুট্টঙ্কয়ামি, (ইত্যুপসৃত্য।) ললিতে! সাধু সাধু, দৃষ্টং তব গরিষ্ঠমত্র দুর্ম্মন্ত্রতন্ত্রচর্য্যায়ামাচার্য্যত্বং যদদ্য ভবত্যা কেশরনিকুঞ্জ-বেদ্যামহমুজ্জাগরব্রতদীক্ষাং পরিগ্রাহিতোঽস্মি ॥

ললিতা। (সসংরম্ভং সংস্কৃতেন।) অহো বৈপরীত্যং বৈপরীত্যং।
কেশরনিকুঞ্জকুহরে কুহক! বসন্তী সখী ত্বয়া রহিতে।
শ্রিতনবপল্লবতল্পা ত্রুটিমপি কল্পাধিকাং মেনে ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণঃ। (কপটেনাটোপং নাটয়ন্) অহো দম্ভভরারম্ভেষু।
গাম্ভীর্য্যমস্যাঃ (ইতি নাগকেশরাণ্যুদ্ঘাট্য দর্শয়ন্) ॥
অরতিং মম নিশি পশ্যন্ন ক্লাম্যন্নাগকেশরোঽপ্যসকৃৎ।
বিগলন্মধুভিঃ কুসুমৈরেভিনেত্রৈরিবোদস্রৈঃ ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণঃ। দুষ্টা মন্ত্রা যেষু এবম্ভূতং যত্তন্ত্রং তস্য চর্য্যায়াং আচরণে আচার্য্যকং আচার্য্যত্বং উপদেশাদিকর্ত্তা ত্বমিত্যর্থঃ, মনোজ্ঞাদিত্বাদ্বুঞ্, ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণঃ। আটোপমতিপ্রতিভাং।

অরতিং খেদং ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণ। এই যে সম্মুখভাগেই সখীদিগের সহিত প্রিয়া উপস্থিত। তবে এখনই এই কথা বলি (ইহা বলিয়া নিকটে গমন পূর্ব্বক) ললিতে! বেশ বেশ! দুষ্ট মন্ত্রতন্ত্রের আচরণে তুমি যে কিরূপ আচার্য্য, তাহার ভালই পরিচয় পাইলাম, যেহেতু তুমি এই কেশরনিকুঞ্জবেদীতে আমাকে সমস্ত রাত্রি মহা জাগরণ-ব্রতে দীক্ষিত করিয়াছ।

ললিতা। (ক্রোধের সহিত) হায়! এ যে সমস্তই বিপরীত! ওহে মায়াবী! আমার প্রিয়সখী তোমাবিরহিতা হইয়া কেশরনিকুঞ্জমধ্যে নবপল্লবরচিতশয্যায় দেহ রক্ষা পূর্ব্বক এক নিমেষ কালকেও কল্পাধিক বলিয়া মনে করিয়াছেন। ৩৭

কৃষ্ণ। (ছলভরে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়া) আহা! দম্ভপূর্ণ কার্য্যে ইহার কি গাম্ভীর্য্য! (ইহা বলিয়া নাগকেশর পুষ্পগুলি

ললিতা। অম্মহে! ধুত্তত্তণং, জং বউলবাইণা কেশরেণ দাণিং ণাঅকেসরো বিক্খাবীঅদি ॥

কৃষ্ণঃ। (সব্যাজনির্ব্বেদং) ললিতে! বিশ্রাম্যতু তবেয়ঃ শব্দার্থস্যান্যথাকল্পনেন বঞ্চনচঞ্চুতা ॥ ৩৯ ॥

অথবা কস্তে দোষঃ? দৃষ্টদোষাভিরপি গৌরাঙ্গীভিঃ সৌহার্দ্দ্যমভিলষ্যতা ময়ৈবাপরাদ্ধং ॥

ললিতা। অহো! ধূর্ত্তত্বং, যদ্বকুলবাচিনা কেশরেণ ইদানীং নাগকেশরো বিখ্যাপ্যতে।

কৃষ্ণঃ। সঙ্কেতস্তু কেশরকুঞ্জে, স চ কেশরশব্দো বকুলবাচী, "অথ কেশরে বকুল, ইত্যভিধানসিদ্ধেঃ" নাগকেশরে তু প্রসিদ্ধভাবাদিতি ললিতাভিপ্রায়ঃ। শব্দার্থস্য চেতি 'চাম্পেয়ঃ কেশরো নাগকেশরঃ কাঞ্চনাহ্বয়ঃ' ইত্যভিধানেন স্বরূপবৈরূপ্যাভাবেনৈব বৃত্তেস্তথা ভীমো ভীমসেনঃ সত্যা সত্যভামা ইতি ন্যায়েন চ কেশরশব্দস্যার্থো নাগকেশর এব তৎকুঞ্জ এব ময়াভিপ্রেতঃ, ভবত্যা তু বকুলকুঞ্জ ইত্যন্যথার্থকল্পনেন মঞ্চনং প্রতারণমেব ক্রিয়তে তেনৈব ত্বং খ্যাতাসীত্যর্থঃ। তেন বিত্তশ্চঞ্চুপ্‌চণাবিতি চঞ্চুপ্‌প্রত্যয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইয়া) রাত্রিকালে আমার কষ্ট দেখিয়া এই নাগকেশরও নিরন্তর মধুক্ষরণশীল কুসুমরূপ নয়নসমূহ দ্বারা অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিয়াছে। ৩৮

ললিতা। অহো! ইঁহার কি ধূর্ত্ততা! ইনি বকুলার্থক কেশর শব্দের দ্বারা এখন নাগকেশর বুঝাইতে চাহিতেছেন।

কৃষ্ণ। (ছলপূর্ব্বক নির্ব্বেদ সহকারে) ললিতে! এখন আর একশব্দের অন্য অর্থ কল্পনারূপ বঞ্চনাপটুতায় প্রয়োজন নাই। ৩৯

অথবা তোমারই বা দোষ কি? গৌরাঙ্গীদিগের দোষ দেখিয়াও যখন তাহাদের সহিত সৌহার্দ্দ্য করিয়াছি—তখন ইহা আমারই অপরাধ!

বিশাখা। কো কৃখু গৌরাঙ্গীণং দিট্‌টো তুএ দোসো ?

কৃষ্ণঃ। পশ্য পশ্য—

নবরসধারিণি মধুরে ধরণীসন্তাপহারিবিস্ফুরণে।
বিদধতি ন কৃষ্ণমুদিরে গৌর্য্যঃ ক্ষণরোচিষঃ স্থৈর্য্যং ॥ ৪০ ॥

বিশাখা। তস্মিং কুলিসকুড়কঠোরণিট্‌ঠিদে তাণং কোমলাণং জুত্তা জ্জেব তধা পউত্তী।

ললিতা। বিসাহে! সুণাহি কিম্পি গাহং। (ইতি ভৃঙ্গং দর্শয়ন্তী) ॥ ৪১ ॥

বিশাখা। কঃ খলু গৌরাঙ্গীণাং দৃষ্টস্ত্বয়া দোষঃ।

কৃষ্ণঃ। নবরসধারিণি অভিনবজলধারিণি, পক্ষে "শান্তোঽপি নবমো রসঃ" ইতি রীত্যা শৃঙ্গারাদিনবরসাশ্রয়ে কৃষ্ণবর্ণে মুদিরে মেঘে, পক্ষে কৃষ্ণোঽয়ং মুদির ইবেতি ব্যাঘ্রাদিত্বাৎ সমাসঃ, ক্ষণরোচিষো বিদ্যুতঃ, পক্ষে ক্ষণমাত্রা রোচিঃ কান্তির্যাসাং, তদানীমেব রমণানুরাগস্তদানীমেব বিরাগেণ বৈপরীত্যমিতি ভাবঃ। অত্র গৌর্য্য ইতি বিশেষণপদং বিশেষ্যপদঞ্চ ॥ ৪০ ॥

বিশাখা। তস্মিন্ কুলিশকূটকঠোরচেষ্টিতে তাসাং কোমলানাং যুক্তৈব তথা প্রবৃত্তিঃ।

ললিতা। বিশাখে! শৃণু কিমপি গানং ॥ ৪১ ॥

বিশাখা। গৌরাঙ্গীদিগের কি দোষ তুমি দেখিয়াছ ?

কৃষ্ণ। দেখ দেখ! ধরণীর সন্তাপহারী প্রভাযুক্ত নবরসধারী মধুর কৃষ্ণরূপধারী মেঘ উদিত হইলে গৌরবর্ণা ক্ষণপ্রভাসমূহ তাহাতে স্থির হইয়া অবস্থান করে না। ৪০

বিশাখা। সেই কুলিশকঠোরচেষ্টাযুক্তবিষয়ে কোমলাদিগের এইরূপ ব্যবহারই উপযুক্ত।

ললিতা। সখি বিশাখে! একটি গান শ্রবণ কর। ৪১

চম্পঅলদং সিণিদ্ধং ণঅকঞ্চণকাংতিকুসুমগোরাঙ্গীং।
মুক্কিঅ ধাবই ভমরো চবলা বিঅ সামলা হোংতি ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণঃ। (স্মিত্বা) সত্যং বাগ্মিনামসি রাজ্ঞী ॥

ললিতা। (অপবার্য্য) হলা ! সুট্ঠু ণীসঙ্কেণ বঅণাডোবেণ
অণবরদ্ধং জ্জেব্ব ণং তক্কেমি ॥

কৃষ্ণঃ। বাম্যাত্তবেন্ন বিরতির্নবযৌবনানাং
বামভ্রুবামিতি জনশ্রুতিরব্যলীকা।
চাটূনি কর্ত্তুমুচিতানি বিমুচ্য খিন্নং
মাং প্রত্যুতাত্র যদমূরপরঞ্জয়ন্তি ॥ ৪৩ ॥

চম্পকলতাং স্নিগ্ধাং নবকাঞ্চনকান্তিকুসুমগৌরাঙ্গীং। মুক্ত্বা ধাবতি ভ্রমরশ্চপলা ইব শ্যামলা ভবন্তি ॥ ৪২ ॥

ললিতা। সখি! সুষ্ঠু নিঃশঙ্কেন বচনাটোপেন অনপরাদ্ধমেবৈনং তর্কয়ামি।

কৃষ্ণঃ। কর্ত্তুমুচিতানি চাটূনি ইত্যুক্ত্যা প্রত্যুত মাং অপরঞ্জয়ন্তি দুঃখয়ন্তি কটু বদন্তি ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

(এই বলিয়া ভৃঙ্গকে দর্শন করাইয়া)

এই গৌরাঙ্গী চম্পকলতা অতিশয় স্নিগ্ধা এবং নব কাঞ্চনপুষ্পের ন্যায় গৌরাঙ্গী, দেখ, ভ্রমর ইহাকে ত্যাগ করিয়া ধাবিত হইতেছে, এই শ্যামল বর্ণের সকলেই চপল। ৪২

কৃষ্ণ। (হাস্যপূর্ব্বক) সত্যই তুমি বাগ্মীদিগের রাণী।

ললিতা। (হস্তাবরণ পূর্ব্বক জনান্তিকে) সখি! নিঃশঙ্ক সদর্প বচনের চমৎকার বিন্যাসের দ্বারা ইঁহাকে নিরপরাধ বলিয়াই মনে হইতেছে।

কৃষ্ণ। "নবযৌবনা সুন্দরীরা কখনও বাম্যভাব ত্যাগ করে না" এই জনশ্রুতি কখনও মিথ্যা নহে। আমি কত ক্লেশ পাইয়াছি, আমাকে মিষ্ট বাক্যের দ্বারাই তুষ্ট করা উচিত, তাহার পরিবর্ত্তে আমাকে কটুবাক্যের দ্বারাই দুঃখ দিতেছে। ৪৩

ললিতা। (অপবার্য্য) হলা! সচ্চং উজ্জাঅরকিখণ্ণো কহ্ণো ত পসীদ পসীদ॥

রাধিকা। (কৃষ্ণমপাঙ্গেনাবলোক্য) মুদ্ধাণং বঞ্চণকলাবিঅড্‌ঢোঽসি॥

কৃষ্ণঃ। (সানন্দং) ফুল্লকেশরকলাপেনামুনা ধম্মিল্লশ্রীস্তবালংক্রিয়তাং বন্ধ্যতাং মা বিন্দতু মম প্রয়াসঃ। (ইতি পুটিকামুদ্ঘাট্য) প্রিয়ে! পশ্যামূনি সুগন্ধিনামগ্রেসরাণি কেশরাণি যৈরহং সদ্যঃ সুবাসিতোঽস্মি॥

রাধিকা। (সনর্ম্মস্মিতম্) ণুণং চন্দাঅলীপরিমলেণ বাসিদোঽসি তুমং॥

ললিতা। সখি! সত্যমুজ্জাগরখিন্নঃ কৃষ্ণঃ তৎ প্রসীদ প্রসীদ।

রাধিকা। মুগ্ধানাং বঞ্চনকলাবিদগ্ধোঽসি।

রাধিকা। সনর্ম্মেতি মিথ্যাদোষারোপণাৎ। নূনং চন্দ্রাবলীপরিমলেন বাসিতোঽসি ত্বং।

ললিতা। (হস্তাবরণ দিয়া) সখি! সত্যই কৃষ্ণ রাত্রিজাগরণে ক্লেশ পাইয়াছেন। অতএব তুমি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও।

রাধিকা। (অপাঙ্গে কৃষ্ণকে দেখিয়া) তুমি মুগ্ধারমণীদিগের বঞ্চনায় পরম পণ্ডিত।

কৃষ্ণ। (সানন্দে) ফুল্লকেশর পুষ্পাবলীর দ্বারা তোমার কবরীর শোভা সম্পাদন কর—কবরীতে ইহা বন্ধন করিয়া আমার প্রয়াস সফল কর। (পুটিকা উদ্‌ঘাটন করিয়া) প্রিয়ে! সুগন্ধিশ্রেষ্ঠ এই কেশর কুসুমগুলি অবলোকন কর—আমি ইহাদিগের দ্বারা সুবাসিত হইয়াছি।

রাধিকা। (পরিহাসের সহিত ঈষৎ হাসিয়া) অহে! নিশ্চয় তুমি চন্দ্রাবলীর পরিমলে সুবাসিত হইয়াছ।

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! পরিহসিতান্যপি তে বচাংসি ন কদাচিদপি ব্যভিচরন্তি। যদদ্য মদঙ্গতশ্চন্দ্রাবলীসৌরভ্যমুদঞ্চতি ॥

রাধিকা। (সের্ষ্যং পরাবৃত্য) ললিতে! কিং মুদ্দিতকণ্ণাসি ?

কৃষ্ণঃ। (স্মিত্বা) প্রিয়ে! কথমক্ষরসাম্যাদক্ষমাসি, যদদ্য কর্পূরাবলিং বর্ণয়ামি ॥

রাধিকা। (সস্মিতং) সমপ্পেহি পুপফাইং। (ইতি পটাঞ্চলং প্রসারয়তি) ॥

কৃষ্ণঃ। (রাধামুখং প্রেক্ষ্য স্বগতং)। হন্ত! বিভ্রমমণ্ডিতস্য চিল্লিকোদণ্ডস্য তাণ্ডবকলা ॥ ৪৪ ॥

বিশাখা। (জনান্তিকং) ললিতে! পেক্‌খ পেক্‌খ সম্মোহণেণ

রাধিকা। ললিতে! কিং মুদ্রিতকর্ণাসি ?

রাধিকা। সমর্পয় পুষ্পাণি।

কৃষ্ণঃ। চিল্লিকোদণ্ডস্য ভ্রূধনুষঃ ॥ ৪৪ ॥

বিশাখা। ললিতে! পশ্য পশ্য, সম্মোহনেন রাধায়াঃ কটাক্ষবাণেন

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! পরিহাস-বাক্য হইলেও তোমার কথা কদাচ মিথ্যা হয় না। যেহেতু, আমার অঙ্গ হইতে চন্দ্রাবলীর সৌরভ উদ্গত হইতেছে।

রাধিকা। (ঈর্ষ্যা বশতঃ মুখ ফিরাইয়া) ললিতে! তোমার কর্ণ কি মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে ?

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাসিয়া) প্রিয়ে! অক্ষরের সাম্যহেতু কেন অধীরা হইতেছ ? আমি 'চন্দ্রাবলী' শব্দে কর্পূরাবলী বর্ণনা করিয়াছি।

রাধিকা। (ঈষৎ হাস্যসহকারে) পুষ্প প্রদান কর। (এই বলিয়া বস্ত্রাঞ্চল বিস্তৃত করিলেন)

কৃষ্ণ। (রাধার মুখ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক স্বগত) মরি মরি! বিভ্রমে মণ্ডিত ঐ ভ্রূধনুর কি তাণ্ডবলীলা! ৪৪

বিশাখা। (জনান্তিকে) ললিতে! দেখ দেখ, রাধিকার সম্মোহনরূপ

রাহিএ কড়কৃখবাণেণ লক্খীকিদো পুপ্‌ফপুড়িআএ সদ্ধং অঞ্চলে দিণ্ণং বি বেণুং ণ জাণাদি কণ্হো ॥

ললিতা। (সংস্কৃতেন)

নিদ্রাগমেঽপি সখি! নন্দসুতস্য হর্ত্তুং
যাং শক্নুবন্তি ন পরাঃ পশুপালবালাঃ।
ধন্যা কটাক্ষকলয়া কিল মোহয়ন্তী
তাং রাধিকাস্য পুরতো মুরলীং জহার ॥

রাধিকা। (অপবার্য্য সংস্কৃতেন)

যা নির্ম্মাতি নিকেতকর্ম্মরচনারম্ভে করস্তম্ভনং
রাত্রৌ হন্ত! করোতি কর্ষণবিধিং যা পত্যুরঙ্কাদপি।
গৌরীণাং কুরুতে গুরোরপি পুরো যা নীবিবিধ্বংসনং
ধূর্ত্তা গোকুলমঙ্গলস্য মুরলী সেয়ং মমাঽভূদ্বশা ॥

লক্ষীকৃতঃ বিদ্ধঃ পুষ্পপুটিকয়া সার্দ্ধং অঞ্চলে দত্তমপি বেণুং ন জানাতি কৃষ্ণঃ।

কটাক্ষবাণে বিদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পপুটিকার সহিত বেণুকেও যে অঞ্চলে প্রদান করিয়াছেন, তাহা জানিতেও পারেন নাই।

ললিতা। (জনান্তিকে) হে সখি! গোপবালকেরা কৃষ্ণের নিদ্রিত অবস্থায়ও যে বেণু হরণ করিতে সমর্থ হয় নাই, আমাদিগের রাধিকা ধন্যা, যে কটাক্ষ-কলার দ্বারা মোহিত করিয়া কৃষ্ণের নিকট হইতে সেই বেণু হরণ করিয়া লইয়াছে।

রাধিকা। (হস্তাবরণ পূর্ব্বক জনান্তিকে) গৃহকর্ম্মের আরম্ভকালে যে করস্তম্ভ করাইয়া দেয়, রাত্রিতে যে পতির ক্রোড়দেশ হইতে আকর্ষণ করিয়া লয়, গুরুজনদিগের সম্মুখেই যে সুন্দরীদিগের নীবির বন্ধন মোচন করাইয়া দেয়, গোকুলচন্দ্রের সেই ধূর্ত্তা মুরলী আজ আমার বশে আসিয়াছে ॥

(নেপথ্যে) অরে কুরঙ্গও ! দিট্‌টো তুম্হেহিং পিঅবঅস্‌সো ? ॥

কৃষ্ণঃ। কথং মিলত্যেষ মধুমঙ্গলঃ ॥

(প্রবিশ্য মাল্যহস্তো মধুমঙ্গলঃ)

মধুমঙ্গলঃ। সুদং মএ সুঅলমুহাদো জং অজ্জ ণিউঞ্জমজ্‌ঝে রাহিআ জাঅরিদা আসি, তা গদুঅ ণং পোচ্ছাহইস্‌সং। (ইত্যুপসৃত্য সংস্কৃতেন) ॥ ৪৫ ॥

অবিরলবনমালালঙ্কৃতস্নিগ্ধমূর্ত্তিঃ

স্ফুরিতকটককান্তির্ধাতুভির্মণ্ডিতাঙ্গঃ।

নেপথ্যে। অরে কুরঙ্গাঃ কৃষ্ণসারাঃ! দৃষ্টো যুষ্মাভিঃ প্রিয়বয়স্যঃ।

মধু। শ্রুতং সুবলমুখতঃ যদদ্য নিকুঞ্জমধ্যে রাধিকা জাগরিতাসীৎ, তদ্গত্বা এনাং প্রোৎসাহয়িষ্যামি ॥ ৪৫ ॥

অবিরলয়া বনমালয়া বনশ্রেণ্যা চ অলঙ্কৃতা স্নিগ্ধমূর্ত্তির্যস্য সঃ।

নেপথ্যে। ওহে কুরঙ্গ সকল! তোমরা কি আমার প্রিয়বয়স্যকে দেখিয়াছ ?

কৃষ্ণ। এ কি মধুমঙ্গল আসিল যে ?

(মাল্যহস্তে মধুমঙ্গলের প্রবেশ)

মধুমঙ্গল। আমি সুবলের মুখে শুনিয়াছি যে, অদ্য নিকুঞ্জমধ্যে রাধিকা জাগরিতা আছেন; অতএব সেই স্থানে গমন করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করি (নিকটে যাইয়া)। ৪৫।

সখি রাধে! যিনি নিবিড় বনমালায় অলঙ্কৃত হইয়া স্নিগ্ধমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, যিনি নানাবিধ ধাতুতে শোভিতাঙ্গ হইয়া পর্ব্বতের নিতম্বের কান্তি ধারণ করিয়াছেন, যিনি সমস্ত জগতের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ,

অখিলভুবনতুঙ্গো নেত্রভঙ্গ্যা বিকৃষ্টঃ
কথমিব সখি ! রাধে কৃষ্ণশৈলস্ত্বয়াভূৎ ॥ ৪৬ ॥

রাধিকা। (স্ময়তে)

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে বেত্তি মে তমস্তমীসম্ভবং বয়স্যোঽয়ং।

রাধিকা। অজ্জ দংসিদং অজ্জ সিণেহদাকৃখিন্নং জং কান্তার-
সিন্ধুসন্তারকোসলাই সিকৃখা'বদ'ম্ধ ॥

মধুমঙ্গলঃ। সহি সাহু অম্হে উবালহিজ্জম্হ জেহিং চলন্তীং
বি বল্লীং তুমং তক্কিঅ বণে বসন্তেহিং সাদঙ্কং জাগরিদং।

কটকানাং বলয়ানাং নিতম্বানাঞ্চ "কটকং বলয়োঽস্ত্রিয়াং" "কটকোঽস্ত্রী নিতম্বোঽদ্রেঃ ইত্যমরঃ"। ধাতুভির্গৈরিকাদ্যৈঃ ॥ ৪৬ ॥

কৃষ্ণঃ। তমীসম্ভবতমঃ রাত্রাবুদ্ভূতং দুঃখং।

রাধি। আর্য্য দর্শিতমদ্য স্নেহদাক্ষিণ্যং যৎ কান্তারবনভ্রমণাদৌ দুর্গমবর্ত্মজন্য দুঃখং তদেব সিন্ধুঃ। সিন্ধুসন্তারকৌশলানি শিক্ষিতানি।

মধু। সখি সাধু বয়ং উপালভ্যামহে যৈরস্মাভিশ্চলন্তীমপি বল্লীং ত্বাং তর্কয়িত্বা বনে বসদ্ভিঃ সাতঙ্কং জাগরিতং যূয়ং খলু শ্লাঘ্যধ্বে যাভিঃ

সেই কৃষ্ণশৈল কি প্রকারে তুমি কটাক্ষের দ্বারা বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করলে ? ॥ ৪৬ ॥

রাধিকা। (ঈষৎ হাস্য করিলেন)

কৃষ্ণ। প্রিয়ে ! রাত্রিকালে যে আমি কিরূপ দুঃখ পাইয়াছি, তাহা এই বয়স্য অবগত আছে।

রাধিকা। আর্য্য ! অদ্য বড়ই অনুকূল স্নেহ দেখাইলে, যেহেতু, আজ দুর্গমবনরূপ সিন্ধু পার হইবার কৌশল শিক্ষা দিলে।

মধুমঙ্গল। সখি ! ভাল করিয়াই আমাদিগকে তিরস্কার করিলে, আমরা কিন্তু লতাটি বিচলিত হইলেও তুমি আসিতেছ, এই আশঙ্কায় বনে বসিয়া ভয়ে ভয়ে জাগরণ করিয়াছি। এখন তোমাদেরই জয় ;

তুম্হে কৃখু সলাঘইজ্জই জাহিং পিঅবঅস্স সণাহং বি কুঞ্জং অণিবন্ধেণ সুণ্ণঅ ঘরে পবিসন্তোহিং ণিরাতঙ্কং সুত্তং ॥ ৪৭ ॥

রাধিকা। অজ্জ কিং এব্বং ভণাসি ? (ইতি সংস্কৃতেন)

নিকুঞ্জং কংসারের্বত নখরচন্দ্রাবলিরুচি-
চ্ছটাগ্রস্তং নাগ্রে মুহুরপি যদা প্রেক্ষিতমভূৎ।
তদা সদ্যঃ প্রোদ্যদ্বিধুহতকবিক্রান্তিহতয়া
ময়া লব্ধারণ্যে ক্লমনিবহপূর্ত্তা পরিণতিঃ ॥ ৪৮ ॥

মধুমঙ্গলঃ। (স্বগতং) অহো কধং কুড়ঙ্গসঙ্গদা চন্দাঅলি বি

প্রিয়বয়স্য সনাথমপি কুঞ্জমনির্বন্ধেন শূন্যং মত্বা গৃহে প্রবিশন্তীভির্নিরাতঙ্কং সুপ্তং ॥ ৪৭ ॥

রাধি। আর্য্য কিমেবং ভণসি। নখরা এব চন্দ্রাস্তেষামাবলিঃ পঙ্‌ক্তিস্তস্যাঃ রুচিচ্ছটাভিঃ কান্তিচ্ছটাভিগ্রস্তং মুহুরপি নিকুঞ্জং প্রেক্ষিতং দৃষ্টং নাভূৎ ॥ ৪৮ ॥

মধু। খরা ক্রূরা যা চন্দ্রাবলিস্তস্যাঃ রুচিচ্ছটাগ্রস্তং কংসারেঃ কুঞ্জং

কেন না, প্রিয়বয়স্য কুঞ্জমধ্যে থাকিলেও তোমরা উহাকে শূন্য মনে করিয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক নিরাতঙ্কে নিদ্রাগত হইয়াছিলে। ৪৭

রাধিকা। আর্য্য! এরূপ বলিতেছ কেন ?

হায়! কি কষ্ট! আমি বার বার নিরীক্ষণ করিয়াও যখন নিকুঞ্জকে কংসারির নখর-চন্দ্রাবলীর ছটার দ্বারা মুহূর্ত্তমাত্রও আলোকিত হইতে দেখিলাম না, তখন সদ্য-উদিত হতচন্দ্রের বিক্রান্তির দ্বারা আহত হইয়া অরণ্যমধ্যে এই ক্লেশ সমূহে পরিপূর্ণা পরিণতি প্রাপ্ত হইলাম। ৪৮

মধুমঙ্গল। (স্বগত) অহো! কুঞ্জসঙ্গতা চন্দ্রাবলীকেও কি রাধা দেখিয়া ফেলিয়াছেন! তবে এখন বঞ্চনা ত্যাগ করিয়া ইঁহার উৎকর্ষ

রাহিআএ দিট্টোত্থিতা বহ্মণং মুক্কিঅ ণং উক্করিসইস্সং।

(প্রকাশং সংস্কৃতেন)

ক্লান্তেন তে বদনচন্দ্রমনাকলষ্য

কল্যাণি। গোকুলপুরন্দরনন্দনেন।

(চন্দ্রাবলীত্যর্দ্ধোক্তে।)

কৃষ্ণঃ। (ভ্রূভঙ্গতয়া নিবারয়তি।)

সর্ব্বাঃ। (পরস্পরং সাকূতমালোকয়ন্তি ॥)

মধুমঙ্গলঃ। (স্বগতং) হন্ত হন্ত কিদং মএ বহ্মণবড়ুওচিদং চাবলং।

মুহুরপি বারম্বারমপি যদা ন প্রেক্ষিতং নাভূৎ অপি প্রেক্ষিতমেবাভূদিত্যেবমর্থং নির্দ্ধার্য্য স্বগতং পরামৃশতি অহো ইত্যাদি। কথং কুঞ্জসঙ্গতা চন্দ্রাবল্যপি রাধিকয়া দৃষ্টাস্তি। তদ্বঞ্চনং তক্ত্বা এনাং উৎকর্ষয়িষ্যামি।

ক্লান্তেনেতি চন্দ্রাবলী যা অলম্ভি সাপ্যতি দুঃখায়ৈব অস্ত অভূদিতি উত্তরার্দ্ধে বিবক্ষিতং।

মধু। কৃতং ময়া ব্রাহ্মণবটুচিতং চাপলং।

খ্যাপন করি। (প্রকাশ্যে) হে কল্যাণি! গোকুলপুরন্দর শ্রীকৃষ্ণ তোমার বদন-চন্দ্র দর্শন না করিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, চন্দ্রাবলী—('চন্দ্রাবলী' এই কথা অর্দ্ধেক উচ্চারণ করিলেন)।

কৃষ্ণ। (ভ্রূভঙ্গির দ্বারা নিষেধ করিলেন)

সকলে। (পরস্পরের প্রতি কৌতূহল সহকারে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন)।

মধুমঙ্গল। (স্বগত) হায়! আমি ব্রাহ্মণবটুর উপযুক্ত চাপল্যই প্রকাশ করিলাম।

কৃষ্ণঃ। বিভাব্য বিভাবরীভবং মে বরীয়ঃ কষ্টং বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠোহয়ং সংবৃত্তঃ তদহমেব বাক্যং সমাপয়ামি (ইতি স্মিত্বা) চন্দ্রাবলীননয়নান্ততয়া কিলাস্যসাদৃশ্যতঃ কথমপি ক্ষপিতা ক্ষপেয়ং ॥ ৪৯ ॥

মধুমঙ্গলঃ। পিঅবঅস্‌স সব্বণ্ণোহসি কিত্তি মহ হিঅঅট্ঠিদং পজ্জর্দ্ধং ণং জাণিস্‌সসি।

ললিতা। রাহে অজ্জ বি সন্দিদ্ধাসি পেক্‌খ পেক্‌খ রতিবিলাসপিসুণাইং ণাঅরস্‌স চঙ্গাইং অঙ্গাইং।

(ইতি সের্ষং সংস্কৃতেন) ॥ ৫০ ॥

কৃষ্ণঃ। বিভাবরীভবং রাত্রিভং বরীয়ঃ অতিশয়িতং কষ্টং মম বিভাব্য বিচিন্ত্য চন্দ্রাবলীন নয়নান্ততয়েতি আদিতঃ পঠিতব্যং। চন্দ্রে অবলীনো নয়নান্তো যস্য তস্য ভাবস্তত্তয়া অস্যতে বদনচন্দ্রস্য ক্ষপিতা যাপিতা ॥ ৪৯ ॥

মধু। প্রিয়বয়স্য সর্ব্বজ্ঞোহসি কিমিতি মম হৃদয়স্থিতং পদ্যার্দ্ধং এনং জ্ঞাস্যসি।

ললিতা। রাধে অদ্যাপি সন্দিগ্ধাসি। পশ্য পশ্য রতিবিলাসপিশুনানি সূচকানি নাগরস্য চঙ্গানি অঙ্গানি। "লঙ্গচঙ্গৌ মনোহরে" ইত্যভিধানং ॥ ৫০ ॥

কৃষ্ণ। আমার রাত্রিকালীন গুরুতর কষ্টের কথা মনে করিয়া ইঁহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়াছে, অতএব আমিই ইঁহার বাক্য সমাপ্ত করি। (ইহা বলিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক) চন্দ্রাবলীন নয়নে তোমার মুখের সাদৃশ্য হেতু কোনওরূপে অতি কষ্টে যামিনী যাপন করিয়াছিলেন। ৪৯

মধুমঙ্গল। প্রিয় বয়স্য! তুমি নিশ্চয়ই সর্ব্বজ্ঞ, নচেৎ তুমি কিরূপে আমার হৃদয়গত পদ্যার্দ্ধ জানিতে পারিলে?

ললিতা। রাধে! এখনও তুমি সন্দেহ করিতেছ? দেখ দেখ, নাগরের মনোহর অঙ্গসমূহে রতিবিলাস-সূচক চিহ্নসকল স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে। (ইহা বলিয়া ঈর্ষাসহকারে)। ৫০

বালে বল্লবযৌবতস্তনতটীদত্তার্দ্ধনেত্রাদিতঃ
কামং শ্যামশিলাবিলাসিহৃদয়াচ্চেতঃ পরাবর্ত্তয়।
বিদ্মঃ কিং নহি যদ্বিকৃষ্য কুলজাঃ কেলিভিরেষ স্ত্রিয়ো
ধূর্ত্তঃ সঙ্কুলয়ন্ কলঙ্কততিভির্নিঃশঙ্কমুন্মুঞ্চতি॥

রাধিকা। হদ্ধী হদ্ধী সুষ্ঠু বিড়ম্বিদম্হি।

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে মুধৈব মাং দূষয়সি॥

রাধিকা। (সোপালম্ভং সংস্কৃতেন।)
মুক্তান্তর্নিমিষং মদীয়পদবীমালোক্যমানস্য তে
জানে কেশররেণুভির্নিপতিতৈঃ শোণীকৃতে লোচনে।

শ্যামাশিলেব বিলাসি হৃদয়ং যস্য কলঙ্কসমূহৈঃ সঙ্কুলয়ন্ ব্যাপয়ন্।
রাধি। হা ধিক্ হা ধিক্ সুষ্ঠু বিড়ম্বিতাস্মি।
রাধি। মুক্তং ত্যক্তং অন্তর্মধ্যে নেত্রেঽপি নিমিষং যত্র এবং

হে বালে! যিনি গোপযুবতীদিগের স্তনতটের পানে অর্দ্ধোন্মীলিত নয়নে চাহিয়া থাকেন, সেই শ্যামশিলার ন্যায় কঠিন হৃদয় বিলাসী নাগর হইতে চিত্ত ফিরাইয়া লও। আমরা কি জানি না যে, এই ধূর্ত্ত কুলবতী-দিগকে কেলিবিলাসের দ্বারা বিশেষরূপে আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগের কলঙ্কাবলী বিস্তার করিয়া নিঃশঙ্কভাবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইয়া থাকে?

রাধিকা। হা ধিক্, হা ধিক্! আমি ভাল ভাবেই বিড়ম্বিত হইলাম।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! বৃথাই আমাকে দোষী করিতেছ।

রাধিকা। (তিরস্কারের ভাবে) অনিমেষ নয়নে আমার পথের দিকে চাহিয়া থাকিবার জন্য কেশর-রেণু নিপতিত হইয়া তোমার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে, আর শীতল কানন-বায়ুর দ্বারাই তোমার

শীতৈঃ কাননবায়ুভির্বিরচিতো বিম্বাধরে চ ব্রণঃ
সঙ্কোচং ত্যজ দেব দৈবহতয়া ন ত্বং ময়া দূষ্যসে ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! তবাধীনস্য মে সঙ্কোচোঽপ্যলঙ্কারায়ৈব।

রাধিকা। সাহীণো সব্বলোঅবিক্‌খাদোঽসি কধং মমাহীণো হুবিসসসি।

যথা স্যাৎ। কেশররেণুভিরেব নতু সম্ভোগজাগরৈঃ ব্রণ ইতি প্রিয়াদন্তাঘাতৈরিতি ॥ ৫১ ॥

রাধি। স্বাধীনঃ সর্ব্বলোকবিখ্যাতোঽসি কথং মমাধীনো ভবিষ্যসি ॥ ৫২ ॥

বিম্বাধরে ব্রণ রচিত হইয়াছে, অতএব হে দেব! সঙ্কোচ ত্যাগ কর—এই হতভাগিনী তোমাকে কোনও দোষ দিতেছে না। ॥ ৫১ ॥*

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! যখন আমি তোমারই অধীন। তখন সঙ্কোচ-ভাব আমার অলঙ্কারসদৃশ।

রাধিকা। তুমি সর্ব্বলোকে স্বাধীন বলিয়াই বিখ্যাত, অতএব তুমি আমার অধীন হইতে যাইবে কেন?

---

* এখানে শ্রীরাধিকার "খণ্ডিতা" অবস্থা প্রকাশ পাইয়াছে। নায়কের অঙ্গে অন্য নায়িকার ভোগচিহ্ন দর্শন করিয়া ব্যথিতা নায়িকাকে 'খণ্ডিতা' নামে অভিহিত করা হয়। উজ্জ্বলনীলমণি বলিতেছেন—

"উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্। ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ খণ্ডিতা হি সা ॥ এষা তু রোষনিশ্বাসতূষ্ণীম্ভাবাদিভাগ্ ভবেৎ ॥"

অর্থাৎ সঙ্কেতকাল উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহার প্রিয়তম অন্যা নায়িকাকে ভোগপূর্ব্বক প্রাতঃকালে তদীয় ভোগচিহ্ন ধারণ করিয়া উদিত হন, তবে পূর্ব্বোক্ত বিপ্রলব্ধা নায়িকা খণ্ডিতা অবস্থা প্রাপ্ত হন। ক্রোধ, দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ ও তূষ্ণীম্ভাব-অবলম্বন ইত্যাদিই খণ্ডিতার লক্ষণ।

কৃষ্ণঃ রাধে! তবাধীনো নাহমেব কেবলোঽস্মি কিন্তু তে মে দশাবতারাশ্চ ॥ ৫২ ॥

তথাহি ॥

চঞ্চন্মীনবিলোচনাসি কমঠোৎকৃষ্টস্তনী সঙ্গতা
ক্রোড়েন স্ফুরতা তবায়মধরঃ প্রহ্লাদসম্বর্দ্ধনঃ।
মধ্যোঽসৌ বলিবন্ধনো মুখরুচা রামাস্ত্বয়ানির্জ্জিতা
লেভে শ্রীঘনতাড্য মানিনি মনস্যঙ্গীকৃতা কল্কিতা ॥ ৫৩ ॥

রাধিকা। হলা ললিদে আঅগ্নিদং তুএ।

কৃষ্ণঃ। ক্রোড়েন ক্রোড়দেশেন শব্দশ্লেষেণ ক্রোড়ো বরাহঃ। প্রকর্ষেণাহ্লাদমানন্দং পক্ষে প্রহ্লাদং সম্বর্দ্ধয়তীতি নৃসিংহঃ। বলিং বধ্নাতীতি বলিবন্ধনো বামনঃ। বলিভিস্ত্রিবলিবন্ধনং যস্যেতি চ। রামা রমণ্যঃ শব্দশ্লেষেণ ত্রয়ো রামাশ্চ। শ্রিয়া কান্ত্যা ঘনতা নিবিড়তা চ ত্বয়া লেভে। শ্রীঘনো বুদ্ধশ্চ। মনসি কল্কিতা মালিন্যং ইদানীং মানাবসরে ক্রৌর্য্যমিত্যর্থঃ। কল্কী চ অস্তিমোঽবতারঃ ॥ ৫৩ ॥

রাধি। সখি ললিতে! আকর্ণিতং ত্বয়া।

কৃষ্ণ। কেবল আমিই যে তোমার অধীন তাহা নহে। কিন্তু আমার দশটি অবতারও তোমার অধীন। ৫২

যথা—হে মানিনি! তোমার চক্ষু দুইটি মীনের ন্যায় চঞ্চল, তোমার স্তন দুইটি কূর্ম্মের ন্যায় কঠিন বিরাজিতা হইয়া ক্রোড় দ্বারা স্ফুরিত, তোমার এই অধর প্রহ্লাদবর্দ্ধন, এই মধ্যদেশে অপূর্ব্ব বলিবন্ধন, তোমার মুখকান্তির দ্বারা তুমি রামাগণকে বা রামগণকে জয় করিয়াছ, তুমি শ্রীঘনতা বা গ্রীবাকান্তির দ্বারা ঘনতা নিবিড়তা লাভ করিয়াছ এবং মনে মানের জন্য কল্কিতা বা কলহভাব অঙ্গীকার করিয়াছ। ৫৩ *

রাধিকা। সখি ললিতে। তুমি শুনিলে ত, ?

---

* ক্রোড়=বরাহ, প্রহ্লাদবর্দ্ধন=নৃসিংহ, বলিবন্ধন=বামন, রামা=তিন রাম, পরশুরাম, সীতাপতি রাম ও বলরাম। শ্রীঘন=বুদ্ধ। কল্কিতা=কলহভাব। এই শ্লোকের এই দশাবতারের নামবাচক শব্দগুলি সকলই দ্ব্যর্থ।

ললিতা। কহ্ন তুহ ওদারা তুহন্মি জ্জেব্বসন্তি। জং এদাণং চিহ্নাইং দীসন্তি। (ইতি সংস্কৃতেন)

বন্যান্তগুরুচাপলং কঠিনতা গোসঙ্গতিঃ পাণিজ-

ক্রৌর্যং দম্ভরুচিঃ স্নচণ্ডিমধুরা লঙ্কেশবিধ্বংসনং।

ললিতা। কৃষ্ণ তবাবতারাস্ত্বয্যেব সন্তি। যদেতেষাং চিহ্নানি দৃশ্যন্তে।

বন্যা বনসমূহো জনসমূহশ্চ তন্মধ্যে গুরুচাপলমিতি মৎস্যলক্ষণং। কঠিনতা কূর্ম্মলক্ষণং। গোসঙ্গতিরিতি বরাহলক্ষণং গৌ পৃথ্বীপক্ষে স্পষ্টং। পাণিজানাং নখানাং ক্রৌর্য্যাস্ত্রীণাং হিরণ্যকশিপোশ্চ বক্ষো বিদারণেনেতি নৃসিংহলক্ষণং। দম্ভে কাপট্যহেতৌ রুচির্যস্যেতি বামনলক্ষণং। সুষ্ঠু চণ্ডিমো ধূর্ভারঃ "ঋক্পূরব্ধূঃ পথামানক্ষে" তস্যকার-সমাসান্তাট্টাপ. সুচণ্ডিমধুরা ইতি পরশুরামলক্ষণং তস্যোগ্র্যপ্রাধান্যত্বাৎ অলমতিশয়েন কেশানাং বিধ্বংসমমাকর্ষণং অর্থাৎ স্ত্রীণাং লঙ্কেশো রাবণস্তস্য বিধ্বংসনং চেতি রামলক্ষণং। অশ্রান্তমবিরতং উৎকটেন মদেন অহঙ্কারেণ মদিরাদিজনিতমত্ততয়া চ লৌল্যং চাঞ্চল্য-মিতি বলরামলক্ষণং। ইষ্টানাং সুহৃদামস্মাকং কদনং দুঃখদায়িত্বং

ললিতা। কৃষ্ণ! তোমার অবতার সকল তোমাতেই বিরাজ করিতেছেন। যে হেতু, ইঁহাদের সকল চিহ্ন তোমাতেই দেখা যাইতেছে। অরণ্যমধ্যেই তোমার গুরুতর চাপল্য (মীনের ধর্ম্ম), কঠিনতা (কূর্ম্মের ধর্ম্ম), গো সঙ্গতি * (বরাহের ধর্ম্ম), নখরের ক্রূরতা (নৃসিংহাবতারের চিহ্ন), কপটতায় রুচি (বামনাবতারের লক্ষণ), ভীষণতার চূড়ান্ত (পরশুরামের চিহ্ন), স্ত্রীদিগের অতিশয় কেশাকর্ষণ (দাশরথি রামের চিহ্ন), অবিরত উৎকট মত্ততা জনিত চাঞ্চল্য (বলরামের লক্ষণ), ইষ্ট বা যজ্ঞাদির বিনাশ (বুদ্ধের লক্ষণ), এবং

---

* গো—পৃথিবী ; সঙ্গতি—সম্যক্ অনুরক্তি। বরাহ অবতার দন্ত দ্বারা পৃথিবীকে উদ্ধার করা হইয়াছিল। পৃথিবীর গর্ভে এই অবতারে নরকাসুরের জন্ম হইয়াছিল। লঙ্কেশবিধ্বংসন—লঙ্কাধিপতি রাবণের ধ্বংসসাধন।

অশ্রান্তোন্মদলৌল্যমিষ্টকদনং নিস্ত্রিংশলীলোন্নতি-
র্মীনেন্দ্রাত্ববতারতঃ স্ফুটমমী ভ্রাজন্তি ভাগাস্ত্বয়ি ॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে পশ্য পশ্য।

ললিতাঽজনি দুর্ল্লিতা বভূব রাধা দুরারাধা।
তপ্তে ময়ি ন চ্ছায়াং শশাক কর্ত্তুং বিশাখেয়ং॥

ইতি বটোঃ করান্মল্লীদাম গৃহীত্বা সচাটুপ্রণামং॥ ৫৫ ॥

স্রগিয়মুরুগুণা তে চিত্তবীথীব রাধে
শুচিরতিসুকুমারী কামমামোদিনী চ।
নখপদশশিরেখাধাম্নি পুষ্ণাতু কান্তিঃ
তব কুচশিবমূর্দ্ধি স্বধুনীবিভ্রমেণ ॥ ৫৬ ॥

ইষ্টং যজ্ঞশ্চ তস্য কদনং বিনাশনং চেতি বুদ্ধলক্ষণং। নিস্ত্রিংশস্য খড়্গস্যেব তীক্ষয়া লীলয়া উন্নতির্যস্য পক্ষে খড়্গধারিত্বেন কল্কিলক্ষণং॥ ৫৪ ॥

বিশাখেতি। বিগতা শাখা যস্যাঃ ইতি চ॥ ৫৫ ॥

চিত্তস্য বীথি মার্গঃ। বৃত্তিরিতি যাবৎ, তত্তুল্যেয়ং স্রক্ তব কুচস্বরূপ শিবমূর্দ্ধি স্বধুনী গঙ্গা তস্যা বিলাসেন কান্তিং পুষ্ণাতু। নখচিহ্নান্যেব শশিরেখাস্তস্যাধাম্নি ॥ ৫৬ ॥

খড়্গের ন্যায় তীক্ষ্ণ লীলার উন্নতি (কল্কির লক্ষণ); এইরূপ মীনাদি অবতারের লক্ষণাদি তোমাতে স্পষ্টরূপে বিরাজ করিতেছে। ৫৪

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) সখে! দেখ, দেখ, ললিতা দুর্ল্লিতা এবং রাধা দুরারাধা আর যিনি বিশাখা বা শাখাবিহীনা, তিনি এই উত্তপ্ত জনকে ছায়াদানে কোনও প্রকারে সমর্থ হইলেন না।

(ইহা বলিয়া মধুমঙ্গলের নিকট হইতে মল্লিকা-মালা গ্রহণ পূর্ব্বক সচাটু প্রণতিসহ)। ৫৫

হে রাধে! তোমার চিত্তবীথির ন্যায় এই মালা বহুগুণসম্পন্না, অতিশয় পবিত্রা, সুকোমলাঙ্গী ও যথেষ্টরূপে আনন্দদায়িনী; অতএব নখচিহ্নরূপ শশিরেখাযুক্ত তোমার কুচরূপ শম্ভু-শিরে সুরধুনীর ন্যায় শোভাবর্দ্ধন করুক্। ৫৬

ইতি ভ্রূসংজ্ঞয়া বিশাখামনুকূলয়ন্মাল্যং সমর্পয়তি ॥

বিশাখা। (মাল্যং নিবেদয়ন্তী সংস্কৃতেন)

যস্মিন্নেত্রসরোরুহাঙ্গনভুবঃ প্রাপ্তে বিদূরং মনাক্
যত্নস্তে নিমিষোঽপি যাতি তুলনাং তন্বঙ্গি ! মন্বন্তরৈঃ
বৃন্দারণ্যকদম্বমণ্ডপতটক্রীড়াভরাখণ্ডলে
অস্মিন্ কাকুপরায়ণে তব কথং কাম্যানি বাম্যান্যপি ॥ ৫৭ ॥

রাধিকা। (সাভ্যসূয়ং) অবেহি নিব্বুদ্ধিএ অবেহি ॥

বিশা। হে তন্বঙ্গি ! এবম্ভূতে তস্মিন্ কাকুপরায়ণে বাম্যানি বামত্বানি তে তব কাম্যানি ইচ্ছাস্পদানি ভবন্তি অর্থান্নৈবেতি শেষঃ। তত্র কারণমাহ যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে নেত্রসরোরুহাঙ্গনস্য ভূমের্মনাক্ ঈষদপি বিদূরং প্রাপ্তে নিমিষোঽপি মন্বন্তরৈস্তুলনাং যাতি প্রাপ্নোতি। পুনঃ কীদৃশে বৃন্দারণ্য কদম্বমণ্ডলস্য তটে যঃ ক্রীড়াভরঃ ক্রীড়াতিশয়স্তস্য আখণ্ডলে ইন্দ্রে স্বচ্ছন্দবিহারিত্বাৎ ॥ ৫৭ ॥

রাধি। অপগচ্ছ নির্ব্বুদ্ধিকে অপগচ্ছ।

(ইহা বলিয়া ভ্রূসঙ্কেতে বিশাখাকে অনুকূল করিয়া তাহার হস্তে মাল্য সমর্পণ করিলেন)।

বিশাখা। (মালা নিবেদন করিতে করিতে)

ওহে কৃশাঙ্গি ! যিনি বারেকের নিমিত্ত তোমার নয়নপঙ্কজের প্রাঙ্গণ হইতে দূরবর্ত্তী হইলে তুমি নিমেষকালকেও মন্বন্তর জ্ঞান করিয়া থাক, যিনি বৃন্দাবনস্থ কদম্বমণ্ডপতটে ইন্দ্রের ন্যায় ক্রীড়াশীল, সেই কৃষ্ণ অদ্য তোমাকে চাটুবচনে স্তব করিতেছেন, অতএব তোমার কি এখন তাঁহার প্রতি প্রতিকূল আচরণ বাঞ্ছনীয় ? ৫৭

রাধিকা। (অসূয়ার সহিত) অয়ি বুদ্ধিহীনে ! দূর হও, দূর হও।

কৃষ্ণঃ। ধূলিধূসরিতচন্দ্রকাঞ্চলশ্চন্দ্রকান্তমুখি বল্লভো জনঃ।
অর্পয়ন্মুহুরয়ং নমস্ক্রিয়াং ভিক্ষতে তব কটাক্ষমাধুরীং॥

ললিতা। রাহে ঝত্তি কন্দরং পরাবট্টেহি পুট্ঠদো আআরেদি অজ্জিআ।

রাধিকা। (তথা করোতি)॥ ৫৮ ॥

মুখরা। (প্রবিশ্য) (কৃষ্ণং বিলোক্য সংস্কৃতেন)
বনাসক্তং চেতঃ প্রণয়তি গৃহাদ্যো বিরময়ন্
বরেণ্যং বন্ধূনাং প্রণয়মপি বিস্মারয়তি যঃ।
মহাধূর্ত্তশ্রেণীগুণগরিমবিস্তারণগুরোঃ
করোৎসঙ্গে তস্য ত্বমপি সরলে পুত্রি! পতিতা॥ ৫৯ ॥

কৃষ্ণঃ। চন্দ্রাদপি কান্তং মুখং যস্যাঃ হে তথাবিধে।

ললিতা। ঝটিতি কন্দরাং করাবর্ত্তয় পৃষ্ঠতঃ আকারয়তি আহ্বয়তি আর্য্যা॥ ৫৮ ॥

মুখরা। গৃহাদ্বিরময়ন্ গৃহাদ্বিরতং কৃত্বা বনাসক্তং চেতঃ করোতীত্যর্থঃ। ধূর্ত্তশ্রেণীগুণানাং গরিমা আধিক্যং তস্য বিস্তারণে প্রকাশনে পটোর্দক্ষস্য॥ ৫৯ ॥

কৃষ্ণ। হে চন্দ্রকান্তমুখি! তোমার এই প্রিয় ব্যক্তি মস্তকস্থ চূড়ার ময়ূরপুচ্ছের অঞ্চল ধূলি-ধূসরিত করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক তোমার কটাক্ষ-মাধুরী ভিক্ষা করিতেছে।

ললিতা। রাধে! শীঘ্র পশ্চাতে মুখ ফিরাও, আর্য্যা তোমাকে আহ্বান করিতেছেন।

রাধিকা। (তাহাই করিলেন)। ৫৮

মুখরা। (প্রবেশ পূর্ব্বক কৃষ্ণকে দেখিয়া)

যে গৃহ হইতে চিত্তকে বনের প্রতি আসক্ত করায়, বন্ধুজনের বরণীয় প্রীতিকে যে বিস্মৃত করাইয়া দেয়, যে মহাধূর্ত্তগণের গুণগরিমা বিস্তারের গুরু, হে সরলে পুত্রি! তুমিও সেই কৃষ্ণের করতলগতা হইলে? ৫৯

মধুমঙ্গলঃ। (জনান্তিকং) ভো বঅস্‌স মারুদবাআলীকিদমুহী তুজ্‌ঝ বংসীব্ব বুড্‌ঢিআ পত্তা তা এত্থ কিংবিলম্বসি॥

কৃষ্ণঃ। সখে! ক্ব মে বংশী?

মধুমঙ্গলঃ। সঅং জেব্ব জাণাসি কহিং ত্তি।

কৃষ্ণঃ। স্ফুটং রাধিকয়ৈব হৃতেয়ং তদেনাং বিনা কথং প্রস্থানমুচিতং॥

মধুমঙ্গলঃ। (সপরিহাসং) ভো ইদং কৃখু অম্মাণং গুরুঅং ভাঅধেঅং জং ইমাহিং মোহিণীহিং তুমং চোরিঅ ণ সঙ্গোবিদোসি। তা চিট্‌ঠহু বরাগী মুরলিআ অত্তাণং ঘেত্তুণ পলাঅহ্ম।

মধু। বয়স্য! মারুতবাচালীকৃতমুখী তব বংশীব বৃদ্ধা প্রাপ্তা। তদত্র কিং বিলম্বসে।

মধু। স্বয়মেব জানাসি কুত্রেতি।

মধু। ভো ইদং খলু অস্মাকং গরিষ্ঠং ভাগধেয়ং। যদেতাভির্মোহিনীভিঃ ত্বং চোরয়িত্বা ন সংগোপিতোঽসি তত্তিষ্ঠতু বরাকী মুরলিকা আত্মানং গৃহীত্বা পলায়ামঃ॥ ৬০॥

মধুমঙ্গল। (জনান্তিকে) বয়স্য! বায়ুবেগ-বাচালমুখী তোমার বংশীর ন্যায় এই বৃদ্ধা যে আসিয়া পড়িল, অতএব এখানে আর বিলম্ব করিতেছ কেন?

কৃষ্ণ। সখে! আমার বংশী কোথায় গেল?

মধুমঙ্গল। কোথায়, তাহা তুমিই জান।

কৃষ্ণ। নিশ্চয়ই রাধিকা ইহাকে হরণ করিয়াছেন, অতএব মুরলী ছাড়িয়া গমন কি প্রকারে সঙ্গত হয়?

মধুমঙ্গল। (পরিহাসের সহিত) সখে! এই মোহিনীরা যে তোমাকে চুরি করিয়া গোপন করিয়া রাখে নাই—ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য! তবে তুচ্ছ মুরলী পড়িয়া থাকুক, চল, নিজেদের লইয়া পলায়ন করি।

কৃষ্ণঃ। (সস্মিতং) রে বাচাল! তিষ্ঠ তিষ্ঠ (ইতি পরিক্রম্য) ॥ ৬০ ॥

সুন্দরি বিন্দুচ্যুতকে তব নৈপুণ্যং বভুব পুণ্যেন।
শশিমুখি! বশীকৃতাভূদ্বংশী মম যত্ত্বয়া ত্বরয়া॥

রাধিকা। (সভ্রূভঙ্গং) মুঞ্চেহি ণং ভঙ্গীএ কলঙ্কারোবণং কা জণাদি তুম্হ বংসিআং ॥ ৬১ ॥

ললিতা। (সংস্কৃতেন)

ন কাচিদ্গোপীনাং ভবতি পরবিত্তপ্রণয়িনী
সতীনামস্মাকং ন বদ পরিবাদ নন্তু মুধা।

কৃষ্ণঃ। বিন্দুচ্যুতকে অলঙ্কারবিশেষে তব নৈপুণ্যং অভ্যাসঃ। বংশী বশীকৃতা অপনীতা। পক্ষে বিন্দুবিশিষ্টা বংশী বিন্দুং লুপ্তা বশীকৃতা ইতি বিন্দুচ্যুতকালঙ্কারঃ।

রাধি। মুঞ্চ ভঙ্গ্যা কলঙ্কারোপণং কা জানাতি তব বংশীকাং ॥ ৬১ ॥

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য সহকারে) অরে বাচাল! থাম, থাম (ইহা বলিয়া পরিক্রমণ পূর্ব্বক)। ৬০

সুন্দরি! বিন্দুচ্যুতক * অলঙ্কারে পুণ্যফলেই তোমার নৈপুণ্য জন্মিয়াছে, যেহেতু, হে শশিমুখি! তুমি অতি শীঘ্রই আমার বংশীকে বশীভূতা করিয়া ফেলিলে।

রাধিকা। (ভ্রূভঙ্গির সহিত) এরূপ ভঙ্গী দ্বারা কলঙ্কারোপণের রীতি পরিত্যাগ কর, তোমার বংশী কোথায়, তাহা কে জানে? ৬১

ললিতা। গোপীদিগের মধ্যে কেহ কখনও পরবিত্ত হরণ করে না, আমরা সতী, আমাদিগের অনর্থক মিথ্যাপবাদ ঘোষণা করিও না।

---

* বিন্দুচ্যুতক একপ্রকার অলঙ্কার। ইহার দ্বারা শব্দকে বিন্দু বা অনুস্বরে হীন করা হয়। এ স্থলে "বংশী" এই শব্দের অনুস্বার না থাকিলে "বশী" শব্দে পরিণত হয়। অতএব "বংশী" এখন বশীকৃতা বা বশীভূতা হইয়াছে।

(ইত্যর্দ্ধোক্তে)

কৃষ্ণঃ। সখি ললিতে! প্রসীদ প্রসীদ দর্শয় সখ্যো দাক্ষিণ্যং।

ললিতা। অলং জল্পৈরেভির্ব্রজ নিজনিকেতং দ্রুতমিতো বয়ং কিং সংবৃত্তাস্তব কিতব বেণোঃ প্রতিভুবঃ ॥ ৬২ ॥

রাধিকা। (বৃদ্ধামাসাদ্য) অজ্জে! দিট্‌ঠং তুএ অত্তণণত্তণো চরিত্তং জং এসো অহ্মাণং চোরিআ অরিবাদং দেদি।

মুখরা। (সসংরম্ভং) রে কহ্নড় সব্বং মএ বিণ্ণাদং জং ণত্তিঅং ণত্তিঅং মহ তুমং বিড়ম্বেদুং লদ্ধোহসি।

কৃষ্ণঃ। সখ্যো ময়ি।

ললি। কিতব ধূর্ত্ত প্রতিভূবো লগ্নাকাঃ জামিনাঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥ ৬২ ॥

রাধি। আর্য্যে দৃষ্টং ত্বয়া আত্মনঃ নপ্তুশ্চরিত্রং। যদেষ অস্মাকং চোরিকা পরিবাদং দদাতি।

মুখরা। কৃষ্ণ! সত্যং ময়া বিজ্ঞাতং যন্নপ্ত্রীং মম ত্বং বিড়ম্বিতুং লব্ধোহসি।

(এই অর্দ্ধোক্তির পর)

কৃষ্ণ। সখি ললিতে! প্রসন্ন হও—প্রসন্ন হও, বন্ধুজনে আনুকূল্য প্রদর্শন কর।

ললিতা। আর বৃথা কথার প্রয়োজন নাই, শীঘ্র নিজ গৃহে গমন কর। হে শঠ! আমরা কি তোমার বংশীর জামিন হইয়াছি? ৬২

রাধিকা। (বৃদ্ধার নিকট গমন করিয়া) আর্য্যে! আপনার নাতির চরিত্র দেখিলেন ত'? যেহেতু, ইনি আমাদিগকে চৌরাপবাদ প্রদান করিতেছেন।

মুখরা। (সক্রোধে) অরে কৃষ্ণ! আমি সত্যই জানিলাম যে, তুমি আমার নাতিনীকে ছলিতে আসিয়াছ।

মধুমঙ্গলঃ। অই নিট্ঠুরসংসিণি ণিব্বংসিএ বংসিঅং হরিঅ তুজ্ঝ ণত্তিণী তুমং দুগ্গং লদ্ধা ॥ ৬৩ ॥

কৃষ্ণঃ। আর্য্যে মুখরে! সত্যমাহ বয়স্যঃ।

মুখরা। অই রাহি অবি কিং সচ্চং এদং।

রাধিকা। অজ্জ ভুন্দাবণে ইন্ধণাণং কিং মহগঘদা জাদা জং হত্থমেত্তা বংস কট্ঠিআ অহ্মেহিং হারদব্বা।

কৃষ্ণঃ। (স্মিত্বা) হন্ত পীতে প্রচণ্ডদেবি! যদি বেণুং ন জহর্থা-স্ততঃ কথং তদ্বার্ত্তায়াং স্মিতকুট্মলোল্লাসাদুৎফুল্লকপোলা দোলায়িতদৃগন্তাসি।

মধু। অয়ি নিষ্ঠুরশংসিনি মিথ্যাভাষিণি নির্ব্বংশিকে বংশিকাং হৃত্বা তব নপ্ত্রী ত্বাং দুর্গং লব্ধা ॥ ৬৩ ॥

মুখ। অয়ি রাধে অপি কিং সত্যমিদং।

রাধি। আর্য্যে বৃন্দাবনে ইন্ধনানাং কিং মহার্ঘ্যতা জাতা যৎ হস্তমাত্রা বংশকাষ্ঠিকাস্মাভির্হর্ত্তব্যা।

মধুমঙ্গল। অয়ি নিষ্ঠুরভাষিণি নির্ব্বংশিকে! তোমার নাতিনী বংশী হরণ করিয়া দুর্গরূপ তোমাতে আশ্রয়লাভ করিয়াছে। ৬৩

কৃষ্ণ। আর্য্যে মুখরে! বয়স্য সত্য কথাই বলিয়াছে।

মুখরা। অয়ি রাধে! এ কথা কি সত্য?

রাধিকা। আর্য্যে! বৃন্দাবনে কি পোড়াইবার কাষ্ঠ দুর্মূল্য হইয়াছে, যে আমরা হস্তমাত্র বংশীরূপ কাষ্ঠ হরণ করিব?

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাসিয়া) অহো! গৌরাঙ্গি প্রচণ্ডদেবি! যদি বেণু না হরণ করিয়া থাক, তবে তাহার কথায় ঈষৎ হাস্যভরে তোমার কপোলদেশ উৎফুল্ল এবং লোচনাঞ্চল দোলায়িত হইতেছে কেন?

মুখরা। (সাক্রোশং) চঞ্চল অহিমন্নুণো সধম্মিণী তুজ্‌ঝ বন্দ-ণিজ্জা তহবি পরিহসিজ্জই ॥ ৬৪ ॥

মধুমঙ্গলঃ। মুহরে এসো জন্নোপবীদস্‌স সবামি দিট্‌টং মএ পুহবীবিলগ্‌গসেহরেণ অজ্জ রাহিআ বন্দিদা পিঅবঅস্‌সেণ।

মুখরা। (সানন্দং) তদো ইমস্‌স ধম্মো বড্‌টিস্‌সদি ॥ ৬৫ ॥

সর্ব্বে। (স্মিতং কুর্ব্বন্তি)

মুখরা। কহ্ণ ইমিণা তুজ্‌ঝ চাবলেণ খিজ্জিস্‌সদি বল্লইন্দো ণন্দো তা গদুঅ গোমণ্ডলং সম্ভালেহি।

মুখ। চঞ্চল অভিমন্যোঃ সহধর্ম্মিণী পত্নী তব বন্দনীয়া বন্দনযোগ্যা। ব্রজেশ্বরীমাতুলপুত্রভার্য্যাত্বেন মাতুলানী সম্বন্ধাদিত্যর্থঃ। তদপি পরিহস্যসে ॥ ৬৪ ॥

মধু। মুখরে এষ যজ্ঞোপবীতায় শপামি। দৃষ্টং ময়া পৃথিবীবিলগ্নশেখরেণ অদ্য রাধিকা বন্দিতা প্রিয়বয়স্যেন।

মুখ। ততোঽস্য ধর্ম্মো বর্দ্ধিষ্যতি ॥ ৬৫ ॥

মুখ। কৃষ্ণ অনেন তব চাপলেন খিদ্যতি খেদং প্রাপ্নোতি বল্লবেন্দ্রো নন্দঃ তদ্‌গত্বা গোমণ্ডলং সম্ভালয়।

মুখরা। (আক্রোশের সহিত) অহে চঞ্চল! অভিমন্যুর সহধর্ম্মিণী তোমার বন্দনযোগ্যা; তথাপি তুমি ইঁহাকে পরিহাস করিতেছ? ৬৪

মধুমঙ্গল। মুখরে! এই যজ্ঞোপবীতের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, মাটীতে মাথা নোয়াইয়া আমার প্রিয় বয়স্য অদ্য রাধিকাকে প্রণাম করিয়াছেন।

মুখরা। (আনন্দ সহকারে) তবে ইহার ধর্ম্ম বর্দ্ধিত হইবে। ৬৫

সকলে। (মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন)

মুখরা। কৃষ্ণ! গোপরাজ নন্দ তোমার এই চাপল্যে দুঃখিত হইবেন, অতএব তুমি যাইয়া গোমণ্ডল রক্ষায় প্রবৃত্ত হও।

কৃষ্ণঃ। আর্য্যে! বিনা বেণুং বিপ্রকৃষ্টায়া ধবলাবলেরাকৃষ্টির্দুর্ঘটা।

ললিতা। কহ্ণ অবলাবলিণো ত্তি কীস উজ্জুঅং ণ কধেসি।

কৃষ্ণঃ। ললিতে! বৃন্দয়াস্ত সবলা যূয়ং ততঃ কথমিদং কথয়িষ্যামি।

মুখরা। (সরোষং সংস্কৃতেন)

নবীনাগ্রে নপ্ত্রী চটুল ন হি ধর্ম্মাত্তর ভয়ং
ন মে দৃষ্টির্মধ্যে দিনমপি জরত্যাঃ পটুরিয়ং।
অলিন্দাত্ত্বং নন্দাত্মজ ন যদি রে যাসি তরসা
তদাহং নির্দ্দোষা পথি কিয়তি হংহো মধুপুরী॥

ললি। কৃষ্ণ অবলাবলেরিতি কস্মাৎ ঋজুং ন কথয়সি।

মুখ। মধ্যে দিনং দিনস্য মধ্যেঽপি। পারে মধ্যে ষষ্ঠ্যা বেতি সমাসঃ। কিয়তি পথি নিকট এবেতি ভাবঃ। তেন মথুরাং গত্বা সর্ব্বং কংসায় নিবেদ্য শাস্তিং কারয়ামীতি ভীষয়তি।

কৃষ্ণ। আর্য্যে! বেণু ব্যতীত ইতস্ততঃ ধাবমানা ধবলাগাভীদিগকে আকর্ষণ করা দুর্ঘট।

ললিতা। কৃষ্ণ! সরল ভাবে বল, ধবলা নহে—অবলাগণের আকর্ষণ দুর্ঘট।

কৃষ্ণ। ললিতে! বৃন্দাকে পাইয়া তোমরা সবলা হইয়াছ, তবে তোমাদিগকে আর অবলা বলিব কেন?

মুখরা। (সক্রোধে) অহে চঞ্চল! আমার নিকটে আমার নবীনা নাতিনী, তোমারও ধর্ম্মভয় নাই, আমি বৃদ্ধা, আমার দৃষ্টিশক্তিও প্রখর নহে, অতএব হে নন্দনন্দন! তুমি যদি সত্বর আমার অলিন্দ হইতে গমন না কর, তাহা হইলে আমার কোনও দোষ নাই—দেখিয়া লইব, মধুপুরীর পথই বা কত দূর।

মধুমঙ্গলঃ। (সরোষং) দুম্মুহি বুড্‌ঢিএ! তুজ্‌ঝ কংসাদো কিং অহ্মে ভাএহ্ম জং মহুপুরং আসন্নং কধেসি?

মুখরা। (সব্যাজং) অরে! চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ এসাহং ণত্তিণিঅং ঘেত্তুণ রাঅসহং পত্থিদোহ্মি। (ইতি রাধাদিভিরনুগম্যমানা নিষ্ক্রান্তাঃ) ॥ ৬৬ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে! সমাগচ্ছ কালিন্দীকচ্ছমুপেত্য গবামুদ্দেশং করবাবেতি। (পরিক্রম্য বলিতগ্রীবং পশ্যন্ সোচ্ছ্বাসং)
মুদ্রাং ধৈর্য্যময়ীং ক্ষণং বিতনুতে তারুণ্যলক্ষ্মীং* ক্ষণং
সোপেক্ষাঃ ক্ষণমাতনোতি ভণিতীরৌৎসুক্যভাজঃ ক্ষণং।

মধু। দুর্ম্মুখি বৃদ্ধে! তব কংসতঃ কিং বয়ং বিভীমঃ যন্মধুপুরং আসন্নং কথয়সি?

মুখরা। অরে! তিষ্ঠ তিষ্ঠ এষাহহং নপ্তৃীং গৃহীত্বা রাজসভাং প্রস্থিতাহস্মি ॥ ৬৬ ॥

মধুমঙ্গল। (সরোষে) দুর্ম্মুখি বৃদ্ধে! আমরা কি তোমার কংসরাজের ভয়ে ভীত যে, আমাদিগকে মথুরা নিকটবর্ত্তী বলিয়া ভয় দেখাইতেছ!

মুখরা। (ছলপূর্ব্বক) অরে! থাক্ থাক্, এই আমি নাতিনীকে লইয়া রাজসভায় চলিলাম।

(এই বলিয়া রাধাদির সহিত প্রস্থান)। ৬৬

কৃষ্ণ। সখে! চল, আমরা কালিন্দীকূলে যাইয়া গাভীদিগের অন্বেষণ করি।

(চলিতে চলিতে পশ্চাৎ দিকে গ্রীবা ফিরাইয়া উচ্ছ্বাসের সহিত) আহা! শ্রীরাধা কখনও বা ধৈর্য্যময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন, কখনও

---

* "তারল্যলক্ষ্মীং" ইতি পাঠান্তরং। তচ্চ সুসঙ্গতং।

শুদ্ধাং দৃষ্টিমিতঃ ক্ষণং প্রণয়তি প্রেঙ্খৎকটাক্ষাং ক্ষণং
রোষেণ প্রণয়েণ চাকুলিতধী রাধা দ্বিধা ভিদ্যতে ॥
ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে ॥
ইতি শ্রীবিদগ্ধমাধবনাটকে বেণুহরণং নাম চতুর্থোঽঙ্কঃ ॥ ৪ ॥

বা যুবতী-সুলভ চঞ্চল শোভা ধারণ করিতেছেন, কখনও বা তিনি উপেক্ষাময় ভাবে অভিভূতা হইতেছেন, কখনও বা ঔৎসুক্যময় বচন বিস্তার করিতেছেন, কখনও বা বিশুদ্ধা দৃষ্টি, কখনও বা বক্র কটাক্ষ সঞ্চালন করিতেছেন, কখনও বা রোষে এবং কখনও বা প্রণয়ে আকুল হইয়া তিনি যেন দুই প্রকারে ভিন্ন হইয়া পড়িতেছেন।

(সকলের প্রস্থান)।

শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকে বেণুহরণ নামক চতুর্থ অঙ্ক ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি পৌর্ণমাসী)

পৌর্ণ। স্নেহঃ শোককৃশানোর্বিনোদসদনং সদেতি নাতথ্যং।

স্নিগ্ধাস্মি রাধিকায়াং যদহং তেনাশু দগ্ধাস্মি॥

(পুরোঽবলোক্য) কেয়ং মধুমঙ্গলসঙ্গিনী মামভিবর্ত্ততে ?

(পুনর্নিভাল্য)

অজনিতশাসনভঙ্গা স্থিরজঙ্গমমণ্ডলৈঃ স্ববনে।

নিখিলপ্রাণিকৃতজ্ঞা বিন্দতি পুরতঃ কথং বৃন্দা॥

(প্রবিশ্য) বৃন্দা মধুমঙ্গলশ্চ। অম্ব! বন্দে।

পৌর্ণমাসী। স্বস্তি যুবাভ্যাং।

বৈশাখপূর্ণিমাতঃ পঞ্চম্যাঃ তিথেঃ প্রাতস্তনীং মানবেণুহরণাদিলীলাং বর্ণয়িত্বা ইদানীং তদ্দিনস্থৈবাপরাহ্ণপর্য্যন্তং বৃদ্ধাপ্রতারণমানভঞ্জন বন-বিহরণাদি-লীলাং প্রকাশয়িতুং পঞ্চমমঙ্কমারভতে। ততঃ প্রবিশতীত্যাদিনা। স্নেহঃ প্রেম তিলাদিরসশ্চ। কৃশানুরগ্নিঃ॥ ১॥

(অতঃপর পৌর্ণমাসীর প্রবেশ)

পৌর্ণমাসী। স্নেহ সর্ব্বদাই শোকাগ্নির মনোরম আবাসস্থল, এ কথা কখনই মিথ্যা নহে; যে হেতু আমি শ্রীরাধিকাতে স্নেহপরায়ণা হইয়া অদ্য এই অগ্নিতে সদ্যই দগ্ধ হইতেছি।

(সম্মুখে দেখিয়া) মধুমঙ্গলের সঙ্গিনী হইয়া এ কে আমার দিকে আসিতেছে ?

(ভাল করিয়া পুনরায় দেখিয়া) নিজ বনমধ্যে স্থাবর-জঙ্গম কেহই যাঁহার শাসন অতিক্রম করিতে পারে না এবং যিনি সকল প্রাণীর কথাই বুঝিতে পারেন, অগ্রে অগ্রে সেই বৃন্দাই কেন আসিতেছেন ?

বৃন্দা ও মধুমঙ্গল। (প্রবেশপূর্ব্বক) মাতঃ! বন্দনা করি।

পৌর্ণমাসী। তোমাদের মঙ্গল হউক।

বৃন্দা। ভগবতি! কথং শোচয়ন্ত্যসি?

পৌর্ণমাসী। বৎসে! বিদগ্ধপুঙ্গবস্য সঙ্গমলক্ষ্মাণি রাধিকায়ামভিলক্ষ্য মন্যুমানভিমন্যুঃ সম্প্রতি মধুপুর্য্যাং সকুটুম্বো বস্তুমুৎকণ্ঠতে॥ ১॥

তত্রাপি তদম্বা তদীর্ষ্যাজম্বালাবলীজৃম্ভায়াং কাদম্বিনী-ভাবমালম্ব্য রাধামরালীমুদ্বেজয়তি। তেনাস্মি শোচামি।

বৃন্দা। পৌর্ণমাসীশুভাশীশ্চন্দ্রিকৈব বিঘ্নান্ধকারসংহারিণী॥ ২॥

মধুমঙ্গলঃ। অজ্জে! কহং তুজ্ঝ রাহোবরি বরিট্ঠং পেম্ম?

তদম্বা জটিলা তস্যাং রাধায়াং যা ঈর্ষ্যা সম্ভোগচিহ্নাদিদর্শনেন অক্ষান্তিঃ সৈব জম্বালাবলী পঙ্কসমূহঃ তস্য জৃম্ভায়াং আবির্ভাবনিমিত্তে কাদম্বিনীভাবং মেঘমালাত্বং আলম্ব্য রাধৈব হংসী তামুদ্বেজয়তি॥ ২॥

মধু। আর্য্যে! কথং তব রাধোপরি বরিষ্ঠং প্রেম?

বৃন্দা। ভগবতি! আপনি শোকাকুলা হইয়াছেন কেন?

পৌর্ণমাসী। বৎসে! শ্রীরাধিকাতে রসিকশেখরের মিলন-চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া অভিমন্যু সংপ্রতি কুটুম্বগণের সহিত মথুরায় বাস করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে। ১

তাহাতে আবার তাহার মাতা জটিলা শ্রীরাধিকার প্রতি ঈর্ষ্যারূপ পঙ্কের আবির্ভাবে মেঘভাব প্রাপ্ত হইয়া রাধা-মরালীকে উদ্বেগ দান করিতেছে; এই জন্যই আমি দুঃখিতা হইয়াছি।

বৃন্দা। পৌর্ণমাসীর শুভাশীর্ব্বাদ রূপ জ্যোৎস্নায় সমস্ত বিঘ্নরূপ অন্ধকার বিনাশ করিবে। ২

মধুমঙ্গল। আর্য্যে! শ্রীরাধার প্রতি আপনার এরূপ বলবান্ প্রেম কেন জন্মিল?

পৌর্ণমাসী। বৎস! সত্যমপি ভূরিণি প্রেমোদয়কারণে তস্যা-
মনন্যাপেক্ষি মমেদং প্রেম।

বৃন্দা। যুক্তমিদং যতঃ।

জগতি কিল বিচিত্রে কুত্রচিন্নিশ্চলাত্মা
ভবতি নিরভিসন্ধিঃ কস্যচিৎ প্রেমবন্ধঃ।
বিলসতি সমুদীর্ণে কুম্ভজে খঞ্জনালী
কলিতবতি তথাস্তং হন্ত নাশং প্রযাতি ॥ ৩ ॥

মধুমঙ্গলঃ। কেরিসং ণিরহিসন্ধিণো পেম্মস্স চিহ্নং?

পৌর্ণমাসী। স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরিহাসশ্রিয়ং বিভ্রতী।

বৃন্দা। নিরভিসন্ধিঃ উপাধিশূন্যঃ। কুম্ভজে সমুদার্ণে অগস্ত্যে উদয়তি সতি খঞ্জনসমূহো বিলসতি। তথাঽস্তং গতবতি নাশমদর্শনং ॥ ৩ ॥

মধু। কীদৃশং নিরভিসন্ধেঃ প্রেমস্য লক্ষণং?

দোষেণ ক্ষয়িতামিতি কমপি গুণাদিকমুপাধিমালম্ব্য জায়তে চেৎ তদা দোষদর্শনে ন ক্ষীণো ভবতি গুণদর্শনে ন বৃদ্ধো ভবতি। নিরূপাধিস্তু দোষগুণৌ নাপেক্ষতে। যথা অজ্ঞানিনঃ স্বদেহে প্রেম পরমোৎকর্ষস্য সীমারূপং রেখায়াঃ।

পৌর্ণমাসী। বৎস! এই প্রেম জন্মিবার অনেক কারণ থাকিলেও, তাঁহার প্রতি আমার এই প্রেম অন্য কোনও কারণের অপেক্ষা রাখে না।

বৃন্দা। ইহা উপযুক্তই হইয়াছে। যে হেতু, এই বিচিত্র জগতে কোনও কোনও ব্যক্তির কোথাও কোথাও নিরভিসন্ধি প্রেমবন্ধ অবিচলিত অবস্থায় থাকিয়া থাকে, যেরূপ অগস্ত্য উদিত হইলে খঞ্জনপক্ষীগুলি সর্ব্বত্র বিরাজ করিয়া থাকে এবং অগস্ত্য অস্তগমন করিলে খঞ্জনাবলীও অদৃশ্য হইয়া থাকে। ৩

মধুমঙ্গল। নিরভিসন্ধি প্রেমের লক্ষণ কিরূপ?

পৌর্ণমাসী। যে স্থলে প্রশংসা করিলে ঐ প্রশংসাবাক্য ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া চিত্তের ব্যথা উৎপাদন করে, যাহাতে নিন্দা করিলে

দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং কেনাপ্যনাতন্বতী
প্রেম্নঃ স্বারসিকস্য কস্যচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া ॥

মধুমঙ্গলঃ। এব্বং রূপং ক্খু দোণ্ণং রাহামাহবাণং পেম্ম ॥

পৌর্ণমাসী। বৎস! কিমুচ্যতে? মাধুর্য্যসংসর্গিণো নৈসর্গিকস্য পরস্পরবল্লভানাং বিদগ্ধমিথুনানাং প্রেমশৃঙ্খলাবন্ধনস্য পরমোৎকর্ষরেখায়াং দৃষ্টান্তঃ কিল রাধামাধবয়োর্ভাবামৃতভূমা ॥ ৪ ॥

বৃন্দা। ভগবতি! শ্রূয়তাং।

যষ্টিং বষ্টি ন পাণিনা কলয়িতুং শৃঙ্গেণ সংজ্ঞার্থিতাং
ধত্তে ধাতুভিরঙ্গমণ্ডনময়ীং নাঙ্গী করোতি ক্রিয়াং।
বেণুং বাদয়তে ন ঘূর্ণিতমনাস্তীরে কৃতান্তস্বসুঃ
কিন্তু ক্লাম্যতি মুক্তবিভ্রমগুণগ্রামোঽদ্য দামোদরঃ ॥ ৫ ॥

মধু। এবং রূপং খলু দ্বয়োঃ রাধামাধবয়োঃ প্রেম ॥ ৪ ॥

বৃন্দা। যষ্টিং পাণিনা কলয়িতুং ন বষ্টি কাময়তে শৃঙ্গেণ সংজ্ঞার্থিতাং ন ধত্তে ॥ ৫ ॥

নিন্দাও পরিহাসের শোভা বিস্তার করিয়া আনন্দ দান করে, যাহা কোন প্রকার দোষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না বা গুণেও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, সেই স্বারসিক বা অহেতুক প্রেমের প্রভাব এইরূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

মধুমঙ্গল। রাধামাধব—এই দুই জনের প্রেম এইরূপই বটে।

পৌর্ণমাসী। বৎস! কি বলিতেছ? এই রাধামাধবের ভাবামৃতরাশিই পরস্পরের বল্লভ রসিক-যুগলের মাধুর্য্যসংসর্গী নৈসর্গিক প্রেমশৃঙ্খলা বন্ধনের পরাকাষ্ঠার দৃষ্টান্ত। ৪

বৃন্দা। ভগবতি! শ্রবণ করুন। অদ্য দামোদর আর করে যষ্টিধারণ করিতেছেন না, শৃঙ্গনাদে কাহাকেও সঙ্কেত করিতেছেন না, গৈরিকাদি ধাতুরাগের দ্বারা অঙ্গে চিত্র রচনা করিতেছেন না, ঘূর্ণিতমনা হইয়া যমুনাতীরে বেণুবাদ্যও করিতেছেন না, পরন্তু বিলাসবিভ্রমাদিশূন্য হইয়া দুঃখিত হইয়া রহিয়াছেন। ৫

পৌর্ণমাসী। (সখেদং) কথমিদং ?

মধুমঙ্গলঃ। ললিদাকোড়িল্লেণ।

পৌর্ণমাসী। নূনং ললিতয়া হঠান্নুবর্ত্তমানা বর্ত্ততে রাধিকা।

বৃন্দা। অথ কিং।

পৌর্ণমাসী। ন জানে ক খল্বন্য ললিতাদয়ঃ।

বৃন্দা! তাসামুদ্দেশায় ময়া সুবলঃ প্রেয়িতোঽস্তি।

(প্রবিশ্য) সুবলঃ। অজ্জে! বংদেমি।

পৌর্ণমাসী। সুবল! ক দৃষ্টা রাধাদয়ঃ ?

সুবলঃ। মুহরাঘরোবাংতদট্টিণো রসালস্স মূলে।

পৌর্ণমাসী। বৎস মধুমঙ্গল! তূর্ণমনুসৃত্য রাধিকামভিসারয়ন্ত্যস্মি, তদেতয়া সূক্তিচন্দ্রিকয়া ত্বমানন্দয় মুকুন্দং।

মধুমঙ্গলঃ। ললিতাকৌটিল্যেন।

সুবলঃ। আর্য্যে বন্দামি।

সুবলঃ। খরাগৃহোপান্তবর্ত্তিনঃ রসালস্য মূলে।

পৌর্ণমাসী। (খেদের সহিত) এমন হইয়াছে কেন ?
মধুমঙ্গল। ললিতার কুটিলতা হেতু।
পৌর্ণমাসী। রাধিকা নিশ্চয়ই ললিতাকৃত ছলের বশীভূত হইয়াছেন।
বৃন্দা। তাহাই বটে।
পৌর্ণমাসী। জানি না, ললিতাদি অন্য কোথায় ?
বৃন্দা। তাহাদিগের সন্ধানের জন্য আমি সুবলকে প্রেরণ করিয়াছি।
সুবল। (প্রবেশ করিয়া) আর্য্যে! প্রণাম করিতেছি।
পৌর্ণমাসী। সুবল! রাধা প্রভৃতিকে কোথায় দেখিয়া আসলে ?
সুবল। মুখরার গৃহের সমীপবর্ত্তী রসালের মূলে।

পৌর্ণমাসী। বৎস মধুমঙ্গল! আমি শীঘ্রই যাইয়া রাধিকাকে অভিসার করাইতেছি; তুমি এই শুভ সংবাদ-চন্দ্রিকার দ্বারা মুকুন্দকে আনন্দিত কর।

মধুমঙ্গলঃ। (সহর্ষং নিষ্ক্রান্তঃ)।

বৃন্দা। (জনান্তিকং) সুবল! ময়া সমর্পিতং পত্রং নাম কিং ত্বয়া বিশাখায়াং সঞ্চারিতং ?

সুবলঃ। অধ ইং।

পৌর্ণমাসী। বৃন্দে! যাবৎ প্রসাদ্য প্রসাধ্য চ রাধাং সঞ্চারয়ামি তাবদ্‌যুবাভ্যাং পুরঃ কদম্বনিকুঞ্জে বিশ্রাম্যতাং ॥ ৬ ॥

বৃন্দা। (সুবলেন সহ নিষ্ক্রান্তা)।

পৌর্ণমাসী। (পরিক্রম্য) কথং ললিতেয়মায়াতি ?

ললিতা (প্রবিশ্য)। ভঅবদি! তুহ্ম সআসং গচ্ছংতীহ্মি।

পৌর্ণমাসী। কিমর্থং ?

সুবলঃ। অথ কিং।

পৌর্ণ। প্রসাধ্য অলঙ্কৃত্য ॥ ৬ ॥

ললি। ভগবতি! তব সকাশং গচ্ছন্ত্যস্মি।

মধুমঙ্গল। (হর্ষসংকারে নিষ্ক্রান্ত হইলেন)।

বৃন্দা। (জনান্তিকে) আমি তোমাকে যে পত্র দিয়াছিলাম, তুমি কি তাহা বিশাখার নিকট পৌঁছিয়া দিয়াছ ?

সুবল। হাঁ দিয়াছি।

পৌর্ণমাসী। বৃন্দে! যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি রাধিকাকে প্রসন্ন করিয়া ও সুসজ্জিত করিয়া আনয়ন না করিতেছি, ততক্ষণ তোমরা পুরোবর্ত্তী কদম্বকুঞ্জে বিশ্রাম করিতে থাক। ৬

বৃন্দা। (সুবলের সহিত চলিয়া গেলেন)।

পৌর্ণমাসী। (পরিক্রমণ করিয়া) এই যে ললিতা আসিতেছে।

ললিতা। (প্রবেশ পূর্ব্বক) ভগবতি! আমি আপনার নিকটেই আসিতেছি।

পৌর্ণমাসী। কি জন্য ?

ললিতা ! অজ্জে ! তিণ্ণা ধূত্তেণ পুণো পুণো অবরঞ্জিদাবি পিঅসহী লাহবং অমণ্ণিঅ সুট্ঠু উক্কণ্ঠেদি, তা কিং করিস্সং।

পৌর্ণমাসী। বৎসে ! মুঞ্চ মুধা কালুষ্যম্ নাপরাধ্যতি মাধবঃ। কিন্তু মধুমঙ্গলপ্রমাদিতৈব বঃ খেদায় বভূব ॥

ললিতা। (স্বগতং) মমাবি এব্বং ণান্দীমুহী এ কধিদং ! (প্রকাশং) অজ্জে ! পেক্খ এসা রাহী রসালস্স মূলে কম্পংতী কিম্পি জপ্পদি।

(ততঃ প্রবিশতি রাধা। সানুতাপং সংস্কৃতেন) ॥ ৭ ॥

রাধা। কর্ণান্তে ন কৃতা প্রিয়োক্তিরচনা ক্ষিপ্তং ময়া দূরতো
মল্লীদাম নিকামপথ্যবচসো সখ্যৈ রুষঃ কল্পিতাঃ।

ললি। আর্য্যে ! তেন ধূর্ত্তেন পুনঃ পুনঃ অবরঞ্জিতা অপমানিতাপি প্রিয়সখী লাঘবং অমত্বা সুষ্ঠু উৎকণ্ঠতে, তৎ কিং করিষ্যামি।

ললি। মমাপি এবং নান্দীমুখ্যা কথিতং। আর্য্যে ! পশ্য রসালস্য মূলে কম্পমানা এষা রাধিকা কিমপি জল্পতি ॥ ৭ ॥

রাধি। কর্ণান্ত ইতি। নিকামং পথ্যং বচো যস্যা এবম্ভূতায়ৈ সখ্যৈ

ললিতা। আর্য্যে ! প্রিয়সখী সেই ধূর্ত্ত কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ অপমানিতা হইয়া তাহাতে অপমান মনে না করিয়া আবার তাহার জন্যই অতিশয় উৎকন্ঠিতা হইতেছেন। অতএব আমি আর কি করিব ?

পৌর্ণমাসী। বৎসে ! এই বৃথা মালিন্য পরিত্যাগ কর, মাধবের কোনও অপরাধ নাই। মধুমঙ্গলের ভুলই তোমাদের দুঃখের কারণ হইয়াছে।

ললিতা। (স্বগত) নান্দীমুখীও আমাকে এই কথাই বলিয়াছেন। (প্রকাশ্যে) আর্য্যে ! দেখুন, রসালের মূলে রাধিকা কাঁপিতে কাঁপিতে নিজে নিজে কি কথা বলিতেছেন।

(অনন্তর শ্রীরাধিকার প্রবেশ) অনুতাপের সহিত সংস্কৃত ভাষায়)। ৭

রাধা। হায় ! হায় ! আমি প্রিয়ের উক্তি কাণে তুলি নাই, তদ্দত্তা মল্লিকার মালাও আমি দূরে নিক্ষেপ করিয়াছি, সখী আমাকে হিতবচন বলিলেও আমি তাহাতে অহেতুক কোপ প্রকাশ করিয়াছি, সেই ময়ূরপুচ্ছ

ক্ষৌণীলগ্নশিখণ্ডিশেখরমসৌ নাভ্যর্থয়ন্নীক্ষিতঃ
স্বান্তং হন্ত মমাস্থ তেন খদিরাঙ্গারেণ দন্দহ্যতে ॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি! প্রচ্ছন্নমুপসৃত্য শৃণুবঃ প্রেমবিলাসম্।

(ইত্যুভে তথা স্থিতে)

রাধিকা। (সচাপলং পুনঃ সংস্কৃতেন) ॥ ৮ ॥

ধন্যাস্তা হরিণীদৃশঃ স রমতে যাভির্নবীনো যুবা।
(পুনঃ সশঙ্কং)
স্বৈরং চাপলমাকলষ্য ললিতা মাং হন্ত নিন্দিষ্যতি।*
(পুনঃ সৌৎসুক্যং)

বিশাখায়ৈ। অভ্যর্থয়ন্নিতি "অর্থযাচনে" ইত্যস্যাত্মনেপদিত্বেঽপি পরস্মৈপদঃ। দন্দহ্যতে অতিশয়েন দহ্যতে ॥ ৮ ॥

ধন্যাস্তা ইতি চাপল্যাদীনাং সঞ্চারিভাবানাং শাবল্যং।

মুকুটধারী শ্রীকৃষ্ণ ভূমি-লুণ্ঠিত হইয়া সাধিলেও আমি তাঁহার প্রতি ফিরিয়াও চাহি নাই, এই কারণে অদ্য আমার অন্তঃকরণ যেন খদিরাঙ্গারে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে।

পৌর্ণমাসী। পুত্রি! এস, আমরা লুকাইয়া রাধিকার প্রেমবিলাস শ্রবণ করি। (উভয়ে তাহাই করিলেন)

রাধিকা। (চাপল্য সহকারে পুনরায় সংস্কৃত ভাষায়)। ৮

সেই নবীন যুবক যাঁহাদের সহিত বিহার করিতেছেন, সেই হরিণ-নয়নাগণই ধন্য।

---

* এই স্থানে শ্রীরাধিকার 'কলহান্তরিতা' ভাব প্রকাশ পাইতেছে। উহার লক্ষণ যথা— "মান-অন্তে পিয়ার বিচ্ছেদের সূচন।
অনুতাপে সেই কলহান্তরিতা লক্ষণ ॥"
(ভক্তমাল, ২৩শ মালা)

উজ্জ্বলনীলমণির নায়িকাভেদপ্রকরণের ৪৮ শ্লোক হইতে উহার লক্ষণে বলা হইয়াছে, "যে নায়িকা ক্রোধভরে সখীজনের সমক্ষে পদানত বল্লভকে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ অতিশয় অনুতপ্ত হয়, তাহাকে কলহান্তরিতা কহে।" প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ইত্যাদি উক্ত নায়িকাতে দেখা যায়।

গোবিন্দং পরিরব্ধুমিন্দুবদনং হা চিত্তমুৎকণ্ঠতে
(পুনঃ সামর্ষং)
ধিগ্বামং বিধিমস্তু যেন গরলং মানাভিধং নির্মমে ॥

ললিতা। (স্বগতং) অদক্খিণে! চিট্ঠ চিট্ঠ সঅং জ্জেব কহ্নং নিরাকদুঅ ভঙ্গীএ মং দূসাসি ॥ ৯ ॥

রাধিকা। (ভৃঙ্গীমবেক্ষ্য সংস্কৃতেন)
কৃমিরপি নমিতাত্মা হন্ত বৃন্দাবনেঽস্মিন্
কলয়তি নিজমৌলৌ বর্হমৌলের্নিদেশং।
অনুনয়তি মুহুর্মাং নেতুকামা নিলীয়ং
যদমলমধুরোক্তিস্তস্য দৃষ্টিং শঠস্য ॥

ললি। অদক্ষিণে! তিষ্ঠ তিষ্ঠ স্বয়মেব কৃষ্ণং নিরাকৃত্য ভঙ্গ্যা মাং দূষয়সি ॥ ৯ ॥

(পুনরায় সভয়ে) হায়! ললিতা যদি আমার চপলতা জানিতে পারে, তবে আমার নিন্দা করিবে।

(পুনরায় ঔৎসুক্য সহকারে) হায়! ইন্দুবদন গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিবার জন্য আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

(পুনরায় ক্রোধ সহকারে) যে মানরূপ এই গরল সৃষ্টি করিয়াছে, সেই নিদারুণ বিধাতাকে ধিক্।

ললিতা। (স্বগত) ওগো অদক্ষিণে! থাক থাক; স্বয়ং কৃষ্ণকে দূর করিয়া দিয়া এখন ভঙ্গীক্রমে আমাকে দোষ দেওয়া হইতেছে। ৯

রাধিকা। (ভ্রমরীকে দেখিয়া সংস্কৃত ভাষায়) হায়! এই বৃন্দাবনে কৃমিও নত শরীরে শিখণ্ডশেখরের নির্দেশ নিজ শিরে বহন করিতেছে, যেহেতু, এই ভৃঙ্গীও নির্ম্মল মধুর উক্তি দ্বারা সেই শঠের দৃষ্টিপথে আমাকে লইয়া যাইবার জন্য বার বার অনুনয় করিতেছে।

পৌর্ণমাসী। (সনর্ম্মস্মিতং) নিখিলমেব বৃন্দাটবী-প্রাণিবৃন্দং দূতীভূতমিয়ং মন্যতে মহামানিনী।

রাধিকা। (প্রেমাবেশং নাটয়ন্তী সচমৎকারং) কধং এসো মং মোট্টিঅং পরিবদ্ধুং উবসণ্ণো কহ্নো ?

পৌর্ণমাসী। গভীরানুরাগবিবর্তোঽয়ং যদস্যাং মাধবস্য বিস্ফুরণং।

রাধিকা। (সহুঙ্কারং পরাবৃত্য) হংত ভো বঙ্ককলাশালিচংদা-অলীকোডচিরাসঙ্গভঙ্গুরকুড়ঙ্গ ! অবেহি অবেহি, এসো তুমং পরিহবিস্সসি মএ।

(ইতি কর্ণোৎপলং ক্ষিপন্তী সংস্কৃতেন)

যমুনাতীরকদম্বাঃ সম্প্রতি মম হন্ত সাক্ষিণো যূয়ং।
এষ বলান্মামবলাং গোকুলধূর্ত্তঃ কদর্থয়তি ॥ ১০ ॥

রাধি। কথং এষ মাং মোট্টিয়ং বলাৎকারেণ পরিরব্ধুং আলিঙ্গিতুং উপসন্নঃ কৃষ্ণঃ।

রাধি। ভো বক্রকলাশালিচন্দ্রাবলীক্রোড়চিরাসঙ্গভঙ্গুরকুরঙ্গ ! অপেহি অপেহি অপগচ্ছ অপগচ্ছ, এষ ত্বং পরিভূয়সে ময়া ॥ ১০ ॥

পৌর্ণবাসী। এই মহামানিনী শ্রীরাধা বৃন্দাবনের নিখিল প্রাণিবৃন্দকে দূতী বলিয়া মনে করিতেছেন।

রাধিকা। (প্রেমাবেশ প্রকাশ পূর্ব্বক আশ্চর্য্যসহকারে) এ কি ! ইনি যে আমাকে বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে আসিলেন !

পৌর্ণমাসী। ইঁহাতে যে মাধবের প্রতি গভীর অনুরাগবিবর্ত্তের বিশেষরূপ স্ফুরণ দেখা যাইতেছে।

রাধিকা। (হুঙ্কার সহকারে ফিরিয়া) অহে বক্রকলাশশী চন্দ্রাবলীর ক্রোড়ের চিরকালের ক্রীড়াকুরঙ্গ ! আমি তোমাকে তিরস্কার পূর্ব্বক বলিতেছি, তুমি এখান হইতে দূর হও, দূর হও। (ইহা বলিয়া কর্ণোৎপল ক্ষেপণ পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায়)

হে যমুনাতীরস্থ কদম্ববৃক্ষগণ ! এই গোকুল-ধূর্ত্ত যে বলপূর্ব্বক আমাকে কলঙ্কিত করিতেছে, তোমরা তদ্বিষয়ে আমার সাক্ষী থাকিলে। ১০

পৌর্ণমাসী। ললিতে! পরাং কোটিমারূঢ়া রাধিকোৎকণ্ঠা তদিয়ং ত্বরিতমভিসার্য্যতাং।

ললিতা। (পরিক্রম্য) হলা রাহি! একা জ্জেব্ব কিং মংতেসি?

রাধিকা। (ললিতামালোক্য স্বগতং) কথং সচ্চং জ্জেব্ব একাম্হি, জং কহ্নো ণ দীসই ॥ ১১ ॥

(ইতি সৌৎসুক্যং)

হলা ললিদে!

পরতণুপ্পবেসবিজ্জা কধমিহ সামেণ কামিণা পঢ়িদা।

মহ হিঅএ মাণগ্‌গী পবিসিঅ ণিব্বারিদো জেণ ॥ ১২ ॥

পৌর্ণ। পরাং কোটিং পরমুৎকর্ষং।

ললি। সখি রাধিকে! একা এব কিং মন্ত্রয়সি?

রাধি। কথং সত্যমেব একাঽস্মি যৎ কৃষ্ণো ন দৃশ্যতে ॥ ১১ ॥

সখি ললিতে! পরতনুপ্রবেশবিদ্যা কথমিহ শ্যামেন কামিনা পঠিতা। মম হৃদয়ে মানাগ্নিঃ প্রবিশ্য নির্ব্বাপিতো যেন ॥ ১২ ॥

পৌর্ণমাসী। ললিতে! শ্রীরাধিকার উৎকণ্ঠা চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে, অতএব শীঘ্রই ইঁহাকে অভিসার করাও।

ললিতা। (নিকটে গমন পূর্ব্বক) সখি রাধিকে! তুমি একাকিনী কি বলিতেছ?

রাধিকা। (ললিতাকে দেখিয়া স্বগত) তাই ত! সত্যই আমি একাকিনী রহিয়াছি, কৃষ্ণকে ত দেখা যাইতেছে না? ১১

(ইহা বলিয়া ঔৎসুক্য সহকারে) সখি ললিতে! লম্পট শ্যাম কি পরতনু-প্রবেশ-বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন? নতুবা তিনি কি প্রকারে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া মানাগ্নিকে নির্ব্বাণ করিয়া দিলেন? ১২

বিশাখা। (প্রবিশ্য) হলা! লহুথাদো লদ্ধা ইঅং পত্তিআ।

ললিতা। (গৃহীত্বা বাচয়তি) ১৩॥

মেধ্যোঽপি মাধবিকয়া মধুপো যদেষ
ক্ষিপ্তঃ স্বয়ং প্রচলতা নবপল্লবেন।
তস্যাঃ খলু ক্ষতিরিয়ং সুষমাক্ষয়েণ
নন্দত্যয়ন্তু বিরুবন্নরবিন্দিনীষু॥ ১৪॥

রাধিকা। (সবিষাদং সংস্কৃতেন)

অজনি বিমুখঃ শঙ্কে পঙ্কেরুহাক্ষি! বিচক্ষণো
ময়ি মধুরিপুর্দোষশ্রেণীবিহারবনশ্রিয়াং।

বিশাখা। সখি! সুবলহস্তাদ্বেয়ং পত্রিকা, বৃন্দয়া প্রেষিতেতি শেষঃ॥ ১৩॥

মেধ্যঃ পবিত্রঃ দোষরহিতঃ, তাং বিনা অন্তত্রাসঙ্করম্মিতি যাবৎ। নবপল্লবেন করস্থানীয়েন। নন্দত্যয়মিতি মধুপং বিনা মাধব্যাঃ শোভৈব ন ভবতি মধুপস্য তু মাধবীং বিনাপি অরবিন্দিনীষু পরমানন্দো ভবত্যেব ইত্যর্থঃ॥ ১৪॥

রাধি। ময়ি কথম্ভূতায়াং দোষশ্রেণীনাং বিহারবনস্পতিরূপায়াং

বিশাখা। (প্রবেশ পূর্ব্বক) সখি! সুবলের হস্ত হইতে আমি এই পত্রিকা পাইয়াছি।

ললিতা। (গ্রহণ পূর্ব্বক পড়িতে লাগিলেন)।

মাধবী যদি নিজে নবপল্লবরূপ কর সঞ্চালন পূর্ব্বক মত্ত নির্দ্দোষ মধুকরকে দূর করিয়া দেয়, তবে তাহাতে মাধবীরই ক্ষতি। কারণ, ভ্রমর ব্যতীত শোভাক্ষয় পাইলে ভ্রমরও তাহাকে ত্যাগ করিয়া পদ্মিনীতে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। ১৪

রাধিকা। (বিষাদ সহকারে সংস্কৃত ভাষায়) হে পদ্মাক্ষি! আমি দোষশ্রেণীর আকর; অতএব মধুসূদন আমাতে বিমুখ হইয়াছেন,

অকলিতরসঃ সূচীবিদ্ধো রজঃপ্রসরান্ধধী-
ন॔ মধুপযুবা কিং কেতক্যাং বিরক্তিমুপৈষ্যতি ॥
(ইতি বৈক্লব্যং নাটয়তি) ॥ ১৫ ॥

পৌর্ণমাসী। ন হি চন্দ্রেণ চন্দ্রিকায়া মোক্ষঃ কদাপি সম্ভবতি।

বিশাখা। হলা! সমস্সসস সমস্সসস, তুহ উক্কণ্ঠিদং তক্কিঅ মএ কহ্নপউত্তিং বিন্নাদুং ণান্দীমুহী পেসিদত্থি।

নান্দীমুখী প্রবিশ্য (সংস্কৃতেন)

মৃদুরপি নিসর্গতস্ত্বং কথমাদ্রে॔ মাধবে কঠোরাসি।
অথবা নবনবনীতপুটী হিমদ্রবে কক্খটা ভৈক্ষি ॥ ১৬ ॥

দোষশ্রেণ্যাং বিহরন্তি অবকাশং লভন্তে ইতি যাবৎ, এতদেবার্থান্তরোপন্যাসেনাহ অকলিতরস ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥

বিশাখা। সখি! সমাশ্বসিহি, সমাশ্বসিহি, তব উৎকণ্ঠিতাং তর্ক্য ময়া কৃষ্ণ-প্রবৃত্তিং বিজ্ঞাতুং নান্দীমুখী প্রেষিতাঽস্তি ॥

নান্দী। কক্খটা কঠিনা ॥ ১৬ ॥

কিন্তু মধুকরযুবক কেতকীতে রস প্রাপ্ত না হইয়া পরন্তু কণ্টকে বিদ্ধ ও পুষ্পরেণুতে অন্ধ হইয়া কি কেতকীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে না?

(ইহা বলিয়া ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন)। ১৫

পৌর্ণমাসী। চন্দ্রের সহিত জ্যোৎস্নার বিয়োগ কখনও সম্ভবপর হয় না।

বিশাখা। সখি! শান্ত হও, শান্ত হও, তোমাকে উৎকণ্ঠিতা জানিয়া আমি কৃষ্ণের মনোভাব জানিবার জন্য নান্দীমুখীকে প্রেরণ করিয়াছি।

নান্দীমুখী। (প্রবেশ করিয়া সংস্কৃতে) রাধে! তুমি স্বভাবতঃ মৃদু, তবে কেন কোমলস্বভাব মাধবের প্রতি কঠিন হইলে? অথবা তোমার দোষ কি? হিমদ্রবসম্পাতে নবনীতখণ্ডও কঠিন হইয়া থাকে। ১৬

রাধিকা। হলা! অবি ণাম সুহং বট্টদি মাহবো?

নান্দীমুখী। (সংস্কৃতেন)

ক্ষণমপি ন সুহৃদ্ভিন র্ম্মগোষ্ঠীং বিধত্তে
রচয়তি ন চ চূড়াং চম্পকানাং চয়েন।
পরমিহ মুরবৈরী যোগিবন্মুক্তভোগ-
স্তব সখি! মুখচন্দ্রং চিন্তয়ন্নির্বৃণোতি॥

রাধিকা। (বিশাখাং পরিষ্বজ্য সংস্কৃতেন)

ভূয়োভূয়ঃ কলিবিলসিতৈঃ সাপরাধাপি রাধা
শ্লাঘ্যেনাহং যদঘরিপুণা বাঢ়মঙ্গীকৃতাস্মি।
তত্র ক্ষমোদরি! কিমপরং কারণং বঃ সখীনাং
দত্তামোদাং প্রগুণকরুণামঞ্জরীমন্তরেণ॥ ১৭॥

রাধি। সখি! অপি নাম সুখং বর্ত্ততে মাধবঃ?

নান্দী। নির্বৃণোতি সুখং প্রাপ্নোতি।

রাধি। কলিবিলসিতৈঃ কলহবিলাসৈর্হেতুভিঃ সাপরাধা অতএব রাধ্যতীতি রাধা বো যুষ্মাকং সখীনাং প্রগুণকরুণামঞ্জরীমন্তরেণ বিনা কিমপরং কারণমস্তি? কথম্ভূতাং? দত্তামোদাং॥ ১৭॥

রাধিকা। সখি! মাধব ত' সুখে আছেন?

নান্দীমুখী। (সংস্কৃতে) সখি! সেই মুরারি ক্ষণকালের জন্যও সুহৃদ্গণের সহিত পরিহাস করিতেছেন না এবং চম্পকপুষ্পাবলীর দ্বারা চূড়া রচনাও করিতেছেন না, পরন্তু তিনি কেবল যোগীর ন্যায় সকল ভোগ ত্যাগ করিয়া মাত্র তোমার মুখচন্দ্রের চিন্তা করিয়াই আনন্দ লাভ করিতেছেন।

রাধিকা। (বিশাখাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সংস্কৃতে)

হে ক্ষীণোদরি! এই রাধা পুনঃ পুনঃ কলহ-বিলাসের দ্বারা অপরাধিনী হইলেও যে গৌরবভাজন অঘরিপু কর্ত্তৃক সমাদরে অঙ্গীকৃতা হইয়াছে, তাহাতে পরমানন্দদাত্রী সখীগণ তোমাদেরই প্রচুর করুণা ব্যতীত অন্য কোনও হেতু নাই। ১৭

নেপথ্যে)

গর্ব্বোদগ্রাঃ কলমবিকলং তন্বতামন্যপুষ্টাঃ !
নিষ্প্রত্যূহং মৃগযুবতয়ঃ ! শষ্পমাস্বাদয়ন্তু ।
সীমন্তিন্যো গৃহনয়ময়ীং শীলয়ন্তু প্রণালীং
ধূর্ত্তো বেণুর্বিহরতি করে নাদ্য পীতাম্বরস্য ॥ ১৮ ॥

রাধা। (বংশীমুদ্ঘাট্য সোপালম্ভং সংস্কৃতেন)

সদ্বংশতস্তব জনিঃ পুরুষোত্তমস্য
পাণৌ স্থিতির্মুরলিকে ! সরলাঽসি জাত্যা ।
কস্মাত্ত্বয়া বত গুরোর্বিষমা গৃহীতা
গোপাঙ্গনাগণবিমোহনমন্ত্রদীক্ষা ॥ ১৯ ॥

গর্ব্বোদগ্রা ইতি বৃন্দাবচনমিদং। গর্ব্বেণ উদগ্রা উচ্চতরাঃ সন্তঃ, অন্যপুষ্টাঃ কোকিলাঃ। নিষ্প্রত্যূহং নির্ব্বিঘ্নং। শষ্পং ঘাসং। সীমন্তিন্যঃ স্ত্রিয়ঃ। গৃহনীতিময়ীং প্রণালীং শীলয়ন্তু ॥ ১৮ ॥

রাধি। কস্মাদ্গুরোঃ সকাশাদ্দীক্ষা গৃহীতা ? কস্মাৎ কারণাৎ ইতি বা ॥ ১৯ ॥

(নেপথ্যে) হে কোকিলগণ ! তোমরা এখন গর্ব্বভরে উচ্চনাদে স্পষ্টভাবে কুহূধ্বনি করিতে থাক। হে মৃগবধূগণ ! তোমরা এখন নির্ব্বিঘ্নে তৃণভোজন করিতে থাক। আর হে সীমন্তিনীগণ ! তোমরাও এখন তোমাদের গৃহধর্ম্মের পদ্ধতির আচরণে নিযুক্ত হও, যে হেতু, অদ্য আর পীতাম্বরের হস্তে ধূর্ত্ত বেণু বিহার করিতেছে না। ১৮

রাধা। (বংশী উদ্ঘাটন পূর্ব্বক তিরস্কারের সহিত) হে মুরলিকে ! সদ্বংশে তোমার জন্ম, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের হস্তে তোমার অবস্থিতি ; জাতিতেও তুমি সরলা, তবে কেন তুমি গুরুর সমীপে গোপাঙ্গনাগণের বিমোহনকারী এই বিষমমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ ? ১৯

বিশাখা। হলা! অচ্চরিআ ইঅং বংশী, জং মারুদাহিমূহীকিদা সঅং সদ্দাএদি।

রাধিকা। সহি! পরিক্‌খিস্সং। (ইতি তথা করোতি)।

বিশাখা। সুণিজ্জউ মহুরা কাঅলী ?

ললিতা। সম্বরেহি সম্বরেহি, মা সুণাদু কহ্নস্স পরিবারো।

বৃন্দা। (প্রবিশ্য প্রচ্ছন্নং) ভগবতি! ন কদাপি বংশং দেয়েতি শ্রুতং ময়া ললিতাদুর্ম্মন্ত্রিতং ॥ ২০ ॥

পৌর্ণমাসী। বৎসে! যুক্তিমায়ত্যাং করিষ্যামি।

বিশা। সখি! আশ্চর্য্যেয়ং বংশী যৎ মারুতাভিমুখীকৃতা স্বয়ং শব্দায়তে।

রাধি। সখি! পরীক্ষিষ্যে।

বিশা। শ্রূয়তাং মধুরা কাকলী।

ললি। সম্বর সম্বর, মা শৃণোতু কৃষ্ণস্য পরিবারঃ ॥ ২০ ॥

পৌর্ণ। আয়ত্যামুত্তরকালে। "উত্তরকালঃ আয়তিঃ"ইত্যমরঃ।

বিশাখা। সখি! এই বংশীর আশ্চর্য্য একটি গুণ আছে, যে হেতু, ইহাকে বায়ুর অভিমুখে রাখিলে এ নিজেই বাজিতে থাকে।

রাধিকা। সখি! আচ্ছা, পরীক্ষা করিয়া দেখি (সেইরূপ করিলেন)।

বিশাখা। ঐ শুন, মধুর কাকলী বাহির হইতেছে।

ললিতা। সম্বরণ কর, সম্বরণ কর, কৃষ্ণের পরিবারের কেহ যেন শুনিতে না পায়।

বৃন্দা। (প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রবেশ করিয়া) ভগবতি! আমি ললিতার দুষ্ট মন্ত্রণা শুনিতে পাইয়াছি যে, তাহারা কখনই বংশী প্রদান করিবে না। ২০

পৌর্ণমাসী। বৎসে! পরে এ বিষয়ে যুক্তি স্থির করা যাইবে।

জটিলা। (প্রবিশ্য) ণূণং ইধ কহ্নেণ মিলিদং, জং মুরলী বাদিতা। (বিলোক্য) অম্মো! কহং বারিসহাণবীহত্থে কহ্নস্‌স বংশী, তা নিহুদং গদুঅ ণং গেহ্নিস্‌সং (ইতি সহসোপসৃত্য সামর্ষং)। অই! দুব্বিণীদগোআলপুত্তিএ! মুঞ্চেহি মুরলিঅং (ইত্যাকৃষ্য গৃহ্লাতি)।

ললিতা। (অপবার্য্য) হদ্ধী হদ্ধী পমাদো পমাদো, কধং বুড়্‌টিআএ অতক্কিদং মুরলী আঅড়্‌টিদা।

জটিলা। ণং কৃখু ভঅবদীএ পৌণ্ণমাসীএ দংসইস্‌সং, জা মজ্‌ঝ ভণিদং ণ পত্তিআএদি।

জটি। নূনমত্র কৃষ্ণেন মিলিতং, যন্মুরলী বাদিতা। অহ্ম! বিস্ময়ে, বার্ষভাণবী-হস্তে কৃষ্ণস্য বংশী। তন্নিভৃতং নিভৃতং গত্বা এনাং গ্রহীষ্যামি। অয়ি দুর্ব্বিনীতে গোপালপুত্রিকে! মুঞ্চ মুরলিকাং।

ললিতা। হা ধিক্ হা ধিক্ প্রমাদঃ প্রমাদঃ, কথং বৃদ্ধয়া অতর্কিতং মুরলী আকর্ষিতা।

জটিলা। এনাং ভগবত্যাঃ পৌর্ণমাস্যাঃ দর্শয়িষ্যামি যা মম ভণিতং ন প্রত্যেতি।

জটিলা। (প্রবেশ পূর্ব্বক) নিশ্চয়ই এখানে কৃষ্ণ আসিয়াছে, কারণ, মুরলী বাজিবার শব্দ হইতেছে। (দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) এ কি! এ যে বৃষভানুনন্দিনীর হস্তে কৃষ্ণের বাঁশী! তবে এখনই যাইয়া গ্রহণ করি। (এই বলিয়া সহসা উপস্থিত হইয়া ক্রোধ সহকারে) অয়ি দুর্ব্বিনীতে গোপালপুত্রি। মুরলী ছাড়িয়া দে (এই বলিয়া আকর্ষণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিল)।

ললিতা। (মুখ ফিরাইয়া) হা ধিক্! হা ধিক্, এ কি বিপদ! কি করিয়া সহসা আসিয়া বুড়ী মুরলী কাড়িয়া লইল!

জটিলা। ভগবতী পৌর্ণমাসী ত, আমার কথায় বিশ্বাস করেন না, এবার তাঁহাকে এই মুরলী দেখাইব।

পৌর্ণমাসী। পুত্রি বৃন্দে! গহনং কষ্টমাপতিতং, পশ্য জটিলা মম্মোটজদিশং প্রযাতি।

বৃন্দা। ভগবতি! মা চিন্তয়। ক্ষিপ্রমহং মুরলীং লুণ্ঠয়ামি। (ইতি নিষ্ক্রান্তা)।

ললিতা। (সভয়মনুসৃত্য) অজ্জে! কীস অলিঅং সঙ্কসি? জং এসা কালিংদদীকুলম্মি অম্হেহি লদ্ধা ॥ ২১ ॥

জটিলা। (সরোষং) চপলে! দুম্মংতিণি! চিট্ঠ চিট্ঠ।

সুবলঃ। (প্রবিশ্য) অজ্জে জডিলে! পেকৃখ দহিলম্পডা মক্কডী তুজ্ঝ ঘরং পবিসই।

ললি। আর্য্যে! কথং অলীকং শঙ্কসে? যদেষা কালিন্দীকূলে অস্মাভির্লব্ধা ॥ ২১ ॥

জটি। চপলে! দুর্ম্মন্ত্রিণি। তিষ্ঠ তিষ্ঠ।

সুবলঃ। আর্য্যে জটিলে! পশ্য পশ্য দধিলম্পটা মর্কটী তব গৃহং প্রবিশতি।

পৌর্ণমাসী। পুত্রি বৃন্দে! বড়ই কষ্ট উপস্থিত হইল, ঐ দেখ, জটিলা আমার পর্ণকুটীরের দিকে যাইতেছে।

বৃন্দা। ভগবতি! চিন্তা করিবেন না। আমি শীঘ্রই মুরলী লুণ্ঠন করিতেছি (ইহা বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন)।

ললিতা। (সভয়ে জটিলার নিকট গমন পূর্ব্বক) আর্য্যে! আপনি কেন বৃথা আশঙ্কা করিতেছেন? আমরা ইহা কালিন্দীকূলে প্রাপ্ত হইয়াছি। ২১

জটিলা। (সক্রোধে) চপলে! দুষ্টমন্ত্রণা-দায়িনি! থাক্ থাক্।

সুবল। (প্রবেশপূর্ব্বক) আর্য্যে জটিলে! ঐ দেখুন, একটা দধিচোর বানরী আপনার ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

জটিলা। (সাচিগ্রীবমবলোক্য) সুঅল! সচ্চং কহেসি মক্খণ-চোরিণী ক্খু এসা মক্কড়ী। (ইতি পরাবৃত্য ধাবন্তী নিষ্ক্রান্তা)।

পৌর্ণমাসী। নূনং বৃন্দয়া প্রেরিতাহস্তি কক্খটী নাম জরন্মর্ক্কটীয়ং ॥ ২২ ॥

সুবলঃ। ণাংদীমুহি! পেক্খ পেক্খ, পক্খিত্তেণ বেণুণা মূঢ়-জড়িলাএ মক্কড়ী তাড়িতা।

পৌর্ণমাসী। (সহর্ষং) দিষ্ট্যা মুরলীমাদায় কক্টীয় কদম্বমধিরূঢ়া।

সর্ব্বাঃ। (প্রহর্ষং নাটয়ন্তি)।

জটিলা (প্রবিশ্য)। হদ্ধী হদ্ধী বচ্ছ সুঅল! হত্থাদো মে মুরলী গদা তা তুজ্ঝ নিম্মঞ্ছণং জামি সমপ্পেহি বংশীঅং।

জটি। সুবল! সত্যং কথয়সি নবনীতচোরী খলু এষা মর্ক্কটী ॥ ২২ ॥

সুবলঃ। নান্দীমুখি! পশ্য পশ্য প্রক্ষিপ্তেন বেণুনা মূঢ়জটিলয়া মর্ক্কটী তাড়িতা।

জটি। হা ধিক্ হা ধিক্ বৎস সুবল! হস্তান্মে মুরলী গতা, তত্তব নির্ম্মঞ্ছনং যামি সমর্পয় বংশিকাং।

জটীলা। (ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিয়া) সুবল! সত্যই বলিয়াছ, এই বানরীটি মাখন-চোরই বটে (ইহা বলিয়া পশ্চাদ্দিকে দৌড়াইয়া প্রস্থান)।

পৌর্ণমাসী। নিশ্চয়ই বৃন্দা কক্খটী নাম্নী এই বৃদ্ধা মর্কটীকে পাঠাইয়াছে। ২২

সুবল। নান্দীমুখি! দেখ দেখ, বুদ্ধিহীনা এই জটিলা বেণু নিক্ষেপের দ্বারা এই বানরীকে তাড়িত করিল।

পৌর্ণমাসী। (সহর্ষে) ভাগ্যে কক্খটী বেণুটী লইয়া কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিল। সকলেই পরমানন্দিত হইলেন।

জটিলা। (প্রবেশপূর্ব্বক) হা ধিক্! হা ধিক্! বৎস সুবল! আমার হাত হইতে মুরলী গিয়াছে, তোমার বালাই দূর হউক, তুমি আমাকে বাঁশীটী আনিয়া দাও।

সুবলঃ। অজ্জে! জহত্থণাম এসা ককৃখড়ী কেবলং তুজ্‌ঝ বহিণী-পুত্তাদো বিসালাদো ভাএদি তা গোঅড্‌ঢণসিঙ্গে খেলংতং ণং গদুঅ অব্ভত্থেহি।

জটিলা। (নিষ্ক্রান্তা) ॥ ২৩ ॥

পৌর্ণমাসী। দিষ্ট্যা ব্যাজেন জরতীং দূরমপসার্য্য ধূর্ত্তোঽয়ং ভ্রূবিভ্রমেণ ললিতাং ত্বরয়তি।

ললিতা। (নেত্রান্তং কূণয়ন্তী) হলা রাহি! এহি বেণুং মগ্‌গহ্ম।

রাধিকা। (স্বগতং) দিট্‌ঠিয়া অহিসারেদি মং।

(প্রবিশ্যাপটীক্ষেপেণ মুখরা)

মুখরা। বিসাহে! অহিমন্নু সংদিসই "অজ্জ জোইসিআণং

সুবলঃ। আর্য্যে! যথার্থনামা এষা ককৃখটি কেবলং তব ভগিনী-পুত্রাদ্বিশালাৎ বিভেতি তদ্‌গোবর্দ্ধনশৃঙ্গে খেলন্তং এনং গত্বা অভ্যর্থয় প্রার্থয়স্ব ॥ ২৩ ॥

ললি। সখি রাধিকে! এহি, বেণুং মৃগয়াবঃ।

রাধি। দিষ্ট্যা ভাগ্যেন অভিসারয়তি মাং।

মুখ। বিশাখে! অভিমন্যুঃ সন্দিশতি অদ্য জ্যোতিষিকাণাং

সুবল। আর্য্যে! যথার্থনামা এই ককৃখটি মাত্র আপনার ভগিনীর পুত্র বিশালকে ভয় করে, বিশাল এখন গোবর্দ্ধন-শৃঙ্গে খেলা করিতেছে, অতএব আপনি তাঁহাকে এই কথা বলুন। ২৩

পৌর্ণমাসী। কি সৌভাগ্য! ছলপূর্ব্বক বৃদ্ধাকে দূরে পাঠাইয়া এই ধূর্ত্ত ভ্রূভঙ্গের দ্বারা ললিতাকে সত্বর যাইতে বলিতেছে।

ললিতা। (নেত্রকোণ সঙ্কুচিত করিয়া) সখি রাধিকে! চল, বেণুর অনুসন্ধানে নির্গত হই।

রাধিকা। (স্বগত) কি ভাগ্য! আমাকে অভিসার করাইতেছে।

(সহসা মুখরার প্রবেশ)

মুখরা। বিশাখে! অভিমন্যু এই সংবাদ দিয়াছে যে, "অদ্য

উবদেসেণ মএ গোমঙ্গলা ণাম চণ্ডী পূঅণিআ, তা পূঅণো-বহারং ঘেত্তুণ তুমং চেট্ঠবুক্খস্সতলে রাহিঅং লম্ভেহি"ত্তি।

রাধিকা। (সখেদমপবার্য্য) হংত হংত! দুদ্দেবস্স পাড়িউল্লং। (ইতি ললিতামুখমীক্ষতে) ॥ ২৪ ॥

ললিতা। সহি! সচ্চনামা এসো অহিমন্নু, তা গদুঅ পূঅণোবহারং সংবাদেহ্ম। (ইতি সর্ব্বা নিষ্ক্রান্তাঃ)

পৌর্ণমাসী। (সুবলমনুস্মৃত্য সব্যথং) বৎস! দুঃসমাধানেয়ং গতিরুপস্থিতা, তদস্থ বৃন্দয়া সহ গত্বা সমাশ্বস্ততাং ত্বয়া পাটবেন পুণ্ডরীকাক্ষঃ। ময়া তু প্রামাণিকপুরন্ধ্রীণাং গোষ্ঠীমাসাদ্য জটিলাকৌটিল্যং বর্ণয়িষ্যতে। (ইতি নিষ্ক্রান্তা)।

উপদেশেন ময়া গোমঙ্গলা নাম চণ্ডী পূজনীয়া, তৎ পূজনোপহারং গৃহীত্বা ত্বং চৈত্যবৃক্ষস্য তলে রাধিকাং প্রাপয় ইতি।

রাধি। হন্ত হন্ত! দুর্দ্দৈবস্য প্রাতিকূল্যং ॥ ২৪ ॥

ললি। সখি! সত্যনামা এষ অভিমন্যুঃ, তথা তদ্‌গত্বা পূজনোপহারং সম্পাদয়াবঃ।

জ্যোতিষিদিগের আদেশানুসারে আমি গোমঙ্গলানাম্নী চণ্ডীর পূজা করিব, অতএব তুমি পূজোপহার সহ শ্রীরাধাকে লইয়া চৈত্যবৃক্ষতলে উপস্থিত হও।"

রাধিকা। (সখেদে মুখ ফিরাইয়া) হায় হায়! দুর্দ্দৈবের কি প্রতিকূলতা! (ইহা বলিয়া ললিতার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিলেন)। ২৪

ললিতা। অভিমন্যু নামটি ইহার সার্থক, অতএব আমরা যাইয়া পূজোপহার সংগ্রহ করি। (ইহা বলিয়া সকলের প্রস্থান)

পৌর্ণমাসী। (সুবলের নিকট গমন পূর্ব্বক ব্যথাসহকারে) বৎস! সমাধানের অসাধ্য ব্যাপার উপস্থিত, অতএব তুমি বৃন্দার সহিত যাইয়া

সুবলঃ। (পরিক্রম্য) এসা তমালতলে ডাহিণহত্থগহিদবংশিআ বুংদা চিট্‌ঠই ॥ ২৫ ॥

বৃন্দা। (প্রবিশ্য) ভো সুবল! বিলোকিতসর্ব্বার্থাঽস্মি, তদলং তদ্বার্ত্তয়া।

সুবলঃ। বুংদে! তুরিঅং এহি বেণুং জ্জেব্ব উবহরম্হ। (ইত্যুভৌ পরিক্রামতঃ)।

সুবলঃ। বুংদে! মহুমঙ্গলেণ বড্‌ঢিদুক্কণ্ঠো পিঅবঅস্‌সো মগ্‌গং জ্জেব পেক্‌খংতো চিট্‌টই, তা ণ জাণে অকিদত্থাণং অম্হাণং তত্থ গমণে তস্‌স কা দসা ভবে।

সুবলঃ। এষা তমালতলে দক্ষিণহস্তগৃহীতবংশিকা বৃন্দা তিষ্ঠতি ॥ ২৫ ॥

সুবলঃ। বৃন্দে! ত্বরিতং এহি বেণুমেবোপহরাবঃ।

সুবলঃ। বৃন্দে! মধুমঙ্গলেন বর্দ্ধিতোৎকণ্ঠঃ প্রিয়বয়স্যঃ মার্গমেব প্রেক্ষমাণঃ তিষ্ঠতি, তন্নজানে অকৃতার্থানামস্মাকং তত্র গমনে কা দশা তস্য ভবেৎ ॥ ২৬ ॥

কৌশলে পুণ্ডরীকাক্ষকে সান্ত্বনা প্রদান কর। আমিও প্রামাণিক গৃহিণীগণের সভায় গমন করিয়া জটিলার কৌটিল্য ব্যক্ত করিতেছি। (এই বলিয়া প্রস্থান)।

সুবল। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক) এই যে তমালতলে দক্ষিণ হস্তে বংশী গ্রহণ করিয়া বৃন্দা অবস্থান করিতেছেন। ২৫

বৃন্দা। (প্রবেশ পূর্ব্বক) ওহে সুবল! তোমার আর কিছু বলিতে হইবে না, আমি নিজেই সকল ব্যাপার দেখিয়াছি।

সুবল। বৃন্দে! শীঘ্র আইস, কৃষ্ণকে এই বেণু উপহার দিই। (এই বলিয়া উভয়ে চলিতে লাগিলেন)

সুবল। বৃন্দে! প্রিয়বয়স্য মধুমঙ্গলের সহিত বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া পথের দিকে চাহিয়া আছেন। জানি না, আমরা অকৃতার্থ হইয়া ফিরিলে তাঁহার কি দশা হইবে।

বৃন্দা। সুবল ! সত্যং ব্রবীষি। পশ্যায়ং পুন্নাগতরোরুপকণ্ঠে সমুৎকণ্ঠতে কংসারিঃ॥ ২৬॥

সুবলঃ। বুংদে ! তদো ভণামি চিংতেহি জুত্তিং।

বৃন্দা। (বিমৃষ্য) সুবল ! গোবিন্দস্য ক্ষণং বিনোদায় চিন্তিতোপায়াঽস্মি। তদেহি তন্নিষ্পত্তয়ে ত্বরাং ভজাবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ।

(ততঃ প্রবিশতি মধুমঙ্গলেনোপাস্যমানঃ কৃষ্ণঃ)

কৃষ্ণঃ। (সোৎসুক্যং)

রাধা পুরঃ স্ফুরতি পশ্চিমতশ্চ রাধা
রাধাধিসব্যমিহ দক্ষিণতশ্চ রাধা।
রাধা খলু ক্ষিতিতলে গগনে চ রাধা
রাধাময়ী মম বভূব কুতস্ত্রিলোকী ?

সুবলঃ। বৃন্দে ! ততো ভণামি চিন্তয় যুক্তিং।

বৃন্দা। সুবল ! সত্যই বলিয়াছ, ঐ দেখ, কংসারি পুন্নাগবৃক্ষমূলে উৎকণ্ঠাযুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ২৬

সুবল। বৃন্দে ! এই জন্যই বলিতেছি, কোনও উপায় চিন্তা কর।

বৃন্দা। (বিবেচনাপূর্ব্বক) সুবল ! গোবিন্দকে ক্ষণকাল আনন্দদান করিবার উপায় আমি স্থির করিয়াছি। অতএব আইস, আমরা তাহার অনুষ্ঠানের জন্য সত্বর চেষ্টা করি। (ইহা বলিয়া উভয়ের প্রস্থান)

(অনন্তর মধুমঙ্গল কর্ত্তৃক উপাস্যমান হইয়া কৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। (ঔৎসুক্য সহকারে) শ্রীরাধিকা অগ্রে বিরাজমানা, পশ্চাতেও শ্রীরাধিকা, বামেও রাধা, দক্ষিণেও রাধা, ভূমণ্ডলেও রাধিকা, গগনমণ্ডলেও রাধিকাকে দেখিতেছি; আমার নিকট ত্রিলোক রাধাময় হইল কেন ?

মধুমঙ্গলঃ। পিঅবঅস্‌স! ভঅবদী এ অহিসারিদং দাণিং জ্জেব্ব পেক্‌খিস্‌সহি রাহিঅং।

কৃষ্ণঃ। করেণান্তস্তুষ্টা সুললিতমবষ্টভ্য ললিতা-
করাঙ্গুষ্ঠং রাধা ভৃশমভিসরন্তী সরভসং।
কিমত্ত স্মেরাক্ষী স্মরপরিমলোল্লাসি বলয়-
ধ্বনির্মাং নির্মাস্যত্যনুপমচমৎকারচটুলং॥

মধুমঙ্গলঃ। ভো! মা উত্তম্ম, কঙ্কণঝণক্কারো সুচ্চই॥ ২৭॥

(নেপথ্যে)

হলা ললিদে! পেক্‌খ সো এসো পুন্নাঅবুক্‌খো দীসই।

মধু। প্রিয়বয়স্য ভগবত্যা অভিসারিতাং ইদানীমেব প্রেক্ষিষ্যসে রাধিকাং।

কৃষ্ণঃ। নির্মাস্যতি কিং? করিষ্যতি কিম্?

মধু। ভোঃ! মা উত্তাম্য কঙ্কণঝণৎকারঃ সূচ্যতে শ্রূয়তে॥ ২৭॥

নেপথ্যে। রাধিকাবেশধারী সুবলো ললিতাবেশধারিণীং বৃন্দামাহ। সখি ললিতে! পশ্য স এষ পুন্নাগবৃক্ষো দৃশ্যতে।

মধুমঙ্গল। প্রিয়বয়স্য! ভগবতী এখনই শ্রীরাধিকাকে অভিসার করাইতেছেন তুমি শীঘ্রই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে॥

কৃষ্ণ। হায়! শ্রীরাধা অন্তরে সন্তুষ্টা হইয়া কর দ্বারা ললিতার সুললিত করাঙ্গুষ্ঠ অবলম্বন পূর্ব্বক আনন্দভরে অভিসার পুরঃসর ঈষৎ হাস্যপূর্ণ নয়নে কন্দর্প-পরিমলোল্লাসি বলয়ধ্বনি দ্বারা অদ্য কি আমার অতুলনীয় চমৎকারাতিশয় সম্পাদন করিবেন?

মধুমঙ্গল! বয়স্য! উৎকণ্ঠিত হইও না, ঐ যে কঙ্কণের ঝণৎকার শব্দ শুনা যাইতেছে। ২৭

(নেপথ্যে) সখি ললিতে! ঐ দেখ সেই পুন্নাগবৃক্ষ দৃষ্ট হইতেছে।

(পুনস্তত্রৈব) সহি রাহে ! ধিট্টভমরজম্পিদং পেক্খ ণং তা কৃৎণং ইব জ্জেব্ব চিট্ঠম্হ ।

মধুমঙ্গলঃ । (সচাপলং) ভো পিঅবঅস্স ! বামদো কিং ণ পেচ্ছসি এসা ললিদা এ সদ্ধং রাহিআ সমাঅদা ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণঃ । (সোৎকণ্ঠং) দিষ্ট্যা সাক্ষাদস্য মদীক্ষণয়োঃ সৌখ্যং বিস্তার্য্যতে সখ্যা ॥ ২৯ ॥

মধুমঙ্গলঃ । (সগর্ব্বং) ভো ! কীস ণ বিত্থারিদব্বং জত্থ অহং বিঅড্ঢো দুদহ্মি ।

পুনর্নেপথ্যে । সখি রাধে ! ধৃষ্টভ্রমরজল্পিতং পশ্যৈতৎ তৎ ক্ষণমত্রৈব তিষ্ঠাবঃ ।

মধু । ভো প্রিয়বয়স্য ! বামতঃ কিং ন পশ্যসি এষা ললিতয়া সার্দ্ধং রাধিকা সমাগতা ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণঃ । সখ্যা রাধয়া ইতি কৃষ্ণবিবক্ষিতং, বস্তুতস্তু সখ্যা সুবলেন শ্রীকৃষ্ণবাক্যস্যান্যথা প্রয়োগাসম্ভবাৎ ॥ ২৯ ॥

মধু । কস্মান্ন বিস্তারয়িতব্যং যত্রাহং বিদগ্ধো দূতোঽস্মি ।

(পুনরায় নেপথ্যে) সখি রাধে ! ধৃষ্টভ্রমর-ঝঙ্কৃত ঐ সেই পুন্নাগবৃক্ষ । অতএব আইস, আমরা এখানে ক্ষণকাল অবস্থান করি ।

মধুমঙ্গল । (চপলতা সহকারে) ওহে প্রিয়বয়স্য ! তুমি কি বাম দিকে দেখিতে পাইতেছ না যে, ললিতার সহিত শ্রীরাধিকা উপস্থিত হইয়াছেন ২৮

কৃষ্ণ । (উৎকণ্ঠা সহকারে) কি সৌভাগ্য ! সখী আমার লোচন-দ্বয়ের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন ! ২৯

মধুমঙ্গল । (গর্ব্বভরে) যেখানে আমার ন্যায় রসিক ব্যক্তি তোমার দূত হইয়াছে, সেখানে আনন্দ বিস্তার হইবে না কেন ?

কৃষ্ণঃ। সখে! পুরঃস্থয়োরপি মৎপ্রিয়য়োর্নির্ব্যলীকতা নাদ্যা-
প্যবধারিতা যদাভ্যাং ন সন্নিধীয়তে ॥ ৩০ ॥

মধুমঙ্গলঃ। পিঅবঅস্‌স! সুট্‌ঠু পসন্নং রাহিঅং জাণীহি জং
সাড়িঅঞ্চলঝম্পিদা মুরলী ঝলক্কই।

কৃষ্ণঃ। (সস্নেহং)

বিধুরেতি দিবা বিরূপতাং শতপত্রং বত শর্ব্বরীমুখে।
ইতি কেন সদা শ্রিয়োজ্জ্বলং তুলনামর্হতি মৎপ্রিয়াননং ?

(ইতি সকৌতুকমনুসর্পতি)

(নেপথ্যে)

বারিসহাণঙ্গী লচ্ছী ইয়ং পুরো রাইণী সমুগ্‌গমই।
চংদাঅলীকুডুম্বচওর মাহব! সুপ্পসহং ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণঃ। মৎপ্রিয়য়োঃ রাধাললিতয়োর্বস্তুতস্তু বৃন্দাসুবলয়োরব্যলীকতা প্রীতি। বস্তুতস্তু সত্যত্বং। "ব্যলীকং ত্বপ্রিয়েঽনৃতে" ইত্যমরঃ ॥ ৩০ ॥

মধু। প্রিয়বয়স্য! সুষ্ঠু প্রসন্নাং রাধিকাং জানীহি, যৎ সাটিকাঞ্চলাচ্ছাদিতা মুরলী ঝলকতি রাজতে।

নেপথ্যে। বার্ষভানবী লক্ষ্মীরিয়ং পুরো রাগিণী সমুদ্‌গচ্ছতি। হে চন্দ্রাবলীকুটুম্বচকোর মাধব সুপ্রসভং। "প্রসভস্তু বলাৎকারো হঠ!"—

কৃষ্ণ। *সখে! সম্মুখদৃষ্ট আমার প্রিয়াদ্বয়ের সত্যতা এখনও অবধারিত* হইল না, যে হেতু, উঁহারা এখনও আমার নিকটে আসিতেছেন না। ৩৭

মধুমঙ্গল। শ্রীরাধিকাকে বিশেষরূপে প্রসন্না বলিয়া অবগত হও, কারণ. ইঁহার সাড়ীর অঞ্চলে আচ্ছাদিত হইয়া মুরলী বিরাজ করিতেছে।

কৃষ্ণ। (স্নেহভরে) দিবাভাগে চন্দ্রের সে সুন্দর রূপ থাকে না, রাত্রিকালে কমলিনীও রূপহীনা হইয়া যান, তবে স দা শোভায় উজ্জ্বল আমার প্রিয়ার আননের কাহার সহিত তুলনা হইবে ?

(ইহা বলিয়া কৌতুকসহকারে গমন করিতে লাগিলেন)

(নেপথ্যে) অহে চন্দ্রাবলীর কুটুম্বচকোর! বৃষরাশিস্থ ভানুর

মধুমঙ্গলঃ। ললিদে! ভমিদাসি ণ কৃখু চওরো পেক্খ এসো রহঙ্গীরমণো জেণ বারিসহাণই লচ্ছী কামিজ্জই॥

(নেপথ্যে পুনরন্যতঃ) ভো কহ্ন! সুণাহি॥

মধুমঙ্গলঃ। (বিলোক্য সশঙ্কং) এসা ডাহিণে বিসালস্‌স বহিণী সারঙ্গী ণাম বালিআ॥

কৃষ্ণঃ। সখে! মা শঙ্কিষ্ঠাঃ, সুষ্ঠু বালিকেয়ং॥

ইত্যমরঃ। বার্ষভানবী লক্ষ্মীঃ বৃষস্থভানুসম্বন্ধিনী শোভা বৃষভানোকন্যায়াশ্চ শোভা, রাগিণী রক্তিমযুক্তা রাগঃ ক্রোধস্তদ্যুক্তা চ। বস্তুতস্তু অনুরাগবতী চ। চন্দ্রাবল্যাঃ কুটুম্বচকোররূপস্য কৃষ্ণস্য বলাৎকারেণ তত্র ধাবনং দুঃখদমেব ভবিষ্যত্যর্থঃ॥ ৩১॥

মধু। ললিতে! ভ্রান্তাসি, ন খলু চকোরঃ পশ্য এষ রথাঙ্গীরমণশ্চক্রবাকঃ, পক্ষে রথাঙ্গং চক্রং, এবঞ্চ পদদ্বয়ং যেন বার্ষভানবী লক্ষ্মীঃ কাম্যতে। শ্লেষার্থঃ পূর্ব্ববৎ।

নেপথ্যে। ভো কৃষ্ণ! শৃণু।

মধু। এষা দক্ষিণে বিশালস্য ভগিনী সারঙ্গীনাম্নী বালিকা।

শোভা রক্তিমাযুক্তা হইয়া অগ্রে সমুদিতা হইতেছেন, তুমি বলপূর্ব্বক সে দিকে ধাবিত হইও না॥ (পক্ষান্তরে অনুরাগবতী বৃষভানুনন্দিনী আসিতেছেন, তুমি চন্দ্রাবলীকুটুম্বচকোর, অতএব তুমি বলপূর্ব্বক সে দিকে ধাবিত, হইও না কারণ, চন্দ্রাবলীর প্রিয় ব্যক্তিকে দেখিলে শ্রীরাধার অনুরাগ ক্রোধে পরিণত হইবে)। ৩১

মধুমঙ্গল। ললিতে! তুমি ভ্রান্তা হইয়াছ; ইনি চকোর নহেন; পরন্তু দেখ, ইনি চক্রবাক, ইনি বার্ষভানবী লক্ষ্মীকেই কামনা করিতেছেন।

(অন্য দিক্ হইতে নেপথ্যে)

হে কৃষ্ণ! শ্রবণ কর।

মধুমঙ্গল। (দেখিয়া সভয়ে) এই যে দক্ষিণে বিশালের ভগিনী সারঙ্গী নাম্নী বালিকা উপস্থিত।

কৃষ্ণ। সখে! ভয়ের কোনও কারণ নাই, এ যথার্থই বালিকা।

সারঙ্গী। (প্রবিশ্য) ভো কহ্ন ! সুণাহি বুড্ঢিআ মুহরা ভণাদি ॥ ৩২ ॥

কীস তুএ মহ ণত্তিণী অলিঅং দূসিজ্জই জং তুজ্ঝ বংসিআ অহ্মেহিং কক্খড়িআহত্থে দিট্‌ঠা, তা মগ্গেহি ণং ত্তি।

কৃষ্ণঃ। সারঙ্গিকে ! বিজ্ঞাপয় মুখরাং যদহং লব্ধমুরলিকোঽস্মি ॥ ৩৩ ॥

(নেপথ্যে) হলা ! পচ্ছন্না হোহি পচ্ছণা হোহি।

সারঙ্গী। (নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য সের্ষ্যং) হলা রাহিএ !

সারঙ্গী। ভো কৃষ্ণ ! শৃণু, বৃদ্ধা মুখরা ভণতি ॥ ৩২ ॥

কস্মাৎ ত্বয়া মম নপ্‌ত্রী অলীকং দূষ্যতে, যত্তব বংশী অস্মাভিঃ কক্খটিকাহস্তে দৃষ্টা, তন্মার্গয় এনাং বংশিকামিতি।

কৃষ্ণঃ। জটিলয়া সহ অস্যাঃ সংবাদস্তদা নাভূদিতি গম্যতে ॥ ৩৩ ॥

নেপথ্যে। সখি প্রচ্ছন্না ভব প্রচ্ছন্না ভব।

সারঙ্গী। অয়ি রাধিকে ! বালকস্বভাবোক্তিরিয়ং, চৈত্যবৃক্ষস্য তলে

সারঙ্গী। (প্রবেশ পূর্ব্বক) অহে কৃষ্ণ ! বৃদ্ধা মুখরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। ৩২

কেন তুমি আমার নাতিনীর প্রতি অলীক দোষারোপ করিয়াছ, আমি কক্খটির হস্তে তোমার বংশী দেখিয়াছি, অতএব তাহার অনুসন্ধান কর।

কৃষ্ণ। সারঙ্গিকে ! মুখরাকে জানাইও যে, আমি মুরলী পাইয়াছি। ৩৩

(নেপথ্যে) সখি ! লুক্কায়িত হও।

সারঙ্গী। (নেপথ্যাভিমুখে দেখিয়া ঈর্ষ্যাভরে)

চেচ্চবুক্খস্স তলে তুমং আআরেদি মে ভাদুও, তা তত্থ কিংত্তি ণ গদাসি ?

(নেপথ্যে) হদাসে ! সাহাসারঙ্গমুহি সারঙ্গিএ ! তুমং বি দুদিআ জড়িলা সংবুত্তা তা বুড্‌ঢসদ্দূলস্স তুণ্ডকোড়রে পড়েহি।

সারঙ্গী। (সামর্ষং) ললিদে ! ওল্লট্টিঅ মং জ্জেব্ব তুমং তজ্জসি, তা অহং গদুঅ মাউসিআএ জড়িলাএ বিণ্ণবিস্সং। (ইতি নিষ্ক্রান্তা)

মধুমঙ্গলঃ। সারঙ্গী জাদু ণাম বালিআপলাবে কসস বীসম্ভো ?

ত্বাং আকারয়তি মম ভ্রাতা অভিমন্যুরিত্যর্থঃ। তত্তত্র কিমিতি ন গতাঽসি ?

নেপথ্যে। হতাশে ! শাখাসারঙ্গো বানরস্তস্য মুখমিব মুখং যস্যা ! হে তথাভূতে সারঙ্গিকে ! ত্বমপি দ্বিতীয়া জটিলা সংবৃত্তা তদ্বৃদ্ধশার্দ্দূলস্য তুণ্ড-কোটরে পত।

সারঙ্গী। ললিতে ! উলটিঅ ইতি অপরাধং কৃতবতী ত্বং তদপি মাং তর্জ্জসীত্যর্থঃ। তদহং গত্বা মাতৃস্বস্রে জটিলায়ৈ বিজ্ঞাপয়িষ্যামি।

মধু। সারঙ্গী যাতু নাম সম্ভাবনায়াং, বালিকাপ্রলাপে কস্য বিস্রম্ভঃ ? বিশ্বাসঃ ?

ওগো রাধিকে ! আমার ভ্রাতা চৈত্যবৃক্ষতলে তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, আর তুমি কি জন্যে সেখানে যাও নাই ?

(নেপথ্যে) হতভাগিনি মর্কটমুখি সারঙ্গিকে ! তুইও যে দ্বিতীয়া জটিলা হইয়াছিস্, তুমি বৃদ্ধ শার্দ্দূলের মুখের মধ্যে গমন কর্।

সারঙ্গী। (সক্রোধে) তুমি আমাকে আবার উল্টা গালি দিতেছ, অতএব থাক, আমি যাইয়া মাসীমাতা জটিলাকে বলিয়া দিতেছি।

(ইহা বলিয়া প্রস্থান)

মধুমঙ্গল। সারঙ্গী ত' বালিকা, তাহার প্রলাপে কাহার বিশ্বাস হইবে ?

(নেপথ্যে) সখি রাধে ! মুঞ্চ মুঞ্চ।

মধুমঙ্গলঃ। ভো সুণাহি সংকিএণ কিং ভণাদি ললিদা।

(পুনর্নেপথ্যে)

কিং তস্করীং যুবতিমানধনস্য বংশী-
মঙ্কে করোষি বিকির ত্বরয়া বিদূরে।
এষা প্রযাতু বনিতাম্বরতস্করায়
যোগ্যেন সঙ্গমিহ গচ্ছতু বস্তু যোগ্যং।

কৃষ্ণঃ। (স্মিত্বা) সখে ! পশ্যেয়মঞ্চলাদ্বংশীং বলাদিবাকৃষ্য পুরস্তাচ্চিক্ষেপ। তদিমাং গৃহাণ।

মধুমঙ্গলঃ ! (তথা করোতি) ॥ ৩৪ ॥

(নেপথ্যে দূরতঃ) অম্মো ! সারঙ্গীএ অসচ্চং ণ ভণিদং।

মধু। শৃণু, সংস্কৃতেন কিং ভণতি ললিতা।

নেপথ্যে। বিকির ক্ষিপ ॥ ৩৪ ॥

নেপথ্যে। অম্মো ইতি স্ত্রীণাং বিস্ময়োক্তিঃ ; সারঙ্গ্যা অসত্যং ন ভণিতং।

(নেপথ্যে) সখি রাধিকে ! শীঘ্র ত্যাগ কর, ফেলিয়া দাও।

মধুমঙ্গল। সখে ! ললিতা সংস্কৃতে কি বলিতেছে শ্রবণ কর।

(পুনরায় নেপথ্যে) যুবতীদিগের মানধনের বলপূর্ব্বক অপহরণকারিণী বংশীকে কেন ক্রোড়ে রাখিয়াছ, শীঘ্র উহাকে দূরে নিক্ষেপ কর, মহিলাগণের বস্ত্রতস্করের নিকট গমন করুক্, যোগ্য বস্তুর সহিত যোগ্য বস্তুরই মিলন ঘটুক।

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) সখে ! ঐ দেখ ললিতা অঞ্চল হইতে বংশীকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণপূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করিল। অতএব তুমি গিয়া উহাকে কুড়াইয়া লইয়া আইস।

মধুমঙ্গল। (তাহাই করিলেন) ।৩৪

(নেপথ্যে দূর হইতে) ও মা ! সারঙ্গী ত' অসত্য বলে নাই।

কৃষ্ণঃ। (সব্যথং) সখে! পশ্য পুরো নিষ্ঠুরেয়মুপস্থিতা জরতী॥

মধুমঙ্গলঃ। হন্ত সাঅণকহ্নভুঅঙ্গীব্ব কূরমুহী এসা রোসা-বেসেণ জট্‌ঠিং খিপংন্তী পরুসং গজ্জই জডিলা॥ ৩৫॥

(নেপথ্যে)। ভো দুক্কুলাঙ্গারধূমলেহে! পচ্চহং বঞ্চেসি, দাণিং কা পউত্তী?

মধুমঙ্গলঃ। হদ্ধী হদ্ধী কঅলীব্ব কম্পই রাহিআ॥ ৩৬॥

(নেপথ্যে)। অজ্জে! পসীদ পসীদ। ণ কৃখু অম্হে অবরজ্ঝম্হ।

মধু। শ্রাবণকৃষ্ণভুজঙ্গীব ক্রূরমুখী এষা রোষাবেশেন যষ্টিং ক্ষিপন্তী পরুষং গর্জ্জতি জটিলা॥ ৩৫॥

নেপথ্যে। ভোঃ দুষ্কুলাঙ্গারধূমলেখে! প্রত্যহং বঞ্চসি, ইদানীং কা প্রবৃত্তিঃ?

মধু। হা ধিক্ হা ধিক্ কদলীব কম্পতে রাধা॥ ৩৬॥

(নেপথ্যে) আর্য্যে! প্রসীদ প্রসীদ ন খলু বয়ং অপরাধ্যামঃ।

কৃষ্ণ। (ব্যথা সহকারে) সখে! দেখ সম্মুখে নিষ্ঠুরা জটিলা উপস্থিত।

মধুমঙ্গল। হায়! হায়! শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণভুজঙ্গিনীর ন্যায় ক্রূর-মুখী জটিলা রোষাবেশে যষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিষ্ঠুরভাবে গর্জ্জন করিতেছে। ৩৫

(নেপথ্যে)। অরে দুষ্টকুলাঙ্গারকালামুখি! প্রত্যহই ত' আমাকে বঞ্চনা করিস্, এখন আবার তোর এ কি প্রবৃত্তি?

মধুমঙ্গল। হা ধিক্! হা ধিক্! শ্রীরাধিকা কদলীতরুর ন্যায় কম্পিতা হইতেছেন। ৩৬

(নেপথ্যে): আর্য্যে! প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন, আমরা কোনও অপরাধ করি নাই।

মধুমঙ্গলঃ। ভো বঅস্স! পেক্‌খ, রাহিঅং হত্থে ঘেত্তুণ ললিদাএ সমং পত্থিদা বুড্‌ঢি।

কৃষ্ণঃ। (সখেদং) ন জানে কিমদ্য প্রতিপদ্যতে কঠোরহৃদয়ং জটিলা, তদুপস্থত্য তত্ত্বমবধার্য্যতাং।

মধুমঙ্গলঃ। (নিষ্ক্রান্তঃ)

কৃষ্ণঃ। (নিশ্বস্য)

ব্যক্তিং গতে মম রহস্যবিনোদবৃত্তে
রুষ্টো লঘিষ্ঠহৃদয়স্তরসাভিমন্যুঃ।
রাধাং নিরুধ্য সদনে বিনিগূহতে বা
হা হন্ত লম্ভয়তি বা যদুরাজধানীং ॥ ৩৭ ॥

মধু। ভো বয়স্য! পশ্য, রাধিকাং হস্তে গৃহীত্বা ললিতয়া সমং প্রস্থিতা বৃদ্ধা।

কৃষ্ণঃ। সদনে গৃহে নিরুধ্য বিনিগূহতে সংবৃণোতি। যদুরাজধানীং মথুরাং ॥ ৩৭ ॥

মধুমঙ্গল। অহে বয়স্য! ঐ দেখ শ্রীরাধিকার হস্ত ধারণ করিয়া ললিতার সহিত বৃদ্ধা চলিয়া গেল।

কৃষ্ণ। (খেদের সহিত) না জানি আজ কি ব্যাপার ঘটিবে, জটিলা অতি কঠোরহৃদয়া, অতএব তুমি যাইয়া সকল বিষয় জানিয়া আইস।

মধুমঙ্গল। (প্রস্থান করিলেন)

কৃষ্ণ। (নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক) হায়! আমার এই রহস্য-মিলন-বৃত্তান্ত প্রকাশ পাইলে অতি লঘুহৃদয় অভিমন্যু রুষ্ট হইয়া শ্রীরাধিকাকে গোপনে গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিবে অথবা তাহাকে যদুরাজধানী মথুরায় লইয়া যাইবে। ৩৭

মধুমঙ্গলঃ। (প্রবিশ্য) পিঅবঅস্স! অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং। ণূণং রাহিআ কাম্পি বিজ্জাং জাণই।

কৃষ্ণঃ। কথ্যতাং কীদৃশী বিদ্যা দৃষ্টা?

মধুমঙ্গলঃ। ভো! কুলবুড্ঢাহীরীমণ্ডলে ণিবিট্টাএ ভঅবদীএ অগ্গদো বিক্কোসংতী জড়িলা রাহিঅং ণীদা।

কৃষ্ণঃ। ততস্ততঃ?

মধুমঙ্গলঃ। তদো দিট্টং মএ সিণেহেণ বিক্খোহিদাসু সব্বাসু সা রাহিআ ওগ্গুণ্ঠণং উচ্ছারিঅ হসংতো সুবলো সংবুত্তো।

কৃষ্ণঃ। (স্মিত্বা) ততস্ততঃ?

মধু। প্রিয়বয়স্য! আশ্চর্য্যং আশ্চর্য্যম্। নূনং রাধিকা কামপি বিদ্যাং জানাতি।

মধু। ভোঃ! কুলবৃদ্ধাভীরীমণ্ডলে নিবিষ্টায়াঃ ভগবত্যাঃ অগ্রতো বিক্রোশন্তী জটিলা রাধিকাং নীতা।

মধু। ততো দৃষ্টং ময়া স্নেহেন বিক্ষুভিতাসু সর্ব্বাসু সা রাধিকা অবগুণ্ঠনং উৎসার্য্য ত্যক্ত্বা হসন্ সুবলঃ সংবৃত্তঃ।

মধুমঙ্গল। (প্রবেশপূর্ব্বক) প্রিয়বয়স্য! আশ্চর্য! আশ্চর্য্য! নিশ্চিত শ্রীরাধিকা কোনও বিদ্যা অবগত আছেন।

কৃষ্ণ। কিরূপ বিদ্যা দেখিলে, তাহা বল?

মধুমঙ্গল। কুলবৃদ্ধাভীরীমণ্ডলে ভগবতী পৌর্ণমাসী সমাসীনা ছিলেন, জটিলা শ্রীরাধাকে তথায় তিরস্কার করিতে করিতে লইয়া গেল।

কৃষ্ণ। তার পর, তার পর?

মধুমঙ্গল। তাহার পর দেখিতে পাইলাম, সকলে স্নেহভরে বিক্ষুব্ধ হইলে রাধিকা অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া হাসিতে হাসিতে সুবল হইলেন।

কৃষ্ণ। (মৃদুহাস্যপূর্ব্বক) তার পর, তার পর?

মধুমঙ্গলঃ। তদো হাসকোলাহলে উবরদে রুট্‌ঠাহিং সব্বাহিং নিব্ভচ্ছিদা লজ্জাএ ণদমুহী জড়িলা পলাইদা ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণঃ। কথ্যতাং, তয়োর্দ্বিতীয়া কথমভূৎ ?

মধুমঙ্গলঃ। রাহিআএ কপ্পে পড়িদেণ কেণ বি মংতেণ পঢমং জ্জেব্ব সা বুংদা কিদা।

কৃষ্ণঃ। সখে! ন রাধিকায়াঃ খল্বিয়ং বিদ্যা। কিন্তু তামভিমন্যুনা সমাহূতামবধার্য্য মদ্বিনোদায় বৃন্দয়া প্রণীতমিদং কৌতূহলং।

মধুমঙ্গলঃ। (সাট্টহাসং) ভো পিঅবঅস্‌স! সচ্চং বিঅ কহেসি। দিট্‌ঠং মএ পুণো বি বুংদাএ ণিম্মিদো রাহাবেসো সুঅলো মুহরাঘরে প্পবিসদি ॥ ৩৯ ॥

মধু। ততো হাসকোলাহলে উপরতে রুষ্টাভিঃ সর্ব্বাভির্নির্ভৎ'সিতা লজ্জয়া নতমুখী জটিলা পলায়িতা ॥ ৩৮ ॥

মধু। রাধিকয়া কর্ণে পঠিতেন কেনাপি মন্ত্রেণ প্রথমমেব সা বৃন্দা কৃতা।

মধু। ভোঃ প্রিয়বয়স্যঃ! সত্যমিব কথয়সি, দৃষ্টং ময়া পুনরপি বৃন্দয়া নির্ম্মিতরাধাবেশঃ সুবলঃ মুখরাগৃহে প্রবিশতি ॥ ৩৯ ॥

মধুমঙ্গল। অতঃপর হাস্যকোলাহল নিবৃত্ত হইলে সকলেই ক্রোধভরে জটিলাকে তিরস্কার করিতে লাগিলে জটিলা লজ্জায় নতমুখী হইয়া পলায়ন করিল। ৩৮

কৃষ্ণ। ঐ দুই জনের দ্বিতীয়ার কি হইল ? তাহা বল।

মধুমঙ্গল। শ্রীরাধিকা কর্তৃক কর্ণে পঠিত কোনও মন্ত্রের প্রভাবে প্রথম হইতেই দ্বিতীয়া বৃন্দারূপে পরিণতা হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণ। সখে! ইহা শ্রীরাধিকার বিদ্যা নহে, কিন্তু অভিমন্যু তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে মনে করিয়া বৃন্দাই আমার আনন্দবর্দ্ধনের জন্য এই কৌতুকের বিধান করিয়াছেন।

মধুমঙ্গল। (অট্টহাস্যের সহিত) প্রিয়বয়স্য! তুমি সত্যই

(নেপথ্যে)

দধানা মধ্যাহ্নজ্বলদরুণকান্তপ্রতিময়া
বপুস্তুল্যং গণ্ডস্থলতুলিতকারণ্ডবরুচিঃ।
কৃশাঙ্গীয়ং নিদ্রাপরিমলদরিদ্রাক্ষিকমলা *
সখী রাধা বাধাং হরিবিরহখিন্না প্রথয়তি॥

কৃষ্ণঃ। (সদৃষ্টিক্ষেপং) সখে! দিষ্ট্যা, কীরেণামুনা সমাশ্বাসিতোঽস্মি॥ ৪০॥

মধুমঙ্গলঃ। ণূণং বুংদাভাসিদং অণুকরেদি কীরো।

কৃষ্ণঃ। সখে! দ্রষ্টুমিচ্ছামি তাদৃশৌ বৃন্দাসুবলৌ, ততস্তূর্য্যতাং।

নেপথ্যে। রাধা হরিবিরহখিন্না সতী বাধাং পীড়াং প্রথয়তি। কথম্ভূতা? মধ্যাহ্নে জ্বলন্তী যা অরুণকান্তপ্রতিমা সূর্য্যকান্তময়ী প্রতিমা তয়া তুল্যং বপুর্দধানা গণ্ডস্থলেন তুলিতা কারণ্ডবো হংসভেদঃ॥ ৪০॥

মধু। নূনং বৃন্দাভাষিতমনুকরোতি কীরঃ।

বলিয়াছ, কারণ, আমি দেখিলাম, সুবল পুনরায় বৃন্দানির্ম্মিত রাধাবেশ ধারণ করিয়া মুখরার ঘরে প্রবেশ করিল। ৩৯

(নেপথ্যে)। এই কৃশাঙ্গী রাধা হরিবিরহে খিন্না হইয়া মধ্যাহ্নের সূর্য্যকান্তমণিময়ী প্রতিমার তুল্য অরুণবর্ণ শরীর ও কারণ্ডব† পক্ষীর ন্যায় গণ্ডস্থলের কান্তি ও নিদ্রাবেশে দরিদ্র নয়নকমলযুগল ধারণ করিয়া দুঃখাতিশয্য বিস্তার করিতেছেন।

কৃষ্ণ। (দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক) সখে! সৌভাগ্যবশতঃ ঐ শুক পক্ষীই আমাকে আশ্বাস প্রদান করিল। ৪০

মধুমঙ্গল। শুকপক্ষী নিশ্চয়ই বৃন্দার বাক্যের অনুকরণ করিতেছে।

কৃষ্ণ। আমি ঐরূপ বৃন্দা ও সুবলকে দেখিতে ইচ্ছা করি, অতএব শীঘ্র চল।

---

* "কবলা"—ইতি পাঠান্তরং।

† কারণ্ডব এক প্রকার হংস।

মধুমঙ্গলঃ। (বংশীং কৃষ্ণকরে নিক্ষিপ্য পরিক্রামতি)

কৃষ্ণঃ। সুবিচ্যুতাং বংশীমুপলব্ধোঽস্মি, তদেনাং পূরয়ামি।

(ইতি তথা করোতি)

মধুমঙ্গলঃ। (ক্ষণমুৎকর্ণো ভবন্ সংস্কৃতেন)

মনোহারী কোঽপি প্রতিমুখবিসারী মৃদুতয়া
বিরাবোঽয়ং বর্য্যাং শ্রবণপরিচর্য্যাং রচয়তি।
ততো কর্ণোত্তংসীকৃতচটুলবংশীকলরুতি-
নিরাতঙ্কা শঙ্কে মিলতি কলবিঙ্কাবলিরিতঃ ॥ ৪১ ॥

(পুনর্বিলোক্য) হী হী, সদ্দসাধম্মেণ পদারিদোম্হি ভং কঙ্কণ-সিঞ্জিদং ক্খু এদং।

মধু। প্রতিমুখং সর্ব্বাসু দিক্ষু বিসর্ত্তুং বিশেষেণ গন্তুং শীলমস্য তথাভূতো বিরাবঃ শ্রবণয়োঃ সৌখ্যং করোতি। অতএব হেতোঃ কলবিঙ্কাবলিঃ চটকসমূহঃ ইতো মিলতীতি শঙ্কে, কর্ণোত্তংসীকৃতা চটুলা বংশীকলরুতির্যয়া তথাভূতা সতী।

হী হী। আশ্চর্য্যে শব্দসাধর্ম্ম্যেণ প্রতারিতোঽস্মি, যৎ কঙ্কণশিঞ্জিতং খল্বিদং।

মধুমঙ্গল। (কৃষ্ণের হস্তে বংশী প্রদান পূর্ব্বক পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন)

কৃষ্ণ। দীর্ঘকাল যে বংশী হস্তবিচ্যুত হইয়াছিল, তাহা পাওয়া গিয়াছে, অতএব একবার বংশীবাদন করি। (তাহাই করিলেন)

মধুমঙ্গল। (ক্ষণকাল উৎকর্ণ হইয়া সংস্কৃতে) সর্ব্বত্র বিস্তারশীল এই মনোহরণকারী রব মৃদুতাহেতু সুন্দররূপে) শ্রবণের সুখবিধান করিতেছে, মনে হইতেছে, তাহাতেই চটকসমূহ কর্ণসুখপ্রদ এই বংশীর মধুর রব শ্রবণে নির্ভয়ে আসিয়া মিলিত হইতেছে! ৪১

(পুনরায় অবলোকনপূর্ব্বক) আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য! শব্দসাদৃশ্যে প্রতারিত হইয়াছি, কেন না, ইহা নিশ্চয়ই কঙ্কণের শব্দ।

(ততঃ প্রবিশতি ললিতয়াঽনুগম্যমানা রাধা)

রাধা। অমিয়ং পিঅসি সুমহুরং
বমসি রুঅং বিস্সমোহণং বিসমং।
তুজ্ঝ ণ দূষণমধবা মুরলি!
জদো দারুণাসি কিদা॥

ললিতা। হলা! পুরদো পুন্নাঅস্স মূলে কহ্নো রাঅদি।

মধুমঙ্গলঃ। (বিলোক্য সহর্ষং) দূরে মগ্গণিজ্জো অত্থো কহং সঅং জ্জেব্ব হত্থে উবত্থিদো! (ইতি পরাবৃত্য) পিঅবঅস্স! পেক্খ, বৃংদাএ সদ্ধং সুঅলো তুজ্ঝ সন্নিহিং লদ্ধো॥ ৪২॥

রাধা। অমৃতং পিবসি সুমধুরং বমসি রুতং বিশ্বমোহনং বিষমং। তব ন দূষণমথবা মুরলি! যতো দারুণাঽসি কৃতা। দারুণা কৃপাহীনা, পক্ষে দারুণা কাষ্ঠেন কৃতা।

ললি। সখি! পুরতঃ পুন্নাগস্য মূলে কৃষ্ণো রাজতে।

মধু। দূরে মার্গণীয়োঽর্থঃ কথং স্বয়মেব হস্তে উপস্থিতঃ! প্রিয়বয়স্য! পশ্য বৃন্দয়া সার্দ্ধং সুবলস্তব সন্নিধিং লব্ধঃ॥ ৪২॥

(তদনন্তর পশ্চাতে ললিতাসহ শ্রীরাধার প্রবেশ)

অয়ি মুরলি। তুমি সুমধুর অমৃত পান করিতেছ এবং বিষম বিশ্বমোহন রব উদ্গার করিতেছ, ইহাতে তোমার কোনও দোষ নাই; কারণ, কঠিন কাষ্ঠের দ্বারা তুমি নির্ম্মিতা হইয়াছ।

ললিতা। সখি! পুরোভাগে পুন্নাগ তরুর মূলে কৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন।

মধুমঙ্গল। (অবলোকন পূর্ব্বক সহর্ষে) দূরে অন্বেষণীয় অর্থ যে স্বয়ংই হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। (এই বলিয়া মুখ ফিরাইয়া) প্রিয়বয়স্য! দেখ, বৃন্দার সহিত সুবল তোমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত। ৪২

কৃষ্ণঃ। (সস্নেহমালোক্য) হন্ত! প্রিয়ে সখ্যৌ প্রবিষ্টা মে দৃষ্টিঃ প্রকামমামোদতে। (ইতি পরিক্রম্য) ভোঃ সখীনাং শিখামণে! তরসা সন্নিধীয়তাং।

রাধিকা। (সস্মিতমপবার্য্য) হলা! মং কৃখু সুঅলং জেব্ব জাণাদি দে বঅস্সো।

কৃষ্ণঃ। সখে মধুমঙ্গল! পশ্য, সংবিধানকস্য কিমপি সৌষ্ঠবং, যদসৌ সাক্ষাদগ্রতো রাধিকেব সবয়স্যা প্রতিভাতি।

ললিতা। হলা রাহে। অপরিফুল্লো এসো সুরবল্লহো॥ ৪৩॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে সখ্যৌ সুবলে প্রবিষ্টা দৃষ্টিঃ বস্তুতস্তু প্রিয়ে সখ্যৌ পূর্ব্বং প্রবিষ্টা যা দৃষ্টিঃ ইদানীমামোদতে। সখীনাং শিখামণে ইত্যুভয়থাপি সারূপ্যং সংবিধানকস্য শিল্পস্য।

রাধিকা। সখি! মাং খলু সুবলমেব জানাতি তে বয়স্যঃ।

ললি। সুরবল্লভঃ পুন্নাগঃ, পক্ষে ভঙ্গ্যা কৃষ্ণশ্চ॥ ৪৩॥

কৃষ্ণঃ। (সস্নেহে অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! প্রিয়সখাতে আমার দৃষ্টি প্রবিষ্ট হইয়া আমাকে অত্যন্ত আনন্দিত করিতেছে। (এই বলিয়া পরিক্রমণ পূর্ব্বক) অহে সখাদিগের শিরোমণি। শীঘ্র আমার নিকটে আগমন কর।

রাধিকা। (মৃদুহাস্যপূর্ব্বক হস্তাবরণ করিয়া) সখি ললিতে। তোমার বয়স্য আমাকে সুবল বলিয়াই মনে করিতেছেন।

কৃষ্ণ। সখে মধুমঙ্গল! দেখ, সজ্জার কি অপূর্ব্ব কৌশল! যে হেতু, আমার অগ্রে যেন সখীসহিতা শ্রীরাধিকাই প্রকাশ পাইতেছেন।

ললিতা। সখি রাধিকে! এই সুরবল্লভ (অর্থাৎ পুন্নাগ বৃক্ষ) প্রফুল্ল হন নাই। ৪৩

মধুমঙ্গলঃ। (সের্ষ্যং) ঠগ্‌গিণি বুংদে! অজ্জ কি কিংত্তি অহ্মাণং পুরদো রাহি ত্তি ভণাসি? সুঅল ত্তি উজ্জুঅং কহেহি।

কৃষ্ণঃ। সখে! মা ত্বমেবং ব্রবীঃ; প্রকামং রাধাভিধানং ধিনোতি মাং, তদনেনাহমপ্যামন্ত্রয়িষ্যে। (ইতি সন্নিধায়) সখি রাধে! পরিষ্বজস্ব মাং ক্ষণমহং তদেব প্রিয়াভিমর্ষসৌখ্যমনুভবামি।

ললিতা। (রাধাং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা) ণাঅর! তত্থ গদুঅ সুঅলং জ্জেব্ব আলিঙ্গেহি, অলং ইমিণা দন্তমুদ্দাপওএণ।

মধুমঙ্গলঃ। (সরোষং) বুংদে তুমং পইদীএবি ণূণং ললিদা সংবুত্তা, জং পজ্জুস্সুঅং পিঅবঅস্সং বারেসি।

মধু। ঠগ্‌গিনি ধূর্ত্তে বৃন্দে! অদ্যাপি কিমিতি অস্মাকং পুরতঃ রাধেতি ভণসি? সুবলমিতি ঋজুং কথয়।

কৃষ্ণঃ। ধিনোতি প্রীণয়তি। আমন্ত্রয়িষ্যে সম্বোধয়িষ্যামি।

ললি। নাগর! তত্র গত্বা সুবলমেবালিঙ্গয়। অলমনেন দন্তমুদ্রা-প্রয়োগেণ।

মধু। বৃন্দে! ত্বং প্রকৃত্যাপি নূনং ললিদা সংবৃত্তা, যৎ পর্য্যুৎসুকং প্রিয়বয়স্যং বারয়সি।

মধুমঙ্গল। (ঈর্ষ্যা সহকারে) ধূর্ত্তে বৃন্দে! এখনও আমাদের সম্মুখে রাধা রাধা বলিতেছ? সরলভাবে সুবলই বল।

কৃষ্ণ। সখে! তুমি এরূপ বলিও না, আমাকে রাধানাম বড়ই আনন্দ দান করিতেছে, অতএব ঐ নামেই আমি সম্বোধন করিব। (ইহা বলিয়া নিকটে গমনপূর্ব্বক) সখি রাধে! আমাকে আলিঙ্গন কর, আমি ক্ষণকালের জন্য প্রিয়ার আলিঙ্গন-সুখ অনুভব করি।

ললিতা। (শ্রীরাধাকে পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া) নাগর! সেখানে যাইয়া সুবলকেই আলিঙ্গন কর, এখানে দন্তমুদ্রা প্রয়োগের আবশ্যক নাই।

মধুমঙ্গল। (সক্রোধে) বৃন্দে! তুমি যে প্রকৃতিতেও ললিতা হইয়া পড়িলে, যে হেতু, তুমি অত্যন্ত উৎসুক প্রিয়বয়স্যকে নিবারণ করিতেছ।

বৃন্দা। (প্রবিশ্য) সখি রাধে! ত্বদ্ভুজবল্লরীস্পর্শকামুকোঽয়ংপুরস্তাৎ পুন্নাগঃ, তদেনং দোহদদানেনোৎফুল্লয় ॥ ৪৪ ॥

মধুমঙ্গলঃ। (সবিস্ময়ং) বঅস্স! দিট্ঠং বুংদাএ ইংদজালং। (ইতি সকৌতুকমবেক্ষ্য) ইংদজালিণি বুংদে! ঘণাইদী বি ধূমলেহা বিঅড্ঢসারঙ্গং কড্টিদুং ণারিহদি।

বৃন্দা। আর্য্য! তড়িদ্দামকণ্ঠীয়ং কাদম্বিনী প্রতীয়তাম্।

কৃষ্ণঃ। (নিভাল্য সবিস্ময়ং) কথং সত্যমেবানয়া রঙ্গণমালিকয়া ত্বস্ত্যজকণ্ঠীয়ং প্রিয়া মে বার্ষভানবী।

বৃন্দা। দোহদং পুষ্পোৎপত্ত্যর্থং ঔষধং অভীষ্টঞ্চ উৎফুল্লয় পুষ্পবন্তং কুরু আনন্দয় চ ॥ ৪৪ ॥

মধু। বয়স্য! দৃষ্টং বৃন্দায়া ইন্দ্রজালং। ইন্দ্রজালিনি বৃন্দে! ঘনাকৃতিরপি ধূমলেখা বিদগ্ধসারঙ্গং কর্ষিতুং নার্হতি। সারঙ্গশ্চাতকঃ।

বৃন্দা। কাদম্বিনী মেঘমালা। তেন ত্বং আক্রষ্টুং যোগ্যৈবেয়মিত্যর্থঃ, নায়ং সুবলঃ সত্যমেব রাধেতি **ভাবঃ**। তড়িদ্দাম কণ্ঠিত্বাসাধারণলক্ষণেন কৃষ্ণঃ পরিচিনোতি সত্যমিতি কৃত্রিমৈব রাধা সুবলঃ।

বৃন্দা। (প্রবেশ পূর্ব্বক) সখি রাধিকে! তোমার ভুজলতার স্পর্শকামনাকারী এই পুন্নাগ বৃক্ষ তোমার সম্মুখে বিরাজমান, অতএব ইহাকে দোহদদানে প্রফুল্ল কর। (দোহদ শব্দের দুইটি অর্থ, একটি—পুষ্পোৎপত্তির জন্য ঔষধ, অন্যটি অভীষ্ট)। ৪৪

মধুমঙ্গল। (বিস্মিত হইয়া) বয়স্য! বৃন্দার ইন্দ্রজাল দেখিলে ত'? (এই বলিয়া সকৌতুকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) ইন্দ্রজালিনি বৃন্দে! ধূমরাশি মেঘের ন্যায় হইলেও তাহা অভিজ্ঞ চাতককে আকর্ষণ করিতে পারে না।

বৃন্দা। আর্য্য! বিদ্যুৎমালা ইহার কণ্ঠে, অতএব ইহাকে মেঘ বলিয়াই প্রতীতি হউক।

কৃষ্ণ। (ভাল করিয়া দেখিয়া বিস্ময়-সহকারে) সত্যই রঙ্গণমালিকা কণ্ঠ হইতে ত্যাগ করিতে অসমর্থা এই যে আমার প্রিয়া বৃষভানুকুমারী!

মধুমঙ্গলঃ। অই বুংদে! দেই! পসীদ পসীদ, মা কৃখু বুড্‌ঢিং মোহেহি, জং রাহা চেচ্চবুক্‌খতলে পত্থিদা।

বৃন্দা। আর্য্য! রঙ্গণমালিকাস্পর্শানভিজ্ঞকণ্ঠী কৃত্রিমৈব রাধিকা বিশাখয়া সার্দ্ধং তত্র গতা॥ ৪৫॥

কৃষ্ণঃ। (রাধামবলোক্য)

তবানুকারাৎ সুবলং দিদৃক্ষুণা
ময়া ত্বমাপ্তা পরতঃ সুদুর্ল্লভা।
সাদৃশ্যতঃ কাচমিবাভিলষ্যতা
প্রেমাগ্রভূমির্বণিজা হরিন্মণিঃ॥ ৪৬॥

রাধিকা। চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ, বিন্নাদোহসি।

মধু। অয়ি বৃন্দে! দেবি! প্রসীদ প্রসীদ, মা খলু বুদ্ধিং মোহয়, যৎ রাধা চৈত্যবৃক্ষতলে প্রস্থিতা।

বৃন্দা। কৃত্রিমৈব রাধা সুবলঃ অতএব তত্রোক্তং "পুণো বুংদাএ ণিম্মিদরাহাবেসো সুঅলো মুহরাঘরে পবিসদি" ইতি॥ ৪৫॥

কৃষ্ণঃ। অনুকারাৎ সাদৃশ্যাদ্ধেতোঃ। হরিন্মণির্মরকতং॥ ৪৬॥

রাধা। তিষ্ঠ তিষ্ঠ, বিজ্ঞাতোহসি।

মধুমঙ্গল। অয়ি বৃন্দাদেবি! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও, বুদ্ধিকে আর বিমোহিত করিও না, শ্রীরাধা ত' চৈত্যবৃক্ষতলে গমন করিয়াছেন?

বৃন্দা। আর্য্য! রঙ্গণমালিকার স্পর্শ যাঁহার কণ্ঠে অনুভূত হয় নাই, সেই কৃত্রিম রাধাই বিশাখার সহিত তথায় গিয়াছেন। ৪৫

কৃষ্ণ। (শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া) কাচ অন্বেষণ করিতে যাইয়া যেমন কোনও বণিক্ সাদৃশ্যবশে মরকতমণি প্রাপ্ত হয়, হে প্রিয়ে! তোমার রূপের অনুকরণকারী সুবলকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া—প্রেমময়ী সুদুর্ল্লভা তোমাকেই প্রাপ্ত হইলাম। ৪৬

রাধিকা। থাক থাক, বুঝিতে পারিয়াছি।

ললিতা। জলই সহী মহ রাহী মংদা জং হোই নীলিণী রাআ।
কহ্ন তুমং ণংদসি জং ধণ্ণো হালিদ্দরাওসি ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণ। রোহিণ্যধরশোভয়া বিহরসে জ্যেষ্ঠাঽসি বামভ্রুবাং।
বাণ্যা রাজসি চিত্রয়া পরিজনেষ্বার্দ্রাং ধিয়ং যচ্ছসি।
রাধে ত্বং শ্রবণোত্তরেতি পরিতস্তারোদয়োল্লাসিনী
নাশ্লেষার্পণদীক্ষিতে ময়ি কথং দাক্ষিণ্যমাতিষ্ঠসি ?

ললি। জ্বলতি সখী মম রাধা মন্দা যদ্ভবতি নিলীনী রাগা। কৃষ্ণ! ত্বং নন্দসি যৎ ধন্যো হারিদ্ররাগোঽসি। হারিদ্ররাগস্য গ্রহণে ত্যাগে চ সুকরত্বাৎ তব রাধাবিষয়ে দুঃখং নোৎপদ্যতে, নীলীরাগস্য ত্যাগে দুঃশকত্বাৎ ত্বদ্বিষয়ে দুঃখমেব প্রাপ্নোতি মে সখীতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণঃ। অধরশোভয়া ত্বং রোহিণী লোহিতবর্ণা, পক্ষে শব্দশ্লেষেণ নক্ষত্রং। জ্যেষ্ঠা শ্রেষ্ঠা, পক্ষে তন্নাম নক্ষত্রং। চিত্রয়া মনোহরয়া বাণ্যা রাজসি, পক্ষে পূর্ব্ববৎ। আর্দ্রাং সুখদাং, পক্ষে আর্দ্রানামনক্ষত্রম্। শ্রবণাভ্যাং কর্ণাভ্যাং উত্তরা শ্রেষ্ঠা, পক্ষে শ্রবণা চাসৌ উত্তরা চেতি সা।

ললিতা। আমার প্রিয়সখী শ্রীরাধিকা নীলরাগময়ী বলিয়া অতিশয় মন্দভাগ্যহেতু প্রেমানলে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছেন, আর হরিদ্রারাগপ্রযুক্ত তুমি সৌভাগ্যবান্ এবং সর্ব্বদাই আনন্দ ভোগ করিতেছ। *

কৃষ্ণ। অধরশোভায় তুমি রোহিণীর ন্যায় (অর্থাৎ লোহিতবর্ণা) বিরাজ করিতেছ, তুমি সুন্দরীদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠা (অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠা) তুমি চিত্রা (বিচিত্রা) বাণীর সহিত বিরাজ করিতেছ, তুমি পরিজনগণে আর্দ্রা (সুখদায়িনী) বুদ্ধি সমর্পণ করিয়া থাক, তোমার শ্রবণদ্বয়

---

* নীলদ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র পুনঃ পুনঃ প্রক্ষালনেও নীলিমা ত্যাগ করে না—তদ্রূপ যে রাগের কিছুতেই ধ্বংস নাই, তাহাকে নীলীরাগ বলে, পক্ষান্তরে হরিদ্রার দ্বারা রঞ্জিত বসন প্রক্ষালন করিলে হরিদ্রাবর্ণ প্রক্ষালিত হইয়া যায় ; তজ্জন্য সহজে বিনাশশীল রাগকে হরিদ্রারাগ কহে।

বৃন্দা। মুধা মানোন্নাহাদ্গ্লপয়সি কিমঙ্গানি কঠিনে ! ?
রুষং ধৎসে কিংবা প্রিয়পরিজনাভ্যর্থনবিধৌ ? ।
প্রকামং তে কুঞ্জালয়গৃহপতিস্তাম্যতি পুরঃ
কৃপালক্ষ্মীবন্তং চটুলয় দৃগন্তং ক্ষণমিহ ॥

কৃষ্ণঃ। নিষ্ঠুরা ভব মৃদ্বী বা প্রাণাস্ত্বমসি রাধিকে ! ।
অস্তি নান্যা চকোরস্য চন্দ্রলেখাং বিনা গতিঃ ॥ ৪৮ ॥

তারাণাং মুক্তানাং নক্ষত্রাণাং চ উদয়ে উল্লাসিনী ইতি শব্দহেতৌ, অতএব অশ্লেষানক্ষত্রং তস্যা অর্পণে, পক্ষে আশ্লেষ আলিঙ্গনং, দাক্ষিণ্যং আনুকূল্যং ।

উন্নাহোবৃদ্ধিস্তস্মাৎ। ইহ কৃষ্ণে দৃগন্তং কটাক্ষং চটুলয় চঞ্চলয়, কীদৃশং দৃগন্তং ? কৃপালক্ষ্মীবন্তং ॥ ৪৮ ॥

(অর্থাৎ কর্ণদ্বয়) অতি সুন্দর, তুমি সর্ব্বতোভাবে তারোদয়ে (তারাগণের উদয়ে, অপরার্থে মুক্তাহারে) উল্লাসময়ী, তবে আশ্লেষার্পণদীক্ষিতা (এখানে শব্দশ্লেষে অশ্লেষা নক্ষত্রও বুঝাইতেছে) হইয়াও আমাতে দাক্ষিণ্য অবলম্বন করিতেছ না কেন ? (এই শ্লোকে নক্ষত্রগণের নামের দ্বারা শব্দশ্লেষ দেখান হইয়াছে)।

বৃন্দা। হে কঠিনে ! মানবৃদ্ধিহেতু অঙ্গসকলকে বৃথা ক্লেশ দিতেছ কেন ? প্রিয় পরিজনবর্গের প্রার্থনা বিষয়ে কেনই বা রোষ প্রকাশ করিতেছ ? তোমার সম্মুখবর্ত্তী কুঞ্জালয়ের গৃহপতি যথেষ্টরূপে ক্লেশ পাইতেছেন, ক্ষণকালের জন্যও তোমার কৃপাশোভাশালী নয়নাঞ্চল ইঁহার প্রতি নিক্ষেপ কর।

কৃষ্ণ। হে রাধিকে ! তুমি নিষ্ঠুরাই হও বা মৃদুস্বভাবাই হও, তুমিই আমার প্রাণ, যে হেতু, চকোরের চন্দ্রলেখা ব্যতীত অন্য কোনও গতি নাই। (অর্থাৎ চকোরের যেমন চন্দ্রের জ্যোৎস্না ভিন্ন অন্য গতি নাই, আমারও তেমনি তুমি ভিন্ন আর গতি নাই)। ৪৮

রাধিকা। সচ্চং, মায়িণং বি তুমং বিমোহণোহসি।

(ইতি সশব্দং ক্রন্দতি)

ললিতা। (সংস্কৃতেন)

ধারা বাষ্পময়ী ন যাতি বিরতিং লোকস্য নির্ম্মিৎসতঃ
প্রেমাস্মিন্নিতি নন্দনন্দনরতং লোভান্মনো মা কৃথাঃ।
ইত্থং ভূরি নিবারিতাঽপি তরলে! মদ্বাচি সাচীকৃত-
ভ্রূদ্বন্দ্বা ন হি গৌরবং ত্বমকরোঃ কিং নাদ্য রোদিষ্যসি?॥

কৃষ্ণঃ। (করারবিন্দেন রাধিকাশ্রুবিন্দূনপসারয়তি)

রাধিকা। মুদ্ধজণে বি বক্কং ববহংতো কীস ণ লজ্জসি?॥

রাধি। সত্যং মায়িনামপি ত্বং বিমোহনোঽসি।

ললিতা। অস্মিন্ কৃষ্ণে, প্রেম নির্ম্মিৎসতঃ কর্ত্তুমিচ্ছতো জনস্য। ইতি হেতোর্নন্দনন্দনরতং মনো মা কৃথাঃ।

রাধি। মুগ্ধজনেঽপি বক্রং ব্যবহরন্ কস্মাৎ ন লজ্জসে?

রাধিকা। সত্যই তুমি মায়াবীদিগেরও বিমোহনকারী। (ইহা বলিয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন)

ললিতা। সখি! যে ব্যক্তি এই শ্রীকৃষ্ণে প্রেম অর্পণ করিতে চাহেন, তাঁহার কখনও অশ্রুধারার বিরতি ঘটে না, অতএব তুমি লোভবশতঃ মনকে নন্দনন্দননিষ্ঠ করিও না, এই প্রকারে বারংবার নিবারিতা হইয়াও হে তরলে! যখন তুমি আমার কথায় ভ্রূদ্বয় বক্র করিয়া আমার বাক্যের গৌরব রক্ষা কর নাই, তবে আজ কেন তজ্জন্য রোদন করিবে না?

কৃষ্ণ। (করপদ্মের দ্বারা রাধার অশ্রুবিন্দুগুলিকে মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন।)

রাধিকা। মুগ্ধজনের প্রতি বক্র ব্যবহার করিতে কি লজ্জিত হইতেছ না?

কৃষ্ণঃ। স্মরক্রীড়ালুব্ধঃ পশুপরমণীষু স্ফুটমহং

তথাপ্যক্ষ্ণোর্বর্ত্তিস্ত্বমসি মম দিব্যাঞ্জনময়ী।

তপাদ্যাঃ কিং ভৃঙ্গঃ পৃথুলমৃতুলক্ষ্মীর্ন ভজতে ?

রসোল্লাসাদেনং তদপি হি মধুশ্রীর্মদয়তি ॥

বৃন্দা। সখি ! যথার্থং বক্তি বনমালী।

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে ! ত্বয়া সহচর্য্যা বনবিহারচর্য্যামঙ্গীকর্ত্তুমিচ্ছামি।

বৃন্দা। তেনাহং সখীবৃন্দমবধাপয়ামি। (ইতি পরিতঃ পশ্যন্তী)

স্মিতং বিতনু মাধবি ! প্রথয় মল্লি ! হাসোদ্গমং

মুদা বিকস পাটলে ! পুরটযূথি ! নিদ্রাং ত্যজ।

তপাদ্যাঃ নিদাঘাদ্যাঃ। ঋতুলক্ষ্মীস্তত্তদুদ্ভবপুষ্পাদীনি ভৃঙ্গঃ কিং ন ভজতে ? তদপি মধুশ্রীঃ বসন্তশ্রীঃ রসোল্লাসাদ্ধেতোরেনং ভ্রমরং পৃথুলং যথা স্যাত্তথা মদয়তি। অন্যঋতুশোভাসেবিন্যপি ভ্রমরে সর্ব্বতঃ পরমোৎকৃষ্টাহপি বসন্তশ্রীর্নোদাস্তে, প্রত্যুত আনন্দয়ত্যেব যথা, ত্বমপি তথাভূতা ভবেতি ভাবঃ।

পাটলা পারুল ইতি খ্যাতা। শতপত্রিকা "গোলাপ" ইতি খ্যাতা।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে ! যদিও আমি স্পষ্টভাবে গোপরমণীগণে কন্দর্প-ক্রীড়ালুব্ধ হইয়াছি, তথাপি তুমি আমার লোচনদ্বয়ের দিব্যাঞ্জনময়ী বর্ত্তিকারূপে বিরাজ করিতেছ। দেখ, ভৃঙ্গ কি গ্রীষ্মাদিঋতুসম্ভব পুষ্পমধু পান করে না, তথাপি বসন্তশ্রী রসোল্লাসহেতু ঐ ভ্রমরকে অতিশয় উন্মত্ত করিয়া থাকে।

বৃন্দা। সখি ! বনমালী সত্য কথাই বলিতেছেন।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে ! তোমার সহিত বনভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

বৃন্দা। তবে আমি সখিগণকে জানাইতেছি। (এই বলিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) মাধবি ! মৃদুহাস্য বিস্তার কর। মল্লিকে ! হাস্যোদ্গম প্রকাশ কর। পাটলে ! আনন্দ সহকারে বিকসিতা হও। স্বর্ণযূথি ! নিদ্রা ত্যাগ কর ! শতপত্রিকে ! প্রসন্নতা অবলম্বন কর।

প্রসীদ শতপত্রিকে ! ভজ লবঙ্গবল্লি ! শ্রিয়ং
দধাতু সহ রাধয়া হরিরয়ং বিহারস্পৃহাং ॥

মধুমঙ্গলঃ। হী হী! কহং কাংতারজক্‌খিণীএ বাআমাত্তএণ উপ্‌ফুল্লীকিঅং বল্লিমণ্ডলং।

কৃষ্ণঃ। সখে! চিত্তমামোদয়ন্তি পুষ্পামোদবত্যো মে বীরুধঃ।

মধুমঙ্গলঃ। বঅস্‌স! তুহ্মাণং সব্বাও চিত্তং আমোদেংতি লদাও; মম উণ এক্কা হেমজুহী জ্জেব্ব জং গোউলেস্‌সরীএ সংক্কিঅং গব্বঘিঅং বিঅ থবঅং ধারেদি ॥ ৪৯ ॥

ললিতা। (স্মিত্বা) অজ্জ! তদো কৃখু পঅড়াদে রসণ্ণদা।

মধু। হী হী বিহস্ত, কথং কান্তারযক্ষিণ্যা বাচামাত্রেণ উৎফুল্লীকৃতং বল্লীমণ্ডলং।

মধু। বয়স্য! যুষ্মাকং সর্ব্বাশ্চিত্তমামোদয়ন্তি লতাঃ; মম পুনরেকা হেমযূথী এব, যা গোকুলেশ্বর্য্যা সংস্কৃতং গব্যঘৃতমিব স্তবকং ধারয়তি ॥ ৪৯ ॥

ললি। আর্য্য! ততঃ খলু প্রকটা তে রসজ্ঞতা।

লবঙ্গলতে! শোভা ধারণ কর, অদ্য এই শ্রীহরি রাধিকার সহিত বিহার-স্পৃহা অবলম্বন করুন।

মধুমঙ্গল। হী হী! কি আশ্চর্য্য! কান্তার-যক্ষিণী বৃন্দার বাক্য-মাত্রেই লতামণ্ডলী উৎফুল্লিত হইয়া উঠিল।

কৃষ্ণ। সখে! এই সকল পুষ্পামোদবতী লতাসকল চিত্তকে আনন্দিত করিতেছে।

মধুমঙ্গল। বয়স্য! লতাসমূহ তোমাদের সকলের চিত্তের আনন্দ বিধান করিতেছে, কিন্তু গোকুলেশ্বরী মাতা যশোমতীর সংস্কৃত গব্য ঘৃতের ন্যায় স্তবকধারিণী এই হেমযূথীই মাত্র আমার চিত্তে আনন্দ দান করিতেছে। ৪৯

ললিতা। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) আর্য্য! এই কারণেই তোমার রসজ্ঞতা প্রকাশ পাইতেছে।

মধুমঙ্গলঃ। (সের্ষ্যং) বঅস্স! পেক্খ, পেক্খ ইমাও রত্তাও বি বঙ্কাও কিংসুঅকলিআও গোইআও বিঅ মং ণ সুহাবেংতি ॥ ৫০ ॥

ললিতা। বুংদে! এদে বল্লআ বিঅ পেক্খীঅংতু জবাখবআ, জে ক্খু লোঅণলোহণিজ্জা বি ণামোদং বিত্থারেংতি ॥ ৫১ ॥

মধুমঙ্গলঃ। (সরোষং) জাণেহ্ম তুহ্মাণং গোইণং কম্ম জা রসকুম্ভং বি দিঢং ণিম্মহিঅ সিণেহং কড্ঢংতি ॥ ৫২ ॥

মধু। বয়স্য! পশ্য পশ্য এতাঃ রক্তাঃ অপি বক্রাঃ কিংশুককলিকা গোপিকা ইব মাং ন সুখয়ন্তি। কিংশুকঃ পলাশঃ। অত্র প্রেমবতীষ্বপি গোপী-বাম্যলক্ষণং বক্রত্বমিত্যাক্ষেপঃ ॥ ৫০ ॥

ললি। বৃন্দে! এতে বল্লবা ইব প্রেক্ষ্যন্তাং জবাস্তবকাঃ, যে খলু লোচনলোভনীয়া অপি নামোদং বিস্তারয়ন্তি। অত্র কৃষ্ণ দিষু বহিঃ-সৌন্দর্য্যমাত্রং লক্ষ্যন্তে প্রেমগন্ধোঽপি নাস্তীত্যাক্ষেপঃ ॥ ৫১ ॥

ম। জানীমঃ যুষ্মাকং গোপীনাং কর্ম্ম যা রসকুম্ভমপি দৃঢ়ং নির্ম্মথ্য স্নেহং ঘৃতং কর্ষন্তি। অয়ং ভাবঃ—যুষ্মদ্ধস্তপাতেন স্নেহময়োঽপি দুগ্ধ দধ্যাদিকুম্ভঃ বিলোড়নতো নবনীতোৎক্রমেণ স্নেহরহিতো ভবতি, কুতঃ পুনর্যুষ্মাসু স্নেহসম্বন্ধঃ? স্নেহময়মপি কৃষ্ণং তদ্‌গুণোৎক্রমেণ স্নেহহীনং তবত্যো বদন্তীতি ভাবঃ ॥ ৫২ ॥

মধুমঙ্গল। (ঈর্ষ্যা সহকারে) বয়স্য! দেখ দেখ, এই পলাশকলিকাগুলি রক্তবর্ণ হইলেও বক্র হওয়ায় গোপিকাদিগের ন্যায় আমাকে সুখ প্রদান করিতে পারিতেছে না। ৫০

ললিতা। বৃন্দে! গোপগণের ন্যায় এই জবাস্তবকগুলি অবলোকন কর, এগুলি লোচনলোভনীয় হইলেও আনন্দদান করিতে পারে না অর্থাৎ বাহিরের সৌন্দর্য্যের দ্বারা চক্ষুকে আকর্ষণ করে, কিন্তু গন্ধ না থাকায় মনকে আমোদিত করিতে পারে না—ধ্বনির দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য থাকিলেও প্রেম নাই। ৫১

মধুমঙ্গল। (সক্রোধে) তোমাদিগের গোপিকাদিগের কর্ম্ম জানা আছে, তোমরা রসকুম্ভকে দৃঢ়তররূপে মন্থন করিয়া স্নেহ কর্ষণ কর। ৫২

বৃন্দা। (স্মিত্বা) সখি ললিতে !

যে দণ্ডপাশভাজঃ স্ফুটং বহন্তঃ মনঃশিলাকল্পং।
কান্তারমাশ্রয়ন্তে তেভ্যো বঃ ক্ষেমমুল্লসতু ॥ ৫৩ ॥

কৃষ্ণঃ। (স্মিতং কৃত্বা) বৃন্দে! জ্ঞাতং জ্ঞাতং, বুদ্ধিং মূর্চ্ছয়ন্ত্যা কূচ্চিকালোভেন গোপিকাঞ্চলগ্রাহিণী ত্বং কৃতাঽসি ॥ (নেপথ্যে)

কস্তূরিকেব দুরবচ্ছদসঙ্গমেয়ং গোপীততির্মদময়ী কিল পিচ্ছিলা চ।
দাক্ষিণ্যতস্ত্বনুভৃতামনুরঞ্জনোঽয়ং বাসন্তবায়ুরিব হন্ত মুরান্তকারী ॥

বৃন্দা। দণ্ডপাশৌ লোকমারণার্থং গবাং কলিলহুর্গক্ষি ভজন্তে। নির্দ্দয়ত্বেন শিলাকল্পং মনো বহন্তঃ মনঃশিলা ধাতুবিশেষত্বেন আকল্পং বেশং চ। কান্তারং দুর্গমং বর্ত্ম আশ্রয়ন্তে বর্ত্মপাতিন ইতি ভাবঃ। পক্ষে গোচারণার্থং বনমার্গপাতিনঃ কৃষ্ণাদয় ইতি বর্ত্মপাতিনঃ। শস্ত্র-প্রহরণপ্রেমচ্ছেদনাদিভিঃ প্রাণহরত্বেন তুল্যা এবেতি ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

কৃষ্ণঃ। কূচ্চিকা ক্ষীরবিকারঃ "খুরচিনী" ইতি প্রসিদ্ধস্তত্র লোভেন কৃত্বা।

নেপথ্যে। দুরবচ্ছদঃ দুঃখেনাবচ্ছন্নঃ সঙ্গমো যস্যাঃ, এবং চ কস্তূরি-কায়াঃ দুষ্প্রাপকত্বমাদকত্বপিচ্ছিলত্বানি ইতি ত্রয়ো দোষাঃ। দাক্ষিণ্যতঃ দক্ষিণদেশোদ্ভবত্বাৎ আনুকূল্যাচ্চ সর্ব্বসুলভত্বং অনুরঞ্জকত্বঞ্চেতি বাসন্ত-বায়োগুণদ্বয়ং কৃষ্ণে বর্ত্ততে ॥ ৫৪ ॥

বৃন্দা। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) সখি ললিতে! যাহারা দণ্ডপাশ ধারণপূর্ব্বক পাষাণতুল্য মন লইয়া দুর্গম বনপথ আশ্রয় করে, সেই সকল ব্যক্তি হইতে তোমাদের মঙ্গল হউক। ৫৩

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) বৃন্দে! বুঝিতে পারিলাম, ক্ষীরখণ্ডের লোভে তোমার বুদ্ধি মোহপ্রাপ্ত হওয়ায় তোমাকে গোপিকাদিগের অঞ্চলগ্রাহিণী করিয়া ফেলিয়াছে।

(নেপথ্যে) গোপীজনগণ কস্তূরিকার ন্যায় অতিশয় দুষ্প্রাপ্য, মত্ততাকারী ও পিচ্ছিল; কিন্তু হায়! এই মুরারি শ্রীকৃষ্ণ বসন্তবায়ুর ন্যায় সকল প্রাণীরই সুলভ এবং সকলেরই সুখপ্রদ।

কৃষ্ণঃ। (পৃষ্ঠতো দৃষ্টিং ক্ষিপন্) সাধু ভোঃ কীররাজ! সাধু সাধু॥ ৫৪॥

মধুমঙ্গলঃ। বিহঙ্গপুঙ্গঅ! চউদ্দহবিজ্জাবিঅক্‌খণো দীহাউ হোহি।

ললিতা। হণ্ডে চণ্ডাল কীর! পঅণ্ডসসাঅণতুণ্ডরাহুণো পাঘুণো হোদু দে পিণ্ডসসী।

কৃষ্ণঃ। সখে! তূর্ণমস্মৈ সমর্পয় পাকিমানি দাড়িমীবীজানি।

মধুমঙ্গলঃ। ভো বুংদাবণবিহপ্পএ! দাড়িমীবীএহিংতো বি সুট্ঠু কংতং ললিদাএ দংতপংতিং দে দাইস্সং॥ ৫৫॥

মধু। বিহঙ্গপুঙ্গব! চতুর্দ্দশবিদ্যাবিচক্ষণো দীর্ঘায়ুর্ভব।

ললি। হণ্ডে ইতি নিকৃষ্টসম্বোধনো "হণ্ডে হঞ্জে হলাহ্বানং নীচং চেটীং সখীং প্রতি" ইত্যমরঃ। চণ্ডালশ্চাসৌ কীরশ্চেতি প্রচণ্ড শশাদনতুণ্ডরাহোঃ প্রাঘুণো ভবতু তে পিণ্ডশশী। শশাদনঃ শ্যেনঃ। প্রাঘুণোঽতিথিঃ।

মধু। ভো বৃন্দাবনবৃহস্পতে! দাড়িমীবীজেভ্যোঽপি সুষ্ঠু কান্তাং ললিতায়াঃ দন্তপঙ্‌ক্তিং তে দাস্যামি॥ ৫৫॥

কৃষ্ণ। (পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) হে শুকশ্রেষ্ঠ! সাধু সাধু। ৫৪

মধুমঙ্গল। হে বিহঙ্গশ্রেষ্ঠ! তুমি চতুর্দ্দশ বিদ্যায় বিচক্ষণ; অতএব দীর্ঘায়ু হও।

ললিতা। ওরে চণ্ডাল শুক! তোর শরীর-শশী প্রচণ্ড শশাদনতুণ্ড রাহুর অতিথি হউক। (শশাদন শব্দে শ্যেন পক্ষীও বুঝাইয়া থাকে, অতএব "তুই শ্যেনপক্ষীর মুখে পড়্")।

কৃষ্ণ। সখে! শীঘ্রই উহাকে সুপক্ক দাড়িম্ববীজ খাইতে দাও।

মধুমঙ্গল। অহে বৃন্দাবন-বৃহস্পতে! দাড়িমীবীজ হইতেও সুন্দর এবং কমনীয় ললিতার দন্তপংক্তি তোমাকে দান করিব।

(পুনর্নেপথ্যে)

চঞ্চল ! সঞ্ঝাঘণো বিঅ মুহুত্ত রাঅং তণোদি দে সামী ।

বহই সিণেহং রাহী কেঅলং ণব্বণঅণীঅপুত্তীব্ব ॥

ললিতা । (সানন্দং) সহি সারিএ ! সোহাগ্গবদী হোহি জং পচ্চুত্তরেণ ণিজ্জিদো তুএ দুম্মুহো কীরো ॥ ৫৬ ॥

কৃষ্ণঃ । (স্বগতং) ধ্রুবং বৃন্দয়েদমধ্যাপিতং কৌশলং বিহঙ্গ-মযোর্দ্বন্দ্বং ।

মধুমঙ্গলঃ (সক্রোধং) হঞ্জে ! ভঞ্জেমি দে তীক্‌খজপ্পিণং চঞ্চুপুড়ং । (ইতি সব্যাজং দণ্ডং ক্ষিপতি)

পুনর্নেপথ্যে । চঞ্চল ! সান্ধ্যঘন ইব মুহূর্ত্তরাগং তনোতি তে স্বামী । বহতি স্নেহং রাধা কেবলং নবনবনীতপুত্রীব ।

ললিতা । সখি সারিকে ! সৌভাগ্যবতী ভব, যৎ প্রত্যুত্তরেণ নির্জিতস্ত্বয়া দুর্ম্মুখঃ কীরঃ ॥ ৫৬ ॥

মধু । হঞ্জে ! হে চেটি ! ভঞ্জয়ামি তে তীক্ষ্ণজল্পিনং চঞ্চুপুটং ।

(পুনরায় নেপথ্যে) ওহে চঞ্চল শুক ! তোমার স্বামী সান্ধ্যকালীন রক্তবর্ণ মেঘের ন্যায় মুহূর্ত্তকাল মাত্র অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীরাধিকা নূতন নবনীত পুত্তলিকার ন্যায় সর্ব্বদাই কেবল স্নেহ বহন করিয়া থাকেন।

ললিতা। (আনন্দভরে) সখি সারিকে ! তুমি সৌভাগ্যবতী হও, যে হেতু, প্রত্যুত্তরের দ্বারা তুমি এই দুর্ম্মুখ শুককে জয় করিলে। ৫৬

কৃষ্ণ। (স্বগত) নিশ্চয় বৃন্দাই এই পক্ষিদ্বয়কে কৌশলে এইরূপ পাঠ শিখাইয়াছে।

মধুমঙ্গল। (সক্রোধে) ওরে চেটি ! তোর তীক্ষ্ণ বাক্য উচ্চারণকারী চঞ্চুপুট ভাঙ্গিয়া দিতেছি। (এই বলিয়া ছলপূর্ব্বক দণ্ড নিক্ষেপ করিলেন)।

রাধিকা। হংত কহমুড্ডীণং বাবদূঅং বিহঙ্গমিহুণং ॥ ৫৭ ॥

কৃষ্ণঃ। (রাধামবেক্ষ্য)

সেবন্তে তরুগেহিনঃ সুমনসাং বৃন্দৈর্মধুস্যন্দিভি-
র্যত্রোৎফুল্ললতাবধূভিরভিতঃ সঙ্গত্য ভৃঙ্গাতিথীন্।
সংবীতা পশুভিস্তথা খগকুলৈঃ খেলদ্ভিরব্যাহতং
ন স্যাৎ কস্য সুকণ্ঠি! সেয়মধিকানন্দায় বৃন্দাটবী ? ৫৮ ॥

অথবা—

হরিণীর্বিড়ম্বয়সি নেত্রখেলয়া ললিতৈর্লতাঃ পিককুলং কলোক্তিভিঃ।
শিখিনশ্চ কুন্তলকলাপবিভ্রমৈরিতি তে পুরঃ কিমিব মে বনশ্রিয়া ? ৫৯ ॥

বাবদূঅ বাবদূকং ॥ ৫৭ ॥

রাধিকা। হন্ত কথমুড্ডীণং বাবদূকং বিহঙ্গমিথুনম্।

কৃষ্ণঃ। সুমনসাং পুষ্পাণাং যত্র যস্যাং বৃন্দাটব্যাং উৎফুল্ললতাবধূভিঃ সহ সংগত্য; উৎফুল্লেতি তাসামপ্যতিথিসেবায়ামৌৎসুক্যং ধ্বনিতং। অব্যাহতং যথা স্যাত্তথা খেলদ্ভিঃ। সুকণ্ঠীতি তরুলতাদীনাং ভৃঙ্গগান-প্রিয়ত্বং ত্বয়া অবগম্যত এব ইতি ভাবঃ ॥ ৫৮ ॥

তে তব পুরতো বনশোভয়া মে কিমিব ? বনশোভাবর্ণনেন মম কিং কার্য্যং ? ততোঽপ্যধিকা শোভা ভবতীতি ভাবঃ। তদেবাহ হরিণী-বিড়ম্বয়সীত্যাদি ॥ ৫৯ ॥

রাধিকা। হায়! সুন্দর বাক্যশালী বিহঙ্গমিথুন কি উড়িয়া গেল ? ৫৭

কৃষ্ণ। (শ্রীরাধাকে অবলোকন পূর্ব্বক) হে সুকণ্ঠি! যে স্থানে তরুরূপ গৃহস্থগণ প্রফুল্ল লতারূপ বধূগণের সহিত মিলিত হইয়া পুষ্প রাজি-ক্ষরিত মধু দ্বারা ভৃঙ্গরূপ অতিথিগণকে সেবা করিতেছে এবং যাহা অব্যাহতভাবে ক্রীড়ারত পশুপালে ও পক্ষিসমূহে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সেই বৃন্দাবন কাহার না আনন্দের আতিশয্য বিধান করে ? ৫৮

অথবা তুমি নেত্রবিলাসের দ্বারা হরিণীদিগকে, ললিত অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা লতাকুলকে, সুন্দর বচনের দ্বারা কোকিলকুলকে এবং

বৃন্দা। পশ্য পশ্য—

বিরতোর্ম্মিরিয়ং সুনীরজা ধৃতশুদ্ধোজ্জ্বলসত্ত্বসন্ততিঃ।
স্ফুটকৃষ্ণরুচির্যমাদৃতা মুনিগোষ্ঠীব চকাস্তি ভানুজা ॥ ৬০ ॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! পশ্য পশ্য—

স্মিতরুচিবিরাজিতং তে মুখমিব নীরাজয়ত্যধীরাক্ষি!
নীরজবান্ধবদুহিতুর্নীরজরাজী মরুদ্ভ্রমিতা ॥

বৃন্দা। বিরতা অপগতা উর্ম্ময়স্তরঙ্গাঃ কামক্রোধাদ্যাশ্চ যস্যাঃ সুষ্ঠু নীরজানি কমলানি যস্যাং রজোগুণরহিতা চ। সত্ত্বসন্ততির্জীবসমূহঃ সত্ত্বগুণশ্রেণী চ। স্ফুটং কৃষ্ণ শ্যাম কৃষ্ণে চ রুচির্যস্যাঃ। যমেন স্বভ্রাত্রা বৈবস্বতেন যমৈশ্চ অহিংসাদিভিরাদৃতা সংমানিতা ॥ ৬০ ॥

মরুদ্ভ্রমিতা নীরজরাজী তে মুখং নীরাজয়তীবেত্যুৎপ্রেক্ষা।

কেশকলাপের বিলাসের দ্বারা শিখিগণকে বিড়ম্বিত করিতেছ; অতএব হে রাধিকে! তোমার অগ্রে আর আমি কি বনশোভা বর্ণনা করিব? (অর্থাৎ সমগ্র বনশোভাকে পরাজিত করিয়া তুমি শোভা পাইতেছ)। ৫৯

বৃন্দা। দেখ দেখ, সম্প্রতি এই ভানুতনয়া যমের আদৃতা ভগিনী যমুনার তরঙ্গ শমিত হইয়াছে, ইনি সুন্দর কমলমালায় সুশোভিতা, শুদ্ধ উজ্জ্বল প্রাণিসমূহে পূর্ণা, স্পষ্টই ইহার কান্তি কৃষ্ণবর্ণা হওয়ায় ইনি মুনি-গোষ্ঠীর ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। পক্ষান্তরে ইহার ঊর্ম্মি অর্থাৎ কামক্রোধাদি শান্ত হইয়াছে, সুন্দরভাবে ইনি রজোগুণমুক্তা হইয়াছেন, ইনি শুদ্ধ উজ্জ্বল সত্ত্বগুণাবলী ধারণ করিতেছেন, যমাদিগুণে সমাদৃতা হইয়াছেন এবং কৃষ্ণে ইঁহার রুচি হওয়ায় ইনি মুনিগোষ্ঠির ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। ৬০

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! দেখ দেখ—হে চঞ্চলাক্ষি! নীরবান্ধবদুহিতা অর্থাৎ যমুনার নীরজশ্রেণী বায়ুবেগে ভ্রমিত হইয়া ঈষৎ হাস্যকান্তি-শোভিত তোমার মুখমণ্ডলকেই যেন নীরাজন (অর্থাৎ আরত্রিক) করিতেছে।

বৃন্দা। (পরিক্রম্য নীরজান্যাহৃত্য চ)

পুণ্ডরীকাক্ষ! স্তোকোৎফুল্লমিদং গৃহাণ লীলাপুণ্ডরীকং।

তথাবতংসোচিতঞ্চ কোকনদদ্বন্দ্বং॥

কৃষ্ণঃ। (সহর্ষমাদায়) বৃন্দে! রক্তোৎপলে রাধাকর্ণয়োরাধানেন শ্রিয়ং লভেতামিতি (তথা কৃত্বা সকৌতুকং) হন্ত পুণ্ডরীককোষে চঞ্চরীকো বর্ত্ততে॥ ৬১॥

বৃন্দা। মধুপঃ কমলেন সার্দ্ধমুত্থমকরন্দেন মুকুন্দমাসসাদ।

সরসেষু বিনির্ম্মিতো হি সঙ্গঃ পরমানন্দভরোন্নতিং তনোতি।

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! পশ্য পশ্য—

অস্মিন্ মদীয়করসঙ্গিনি পুণ্ডরীক-

কোষে ক্ষণং কিল বিলম্ব্য শিলীমুখোঽয়ং।

"রক্তোৎপলং কোকনদম্" ইত্যমরঃ॥ ৬১॥

কমলেন সার্দ্ধং বসন্ মধুপ ইত্যর্থঃ। শিলীমুখঃ ভ্রমরঃ। "অলিবাণৌ শিলীমুখৌ" ইত্যমরঃ। অনুরাগলক্ষ্মীং পক্ষে কোকনদস্য রক্তিমা শোভা। কং বেতি অমানেন হরনীতি ন বক্তব্যমিতি ভাবঃ॥ ৬২॥

বৃন্দা। (ভ্রমণ করিতে করিতে কতকগুলি পদ্ম আনয়নপূর্ব্বক) হে পুণ্ডরীকাক্ষ! এই ঈষৎ প্রস্ফুটিত শ্বেতবর্ণ লীলাকমল ও কর্ণভূষণযোগ্য এই রক্তকমল দু'টি গ্রহণ কর।

কৃষ্ণ। (সহর্ষে গ্রহণপূর্ব্বক) বৃন্দে! রক্তোৎপল দুইটি শ্রীরাধার কর্ণে ন্যস্ত হইয়া শ্রীরাধার মুখের ন্যায় শোভা লাভ করুক (এই বলিয়া তাহা করিয়া সকৌতুকে) আশ্চর্য্য! এই শুক্ল পদ্মের কোষের মধ্যে ভ্রমর বিরাজ করিতেছে। ৬১

বৃন্দা। মধুকর মধুপূর্ণ কমলের সহিত অবস্থিত থাকায় অদ্য মুকুন্দকে প্রাপ্ত হইল। এইরূপে রসবিশিষ্ট পদার্থের সহিত সঙ্গ ঘটিলে ঐ সঙ্গ পরমানন্দভরে উন্নতি-বিস্তার করিয়া থাকে।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! দেখ দেখ—আমার করস্থিত শ্বেতপদ্মকোষে এই ভ্রমর ক্ষণকালমাত্র বিলম্ব করিয়াই পরে তোমার কর্ণে

কর্ণাবলম্বি তব কোকনদং প্রপেদে
কং বা বলান্ন হি হরত্যনুরাগলক্ষ্মীঃ ?

রাধিকা। (সম্ভ্রমং নাটয়ন্তী ভুজলতাং ক্ষিপতি) ॥ ৬২ ॥

কৃষ্ণঃ। (স্ফুটং বিহস্য)

কর্ণোত্তংসিতরক্তপঙ্কজজুষো ভৃঙ্গীপতের্ঝঙ্কি য়া-
ভ্রান্তেনাস্য দৃগঞ্চলেন দধতী ভৃঙ্গাবলীবিভ্রমং।
ত্রাসান্দোলিতদোলতান্তবিচলচ্চূড়াঝনৎকারিণী
রাধে ! ব্যাকুলতাং গতাপি ভবতী মোদং মমাধাস্যতি ॥ ৬৩ ॥

রাধিকা। (সত্রাসং চেলাঞ্চলমুদঞ্চয়ন্তী) অজ্জবি কধং ণ চলতি ধিট্‌ঠো !!

কৃষ্ণঃ। হে রাধে ! ব্যাকুলতাং গতাপি ভবতী মম মোদমাধাস্যতি করিষ্যতি। তব ব্যাকুলত্বেনাপি মমানন্দ এব অধ্যাস্তে ভবতীত্যর্থঃ। কীদৃশী ভবতী ? কর্ণোৎপলসেবিনো ভ্রমরস্য ঝঙ্কারৈর্ভ্রান্তেন ইতস্তত-শ্চকিতচকিতং প্রসরতা দৃগঞ্চলেন ভৃঙ্গসমূহবিভ্রমং দধতী ত্রাসেনান্দো-লিতয়োর্দোলতয়োরন্তে বিচলন্তীনাং চূড়ানাং ঝনৎকারবতী ॥ ৬৩ ॥

রাধি। কথমদ্যাপি ন চলতি ধৃষ্টঃ নির্লজ্জঃ ভৃঙ্গঃ।

শোভিত রক্তপদ্মে উপস্থিত হইল ; অনুরাগলক্ষ্মী বলপূর্ব্বক কাহাকে না হরণ করে ?

রাধিকা। (সম্ভ্রমপ্রকাশপূর্ব্বক ভুজলতা ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন)। ৬২

কৃষ্ণ। (স্পষ্টভাবে হাস্যপূর্ব্বক) রাধে ! তুমি তোমার কর্ণভূষণরূপ রক্তপদ্মসেবী মধুকরের ঝঙ্কৃতিতে ভ্রান্ত লোচনাঞ্চল দ্বারা ভৃঙ্গাবলীর বিলাস ধারণ করিয়াছ, আর ত্রাসে আন্দোলিত ভুজলতার চুড়িকার দ্বারা ঝনৎকার শব্দ উৎপাদন করিতেছ—এইরূপ ব্যাকুলতা প্রাপ্ত হইয়াও তুমি আমার আনন্দবিধান করিতেছ। ৬৩

রাধিকা। (সভয়ে বস্ত্রাঞ্চল উৎক্ষেপণ করিতে করিতে) এই ধৃষ্ট এখনও কেন যাইতেছে না ?

কৃষ্ণঃ। মধুরাক্ষি ! মুধাহত্ত সম্ভ্রমেণ ক্ষিপ চেলাঞ্চলমঞ্জসা ন ভূয়ঃ।
পিবতু শ্রবণোৎপলোদ্গতং তে মধুপোহয়ং মধু-মঙ্গলং কৃশাঙ্গি ! ॥

মধুমঙ্গলঃ। ভো বঅস্স ! কীস বম্হণং মং মহুঅরেণ পিবাএসি ?
(ইতি দণ্ডেন ভ্রমরং তাড়য়তি)

রাধিকা। (সশ্লাঘং) অজ্জ ! পিঅঙ্করো মমাসি সংবুত্তো।

মধুমঙ্গলঃ। কহং, মহুসূঅণো * তক্কালং জ্জেব্ব তিরোহিদো জং কুদো বি ণ লক্খিজ্জই।

কৃষ্ণঃ। হে কৃশাঙ্গি ! মঙ্গলং মধু পিবতু।

মধু। ভো বয়স্য ! কস্মাদ্ব্রাহ্মণং মাং মধুপেন পায়য়সি ? খাদয়সীত্যর্থঃ। পূর্ব্বপদস্থ মধুমঙ্গলেন অয়মর্থঃ কৃতঃ। শ্রবণোৎপলাৎ উদ্গতং সৎ চেলাঞ্চলং ভূয়ো মা ক্ষিপ অয়ং মধুপঃ মধুমঙ্গলং তন্নাম বিপ্রং পিবতু খাদতু ইতি।

রাধি। আর্য্য ! প্রিয়ঙ্করো মমাসি সংবৃত্তঃ।

মধু। কথং, মধুসূদনো ভ্রমরস্তৎকালং শীঘ্রমেব তিরোহিতঃ যৎ কুতোঽপি ন লক্ষ্যতে।

কৃষ্ণ। হে মধুরাক্ষি ! তুমি আর সম্ভ্রমবশতঃ পুনরায় বৃথা বস্ত্রাঞ্চল নিক্ষেপ করিও না ; বরঞ্চ হে কৃশাঙ্গি ! এই মধুকর তোমার শ্রবণোৎপলগত 'মধু-মঙ্গল' বা মধুরূপ মঙ্গল পান করুক। (অথবা শ্রবণোৎপল হইতে বাহিরে আসিয়া এই মধুমঙ্গল নামক বটুকে দংশন করুক)

মধুমঙ্গল। অহে বয়স্য ! এই ব্রাহ্মণ আমাকে কেন মধুকরের দ্বারা পান করাইতেছে ? (এই বলিয়া দণ্ডের দ্বারা ভ্রমরকে তাড়াইলেন)

রাধিকা। (গৌরবের সহিত) আর্য্য ! তুমি আমারও প্রিয়কার্য্য করিলে !

মধুমঙ্গল। কি ! মধুসূদন তৎক্ষণাৎই তিরোহিত হইয়া গেল আর যে কোথাও দেখা যাইতেছে না (এখানে মধুসূদন শব্দে ভ্রমর এই অর্থে মধুমঙ্গল ব্যবহার করিলেও শ্রীরাধিকা তাহা কৃষ্ণের নাম বলিয়া গ্রহণ

---

* "মহুমমণো" ইতি পাঠান্তরং।

রাধিকা। (সব্যামোহং) হদ্ধী ! হদ্ধী ! কহং গদো মহুমহণো (ইতি সংস্কৃতেন) ॥ ৬৪ ॥

সমজনি দবাদ্বিত্রস্তানাং কিমার্ত্তরবো গবাং ?
ময়ি কিমভবদ্বৈগুণ্যং বা নিরঙ্কুশমীক্ষিতং ? ।
ব্যরচি নিভৃতং কিংবাহুতিঃ কয়াচিদভীষ্টয়া ?
যদিহ সহসা মামত্যাক্ষীদ্বনে বনজেক্ষণঃ ॥ *

রাধি। সব্যামোহং। হা ধিক্ ! হা ধিক ! কুত্র গতো মধুমথনঃ ? ইত্যাদিভিঃ পূর্ব্বোক্তমধুসূদনশব্দস্যার্থং কৃষ্ণমভিপ্রেত্য বিচ্ছেদেন খিন্নস্ত্যাস্তস্যা জাতং প্রেমবৈচিত্ত্যং বর্ণয়তি। মধুসূদনঃ কৃষ্ণঃ ॥ ৬৪ ॥

ময়ি নিরঙ্কুশং বাম্যাদিলক্ষণং বৈগুণ্যং বেক্ষিতম্। হুতিরাহ্বানং অভীষ্টয়া কয়াচিৎ বনিতয়া। দবো বনবহ্নিঃ।

রাধিকা। (মোহ প্রাপ্ত হইয়া) হা ধিক্! হা ধিক ! মধুসূদন কোথায় চলিয়া গেলেন ?

(এই বলিয়া সংস্কৃতে) দাবানল হইতে বিত্রস্ত গো-সকলের কি আর্ত্তরব হইয়াছিল ? অথবা আমাতেই কোনও যথেচ্ছাচার রূপ বৈগুণ্যের উৎপত্তি দর্শন করিয়াছেন ? অথবা কোনও অভীষ্টা গোপী সঙ্কেত করিয়া কি তাঁহাকে নির্জ্জনে লইয়া গেল ? নতুবা সেই পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ সহসা আমাকে এই বনে ত্যাগ করিয়া গেলেন কেন ?

---

* ইহা "প্রেমবৈচিত্ত্য" নামক প্রেমের পরমোৎকর্ষান্বিত প্রকাশাবশেষ। ভক্তমালে ইহার লক্ষণ এইরূপ দেওয়া হইয়াছে। "প্রিয়ের নিকটে বসি প্রেমময়ী ধনী। প্রেমের বিহ্বলে প্রিয় কোথা মনে গণি। চৌদিকে হেরিয়া কান্দে বিরহ হুতাশে। প্রেমবৈচিত্ত্য ইহা হেরি হরি হাসে।"—ভক্তমাল ২৩শ মালা।

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির বিপ্রলম্ভপ্রকরণে ৫৭তম শ্লোকে ইহার লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে, প্রেমোৎকর্ষের স্বভাববশতঃ প্রিয় ব্যক্তির নিকট থাকিয়া বুদ্ধির মোহবশতঃ বিচ্ছেদবুদ্ধিবশতঃ যে আর্ত্তি উপস্থিত হয়, তাহাকে প্রেমবৈচিত্ত্য কহে। এ স্থানে শ্রীরাধিকাতে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

কৃষ্ণঃ। (সংজ্ঞয়া সর্ব্বান্নিবার্য্য স্মিতং করোতি)

রাধা। হন্ত! হন্ত! (সংস্কৃতেন)

বাসন্তীভিরয়ং ন মে কচভরঃ কংসারিণোত্তংসিত-
স্তস্যোরঃস্থলচুম্বিচম্পকচয়ৈর্গুম্ফি মাল্যং ময়া।
মল্লীভিশ্চ নিরর্গলং পরিহসন্নায়ং বলাত্তাড়িতঃ
প্রারম্ভেঽস্য বনোৎসবস্য বিরহচ্ছদ্মাদ্দবঃ প্রোদগাৎ॥

বৃন্দা। (অপবার্য্য) কামমন্ধংকরণীয়ং প্রেমবন্ধকন্দলী, যা খলু বিস্পষ্টমপি নানুসন্ধাপয়তি।

রাধা। (পুরো বিলোক্য) সহি বুংদে! রক্খেহি মং। (ইতি ত্রাসং নাটয়ন্তী) ॥ ৬৫ ॥

অন্ধং করণীতি আঢ্যসুভগেত্যাদিনা খ্যান্ প্রত্যয়ান্তঃ।

রাধি। সখি বৃন্দে! রক্ষ মাং॥ ৫ ॥

কৃষ্ণ। (সঙ্কেতের দ্বারা সকলকে নিবারণ করিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন)।

রাধা। হায়! হায়! কংসারি মাধবীকুসুমের দ্বারা আমার কেশপাশ বিভূষিত করিলেন না, আমিও চম্পকপুষ্পসমূহের দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলস্পর্শী মাল্য গ্রন্থন করিলাম না, এবং অনর্গল পরিহাস-পূর্ব্বক বলে মল্লীপুষ্প দ্বারা তাঁহাকে তাড়না করিলাম না, কি দুর্ভাগ্য! আজ এই বনবিহার উৎসবের প্রারম্ভেই বিরহচ্ছলে দাবানলের আবির্ভাব ঘটিল।

বৃন্দা। (হস্তাবরণ পূর্ব্বক) প্রেম এমন অন্ধ করিয়া দেয় যে, প্রেমবন্ধের মূল স্পষ্টরূপে বিদ্যমান থাকিলেও তাহার অনুসন্ধান থাকে না।

রাধিকা। (সম্মুখে অবলোকনপূর্ব্বক) সখি বৃন্দে! আমাকে রক্ষা কর। (এই বলিয়া ভয় প্রকাশপূর্ব্বক)। ৬৫

সপ্পী সপ্পই ভিঙ্গপংতিমিষদো কালী রসালাঙ্কুরে
রত্তাসোঅসিরে বিরেহই তধা পুপ্‌ফচ্ছলাদো সিহী।
সিঙ্গে কিংসুঅসাহিণো চ কলিআদম্ভেণ সম্ভেদিণী
মং ভেত্তুং কুসুমাউহসস বলই কুরাদ্ধ চংদাঅলী॥ ৬৬॥
(ইতি বৈবশ্যং নাটয়তি)

কৃষ্ণঃ। (সম্ভ্রমাদভ্যুপেত্য পাণিং গৃহ্নন্নুচ্চৈঃ) সুকুমারি! কিমকাণ্ডে কাতরাসি? যতঃ।
ত্বন্মুখলক্ষ্মীগ্লপিতা চন্দ্রাবলিরিহ বিভেতি পূর্ণাপি।
প্রণয়ান্ধে! তব কর্ত্তুং কিমর্দ্ধচন্দ্রাবলী ক্ষমতে?॥

রাধি। সর্পী সর্পতি ভৃঙ্গপঙ্‌ক্তিমিষতঃ কালী রসালাঙ্কুরে রক্তাশোকশিরসি বিরাজতি তথা পুষ্পচ্ছলাৎ শিখী। শৃঙ্গে কিংশুকশাখিনশ্চ কলিকাদম্ভেন সংভেদনী মাং ভেত্তুং কুসুমায়ুধস্য বলতে ক্রূরার্দ্ধচন্দ্রাবলী। কালী শ্যামবর্ণা শিখী অগ্নিঃ 'শিখিনৌ বহ্নিবর্হিণৌ' ইত্যমরঃ। কিংশুকশাখিনঃ পলাশবৃক্ষস্য অর্দ্ধচন্দ্র নাম অস্ত্রভেদঃ, চন্দ্রাবলীপক্ষে তন্নাম্নী যূথেশ্বরী॥ ৬৬॥

কৃষ্ণঃ। চন্দ্রাবলীপক্ষে তন্নাম্নী যূথেশ্বরী।

ভৃঙ্গাবলীছলে কালসর্পিণী আম্রমুকুলে গমন করিতেছে, পুষ্পছলে অগ্নি রক্তবর্ণ পুষ্পশোভিত অশোকের শিরে বিরাজ করিতেছে, পলাশ বৃক্ষের কলিকাচ্ছলে আমাকে মর্ম্ম ভেদ করিবার জন্য কুসুমায়ুধের অর্দ্ধচন্দ্রাবলী নামক অস্ত্র সদম্ভে বল প্রকাশ করিতেছে। ৬৬

(ইহা বলিয়া বিবশতা প্রকাশ করিলেন)

কৃষ্ণ। (সম্ভ্রম সহকারে নিকটে আসিয়া হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে) সুকুমারি! তুমি বিনা কারণে কেন কাতরা হইতেছ? যেহেতু— তোমার মুখের শোভার দ্বারা পূর্ণ চন্দ্রাবলীও গ্লানিযুক্তা হইয়া ভয় প্রাপ্ত হয়, অতএব হে প্রণয়ান্ধে! অর্দ্ধচন্দ্রাবলীর তোমার কি করিবার ক্ষমতা আছে? (অর্থান্তরে তোমার প্রণয়ে অন্ধ আমাতে চন্দ্রাবলী কি করিতে পারে? ইহাও ধ্বনির দ্বারা পাওয়া যায়)

রাধা। (সধৈর্য্যং লজ্জাং নাটয়ন্তী স্বগতং) কধং অচ্ছিলগ্‌গং জ্জেব্ব হারিদং মণ্ণংতী খিণ্ণহ্মি।

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে পশ্য পশ্য।

পরিণতবরবীজস্পর্দ্ধিদন্তোরুভাস
কুসুমমুপহসন্ত্যাস্তন্বি ! দন্তচ্ছদেন।
ফলবিজয়ি কুচায়াস্তদ্ভয়াদ্দাড়িমীয়ং
মৃদুলপবনদোলাদম্ভতঃ কম্পতেঽস্য॥

বৃন্দা। সখি রাধে ! নির্ব্বর্ণয় তব কর্ণিকোচিতকোরকং কর্ণিকারমমুং॥ ৫৭॥

রাধিকা। ণঅকণ্ণিআরকুসুমে ভমরো রসলোহণিচ্চলো ভাদি।

রাধি। কথং অক্ষিলগ্নমেব হারিতং মন্যমানা খিন্নাস্মি।

কৃষ্ণঃ। পরিণতানাং পক্কানাং বরবীজানাং স্পর্দ্ধিন্যো দন্তানাং উরুভাসঃ শ্রেষ্ঠকান্তয়ো যস্যাঃ তস্যাঃ দন্তচ্ছদেন অধরেণ মৃদুলপবনান্দোলনচ্ছলেন॥ ৬৭॥

রাধি। নবকর্ণিকারকুসুমে ভ্রমরঃ রসলোভনিশ্চলো ভাতি।

রাধা। (ধৈর্য্য সহকারে লজ্জা প্রকাশপূর্ব্বক স্বগত) কিরূপে এই চক্ষুঃসংলগ্ন বস্তু হারা হইয়াছে মনে করিয়া দুঃখিতা হইতেছি।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে ! দেখ দেখ, তোমার দন্তপংক্তির কান্তি দ্বারা পরিণত শ্রেষ্ঠ বীজগুলির প্রতি স্পর্দ্ধা করিতে দেখিয়া, অধরের দ্বারা স্বীয় কুসুমের প্রতি উপহাস প্রকাশ করিতে দেখিয়া, হে কৃশাঙ্গি। ইহার ফলজয়ী এই কুচযুগলের শোভা সন্দর্শন করিয়া তাহার ভয়ে মৃদুপবনের আন্দোলনের দম্ভে এই দাড়িমী বৃক্ষ অত্য কম্পিত হইতেছে।

বৃন্দা। সখি রাধিকে ! তোমার কর্ণভূষণযোগ্যকোরকশালী ঐ কর্ণিকার বৃক্ষ অবলোকন কর। ৬৭

রাধিকা। নবকর্ণিকার কুসুমে ভ্রমর রসলোভে নিশ্চল হইয়া বিরাজ করিতেছে।

কৃষ্ণঃ। কাঞ্চনমঞ্চনিবিষ্টো রসরাজোঽয়ং শরীরীব ॥ ৫৮ ॥

রাধিকা। পেক্খ পেক্খ।

উদ্ধুরমঅরংদমত্তা রুদ্ধে সারেণ গংধবিসারেণ।

ইহ মঞ্জুলমল্লিগণে রোলম্বা হংত গুঞ্জংতি ॥

কৃষ্ণঃ। (উদ্ধুরমকরন্দেত্যাদি পঠতি)

বৃন্দা। পীতাতিসূক্ষ্মশিখরা চম্পককলিকেয়মায়তা ভাতি।

কৃষ্ণঃ। মানবতীহৃন্মথনী হৈমী কামস্য শক্তিরিব।

মধুমঙ্গলঃ। ভো বঅস্স ! এসা কামস্স সত্তী ণ হোই ॥ ৬৯ ॥

কৃষ্ণঃ। কাঞ্চনেত্যাদিনা নবকর্ণিকারকুসুম ইত্যস্যোত্তরার্দ্ধং পূরয়ন্না-ত্মনো দ্রুতকারিত্বং ব্যনক্তি কৃষ্ণঃ। রসরাজঃ শৃঙ্গাররসস্য শ্যামবর্ণত্বাদুৎ-প্রেক্ষা ॥ ৬৮ ॥

রাধি। উদ্ধুরমকরন্দমত্তা রুদ্ধে সারেণ গন্ধবিসারেণ। ইহ মঙ্গল মল্লিগণে রোলম্বা ভ্রমরা হন্ত গুঞ্জন্তি। ইত্যেকদৈবোচ্চরিতেন রাধয়াপি দ্রুতকারিত্বং ব্যঞ্জিতং।

কৃষ্ণঃ। ততশ্চ কৃষ্ণস্য পুনঃ পঠনং প্রানেঃ শ্রুতিধরত্বব্যঞ্জনায়।

মধু। বয়স্য ! এষা কামস্য শক্তির্ন ভবতি ॥ ৬৯ ॥

কৃষ্ণ। এই রসরাজ যেন শরীর ধারণ করিয়া কাঞ্চনমঞ্চোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ৬৮

রাধিকা। দেখ দেখ—গন্ধাতিশয় বিস্তারের দ্বারা সারের দ্বারা রুদ্ধ এই মনোহর মল্লীপুষ্পসমূহে মকরন্দমত্ত মধুকরগণ গুঞ্জন করিতেছে।

কৃষ্ণ। (ঐ শ্লোকটি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে লাগিলেন)

বৃন্দা। পীতবর্ণা সূক্ষ্মাগ্রবিশিষ্টা এই চম্পককলিকা বিস্তৃতার ন্যায় বোধ হইতেছে।

কৃষ্ণ। মানবতীদিগের হৃদয়মথনকারিণী কামদেবের স্বর্ণময়ী শক্তির ন্যায়।

মধুমঙ্গল। ওহে বয়স্য ! ইহা কামের শক্তি নহে। ৬৯

পেক্‌খ জড়িলাকৃখিত্তা সা হরিআলগোরী লউড়িআ।

জটিলা। (প্রবিশ্য) অরে জিহ্ম বম্হণ! এত্থ লউড়ী মএ বিস্মু-মরিদা।

রাধিকা। (অপবার্য্য সভয়ং) সহি! পরিত্তাহি পরিত্তাহি, এসা কালরত্তীব্ব দারুণী বুড্‌ঢিআ মং দিট্‌ঠবদী। (ইতি ললিতা-বৃন্দাভ্যাং সহ নিষ্ক্রান্তা)

কৃষ্ণঃ। (অপবার্য্য)

মম সঙ্গমামৃতরসং ন জিঘ্রতি ন চ জিহাসতি প্রকটং।

জটিলা ব্যাঘ্রী চকিতা তৃষিতা রাধাকুরঙ্গীয়ং ॥ ৭০ ॥

মধুমঙ্গলঃ। ভো সরমালঙ্গুলকুড়িলে! গেণ্হ অত্তণো জট্‌ঠিং।

মধু। পশ্য, জটিলা ক্ষিপ্তা সা হরিতালগৌরী লকুটিকা। পূর্ব্বং লট্‌ঠিং ক্ষিপংতী পক্‌খং গচ্ছই ইত্যুক্তত্বাৎ।

জটি। অরে কুটিল ব্রাহ্মণ! অত্র ময়া লকুটী বিস্মৃতা।

রাধি। সখি! পরিত্রাহি পরিত্রাহি, কালরাত্রিরিব দারুণা বৃদ্ধা মাং দৃষ্টবতী ॥ ৭০ ॥

মধু। ভো সরমালাঙ্গুলকুটিলে! গৃহাণ আত্মনো লকুটীং যষ্টিং। সরমা শুনী।

দেখ, ইহা জটিলাকর্তৃক প্রক্ষিপ্তা হরিতালগৌরী লগুড়িকা বা যষ্টি।

জটিলা। (প্রবেশ পূর্ব্বক) অরে কুটিল ব্রাহ্মণ! এই যষ্টি আমিই ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছি।

রাধিকা। (হস্তাবরণ পূর্ব্বক সভয়ে) সখি! রক্ষা কর, রক্ষা কর, এই কালরাত্রির ন্যায় দারুণা বৃদ্ধা আমাকে দেখিতে পাইয়াছে। (ইহা বলিয়া ললিতা ও বৃন্দার সহিত প্রস্থান করিলেন)

কৃষ্ণ। (হস্তাবরণ দিয়া) জটিলারূপা ব্যাঘ্রীর ভয়ে চকিতা হইয়া এই তৃষিতা রাধারূপ কুরঙ্গী অমৃতরস না আঘ্রাণ করিতে পারিতেছেন, না ত্যাগ করিতে পারিতেছেন। ৭০

মধুমঙ্গল। ওহে কুকুরের লাঙ্গুলতুল্য বক্রস্বভাবে! এই তোমার যষ্টি গ্রহণ কর।

জটিলা। (যষ্টিমাদায়) অরে সুঅলা! কীস তুমং বহূড়িআবেসেণ মং সদা বিড়ম্বেসি ?

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) দিষ্ট্যা সুবলতয়া জ্ঞানমভূৎ। (প্রকাশং সনর্ম্মস্মিত্বা) জটিলে! গুরুভ্যঃ শপমানোঽস্মি রাধিকৈব সাধয়তি ন খল্বসৌ সুবলঃ।

জটিলা। রে ধূর্ত্ত! বিঅক্খণাহং সব্বং পরিক্খিদুং খমম্হি। তা অলং এত্থ ঠগ্‌গত্তণেণ। (ইতি নিষ্ক্রান্তা)

কৃষ্ণঃ। সখে! সমাগচ্ছ গোকুলমেব প্রবিশাবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তৌ)

ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীবিদগ্ধমাধবনাটকে রাধাপ্রসাদনো নাম পঞ্চমোঽঙ্কঃ ॥ ৫ ॥

জটি। অরে সুবল! কস্মাত্ত্বং বধূটিকাবেশেন মাং সদা বিড়ম্বয়সি ? সাধয়তি গচ্ছতি নাট্যোক্তৌ সাধয়তি গত্যর্থঃ।

জটি। অরে ধূর্ত্ত! বিচক্ষণাহং সর্ব্বং পরীক্ষিতুং ক্ষমাস্মি, তদলমত্র ধূর্ত্তত্বেন ॥ ৭১ ॥

ইতি পঞ্চমোঽঙ্কঃ।

জটিলা। (যষ্টি গ্রহণ করিয়া) অরে সুবল! তুই সর্ব্বদা আমায় বধূর বেশ ধারণ করিয়া আমাকে কেন প্রতারিত করিস্ ?

কৃষ্ণ। (স্বগত) সৌভাগ্যক্রমেই জটিলার রাধাতে সুবলজ্ঞান হইয়াছে। (প্রকাশ পূর্ব্বক পরিহাসপূর্ণ হাস্য করিয়া) জটিলে! গুরুজনদিগের শপথ করিয়া বলিতেছি—ইনি রাধিকাই যাইতেছেন, ইনি সুবল নহেন।

জটিলা। রে ধূর্ত্ত! আমি বিচক্ষণ ব্যক্তি, সকলই পরীক্ষা করিতে সমর্থা, এরূপ ধূর্ত্ততা প্রকাশে কোনও ফল নাই। (ইহা বলিয়া প্রস্থান করিলেন)

কৃষ্ণ। সখে! এস, আমরা গোকুলে প্রবেশ করি (ইহা বলিয়া প্রস্থান করিলেন)

(সকলের প্রস্থান)। ৭১

ইতি বিদগ্ধমাধবনাটকে রাধাপ্রসাদন নামক পঞ্চম অঙ্ক ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি জটিলা)

জটিলা। সুদং মএ অজ্জ পীঅপডেণ কিদুত্তরীআ বহূ ঘরে চিট্ঠই, তা গদুঅ জহত্থং ণিদ্ধারইস্সং। (ইতি পরিক্রম্য পশ্যন্তী)

কধং এসা বিসাহা ঘুম্মিঅ ঘুম্মিঅ অলিংদে পড়ই? তা সদ্দাইস্সং। (ইত্যুপসৃত্য) বিসাহে! জাদো এক্ক প্পহরো তহবি ঘুম্মসি॥

বাসন্তত্রিচতুর্দ্দিনলীলাদিগ্দর্শনং সমাপ্য সম্প্রতি শারদলীলায়াং মহারাসবিলাসাদিভিরতিদুষ্পারত্বাৎ তদ্বর্ণনে গ্রন্থগৌরবমবধার্য্য তত্র চিত্তপ্রবেশার্থং দিনার্দ্ধমাত্রলীলামুট্টঙ্কয়তি, ততঃ প্রবিশতি ইত্যাদিনা যাবৎ ষষ্ঠাঙ্কসমাপ্তিঃ।

জটি। শ্রুতং ময়া অদ্য পীতপট্টেন কৃতোত্তরীয়া বধূর্গৃহে তিষ্ঠতি, তদ্গত্বা যথার্থং নির্দ্ধারয়িষ্যামি। শ্রবণন্তু পদ্মামুখাদিতি জ্ঞেয়ং।

কথমেষা বিশাখা ঘূর্ম্মিত্বা ঘূর্ম্মিত্বা অলিন্দে গৃহস্য বহির্দ্বারপ্রকোষ্ঠে পততি। তচ্ছব্দায়িষ্যে। বিশাখে! জাত একপ্রহরস্তথাপি ঘূর্ম্মসে নিদ্রাসি।

(অনন্তর জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। বধূ পীত পট্টবস্ত্রের উত্তরীয়ের দ্বারা গৃহে অবস্থান করিতেছে, ইহা শুনিয়াছি—অতএব তথায় যাইয়া ইহার সত্যতা নির্দ্ধারণ করি (ইহা বলিয়া পরিক্রমণ পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলেন)

এ কি! বিশাখা যে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া গৃহের বহির্দ্বারপ্রকোষ্ঠেই পড়িয়া আছে। তবে একবার শব্দ করি। (ইহা বলিয়া নিকটে গমনপূর্ব্বক) বিশাখে! এক প্রহর বেলা হইয়া গেল তথাপি ঘুমাইতেছ!

বিশাখা। (প্রবিশ্য স্বগতং) সম্পদং রাসমহুসবগব্বাসু সব্বরীসু কুদো ণিদ্দাগংধোবি অম্হাণং, তা জুত্তং জ্জেব্ব ঘুম্মণং। (ইতি হঠাদ্দৃশৌ বিকাশ্য প্রকাশং)॥ ১॥

অজ্জে! অজ্জ ভঅবদীএ ণিদেসেণ দেঅদাসদণে দীণ্ণজাঅরম্হ।

জটিলা। (স্বগতং) অদো জ্জেব্ব পদোসে বহুএ সেজ্জা সুণ্ণা আসি! (প্রকাশং) বিসাহে! আআরেহি বহুঅং।

বিশাখা। হলা রাহে! ইদো ইদো।

রাধা। (প্রবিশ্য) (চক্ষুষী বিমৃজ্য সজৃম্ভং) বিসাহে! বাঢ়ং ণিদ্দা-উলম্হি। (ইতি দৃষ্টিং দরোদ্ঘাট্য সশঙ্কং স্বগতং) কধং ইধ জ্জেব্ব অজ্জা !!

বিশা। সাম্প্রতং রাসমহোৎসবগর্ভাসু শর্ব্বরীষু কুতো নিদ্রাগন্ধোঽপি অস্মাকং, তদ্‌যুক্তমেব ঘূর্ণনং ॥ ১॥

আর্য্যে! অদ্য ভগবত্যা নিদেশেন দেবতাসদনে দত্তজাগরাঃ স্মঃ।

জটি। অতএব প্রদোষে নিশাদৌ নিশামুখে বধ্বাঃ শয্যা শূন্যাসীৎ। বিশাখে! আকারয় আহ্বয় বধূং।

বিশা। সখি রাধে! ইতঃ ইতঃ।

রাধি। বিশাখে! বাঢ়ং নিদ্রাকুলাস্মি। কথং ইত এব আর্য্যা !!

বিশাখা। (প্রবেশপূর্ব্বক স্বগত) এখন রাসমহোৎসবপূর্ণা রজনীতে আমাদের আর নিদ্রাগন্ধ কোথায়? অতএব নিদ্রা উপযুক্তই বটে। (ইহা বলিয়া হঠাৎ চক্ষু উন্মীলনপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া)। ১

আর্য্যে! অদ্য ভগবতীর আদেশক্রমে দেবগৃহে আমরা জাগরণ করিয়াছিলাম।

জটিলা। (স্বগত) এই জন্যই অদ্য প্রদোষে বধূর শয্যা শূন্য ছিল। (প্রকাশ্যে) বিশাখে! বধূকে আহ্বান কর।

বিশাখা। সখি রাধে! এই দিকে, এই দিকে।

রাধা। (প্রবেশ পূর্ব্বক জৃম্ভার সহিত চক্ষুর্দ্বয় মার্জ্জনা করিতে করিতে) বিশাখে! আমি বড়ই নিদ্রাকুল হইয়াছি। (এই বলিয়া চক্ষু মেলিয়া সভয়ে স্বগত) তাই ত, এখানে যে আর্য্যা উপস্থিত!

জটিলা। (রাধাং নির্ব্বর্ণ্য স্বগতং) হদ্ধী হদ্ধী, সচ্চং জ্জেব্ব এদং পীঅম্বরং।

রাধা। (জনান্তিকং) হলা। সুদং মএ সারঙ্গীমুহাদো জং ণিসীধে বুড় ঢিআএ তস্মিং বিলাসপুলিণে গদং আসি, তা ণূণং অম্মে তত্থ দিট্‌ঠহ্ম।

বিশাখা। ণহু ণহু, জং কধিদং বুংদাএ তুমং ঘেত্তূণ তিরোহিদে কহ্নে তধা অহ্মেসু দোসু সহীসু সশঙ্কং তুহ উদ্দেসস্‌স গদাসু এসা বুড্‌ঢী উবট্‌ঠিদা।

রাধিকা। তদো কীস ইঅং কোঅভঅঙ্করীএ দিট্‌ঠীএ মং পেক্‌খংতী চিট্‌ঠদি ?

জটি। হা ধিক্, হা ধিক্, সত্যমেব ইদং পীতাম্বরং।

রাধি। সখি! শ্রুতং ময়া সারঙ্গীমুখতঃ যন্নিশীথে নিশার্দ্ধে রাত্রে বৃদ্ধয়া তস্মিন্ বিলাসপুলিনে গতমাসীৎ, তন্নূনং বয়ং তত্র দৃষ্টা স্মঃ।

বিশা। নহি নহি, যৎ কথিতং বৃন্দয়া ত্বাং গৃহীত্বা তিরোহিতে কৃষ্ণে তথা আবয়োর্দ্বয়োঃ সখ্যোশ্চ সশঙ্কং তবোদ্দেশায় গতয়োঃ সত্যোঃ এষা বৃদ্ধা উপস্থিতা।

রাধি। ততঃ কস্মাদিয়ং কোপভয়ঙ্কর্য্যা দৃষ্ট্যা মাং পশ্যন্তী তিষ্ঠতি ?

জটিলা। (শ্রীরাধাকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক মনে মনে) হা ধিক্! হা ধিক্! সত্য সত্যই এ যে পীতবসন!

রাধিকা। (জনান্তিকে) সখি! আমি সারঙ্গীর নিকট শুনিয়াছি যে, সেই নিশীথে বৃদ্ধা সেই বিলাসপুলিনে গিয়াছিল, তবে নিশ্চয়ই আমাদিগকে তথায় দেখিয়াছিল।

বিশাখা। না না, তাহা নয়, তবে বৃন্দা বলিয়াছে যে, কৃষ্ণ তোমাকে লইয়া তিরোহিত হইলে আমরা দুই জন সখী সভয়ে তোমার উদ্দেশে গমন করিবার পর বৃদ্ধা তথায় উপস্থিত হইয়াছিল।

রাধিকা। তবে কেন বৃদ্ধা কোপভয়ঙ্করী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে ?

জটিলা। (সের্ষ্যং) মিচ্ছাজপ্পিণি বিসাহে! কিং ণাম অংধাসি তুমং?

বিশাখা। (রাধাং বিলোক্য সখেদং জনান্তিকং) অই বিলাসবেহ্মলে! কিং ক্‌খু এদং?

রাধা। (স্বং বক্ষো নিরীক্ষ্য সসম্ভ্রমং) হলা! তুমং জ্জেব্ব সরণং ॥ ২ ॥

বিশাখা। (জটিলামবেক্ষ্য সংস্কৃতেন)

মুদা ক্ষিপ্তৈঃ পর্ব্বোত্তরলহৃদয়াভির্যুবতিভিঃ
পয়ঃপূরৈঃ পীতীকৃতমতিহরিদ্রাদ্রবময়ৈঃ।
দুকূলং দোর্মূলোপরি পরিদধানাং প্রিয়সখীং
কথং রাধামার্য্যে! কুটিলিতদৃগন্তং কলয়সি? ॥

জটি। সের্ষ্যং। মিথ্যাজল্পিনি বিশাখে! কিং নাম অন্ধাসি ত্বং?
বিশা। অয়ি বিলাসবিহ্বলে! কিং খল্বিদং?
রাধি। সখি! ত্বমেব শরণং ॥ ২ ॥
বিশা। যুবতিভিঃ ক্ষিপ্তৈঃ পয়ঃপূরৈঃ পীতীকৃতং দুকূলং দধানাং, ক? দোর্মূলোপরি। কুটিলিতদৃগন্তং যথা স্যাত্তথা কিং পশ্যসি?

জটিলা। (ঈর্ষ্যা সহকারে) মিথ্যাভাষিণি বিশাখে! তোমার কি চোখ গিয়াছে?

বিশাখা। (রাধাকে ভাল করিয়া দেখিয়া সখেদে জনান্তিকে) অয়ি বিলাসবিহ্বলে! এ কি করিয়াছ?

রাধা। (সভয়ে নিজের বক্ষের দিকে দেখিয়া) সখি! তুমিই এখন আমার আশ্রয়। ২

বিশাখা। (জটিলার দিকে তাকাইয়া সংস্কৃত ভাষায়) আর্য্যে! পর্ব্ব উপলক্ষে তরলহৃদয় যুবতিবৃন্দ কর্ত্তৃক আনন্দভরে নিক্ষিপ্ত হরিদ্রা-রঞ্জিত জল সেচন করিতে থাকায় প্রিয় সখীর পরিহিত বসন বাহুমূলে পীতবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, তবে আপনি কেন শ্রীরাধিকার প্রতি কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন?

জটিলা। (সবিশ্রম্ভং) বিসাহে! তুএ জ্জেব্ব চঞ্চলাএ মম পুত্তঘরং বিণাসিদং, জং জোবণাংধাণং গোইণং মজ্ঝে বহূডিআ ণিজ্জই।

বিশাখা। অজ্জে! কিংত্তি মং তুমং উবালহেসি? ণং উবসন্নং দীঅ-মালিআপব্বলচ্ছীং উবালহেহি, জাএ সব্বং আবাল-বুড্ঢং গোউলং জ্জেব্ব উম্মাদিদং।

জটিলা। বচ্ছে! সচ্চং কহেসি, অজ্জ রত্তিম্মি দিট্টং মএ সব্বাও গোউলকিসোরীও তত্থ পুলিণে উম্মত্তীভবিঅ কিম্পি চিট্ঠংতি।

জটি। বিশাখে! ত্বয়ৈব চঞ্চলয়া মম পুত্রগৃহং বিনাশিতং, যদ্যৌবনান্ধানাং গোপীনাং মধ্যে বধূটিকা নীয়তে।

বিশা। আর্য্যে! কিমিতি মাং উপালভসে? এনাং উপসন্নাং দীপ-মালিকা-পর্ব্বলক্ষ্মীং উপালভস্ব, যয়া সর্ব্বং আবালবৃদ্ধং গোকুলমেব উন্মাদিতং।

জটি। বৎসে! সত্যং কথয়সি! অদ্য রাত্রৌ দৃষ্টং ময়া সর্ব্বা গোকুল-কিশোর্য্যস্তত্র পুলিনে উন্মত্তীভূত্বা কিমপি চেষ্টন্তি।

জটিলা। (বিশ্বাস পূর্ব্বক) বিশাখে। তুমি যৌবনমদান্ধা গোপী-দিগের মধ্যে আমার এই অল্পবয়স্কা বধূকে লইয়া যাও কেন? তুমি অতি চঞ্চলা, তুমিই আমার পুত্রের গৃহ বিনাশ করিলে।

বিশাখা। আর্য্যে! আমাকে তিরস্কার করিতেছেন কেন? যাহাতে গোকুলের আবালবৃদ্ধ সকলেই উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেই দীপমালিকান্বিতা পর্ব্বলক্ষ্মীকেই তিরস্কার করুন।

জটিলা। বৎসে! তুমি সত্যই বলিয়াছ। অদ্য রাত্রে আমি দেখিয়াছি যে, সকল গোকুলকিশোরীই সেই পুলিনে উন্মত্ত হইয়া যেখানে সেখানে ভ্রমণ করিতেছে।

বিশাখা। (সদৃগ্‌ভঙ্গং রাধামীক্ষতে)

জটিলা। (সদৈন্যং) অই বিসাহে! পসীদ পসীদ, এসা অঙ্গুলিসিহরং মুহে ণিক্‌খিবিঅ অব্ভত্থেমি, তা ম্ম এক্কং অণুগ্‌গহং করেহি।

বিশাখা। (সপ্রশ্রয়ং) অজ্জে! কিংত্তি এব্বং ভণাসি? ণিকামং আণবেহি।

জটিলা। বচ্ছে! তুমং বিসুদ্ধাসি, তা কহ্নস্‌স হত্থাদো রক্‌খেহি বহুড়িঅং।

বিশাখা। অজ্জে! ণিচ্চিংতা হোহি, জং ললিদা কখু এত্থ দক্‌খা বিঅক্‌খণা অ ॥ ৩ ॥

জটি। অয়ি বিশাখে! প্রসীদ প্রসীদ, এষা অঙ্গুলিশিখরং মুখে নিক্ষিপ্য অভ্যর্থয়ামি, তন্মমৈকং অনুগ্রহং কুরু।

বিশা। আর্য্যে! কিমিতি এবং ভণসি? নিকামং যথেষ্টমাজ্ঞাপয়।

জটি। বৎসে! ত্বং বিশুদ্ধাসি, তৎ কৃষ্ণস্য হস্তাৎ রক্ষ বধূটিকাং।

বিশা। আর্য্যে! নিশ্চিন্তা ভব, যল্ললিতা খল্বত্র দক্ষা চতুরা বিচক্ষণা সারসাধিকা চ ॥ ৩ ॥

বিশাখা। (নেত্রভঙ্গি সহকারে রাধার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন)।

জটিলা! (দৈন্য সহকারে) অয়ি বিশাখে! প্রসন্ন হও, রাগ করিও না, আমি এই মুখে আঙ্গুল দিয়া তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রতি একটি অনুগ্রহ কর।

বিশাখা। (মিনতিভরে) আর্য্যে! এরূপ বলিতেছেন কেন? আপনার যাহা ইচ্ছা আজ্ঞা করুন।

জটিলা। বৎসে! তুমি অতি শুদ্ধচরিত্রা, অতএব কৃষ্ণের হস্ত হইতে আমার এই অল্পবয়স্কা বধূটিকে রক্ষা কর।

বিশাখা। আর্য্যে! আপনি নিশ্চিন্তা হউন, যেহেতু, ললিতা এ বিষয়ে অতিশয় দক্ষা ও বিচক্ষণা। ৩

জটিলা। কহিং গদা ললিদা ?

বিশাখা। পেক্‌খ পউমাএ সমং ইধ জ্জেব্ব এসা আঅচ্ছদি।

জটিলা। অহং উপ্পলিআ ণিপ্পাদণস্‌স গমিস্‌সং।

(ইতি নিষ্ক্রান্তা)

(প্রবিশ্য পদ্ময়া সহ)

ললিতা। সহি পউমে ! কুদো আঅচ্ছসি ?

পদ্মা। হলা ! কহ্নস্‌স সআসাদো।

ললিতা। কহিং কহ্নো ?

পদ্মা। মালদীবাড়িআপেরংতে।

জটি। কুত্র গতা ললিতা ?

বিশা। পশ্য পদ্ময়া সমমিত এব এষা ললিতা আগচ্ছতি।

জটি। অহং উৎপলিকানিষ্পাদনায় গমিষ্যামি। উৎপলিকা গোময়পিণ্ডিকা।

ললি। সখি পদ্মে ! কুত আগচ্ছসি ?

পদ্মা। সখি কৃষ্ণস্য সকাশাৎ।

ললি। কুত্র কৃষ্ণঃ ?

পদ্মা। মালতীবাটিকাপ্রান্তে।

জটিলা। ললিতা কোথায় গিয়াছে ?

বিশাখা। ঐ দেখুন, ললিতা পদ্মার সহিত এই দিকেই আসিতেছে।

জটিলা। আমি গোময়পিণ্ডিকা প্রস্তুত করিতে যাইতেছি।

(পদ্মার সহিত ললিতার প্রবেশ)

ললিতা। সখি পদ্মে ! কোন্ স্থান হইতে আসিতেছ ?

পদ্মা। সখি ! কৃষ্ণের নিকট হইতে আসিতেছি।

ললিতা। কৃষ্ণ এখন কোথায় ?

পদ্মা। মালতীকুঞ্জের প্রান্তে।

ললিতা। কিং কুণদি ?

পদ্মা। মহুমঙ্গলদুদিও বিহরদি।

ললিতা। (সপরিহাসস্মিতং) হলা ! কিং ণাম সংপুরিদাহিট্ঠাসি ?

পদ্মা। (বিহস্য) মা অণ্ণধা সম্ভাবেহি, মএ মালদীসেহরো একো গন্থিঅ তস্স উপহারীকিদো। (ইতি স্মৃতিমভিনীয়) হলা ! কথিদং মে কণ্হেণ—পউমে ! তুমং জধা সংতদং মালং সমপ্পেসি, এব্বং ললিদাবি মে বিচিত্তধাউলচ্ছিং তা এসা মে লেহপত্তিঅ তুএ তস্স হত্থে দেঅব্বি (ইতি পত্রিকামর্পয়তি)।

ললি। কিং করোতি ?

পদ্মা। মধুমঙ্গলদ্বিতীয়ো বিহরতি।

ললি। সখি ! কিং নাম সংপূরিতাভীষ্টাসি ? ইতি রতং ব্যজ্যতে, অস্যাঃ প্রাতরেবাত্রাগমনং ললিতয়া সহ সংবাদেচ্ছা চ জটিলাক্রিয়মাণতিরস্কারদুঃখ-দর্শনাভিলাষায়।

পদ্মা। না অন্যথা সম্ভাবয়, ময়া মালতীশেখরঃ একো গ্রথিত্বা তস্য উপহারীকৃতঃ। সখি ! কথিতং কৃষ্ণেন—পদ্মে ! ত্বং যথা সন্ততং মালাং সমর্পয়সি এবং ললিতাপি মে বিচিত্রধাতুলক্ষ্মীং। তদেষা মে লেখপত্রিকা-ত্বয়া তস্যা হস্তে দেয়েতি।

ললিতা। সেখানে কি করিতেছেন ?

পদ্মা। মধুমঙ্গলের সহিত বেড়াইতেছেন।

ললিতা। (পরিহাস সহকারে হাস্যপূর্ব্বক) সখি ! তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে ত ?

পদ্মা। (হাস্যপূর্ব্বক) সখি ! অন্যরূপ মনে করিও না, আমি একগাছি মালতীর মালা গাঁথিয়া তাঁহাকে উপহার দিয়া আসিয়াছি। (কিছু মনে পড়িয়াছে—এই ভাব দেখাইয়া) সখি ! কৃষ্ণ আমাকে বলিলেন, তুমি যেমন আমাকে প্রতিদিন মালা দিয়া থাক, সেইরূপ ললিতাও আমাকে নানা বর্ণে রঞ্জিতা ধাতুলক্ষ্মী দান করিয়া থাকে, অতএব আমার এই লিখিত পত্রিকাখানি তাহার হস্তে দিও। (এই বলিয়া পত্রিকা অর্পণ করিলেন)।

ললিতা। (গৃহীত্বা স্বগতং) কদাবি কহ্নস্স মএ চাউরাও ণ সমপ্পিদোত্থি। তা এত্থ অবরেণ কেণাবি রহস্সেণ হোদব্বং ॥ ৪ ॥

(প্রকাশং। পত্রিকাং বাচয়তি)

ত্বয়া মুক্তগিরিঃ পাণৌ মমাতুচ্ছপদস্থিতিঃ।
নিধীয়তামধীরাক্ষি! রাগিধাতুপরিচ্ছদঃ ॥

(ইতি ক্ষণং বিমৃশ্য স্বগতং) "রাধা মম পাণৌ নিধীয়তাং

ললি। কদাপি কৃষ্ণস্য ধাতুরাগো ময়া ন সমর্পিতোঽস্তি তদত্র অপরেণ কেনাপি রহস্যেন ভবিতব্যং ॥ ৪ ॥

বিমৃশ্যেতি—অয়মত্র বিমর্শঃ—ত্বয়া মম পাণৌ রাগিধাতুপরিচ্ছদো নিধীয়তাং। কীদৃশঃ? মুক্তগিরিঃ মুক্তো গিরেঃ সকাশাদিতি রাজদন্তাদিঃ। যদ্বা মুক্তো গিরির্যেন সঃ পর্ব্বতাদবচিত্যেত্যর্থঃ। অতুচ্ছপদস্থিতিঃ ন তুচ্ছে পদে পর্ব্বতাধঃপ্রান্তাদৌ স্থিতির্যস্য শৃঙ্গস্থ ইত্যর্থঃ। অয়ং প্রকটোঽর্থঃ পদ্মাপ্রতারণায়; গূঢ়স্তু—রাগিধাতুপরিচ্ছদ ইত্যক্ষরাষ্ট-রূপশব্দঃ। কীদৃশঃ? মুক্তৌ ত্যক্তৌ গিরী গিকাররিকারৌ যেন ন বিদ্যতে, তু-চ্ছ-প-দানাং তুকার ছকার-পকার-দকারাণাং স্থিতির্যত্র; ততশ্চ রাধা

ললিতা। (পত্র গ্রহণপূর্ব্বক স্বগত) আমি ত' কৃষ্ণকে কখনও ধাতুরাগ দিই নাই, তবে বোধ হয়, ইহাতে অন্য কোনও রহস্য থাকিবে ॥ ৪ ॥

(প্রকাশ্যে পত্র পড়িতে লাগিলেন) অয়ি অধীরাক্ষি! পর্ব্বত হইতে চ্যুত শৃঙ্গস্থ রক্তবর্ণ ধাতুপরিচ্ছদ আমার হস্তে প্রদান কর। (পদ্মাকে প্রতারণা করিবার জন্য ইহাই বাহিরের অর্থ। ভিতরের অর্থ "রাগিধাতুপরিচ্ছদ" এই শব্দটিতে আটটি অক্ষর আছে, ইহা "গি, রি, তু, চ্ছ, প, দ," এই ছয়টি অক্ষর বাদ দিলে অবশিষ্ট "রা," ও "ধা" এই অক্ষর থাকে, অতএব "রাধাকে" আমার নিকট দিয়া যাও, ইহাই গূঢ় অর্থ।)

(কিছুক্ষণ চিন্তাপূর্ব্বক স্বগত) "রাধাকে আমার হস্তে অর্পণ কর" সঙ্কেতের দ্বারা ইনি এইরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন।

এব্বং সঙ্কেদেণ ইমিণা আণত্তং। (প্রকাশং) সহি ! তধা করিস্সং। তা অগগদো রাহিঅং অপুচ্ছিঅ সাহেহি।

পদ্মা। (রাধিকামুপেত্য সনর্ম্মস্মিতং) হলা রাহে। দিট্টিআ ণিব্বিবাদং জাদং, জধা গোউলিংদণংদণেণ অহ্মাণং অংসুআইং অবহরিদাইং তধা অহ্মেহিং বি তস্স এদং পীদংসুঅং ॥ ৫ ॥

ললিতা। (স্মিত্বা) অই ণিল্লজ্জি ! কুঙ্কুমপঙ্কপিঞ্জরিদং পিঅসহীএ উত্তরীঅং পেক্‌খিঅ কিংত্তি অণত্থং আসঙ্কসি ?

ইত্যক্ষরদ্বয়ং তিষ্ঠতি। বিপক্ষস্য দূত্যকরণচাতুর্য্যং সৌভাগ্যাতিশয়নিধাপনার্থং। এবংসঙ্কেতেনানেনাজ্ঞপ্তং। সখি তথা করিষ্যামি। তদগ্রতো রাধিকামাপৃচ্ছ্য সাধয় গচ্ছ।

পদ্মা। সখি ! দিষ্ট্যা নির্ব্বিবাদং জাতং, যথা গোকুলেন্দ্রনন্দনেনাস্মাকমংশুকান্যপহৃতানি তথাস্মাভিরপি তস্যেদং পীতাংশুকং ॥ ৫ ॥

ললি। অয়ি নির্লজ্জে ! কুঙ্কুমপঙ্কপীতীকৃতং প্রিয়সখ্যা উত্তরীয়ং দৃষ্ট্বা কিমিতি অনর্থং কৃষ্ণভোগাঙ্কং আশঙ্কসে ?

(প্রকাশ্যে) সখি ! তাহাই করিব। তবে একবার শ্রীরাধার সহিত কথা বলিয়া যাও।

পদ্মা। (রাধিকার নিকট গমনপূর্ব্বক আনন্দভরে হাসিতে হাসিতে) সখি রাধে ! সৌভাগ্যবশেই এবার শোধ লইতে পারিয়াছ ! গোকুলেন্দ্রনন্দন যেমন আমাদের বস্ত্র চুরি করিয়াছিলেন, তেমনই আমরাও তাঁহার পীতবসন চুরি করিয়াছি ॥ ৫ ॥

ললিতা। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) অয়ি নির্লজ্জে ! কুঙ্কুমপঙ্কের দ্বারা পীতবর্ণ প্রিয়সখীর উত্তরীয় বস্ত্র দেখিয়া অনর্থ আশঙ্কা করিতেছ কেন ? *

---

* এ যে শ্রীকৃষ্ণের পীতবসন, অতএব শ্রীরাধিকা যে উহা ভ্রমপূর্ব্বক মিলনের পর আসিবার সময় লইয়া আসিয়াছেন, এরূপ ভয় করিতেছ কেন ?

পদ্মা। (সস্মিতং) হলা রাহে ! অণুজাণীহি মং তুরীঅং সহিত্থলীং গদুঅ কহ্নস্‌স লীলং গাঅংতী পিঅসহীং চংদাঅলীঅং সুহাবইসসং।

বিশাখা। (বিহস্য) পউমে ! ধণ্ণাও তুহ্মে, জাহিং অদংসণে বি কহ্নসস বিলাসগীদিহিং পিঅসহী চংদাঅলী সুহাবীঅদি।

পদ্মা। বিসাহে ! তুহ্মেহিং কীস তধা ণ কিজ্জই ?

বিশাখা। অই ! কুদো অহ্মাণং ইদিসং ভাঅধেঅং ?

পদ্মা। হলা ! কধং ণত্থি ?

পদ্মা। সখি অনুপজ্ঞাপয় মাং, ত্বরিতং সখীস্থলীং গত্বা সখাস্থলী নাম সখীধরা ইতি গোবর্দ্ধননিকটবর্ত্তী চন্দ্রাবল্যাঃ গ্রামস্তাং গত্বা কৃষ্ণস্য লীলাং গায়ন্তী প্রিয়সখীং চন্দ্রাবলীং সুখাপয়িষ্যামি।

বিশা। পদ্মে ! ধন্যা যূয়ং যাভিরদর্শনেঽপি কৃষ্ণস্য বিলাসগীতৈনিজ-সখী চন্দ্রাবলী সুখাপ্যতে।

পদ্মা। যুষ্মাভিঃ কস্মাৎ তথা ন ক্রিয়তে ?

বিশা। অয়ি ! কুতোঽস্মাকং ঈদৃশং ভাগধেয়ং ?

পদ্মা। সখি ! কথং নাস্তি।

পদ্মা। (মৃদুহাস্য পূর্ব্বক) সখি রাধে ! আমাকে শীঘ্র যাইতে আদেশ কর, আমাকে আবার সখিস্থলীতে * যাইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা গান করিয়া প্রিয়সখীকে শান্ত করিয়া রাখিতে হইবে।

বিশাখা। (হাস্যপূর্ব্বক) সখি পদ্মে ! তোমরা ধন্য, যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনেও তোমরা তাঁহার লীলাগান করিয়া প্রিয়সখী চন্দ্রাবলীর সুখ বিধান করিয়া থাক।

পদ্মা। বিশাখে ! তোমরা তাহা কর না কেন ?

বিশাখা। সখি ! আমাদের এরূপ ভাগ্য কোথায় ?

পদ্মা ! সখি ! সেরূপ ভাগ্য নাই কেন ?

---

* গোবর্দ্ধনসমীপবর্ত্তিনী চন্দ্রাবলীর নিবাসস্থলী।

বিশাখা। হলা মুদ্ধে! কহ্নস্স ণামমেত্তে পখুদে সহী রাহিআ বুক্‌খুভদি।

পদ্মা। (স্বগতং) স্বপক্‌খে পেম্মুক্করিসো ইমাএ বিক্‌খাবিদো। হোদু। (প্রকাশং) বিসাহে! তুম্হে জ্জেব্ব সুট্‌ঠু সুহিণীও, অহ্মাণং কৃখু কা বি দুক্‌খদসা অণুবট্‌ঠই।

ললিতা। পউমে! ণ কৃখু তুহ্মাণং কিম্পি দুক্‌খং সম্ভাবীআদি।

পদ্মা। হলা ললিদে! মা এব্বং ভণ, জং হারগণ্ঠণ-কেসপসাহণ-

বিশা। অয়ি মুগ্ধে! কৃষ্ণস্য নামমাত্রে প্রস্তুতে সখী রাধিকা বিক্ষুভ্যতে! কুতো গীতশ্রবণসামর্থ্যং, চন্দ্রাবল্যাস্তথা প্রেমাভাবাৎ তৎসম্ভবতীতি ভাবঃ।

পদ্মা। স্বপক্ষে প্রেমোৎকর্ষোঽনয়া বিখ্যাপিতঃ। বিশাখে! য়ুয়মেব সুষ্ঠু সুখিন্যঃ, অস্মাকং খলু কাপি দুঃখদশা অনুবর্ত্ততে।

ললি। পদ্মে! ন খলু যুষ্মাকং কিমপি দুঃখং সম্ভাব্যতে।

পদ্মা। ললিতে! মৈবং ভণ, যৎ হারগ্রন্থন-কেশপ্রসাধন-বিম্বাধররঞ্জন প্রভৃতিভিশ্চন্দ্রাবল্যা নেপথ্যানি। নেপথ্যং বেশঃ। "আকল্পবেশৌ নেপথ্য"ইত্যমরঃ। সর্ব্বদা কুর্ব্বন্তীনামস্মাকং দুঃখজালস্য অন্তো নাস্তি। অয়ং ভাবঃ—চন্দ্রাবল্যাঃ সৌভাগ্যাতিরেকাৎ একস্মিন্নপি দিনে বহুশঃ

বিশাখা। অয়ি মুগ্ধে! কৃষ্ণের নামমাত্র উচ্চারিত হইলেই সখী রাধিকা বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়েন। (অতএব লীলাকথা শুনিবার সময় কোথায়?)

পদ্মা। (স্বগত) ইনি ত' নিজপক্ষের প্রেমের উৎকর্ষই বিশেষরূপে জানাইলেন। হউক। (প্রকাশ্যে) বিশাখে! তোমরা ত' বেশ সুখে আছ। আমাদের বড় দুঃখের দশায়ই কাল যাইতেছে।

ললিতা। পদ্মে! তোমাদের ত' কোনও দুঃখের সম্ভাবনা নাই।

পদ্মা। সখি ললিতে! এরূপ বলিও না। যেহেতু, হারগ্রন্থন, কেশপ্রসাধন, বিম্বাধররঞ্জন প্রভৃতি চন্দ্রাবলীর বেশবিন্যাসের সাধন

বিম্বাহররঞ্জণপহুদীহিং চংদাঅলীএ ণেপচ্ছাইং সব্বদা কুণংতীণং অম্মাণং দুক্খজালস্স অংতো ণত্থি ॥ ৬ ॥

বিশাখা। (বিহস্য) হলা পউমে! সচ্চং তুম্মাণং বহুইং দুক্খাইং, অম্মাণং উণ একং জ্জেব্ব ॥ ৭ ॥

পদ্মা। হলা! কিং তং ?

কৃষ্ণসম্ভোগেন পুনঃ পুনর্বেশঃ কর্ত্তব্যো ভবতি। যুস্মাকন্তু রাধায়াস্তাদৃশ-সৌভাগ্যাভাবাৎ কাদাচিৎকেন কৃষ্ণসম্ভোগেন কদাচিদপি বেশ-করণমিতি ॥ ৬ ॥

বিশা। বিহস্যেতি ব্যঙ্গোঽর্থঃ—তবায়মেব, সতু অস্মাভিরপকৃষ্টত্বেন হস্যতে এবেতি ভাবঃ। পদ্মে! সত্যং যুষ্মাকং বহূনি দুঃখানীতি। সদা চন্দ্রাবল্যাঃ কৃষ্ণসম্ভোগ ইতি ভবত্যা মিথ্যৈব ব্যজ্যতে, যদ্যপি সত্যং স্যাদস্তু, তদপি রাধিকাসৌভাগ্যভানোরগ্রে স তু সৌভাগ্যা-ভাসঃ খদ্যোতায়ত ইতি ত্বয়া জ্ঞায়তামিত্যভিপ্রেত্যাহ—অস্মাকং পুনরেকমেব ॥ ৭ ॥

পদ্মা। সখি! কিং তৎ ?

করিতেই আমাদের সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয় বলিয়া আমাদের দুঃখ-জালের অন্ত নাই।*

বিশাখা। (হাস্যপূর্ব্বক) সখি পদ্মে! সত্য সত্য তোমাদের অনেক দুঃখই বটে, কিন্তু আমাদের মাত্র একটি দুঃখ।

পদ্মা। সখি! কি দুঃখ ?

---

* পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য বেশাদি বিপর্য্যস্ত হওয়ার জন্যই বারংবার এইরূপ কেশ-বিন্যাস করিতে হয়, অতএব দেখান হইল যে, চন্দ্রাবলীর কি সৌভাগ্য—চন্দ্রাবলীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রায়ই মিলন ঘটে।

বিশাখা। পউমে! জা কা বি মচ্চদুল্লহা আগাসতারা প্পফুরদি। তত্থ জাদাহিলাসস্স কস্স বি কালিংদীকুলণংদিণো সমদসস গংধকলহীংদস্স সব্বদা অব্ভত্থণা কদত্থণং ॥ ৮ ॥

ললিতা। (স্মিত্বা) বিসাহে! অণ্ণং বি এক্কং গরুঅং দুঃখং তুএ কধং বিস্সুমরিদং ?

বিশাখা। ললিদে! কিং তং সুমরাবেহি।

বিশাখা। পদ্মে! যা কাপি মর্ত্ত্যদুর্ল্লভা আকাশতারা প্রস্ফুরতি, তত্র জাতাভিলাষস্য কস্যাপি কালিন্দীকুলনন্দিনঃ সমদস্য গন্ধকলভেন্দ্রস্য সর্ব্বদা অভ্যর্থনা কদর্থনং। সমদস্যেতি দুর্ল্লভা মমেয়মিতি পরামর্শাভাবান্মত্তত্বমেব। গন্ধকলভেন্দ্রো দুর্ব্বারহস্তিশাবকঃ। অয়ং ভাবঃ—স্থূলতত্বেন চন্দ্রাবল্যাং ন সম্ভোগঃ স্যাদস্তু বা, অস্মাকং রাধায়াস্তু সম্ভোগপ্রার্থনাপি দুঃশকা কৃষ্ণস্যাতিদুর্ল্লভত্বাৎ। ততশ্চ অস্মাসু রাধাসখীষু সদা অভ্যর্থনা তস্য ভবতি তমাপি কদর্থনমস্মাভির্মন্যতে ইতি ॥ ৮ ॥

ললিতা। স্মিত্বেতি। বিশাখে! সুষ্ঠু প্রত্যুক্তং ভবত্যা ইতি ভাবঃ অহমিতোঽপ্যুৎকর্ষকোটিমাবিষ্কৃত্য বরাকীমিমাং নির্ব্বচনং করোমীত্যভিপ্রেত্যাহ, অন্যমপি একং গুরুতরং দুঃখং কথং বিস্মরিতং ?

বিশা। ললিতে! কিং তৎ স্মারয়।

বিশাখা। সখি পদ্মে! মর্ত্ত্যদুর্ল্লভা একটি যে আকাশ-তারা স্ফুর্ত্তি পাইতেছে, তাহার গ্রহণে অভিলাষী হইয়া একটি কালিন্দী-কুলানন্দী কোনও মত্ত হস্তিশাবক সর্ব্বদা আমাদিগকে অভ্যর্থনারূপ কদর্থন করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

ললিতে। (মৃদু হাস্যপূর্ব্বক) সখি বিশাখে। অন্য একটি গুরুতর দুঃখের কথা তুমি ভুলিয়া গেলে কেন ?

বিশাখা। সখি ললিতে! তাহা কি, স্মরণ করাইয়া দাও।

ললিতা। অই উজ্জুএ! রাহীএ পাঅপল্লঅম্মি জাবঅরাঅস্স খণে খণে বিরঅণং ॥ ৯ ॥

বিশাখা। (সহাসং) অলিআসঙ্কিণি ললিদে! বিরমেহি বিরমেহি কহ্নস্স উত্তমঙ্গে ঢাউণং রাও জ্জেব্ব রেহদিণক্খু জাবআণং ॥১০॥

রাধিকা। (সলজ্জং) হলা পউমে। ইমাণং দুম্মুহীণং প্পলাবং অণাঅগ্নিঅ তুণ্ণং পিঅসহীং চংদাঅলিঅং জ্জেব্ব জাহি।

ললি। ঋজ্বা ঋজুস্বভাবত্বাৎ সূক্ষ্মমর্থং প্রকাশ্য নেমাং লজ্জয়সীতি ভাবঃ ॥ রাধায়াঃ পাদপল্লবে ক্ষণে ক্ষণে যাবকরাগস্য বিরচনং। অয়ম্ভাবঃ—ততশ্চ সামদানাদিভিশ্চাটুপরেণ কৃষ্ণেন বশীকৃতাভিরস্মাভিরবকাশে দত্তে রাধিকায়াঃ পাদয়োঃ প্রণামেণ যাবকরাগঃ ক্ষণে ক্ষণেঽপগতো ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

বিশা। সহাসমিতি অথাস্যাঃ প্রত্যুত্তরস্য কা গতির্ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। অলীকাশঙ্কিনি! বিরম বিরম কৃষ্ণস্যোত্তমাঙ্গে ধাতূনামেব রাগো রাজতে ন খলু যাবকানাং ইতি প্রকাশিতার্থস্য পুনঃ সঙ্গোপনেনাধিকং সনির্দ্ধারসত্যত্বং ব্যঞ্জিতং ॥ ১০ ॥

রাধি। সলজ্জমিতি আত্মযশঃ শ্রবণেন, অথেমাং নিরুত্তরাং ম্লানমুখীং দৃষ্ট্বাহ, সখি পদ্মে! আসাং দুর্ম্মুখীণাং প্রলাপমনাকর্ণ্য তূর্ণং প্রিয়সখীং চন্দ্রাবলীমেব যাহি।

ললিতা। অয়ি সরলে! শ্রীরাধিকার পদপল্লবে ক্ষণে ক্ষণে অলক্তকচিহ্নের রচনা। *

বিশাখা। (হাস্যপূর্ব্বক) অয়ি মিথ্যাভয়শীলে ললিতে! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, শ্রীকৃষ্ণের উত্তমাঙ্গে ধাতুরাগ বিরাজ করে—উহা অলক্তকরাগ নহে। ১০

রাধিকা। (সলজ্জভাবে) সখি পদ্মে! এই দুর্ম্মুখীদিগের প্রলাপ বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তুমি শীঘ্র এখন প্রিয়সখী চন্দ্রাবলীর নিকট গমন কর।

* শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে প্রাপ্তির অভিলাষে বারংবার তাঁহার চরণতলে লুণ্ঠিত হন—তাহাতে অলক্তক-রাগ মুছিয়া যাওয়ায় পুনঃ পুনঃ তাহা রচনা করিয়া দিতে হয়, ইহাই ভাবার্থ।

পদ্মা। জধাদিসদি পিঅসহী (ইতি নিষ্ক্রান্তা)।

ললিতা। (স্বগতং) এহ্নিং কহ্নস্স আণ্ণং করিস্সং। (প্রকাশং) হলা রাহে ! এহি পুপ্‌ফং অবচিপিঅ ভঅবংতং স্থরং পূঅহ্ম।

রাধিকা। (স্বগতং) দিট্‌টিআ হিঅঅট্‌ঠিদো জ্জেব্ব মে কামো ইমাএ উবণীদো জং কহ্নস্স দংসণং এত্থ সম্ভবে।

(প্রকাশং) জধাহি রোঅদি পিঅসহীএ (ইতি নিষ্ক্রান্তা) ॥১১॥

(ততঃ প্রবিশতি মধুমঙ্গলেনোপস্থমানঃ কৃষ্ণঃ)

কৃষ্ণঃ। নবস্তবকবল্লরী-চটুলগন্ধবন্দীকৃত-
ভ্রমদ্ভ্রমরঝঙ্কৃতিপ্লুতমুদগ্রগুঞ্জার্বুদং।

পদ্মা। যথাদিশতি প্রিয়সখী।

ললি। ইদানীং কৃষ্ণস্য আজ্ঞাং করিষ্যামি। সখি রাধে ! এহি পুষ্পং অবচিত্য ভগবন্তং সূর্য্যং পূজয়ামঃ।

রাধি। দিষ্ট্যা হৃদয়স্থিত এব মে কামোঽনয়া উপনীতঃ, যতঃ কৃষ্ণদর্শনমত্র সম্ভবেৎ। যথাভিরোচতে প্রিয়সখ্যাঃ ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণঃ। বায়ুনা চঞ্চলগন্ধেন বন্দীকৃতঃ বন্দী স্তাবকঃ স ইব কৃতো যো ভ্রমন্ ভ্রমরস্তস্য ঝংকৃত্যা প্লুতং ব্যাপ্তং অথবা বন্দীকৃতো বদ্ধীকৃতঃ। উদগ্রাণাং

পদ্মা। প্রিয়সখীর যে আজ্ঞা, তাহাই করিতেছি। (ইহা বলিয়া প্রস্থান)

ললিতা। (স্বগত) এখন কৃষ্ণের আজ্ঞা প্রতিপালন করি। (প্রকাশ্যে) সখি রাধিকে ! চল, পুষ্পচয়ন করিয়া ভগবান্ সূর্য্যের পূজা করিতে হইবে।

রাধিকা। (স্বগত) কি সৌভাগ্য ! ললিতা আমার হৃদয়ের অভিলষিত কথাই উত্থাপন করিল ! যেহেতু, ইহাতে কৃষ্ণের সাক্ষাতের সম্ভাবনা আছে। (প্রকাশ্যে) প্রিয়সখীর যেমন ইচ্ছা। (ইহা বলিয়া প্রস্থান) ॥১১

(অনন্তর মধুমঙ্গল কর্তৃক উপাস্যমান শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। লতাগুলির নূতন নূতন স্তবকের মধুরগন্ধে ভ্রমরগুলি বন্দনা-কারিগণে পরিণত হইয়া যে ঝঙ্কার করিতেছে, তাহাতে পরিপূর্ণ,

শরৎকৃশকলিন্দজা-পুলিনবৃন্দসংবৰ্দ্ধিতং
পরিস্ফুরতি চন্দ্রক স্থগিতমদ্য বৃন্দাবনং ॥ ১২ ॥
(পুনর্নিরূপ্য সানন্দং) ॥
শরদি মুখরিতাশাস্তারনাদাবলীভি-
র্বলদবিচলনেত্রাঃ পশ্য বৃন্দাবনেঽস্য ।
বিদধতি রণরঙ্গং বাসিতা-সঙ্গহেতোঃ
সরভসমুরুশৃঙ্গৈঃ সঙ্গবে পুঙ্গবেন্দ্রাঃ ॥ ১৩ ॥

মধুমঙ্গলঃ। (সর্ব্বতো বিলোক্য)
তুহ সঙ্গমেণ ণুণং মুউন্দ বুন্দাড়ঈ ঘণচ্ছাআ।
উঅ দম্ভেণ কুরুণ্ডঅভরস্স পীদম্বরং ধরই ॥

উৎকৃষ্টানাং গুঞ্জানামর্ব্বুদং যত্র। চন্দ্রকৈঃ ময়ূরপিঞ্ছৈঃ স্থগিতং সংবৃতং ব্যাপ্তমিতি যাবৎ। "স্থগি সংবরণে" ধাতুঃ ॥ ১২ ॥

মুখরিতাঃ প্রতিনাদিতাঃ আশা দিশো যৈঃ। বাসিতা পুষ্পিণী গৌঃ ॥১৩॥

মধু। তব সঙ্গমেন নূনং মুকুন্দবৃন্দাটবী ঘনচ্ছায়া। উত দম্ভেন কুরুণ্টকভরস্য পীতাম্বরং ধারয়তি। ঘনচ্ছায়াপক্ষে ত্বৎসারূপ্যপ্রাপ্ত্যা মেঘকান্তিঃ ॥ ১৪ ॥

অর্ব্বুদ-অর্ব্বুদ উৎকৃষ্ট গুঞ্জার দ্বারা শোভিত, শরৎকালীন ক্ষীণ-তোয়া যমুনার পুলিন-সমূহের দ্বারা সম্যক্‌রূপে বৰ্দ্ধিত এবং অসংখ্য ময়ূরপুচ্ছে পরিব্যাপ্ত হইয়া অদ্য এই বৃন্দাবন সর্ব্বতোভাবে শোভা পাইতেছে। ১২

(পুনরায় ভাল করিয়া দেখিয়া আনন্দভরে)

সখে! দেখ দেখ, অদ্য এই শারদারম্ভে বৃন্দাবনে বলিষ্ঠ বৃষভকুল ঋতুমতী গাভীর সঙ্গমের নিমিত্ত উচ্চ নিনাদে দশ দিক্ মুখরিত করিয়া স্থিরনেত্রে উচ্চ শৃঙ্গের দ্বারা পরস্পরের সহিত যুদ্ধরঙ্গে রত হইয়াছে। ১৩

মধুমঙ্গল। (চারিদিকে তাকাইয়া) তোমার সঙ্গহেতু তোমার সারূপ্যবশতঃ জলদকান্তি এই বৃন্দাবন দম্ভহেতু ঝিন্‌টী পুষ্পের ছলে পীতাম্বর ধারণ করিয়াছে।

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) কিমস্ত নিষ্টঙ্কিতসঙ্কেতলেখার্থয়া পূর্ণমনো-রথীকরিষ্যেঽহং ললিতয়া॥ ১৪॥

হন্ত। শারদমাধুরীসন্দোহসন্দলিতাপি বৃন্দাটবীকক্ষা খঞ্জ-নাক্ষীবিপ্রকর্ষাদানন্দবিন্দুমপি ন মে সন্ধাতি। তদ্বেণু-সঙ্কেতং সঞ্চারয়ামি (ইতি তথা কুর্ব্বন্)

দিব্যো রথাঙ্গি! সময়ঃ সখি সঙ্গমস্ত
জজ্ঞে বরাঙ্গি! তরসা কুরু পক্ষপাতং।
অধ্বানমর্দ্ধনয়নেন বিলোক্যমানঃ
শোকাদয়ং সহচরস্তব রৌরবীতি॥

মধুমঙ্গলঃ। (বিহস্য) ভো বয়স্য কিং এদং অউরুব্বং বাদিতং?

সন্দালিতা বদ্ধা শরদি যত্র কুত্রাপি খঞ্জনসঙ্গরং বিনা শোভেব নোৎ-পদ্যতে। ইতি খঞ্জনাক্ষীপদৈকদেশব্যঙ্গং বস্তু। হে রথাঙ্গি চক্রবাকি। ব্যপদেশেন রাধে। রৌরবীতি অত্যর্থং জল্পতি, রোদিতীত্যর্থঃ। ভো বয়স্য কিমিদমপূর্ব্বং বাদিতং।

কৃষ্ণ। (স্বগত) অদ্য কি ললিতা আমার সঙ্কেত-পত্রের অর্থ অবগত হইয়া আমার মনের অভিলাষ পূর্ণ করিবে? ১৪

হায়! বৃন্দাবনের কুঞ্জকলি শরৎকালের মাধুর্য্যের দ্বারা পরিপূর্ণ হইলেও খঞ্জনাক্ষীর বিরহে আমার বিন্দুমাত্রও আনন্দবিধান করিতে পারিতেছে না। অতএব বেণুনাদের দ্বারা সঙ্কেতবাক্য প্রেরণ করি। (বেণুবাদন)

হে চক্রবাকি। মিলনের উৎকৃষ্ট কাল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব হে বরাঙ্গি! সত্বর পক্ষপাত কর। * তোমার সহচর তোমার বিরহ-জনিত শোকবশতঃ অর্দ্ধদৃষ্টিতে তোমার পথের প্রতি অবলোকনপূর্ব্বক উচ্চকণ্ঠে রোদন করিতেছে।

মধুমঙ্গল। (হাস্যপূর্ব্বক) ভো বয়স্য! এ কি অপরূপ বাদ্য বাদিত করিলে?

---

* চক্রবাকীকে পক্ষপাত করিতে অর্থাৎ উড্ডন হইতে বলা হইল। ভাবার্থ— অতি শীঘ্র আগমন কর।

কৃষ্ণঃ। সখে! কুরঙ্গীলোকনার্থং মমায়মুদ্যমঃ।

মধুমঙ্গলঃ। সচ্চং কধু কধিদং কিন্তু একং অকৃখরং অন্নধা কিঅং॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে! সাধু বিদিতং কুরঙ্গীলোচনার্থমেব।

(নেপথ্যে)

পিবন্তীনাং বংশীরবমিহ গবাং কর্ণচুলুকৈঃ
পয়ঃপূরা দূরাদ্দিশি দিশি তথা শুশ্রুবুরমী।
অকালে পুষ্প্যাদ্ভিতরুভিরভিতঃ শোভিতমিদং
যথা বৃন্দারণ্যং দধিময়-নদীমাতৃকমভূৎ॥ ১৬ ॥

মধু। সত্যং কথিতং, কিন্তু একমক্ষরমন্যথাকৃতং॥ ১৫ ॥

নেপথ্যে। পয়ঃপ্রবাহাস্তথা শুশ্রুবুর্যথা অকালেঽপি পুষ্প্যাদ্ভিস্তরুভিঃ শোভিতং সৎ বৃন্দারণ্যং দধিময়-নদীমাতৃকমভূৎ। অয়মর্থঃ—বংশী-শ্রবণেন গবাং দুগ্ধপ্রবাহাস্তরূণাং পুষ্পাণি চ যুগপদভূবন্। ততশ্চ পুষ্পাণামম্লরসসম্পর্কেণ দুগ্ধানি দধীনি বভূবুরিতি। 'পুষ্প বিকসনে' ধাতুঃ ইত্যস্মাচ্ছতঃ, দিবাদিত্বাৎ যন্॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণ। সখে! কুরঙ্গীলোকনার্থ অর্থাৎ হরিণী অবলোকন করিবার জন্যই আমার এই চেষ্টা।

মধুমঙ্গল। তুমি সত্যই বলিয়াছ বটে, কিন্তু একটি অক্ষরের পরিবর্ত্তন করিয়াছ। ১৫

কৃষ্ণ। সখে! ঠিকই বুঝিয়াছ, শব্দটি "কুরঙ্গীলোকনার্থ" স্থলে "কুরঙ্গীলোচনার্থ"। (অর্থাৎ হরিণীনয়নাকে লাভের জন্য)

(নেপথ্যে) দুগ্ধবতী গাভীগণ কর্ণচুলুকের দ্বারা এই বংশীরব পান করায় তাহাদিগের চতুর্দ্দিকে দূরে এমন করিয়া দুগ্ধস্রাব হইয়াছে, যাহাতে অকালে পুষ্পিত তরুগণের অভিমুখে ঐ দুগ্ধ প্রবাহিত হইয়া বৃন্দাবন দধিময় হইয়া নদীমাতৃক ভূখণ্ডরূপে পরিণত হইয়াছে। * ১৬

---

* বংশীশব্দে তরুগণ পুষ্পিত হওয়ার সমকালেই গাভীগণের বেগে প্রচুর দুগ্ধস্রাব হওয়ায় পুষ্পগুলির অম্লরসের সংস্পর্শে দুগ্ধ দধিরূপে পরিণত হইয়াছে।

কৃষ্ণঃ। সখে! দক্ষিণতঃ পশ্য।

তুঙ্গস্তাম্রোরুশৃঙ্গঃ স্ফুরদরুণখুরো রম্যপিঙ্গেক্ষণশ্রীঃ
কণ্ঠব্যালম্বিঘণ্টো ধরণিবিলুঠিতোচ্চণ্ডলাঙ্গুলদণ্ডঃ।
সোঽয়ং কৈলাসপাণ্ডুদ্যুতিরতুল-ককুন্মণ্ডলো নৈচিকীনাং
চক্রে ভাতি প্রিয়ো মে পরিমলতুলিতোৎফুল্লপদ্মঃ ককুদ্মী ॥
(ততঃ প্রবিশতি সখীভ্যামনুগম্যমানা রাধা)

রাধা। (স্বগতং) জদো দিসাদো বেণুসদ্দো আঅদো সা দিসা মোহিদাএ মএ ণ ভালিদা। *

কৃষ্ণঃ। পরিমলতুলিত ইতি পদ্মগন্ধনামায়ং বৃষঃ, তথা হ্যুক্তং —"পদ্মগন্ধঃ সুগন্ধশ্চ বলীবর্দ্দাবতিপ্রিয়া" বিতি।

রাধি। যতো দিশতো বেণুশব্দ আগতঃ সা দিশা মোহিতয়া ময়া ন ভাবিতা।

কৃষ্ণ। সখে! দক্ষিণদিকে অবলোকন কর। যাহার অত্যুচ্চ শৃঙ্গ তাম্রবর্ণ ও যাহার অরুণবর্ণ খুর বিশেষরূপে শোভা পাইতেছে; যাহার পিঙ্গলবর্ণ চক্ষুর শোভা অতি রমণীয়, যাহার কণ্ঠে ঘণ্টা লম্বিত, যাহার প্রচণ্ড লাঙ্গুলদণ্ড ধরণীতে বিলুণ্ঠিত, যাহার দ্যুতি কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ, যাহার ককুদমণ্ডল অতুলনীয়, যাহার পরিমল প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায়, সেই এই পদ্মগন্ধ নামক আমার প্রিয় বৃষ গাভীমণ্ডলে বিরাজ করিতেছে।

(অতঃপর পশ্চাতে সখীদ্বয়সহ শ্রীরাধিকার প্রবেশ)

রাধা। (স্বগত) আমি বেণুশব্দে মুগ্ধ হইয়া যে দিক্ হইতে শব্দ আসিতেছে, সে দিক্ স্থির করিতে পারি নাই।

---

* "সংভালিদা" ইতি পাঠান্তরং, সংভাবিতা ইত্যর্থঃ।

ললিতা। (সোৎপ্রাসস্মিতং) হলা রাহিএ! কীল অকাণ্ডে হরিণকণ্ণীব্ব তুমং জাদাসি ?

রাধিকা। ললিতে! কিত্তি অপ্পণো ধম্মং পরস্স অপ্পেসি। সচ্চং তুমং জেব্ব হরিণী জং কলসদ্দেণ হরিজ্জন্তী দীসসি।

ললিতা। রাহে! তুমং ক্খু হরিণী জং এসো রঙ্গিণী ণাম হরিণী তুহ্ম সহী।

রাধিকা। (স্বগতং) দিট্‌ঠিআ এসা কাবি সোরব্ভধারা পুরো বাড়িআদো দূদীব্ব মং আঅড্ঢদি। (ইতি সব্যাজং পুরঃ প্রযাতি)

ললিতা। রাধে! কস্মাদকাণ্ডেঽকালে হরিণকর্ণীব ত্বং জাতাসি ?

রাধা। ললিতে! কিমিতি আত্মনো ধর্ম্মং পরস্মার্পয়সি ? সত্যং ত্বমেব হরিণী যৎ কলশব্দেন হর্ষবতী দৃশ্যসে।

ললি। রাধে! ত্বং খলু হরিণী যদেষা রঙ্গিণী নামা হরিণী তব সখী।

রাধি। দিষ্ট্যা এষা কাপি সৌরভ্যধারা পুরোবাটিকাতঃ দূতীব সমাকর্ষতি।

ললিতা। (উৎকণ্ঠা ও ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) সখি রাধিকে! অকালে তুমি হরিণকর্ণী হইলে কেন ?

রাধিকা। ললিতে! তুমি নিজের ধর্ম্ম পরের উপর অর্পণ করিতেছ কেন ? যথার্থ তুমিই হরিণী, যে হেতু, কলশব্দে তোমাকে আনন্দিতা দেখিতেছি।

ললিতা। রাধে! তুমিই নিশ্চয়ই হরিণী; যেহেতু, রঙ্গিণী নাম্নী হরিণী তোমার সখী।

রাধিকা। (স্বগত) সৌভাগ্যবশেই পুরোবর্ত্তিনী পুষ্পবাটিকা হইতে কি এক সৌরভের ধারা দূতীর ন্যায় আমাকে আকর্ষণ করিতেছে! (এই বলিয়া ছলপূর্ব্বক অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন)

বিশাখা। (স্মিত্বা) হলা রাহে ! কীস তুমং ভিঙ্গীব্ব কিম্পি গন্ধং সপ্পসি ।

রাধিকা। বিসাহে অগ্গদো ফুল্লাইং কুসুমাইং দীসন্তী তা
এদাইং ঘেত্তুণ তং মিত্তং পূঅইস্সং ॥ ১৭ ॥

ললিতা। হলা সচ্চং মিত্তস্স অণুরাও তুমং তরলেদি। সো
দাব গহণচরস্স জেব্ব ণ ক্খু গঅণচরস্স ।

রাধা। (সপ্রণয়রোষং) অই অদক্খিণে ! কমলবন্ধুং কধেমি ॥

ললিতা। সহি ! কীস আআরং সংগোবেসি ॥ ১৮ ॥

বিশা। সখি রাধে ! কস্মাত্বং ভৃঙ্গীব কমপি গন্ধং সর্পসি অন্বেষয়সীত্যর্থঃ।

রাধি। বিশাখে ! অগ্রতঃ ফুল্লানি কুসুমানি দৃশ্যন্তে ! তদেতানি গৃহীত্বা মিত্রং পূজয়িষ্যামি, মিত্রং সূর্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

ললি। সখি ! সত্যং মিত্রস্যানুরাগস্ত্বাং তরলয়তি। স তাবদ্গহনচরস্যৈব ন খলু গগনচরস্য ।

রাধি। অদক্ষিণে ! কমলবন্ধুং কথয়ামি।

ললি। সখি ! কস্মাদাকারং ইঙ্গিতং সঙ্গোপয়সি ? পক্ষে আ ইতি অক্ষরং সঙ্গোপয়সি ন বদসি, কমলাবন্ধুমিতি প্রকটং ন বদসীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

বিশাখা। (মৃদুহাস্যপূর্ব্বক) সখি রাধে! কেন তুমি ভ্রমরীর ন্যায় কি এক গন্ধের অন্বেষণ করিতেছ ?

রাধিকা। বিশাখে ! অগ্রে প্রস্ফুটিত কুসুমাবলী দেখা যাইতেছে। তাই এইগুলি লইয়া মিত্রের পূজা করিব। ১৭

ললিতা। সখি ! সত্যই মিত্রের অনুরাগে তোমাকে চঞ্চল করিয়াছে। সেই মিত্র গহনচারী, গগনচারী নহেন।

রাধা। (প্রণয়রোষ সহকারে) অয়ি নিষ্ঠুরে ! আমি কমলবন্ধুর কথা বলিতেছি।

ললিতা। সখি ! আকার গোপন করিতেছ কেন ? * ১৮

---

* 'আকার গোপন' কথাটি দ্বার্থ। একপক্ষে নিজের আকার আকৃতি গোপন করিতেছ, অপর পক্ষে 'কমলবন্ধু' কথাটিতে 'কমল' শব্দের উপর আকার দিলে "কমলাবন্ধু" পদ হয়। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ বুঝায়।

বিশাখা। ললিদে! সপত্তীভাএণ ঈসা চ্চেঅসংগোবেদি ণ উণ পিঅসহী ॥ ১৯ ॥

রাধা। (সভ্রূভঙ্গং) অই বামে! অত্তণো হিঅট্‌ঠিদং অথং পরমুণ্ডে কীস পাড়েসি তা তুরবেহি জং ণাদিদূরে জ্জেব্ব সো তুম্হাণং বিম্বাহরকণ্ডুখণ্ডণো।

ললিতা। রাহে আকোমারং অম্হাণং অকখড়িদং কুলঙ্গণাব্বদং। বুন্দাবনলদাও জ্জেব্ব জাণেন্তি তা অত্তণো মুহেণ কিং কথইস্সম্হ।

রাধিকা। (বিহস্য) অই পইব্বদে জাণেন্তি জাণেন্তি। তদো

বিশা। ললিতে! সপত্নীভাবেন ঈর্ষ্যৈব সঙ্গোপয়তি। ন পুনঃ প্রিয়সখী। লক্ষ্মা সহ সাপত্ন্যাদীর্ষ্যয়া তন্নামোচ্চারণাসত্ত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

রাধি। অয়ি বামে! আত্মনো হৃদয়স্থিতমর্থং পরমুণ্ডে কস্মাৎ পাতয়সি। তত্ত্বরয় যন্নাতিদূরে এব স যুষ্মাকং বিম্বাধরকণ্ডুখণ্ডনং।

ললি। রাধে! আকৌমারমস্মাকং অস্খলিতং কুলাঙ্গনাব্রতং বৃন্দাবনলতা এব জানন্তি। তদাত্মনো মুখেন কিং কথয়িষ্যামঃ।

রাধি। অয়ি পতিব্রতে! জানন্তি জানন্তি। তত এব কল্পে

বিশাখা। ললিতে! সপত্নীভাবহেতু ঈর্ষাই আকার গোপন করাইতেছে, প্রিয়সখী করিতেছেন না। ১৯

রাধা। (ভ্রূভঙ্গি করিয়া) অয়ি প্রতিকূলে! নিজের হৃদয়স্থিত অর্থ অন্যের মুখে ফেলিতেছ কেন? তবে এখন সত্বর যাও, যেহেতু, তোমাদের বিম্বাধরের কণ্ডুখণ্ডনকারী আর অধিক দূরে নাই।

ললিতা। সখি রাধিকে! কৌমারকাল হইতেই আমাদের কুলাঙ্গনাব্রত যে অখণ্ডিত, ইহা বৃন্দাবনের লতাগুলি পর্য্যন্ত জানে; ইহা নিজের মুখে আর কি বলিব?

রাধিকা। (হাস্যপূর্ব্বক) অয়ি পতিব্রতে! সকলেই জানে, সকলেই

জ্জেব্ব কল্লি তুহ ভুঅবল্লিণো অঙ্কে সঙ্কমিদং দিট্‌ঠং মএ মঅরকুণ্ডললঞ্ছণং তধা জ্জেব্ব বিসাহাএ তপ্পতুলিওবরি প্‌ফুডিদং সিহণ্ডকিরীড়ং ॥ ২০ ॥

ললিতা। (স্মিত্বা) পরপরিবাদিনি ! অবেহি অবেহি।

বিশাখা। রাহে ! কিত্তিঅং ঝম্পিসস্‌সি ণ কখু চন্দ্রালোএ চন্দকান্তসিলা অপ্পসিণ্ণা হোতুং পহবদি।

রাধিকা। (পুরো দৃষ্ট্বা সচমৎকারং) ললিদে ! তুণ্ণং অণু-জাপেহি পলাইস্‌সং (ইত্যুৎকম্পতে)

ললিতা। (সশঙ্কং) রাহে ! কীস ভাএসি।

প্রাতঃকালে তব ভুজবল্ল্যা অঙ্গে সংক্রান্তং দৃষ্টং ময়া মকরকুণ্ডললাঞ্ছনং। তথৈব বিশাখায়াস্তল্পতূলিকোপরি স্ফুটিতং শিখণ্ডকিরীটং ॥ ২০ ॥

ললি। পরপরিবাদিনি ! অপৈহি অপৈহি।

বিশা। রাধে ! কৃত্রিমং কম্পিস্যসি আচ্ছাদয়িষ্যসি। ন খলু চন্দ্রালোকে চন্দ্রকান্তশিলা অপ্রস্বিন্না ভবিতুং প্রভবতি।

রাধি। ললিতে ! তূর্ণমনুজ্ঞাপয় পলায়িষ্যামি।

ললি। কস্মাদ্বিভেসি ?

জানে, এই জন্যই প্রাতঃকালে তোমার ভূজলতার মধ্যে সংক্রামিত মকরকুণ্ডলের চিহ্ন দেখিয়াছি। তেমনই তথায় বিশাখার শয্যার তুলিকার উপর ময়ূরপুচ্ছের মুকুট স্পষ্টই দেখা গিয়াছে। ২০

ললিতা। (ঈষৎ হাসিয়া) হে পরনিন্দাকারিণি ! যাও, যাও।

বিশাখা। রাধে ! গোপন করিতেছ কেন ? চন্দ্রালোকে কি চন্দ্রকান্তমণি দ্রবীভূত না হইয়া থাকিতে পারে ?

রাধিকা। (অগ্রে অবলোকনপূর্ব্বক চমৎকারিতার সহিত)

ললিতে ! শীঘ্র আদেশ কর, পলায়ন করি। (ইহা বলিয়া কাঁপিতে লাগিলেন)

ললিতা। (শঙ্কাসহকারে) রাধে ! কেন ভয় পাইতেছ ?

রাধিকা। (সাভ্যসূয়ং) অই বঙ্কে! অলং অলিএণ ইমিণা উজ্জুঅত্তণেণ ণুণং ইমস্‌স লম্পডস্‌স হত্থে পক্‌খেতুং মং দূরং আণীদাসি।

ললিতা। (নিপুণং নিভাল্য স্বগতং) ণুণং দূরদো বিলোইজ্জন্তং তমালং জ্জেব্ব ইয়ং কহ্নং মন্নেদি। (প্রকাশং)। হুঁ দাণীং কধং পলাইস্‌সসি লদ্ধো মএ ওসরো। (ইতি রাধিকামাকর্ষতি)।

রাধিকা। (সকাতর্য্যং) সখি বিশাহে! পরিত্তাহি পরিত্তাহি সরণা অদম্হি।

বিশাখা। অই পেম্মুম্ভমিদে! কথং তিল্লোকং জ্জেব্ব দে কহ্না-এদি। পেক্‌খ এসো পলাসী ণ ক্‌খু তুজ্‌ঝ বিলাসী।

রাধি। অয়ি বক্রে! অলমলীকেনানেন ঋজুত্বেন নূনং অস্য লম্পটস্য হস্তে প্রক্ষেপ্তুং মাং দূরমানীতাসীৎ।

ললিতা। নূনং দূরতো বিলোক্য তমালমেবেয়ং কৃষ্ণং মন্যতে। হুং ইদানীং কথং পলায়িষ্যসি লব্ধো ময়াবসরঃ।

রাধি। সখি! পরিত্রাহি পরিত্রাহি শরণাগতাস্মি।

বিশা। অয়ি প্রেমোদ্‌ভ্রান্তে! কথং ত্রিলোকমেব তে কৃষ্ণায়তে। পশ্য এব পলাশী বৃক্ষো ন খলু তব বিলাসী।

রাধিকা। (অসূয়ার সহিত) অয়ি বক্রে! এখন আর সরলতা দেখাইবার প্রয়োজন কি? নিশ্চয় তুমি এই লম্পটের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্যই আমাকে দূরে আনয়ন করিয়াছ।

ললিতা। (ভাল করিয়া দেখিয়া স্বগত) নিশ্চয় ইনি দূর হইতে তমালবৃক্ষ দেখিয়া তাহাকে কৃষ্ণ মনে করিতেছেন। (প্রকাশ্যে) এখন আমি ত সময় পাইয়াছি, এখন কেমন করিয়া পলাইয়া যাইবে? (ইহা বলিয়া রাধিকাকে আকর্ষণ)

রাধিকা। (কাতরতা সহকারে) সখি বিশাখে! আমি তোমার শরণাগতা; তুমি আমাকে রক্ষা কর—রক্ষা কর।

বিশাখা। অয়ি প্রেমোদ্‌ভ্রান্তে! তুমি ত্রিলোককে কৃষ্ণময় মনে করিতেছ কেন? এ যে বৃক্ষ, ইনি তোমার প্রিয়তম নহেন।

কৃষ্ণঃ। কথং নেদানীমপি প্রত্যাসন্না তন্বঙ্গী? তন্মুরলীমীরয়ামি।

(ইতি তথা কুর্ব্বন্)

অয়ি সুধাকরমণ্ডলি! মণ্ডয় স্বমটবীং মৃদুপাদবিসর্পণৈঃ।

উদয়শৈলতটীবিহিতেক্ষণো ননু চকোরযুবা পরিতপ্যতে॥

বিশাখা। (স্বয়ং ধৈর্য্যমবষ্টভ্য) হলা রাহি! কীস তুমং ভমন্তী কলম্বং ওলম্বেসি॥ ২১॥

ললিতা। সহি বংসিএ! বারং বারং তুমং বন্দেমি জং উগ্ঘাড়িদ রহস্সা তুএ রাহী কিদা।

রাধিকা। (সলজ্জমবহিত্থাং নাটয়তি)

কৃষ্ণঃ। সুধাকরমণ্ডলি হে চন্দ্রমণ্ডলি! "বিম্বোঽস্ত্রী মণ্ডলং ত্রিষু" ইত্যমরঃ। পাদবিসর্পণৈঃ কিরণপ্রসারণৈঃ কিরণসঞ্চালনৈশ্চ।

বিশা। কস্মাত্ত্বং ভ্রমন্তী কদম্বমবলম্বসে॥ ২১॥

ললি। সখি বংশিকে! বারং বারং ত্বাং বন্দয়ামি যদুদ্ঘাটিতরহস্যা ত্বয়া রাধাকৃতা।

কৃষ্ণ। কই এখনও ত কৃশাঙ্গী শ্রীরাধিকা আসিলেন না? অতএব মুরলী বাদ্য করি। (এই বলিয়া তাহাই করিতে লাগিলেন)।

অয়ি সুধাকরমণ্ডলি! তুমি মৃদু পাদক্ষেপে এই বৃন্দাবনকে অলঙ্কৃত কর; নতুবা এই চকোরযুবা উদয়শৈলতটে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া অত্যন্ত পরিতপ্ত হইতেছে।

বিশাখা। (নিজে ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক) সখি রাধিকে! তুমি ভ্রমণ করিতে করিতে কদম্ববৃক্ষ অবলম্বন করিতেছ কেন? ২১

ললিতা। সখি বংশিকে! বারংবার তোমাকে বন্দনা করিতেছি। যেহেতু, তুমি শ্রীরাধিকার রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দিলে।

রাধিকা। (লজ্জাসহকারে আকার গোপন করিতে লাগিলেন)

ললিতা। (সংস্কৃতেন)

বিশদ্ভিঃ কর্ণান্তে তব বিস্ময়রৈরন্ত মুরলী-
কলৈরুরুস্তম্ভো গুরুরজনি রম্ভোরু! ভরসা!
বিলুপ্তাভূদ্দৃষ্টির্নয়নজলবৃষ্টিব্যতিকরৈঃ
প্রণীতাভির্যত্নাত্তদলমবহিত্থালহরীভিঃ॥

বিশাখা। ললিতে! কো দাণীং অবহিত্থাএ ওসরো। ইতি সংস্কৃতেন)॥ ২২॥

ত্রপাভিচরণক্রমে পরমসিদ্ধিরাথর্ব্বণী।
স্মরানলসমিন্ধনে সপদি সামিধেনীধ্বনিঃ।
তথাত্মপরমাত্মনোরুপনিষন্ময়ী সঙ্গমে
বিলাসমুরলীভরা বিকৃতিরন্ত বৈরায়তে॥

বিশা। ললিতে! ক্ব ইদানীমবহিত্থায়া অবসরঃ? ২২॥

ত্রপাভিচরে ক্রমে অথর্ব্ববেদোক্তা সিদ্ধিঃ। অথর্ব্ববেদস্যাভিচারপ্রায়ত্বাৎ। স্মরানলস্য সমিন্ধনে জ্বালনে সামিধেনী ধ্বনিঃ। সামিধেনী মন্ত্রপাঠঃ। "ঋক্‌সামিধেনী ধার্য্যা চ যা স্যাদগ্নিসমিন্ধনে" ইত্যমরঃ। আত্মপরমাত্মনোঃ সঙ্গমে একীকরণে উপনিষন্ময়ী তত্ত্বমসীতি বাক্যময়ী লজ্জাক্ষয়ং কামোদ্রেকং প্রেমমূর্চ্ছাঞ্চ করোতীত্যর্থঃ। বৈরায়তে বৈরং করোতীত্যর্থঃ। 'শব্দবৈরকলহাভ্রকণ্বমেঘেভ্যঃ করণে' ইতি ণিঙ্।

ললিতা। হে রম্ভোরু! অদ্য মুরলীর প্রসরণশীল কলধ্বনি তোমার কর্ণান্তে প্রবিষ্ট হইয়া বলপূর্ব্বক তোমার গুরুতর উরুস্তম্ভ এবং নয়নজলবৃষ্টিরূপ বিপৎপাতে দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করিয়াছে; এখন আর সযত্নে অবলম্বিত অবহিত্থালহরীতে প্রয়োজন কি?

বিশাখা। ললিতে! এখন আর ভাবগোপনের অবসর কোথায়? (ইহা বলিয়া সংস্কৃতে)। ২২

অদ্য এই বিলাস-কার্য্যের সহায়রূপা মুরলীর ধ্বনি—যাহা তোমার লজ্জারূপ অভিচার-যজ্ঞের অথর্ব্ববেদোক্ত পরমাসিদ্ধি, যাহা তোমার

রাধিকা। (সক্ষোভং) সহি ! সচ্চং কধেসি অহ্মাণং বৈরিণী বংসিআ তা উবালহিস্‌সং ! (ইতি সংস্কৃতেন) ॥ ২৩ ॥

স্তুতিস্তে ধনুষশ্চ বংশবরতো বন্দে তয়োরন্তিমং
বিদ্ধে যেন জনস্তনুং বিরহয়ন্নান্তশ্চিরং তাম্যতি।
বিদ্ধানাং হৃদি মারপত্রিবিষমৈর্ধ্বানৈষুভিন স্ত্বয়া
ক্রূরে বংশি ! ন জীবনং ন চ মৃতির্ঘোরাবিরাসীদ্দশা ॥ ২৪ ॥

রাধি। সখি ! সত্যং কথয়সি অস্মাকং বৈরিণী সংবৃত্তা দারুণী বংশিকা তৎ উপালভিষ্যামি ॥ ২৩ ॥

অন্তিমং ধনুর্বন্দে যেন বিদ্ধঃ তনুং বিরহয়ন্ ত্যজন্ সন্ চিরং ন অন্তস্তাম্যতি, ত্বয়া বিদ্ধানান্তু অস্মাকং ন জীবনং ন চ মৃতিঃ কৈর্বিদ্ধানাং ধ্বানৈরিষুভিঃ ধ্বানা এব ইষবস্তৈঃ। কীদৃশৈঃ ? মারপত্রিভ্যঃ কন্দর্প-বাণেভ্যোঽপি বিষমৈঃ ॥ ২৪ ॥

কন্দর্পাগ্নি প্রজ্বালনে সামিধেনী মন্ত্রের ধ্বনি এবং যাহা আত্মা ও পরমাত্মার মিলনে 'তত্ত্বমসি' এই উপনিষন্ময়ী বাণীস্বরূপা সেই মুরলীর ধ্বনি তোমার বৈরতা সম্পাদন করিতেছে।

রাধিকা। (ক্ষোভের সহিত) সখি ! সত্যই বলিয়াছ, বংশিকা আমার বৈরিণীই বটে, অতএব তাহাকে তিরস্কার করিতেছি। (ইহা-বলিয়া সংস্কৃতে)। ২৩

হে ক্রূরে বংশি ! তোমার ও ধনুকের একই শ্রেষ্ঠ বংশ হইতে জন্ম, কিন্তু আমি সেই ধনুককেই বন্দনা করি ; কারণ, তাহা দ্বারা বিদ্ধ হইয়া লোকে তনু ত্যাগ করে, পরন্তু চিরকাল যাতনা ভোগ করে না ; কিন্তু তুমি কন্দর্পশর অপেক্ষাও বিষম ধ্বনি দ্বারা যাহাদের হৃদয় বিদ্ধ কর, তাহাদের এমন ঘোর দশার আবির্ভাব হয় যে, তাহাকে জীবন বা মরণ কিছুই বলা যাইতে পারে না। ২৪

কৃষ্ণঃ। (পুরো বিলোক্য সানন্দং)

ভবিতা সবিধেঽত্র রাধিকা যদিয়ং রিঙ্গতি রঙ্গিণী পুরঃ।
মৃগলাঞ্ছনরেখয়েব যা মৃগমূর্ত্তির্ন তয়া বিযুজ্যতে॥

(পুনর্নিরূপ্য) সখে! জ্ঞাতং জ্ঞাতং নাসৌ রাধিকান্তিকস্থঃ
যদয়ং নিরঙ্কো নেদীয়ানিন্দুঃ (ইতি বিস্ময়মভিনীয়)

অঙ্কাৎ পরিত্যজ্য পুরঃ কুরঙ্গং শঙ্কে সুধাংশুর্ভুবমাসসাদ।
(পুনর্নিভাল্য)।
আং জ্ঞাতমুৎফুল্লবিলাসবৃন্দৈরানন্দি রাধাবদনং চকাস্তি॥
(ইত্যগ্রে সরতি)।

মধুমঙ্গলঃ। (সপরিহাসং) ভো বঅস্স! মা ধাব লহু লহু জাহি।

কৃষ্ণঃ। যদিয়ং রঙ্গিণী রিঙ্গতি ততো রাধিকা সবিধে নিকটে ভবিতেত্যনুমানং। ত্বয়া রাধিকয়া রঙ্গিণী ন বিযুজ্যতে। মৃগমূর্ত্তির্মৃগাকৃতির্মৃগলাঞ্ছনলেখয়েব। কুরঙ্গং হরিণী।

মধু। বয়স্য! মা ধাব লঘু লঘু যাহি। অথবা ত্বং কিমিতি দূষ্যসে

কৃষ্ণ। (অগ্রে অবলোকনপূর্ব্বক আনন্দভরে) যখন এই রঙ্গিণী অগ্রে ধাবিত হইতেছে, তখন শ্রীরাধিকা নিকটেই আছেন। কারণ চন্দ্রের মৃগাঙ্কলেখার সহিত মৃগমূর্ত্তির কখনও বিয়োগ হয় না।

(পুনরায় দেখিয়া) সখে! জানিতে পারিলাম, ইহা শ্রীরাধিকার হরিণী নহে—এ যে নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রই আমার নিকটস্থ হইতেছেন। (ইহা বলিয়া বিস্মিত হইলেন) আশঙ্কা হইতেছে, ক্রোড়দেশ হইতে কুরঙ্গ ত্যাগ করিয়া আমার অগ্রে স্বয়ং চন্দ্র ভূমিতে অবতরণ করিয়াছেন।

(পুনরায় ভাল করিয়া দেখিয়া) এই যে দেখা যাইতেছে, উৎফুল্ল বিলাসসমূহে আনন্দিত শ্রীরাধাবদনই প্রকাশ পাইতেছে। (ইহা বলিয়া অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন)

মধুমঙ্গল। (পরিহাস সহকারে) ভো বয়স্য! না দৌড়াইয়া ধীরে ধীরে যাও। অথবা তোমাকেই বা দোষ দিব কি? যে হেতু, এই

অথবা তুমং কিত্তি দূষিজ্জসি জং ধূত্তকিসোরীহিং দুট্‌ঠমন্তেণ উম্মাদিদোসি তা ইমস্সিং জোগ্‌গে ওসরে তুমং ণিবারিঅ সিণেহস্স ণিক্কিদিং করিস্সং। (ইতি পাণিমাদদাতি)

কৃষ্ণঃ। সখে! সাধু চেষ্টসে যদদ্য রাধিকোপসর্পণে কম্পেন কৃতবিঘ্নস্য মে দত্তহস্তাবলম্বোঽসি (ইতি পরিক্রম্য)॥ ২৫॥

ইয়মতিতৃষিতং বরানুরাগো-
জ্জ্বলসুমনাঃ কমনীয়পত্রলেখা।
মম বরতনুরাচকর্ষ চিত্তং
মধুপমশোকলতেব পুষ্পিতাগ্রা॥ ২৬॥

যদ্ধূর্ত্তকিশোরীভিঃ দুষ্টমন্ত্রেণোন্মাদিতোঽসি তৎ অস্মিন্ যোগ্যেঽবসরে ত্বাং নিবার্য্য স্নেহস্য নিষ্কৃতিং করিষ্যামি॥ ২৫॥

বরানুরাগেণোজ্জ্বলং প্রেমময়ং শোভনং মনো যস্যাঃ পক্ষে অনুগত-রক্তিমা উজ্জ্বলানি সুমনাংসি যস্যাঃ, কমনীয়া পত্রলেখা পত্রভঙ্গো যস্যাঃ কমনীয়ানাং পত্রাণাং লেখা শ্রেণী যস্যাঞ্চ॥ ২৬॥

ধূর্ত্তা কিশোরীদিগের দুষ্টমন্ত্রে তুমি উন্মত্ত হইয়াছ; অতএব এই সুযোগ্য অবসরে তোমাকে নিবারণ করিয়া তোমার স্নেহের ঋণ শোধ করি। (ইহা বলিয়া হস্তধারণ করিলেন)

কৃষ্ণ। সখে! ভালই করিতেছ যে, অদ্য শ্রীরাধার নিকটে গমনকালে কম্পনের দ্বারা বিঘ্ন উৎপাদিত হওয়ায় তুমি আমাকে হস্তাবলম্বন দান করিলে। (ইহা বলিয়া ভ্রমণ পূর্ব্বক)। ২৫

এই উত্তমাঙ্গী শ্রীরাধা পুষ্পিতাগ্র অশোকলতা যেরূপ ভ্রমরকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ অতিতৃষিত আমাকে আকর্ষণ করিতেছেন—শ্রেষ্ঠ অনুরাগরূপ রক্তোজ্জ্বল পুষ্পে এবং অতিসুন্দর কস্তুরী-কুঙ্কুম-রচিতা পত্রলেখায় ইনি সুশোভিতা। (অশোকলতা পক্ষে এবং শ্রীরাধিকাপক্ষে এই উভয় পক্ষেই সুন্দর ব্যাখ্যা প্রযোজ্য)। ২৬

রাধিকা। (কৃষ্ণমপাঙ্গেন বিলোক্য স্বগতং সংস্কৃতেন)

নবমনসিজলীলাভ্রান্তনেত্রান্তভাজঃ
স্ফুটকিশলয়ভঙ্গীসঙ্গিকর্ণাঞ্চলস্য।
মিলিতমৃদুলমৌলের্মালয়া মালতীনাং
মদয়তি মম মেধাং মাধুরী মাধবস্য॥

বিশাখা। (বিহস্য সংস্কৃতেন)

বশীচক্রে কৃষ্ণস্তব পরিমলৈরেব বলিভি-
র্বিলাসানাং বৃন্দং কথমিব মুধা কন্দলয়সি।
জয়ে পাণৌ দত্তে রণপটুভিরগ্রেসরভটৈঃ
স্বয়ং কো বিক্রান্তিং পুনরিহ জিগীষুঃ প্রণয়তি॥ ২৭॥

মেধাং ধারণাবতীং বুদ্ধিং মদয়তি। ধারণাবত্যা বুদ্ধের্মত্ততয়া স্থিত্যা বিস্মর্ত্তুং শক্যা ন ভবিষ্যতি শোভেয়মিতি ভাবঃ। বিলাসানাং বিব্বোকবিভ্রমাদীনাং বৃন্দং মুধা ব্যর্থং কন্দলয়সি প্রকাশয়সি॥ ২৭॥

শ্রীরাধিকা। (কৃষ্ণকে অপাঙ্গভঙ্গিতে নিরীক্ষণপূর্ব্বক স্বগত) নবীন কন্দর্পের লীলার দ্বারা যাঁহার নেত্রের অন্তভাগ ঘূর্ণিত হইয়াছে, যাঁহার কর্ণপ্রান্তে প্রস্ফুটিত কিশলয়ের ভূষণ বিরাজ করিতেছে, এবং মালতীর মালা যাঁহার কোমল মুকুটে শোভা পাইতেছে—সেই মাধবের মাধুর্য্য আমার বুদ্ধিকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে।

বিশাখা। (হাস্যপূর্ব্বক) হে সখি! তোমার বলবান্ অঙ্গপরিমলের দ্বারাই কৃষ্ণকে যখন বশীভূত করিয়াছ, তখন আর কেন বৃথা বিলাস-সমূহ * প্রকাশ করিতেছ? রণপটু অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদল আসিয়া হস্তে জয় প্রদান করিলে আর কোন্ জয়ার্থী পুনরায় স্বয়ং বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে? ২৭

---

* বিলাস—প্রিয়সঙ্গহেতু গতি, স্থান, আসনাদির ও মুখ-নেত্রাদির কর্ম্মের তৎকালে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়, তাহাকে "বিলাস" কহে। মূলভাবের

রাধিকা। অই দুম্মুহি! এত্তিঅম্মি সংকডে মং আরোবিঅ অজ্জবি ণ বীসন্তাসি। তা ণিক্কিবহিঅঅং তুমং উজ্ঝিঅ অহং সিণিদ্ধং পিঅসহীং ললিদং সরণং পবিসামি। (ইতি তথা কৃত্বা সংস্কৃতেন)

অত্রায়ান্তং চলমপি হরিং লোকয়ন্তী বলিষ্ঠাং
তামালম্ব্য প্রিয়সখি! ঘনে নাস্মি কুঞ্জে নিলীনা॥

রাধি। অয়ি দুর্ম্মুখি! এতাবতি সঙ্কটে মামারোপ্য অদ্যাপি ন বিশ্রান্তাসি। তন্নিষ্কৃপহৃদয়াং ত্বাং ত্যক্ত্বাহং স্নিগ্ধাং প্রিয়সখীং ললিতাং শরণং প্রবিশামি। ত্বাং প্রবিষ্টামালম্ব্য চঞ্চলং হরিং লোকয়ন্তী পশ্যন্ত্যপি সতীত্যর্থঃ। হৃদয়ে নিহিতাৎ উপরি প্রকটং ভাবনয়া চ অর্পিতাৎ পীতাম্বরাৎ পীতবস্ত্রাৎ কৃষ্ণাচ্চ। নাগর! নহি নহি এষা তব পরিহাসযোগ্যা অস্মাকং প্রিয়সখী! তদপেহি।

রাধিকা। অয়ি দুর্ম্মুখি! আমাকে এতাদৃশ সঙ্কটে ফেলাইয়া এখনও তুমি বিরত হইলে না, অতএব কৃপাশূন্যহৃদয়া তোমাকে ত্যাগ করিয়া আমি স্নিগ্ধহৃদয়া প্রিয়সখী ললিতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। (এই বলিয়া ললিতাকে আশ্রয় করিয়া)

প্রিয়সখি! এই স্থানে হরিকে আগমন করিতে দেখিয়া আমি তোমাকে বলবতী জানিয়া তোমার আশ্রয়ে এই নিবিড় কুঞ্জে লুক্কায়িত হইলাম।

পশ্চাৎ ইহা প্রকাশিত হয় বলিয়া ইহাকে অনুভাব কহে। ইহার মধ্যে বিব্বোক ও বিভ্রম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। গর্ব্ব ও মানহেতু প্রিয়ের প্রতি যে বাহিক অনাদর, তাহাকে "বিব্বোক" ও প্রিয়মিলনের প্রবল আকাঙ্ক্ষায় ভূষণবিপর্য্যয় করিয়া ফেলাকে "বিভ্রম" কহে।

ললিতা। (সনর্ম্ম স্মিতং)

অয়ি মুগ্ধে ! হৃদয়নিহিতাদস্য পীতাম্বরাত্তে
শক্তো নান্যঃ কুচপরিচয়ে মৎপুরো মা ব্যথিষ্ঠাঃ ॥

কৃষ্ণঃ। (সানন্দং) কল্যাণি ! কালে লব্ধাসি (ইতি রাধামনুসর্পতি।)

ললিতা। (সাটোপং পরিক্রম্য কৃষ্ণং বারয়ন্তী) হুইল্ল ! নহু নহু এসা তুম্হ পরিহাসজোগ্গা, অম্হাণং পিঅসহী তা অবেহি অবেহি।

কৃষ্ণঃ। (সস্মিতং) ললিতে ! নেদং গোষ্ঠাঙ্গনং, পশ্য বৃন্দাটবীকুক্ষিরসৌ, তন্নেহ বঃ প্রভবিষ্ণুতা।

ললি। কৃষ্ণ অন্যাস্তাঃ খলু মুগ্ধা যাস্ত্বত্তঃ সুষ্ঠু বিভ্যতি এষাস্মি প্রসিদ্ধা ললিতা।

ললিতা। রাধে কস্মাৎ সাধ্বসেন কম্পসি। যদেষা জীবতি ললিতা।

ললিতা। (পরিহাসচ্ছলে ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) হে সরলে ! তোমার হৃদয়নিহিত পীতাম্বর ব্যতীত অন্য কেহই আমার অগ্রে তোমার কুচপরিচয়ে সমর্থ হইবে না, অতএব ব্যথিতা হইও না।

কৃষ্ণ। (সানন্দে) হে কল্যাণি ! যথাসময়েই তোমাকে প্রাপ্ত হইলাম। (ইহা বলিয়া শ্রীরাধার সন্নিকটে যাইতে লাগিলেন)

ললিতা। (গর্ব্বসহকারে অগ্রসর হইয়া কৃষ্ণকে নিবারণপূর্ব্বক) ওহে রসিক ! না না—ইনি তোমার পরিহাসযোগ্যা নহেন, ইনি আমাদিগের প্রিয়সখী ; অতএব এখান হইতে চলিয়া যাও—চলিয়া যাও।

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্য সহকারে) ললিতে ! এ ত গোষ্ঠপ্রাঙ্গণ নহে—এ যে বৃন্দাবনের অভ্যন্তর, অতএব এখানে তোমাদের কোনও প্রভাব নাই।

ললিতা। কহ্ন ! অগ্নাও তাও কৃথু মুদ্ধিআও জাও তুঅত্তো বিস্মুট্ঠ্ঠ ভাএন্তি এসক্ষি পসিদ্ধা ললিদা।

রাধিকা। (চপলাপাঙ্গেন কৃষ্ণং বিলোক্য কম্পং নাটয়তি)

ললিতা। রাহে ! কীস সজ্ঝসেণ কম্পসি জং এসা জীঅদি ললিদা।

রাধিকা। ললিদে ! গহিদাইং বন্ধুগপুপ্ফাইং তা এহি কালিন্দী-তীরং গচ্ছহ্ম ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণঃ। কঠোরে ! কথমাহৃতবন্ধুজীবা দূরং গন্তুমুদ্যতাসি ? (ইতি পন্থানমাবৃণ্বন্)

রাধিকা। ললিতে ! গৃহীতানি বন্ধুকপুষ্পাণি তদেহি কালিন্দীতীরং গচ্ছামঃ ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণঃ। আহৃতবন্ধুজীবা মদুদ্যানস্থবন্ধুজীবপুষ্পং হৃত্বা ইত্যর্থঃ। পক্ষে আহৃতবন্ধোর্মম জীব আত্মা তথাভূতা ভূত্বা ইত্যর্থঃ।

ললিতা। হে কৃষ্ণ ! অন্য যাহারা মুগ্ধা, তাহারাই তোমা হইতে অতিশয় ভয় পাইয়া থাকে। আমি সুপ্রসিদ্ধা ললিতা।

রাধিকা। (চঞ্চল নেত্রকোণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া কাঁপিতে লাগিলেন)

ললিতা। রাধে ! কি জন্য ভয়ে কাঁপিতেছ ? এই ললিতা এখনও বাঁচিয়া আছে।

রাধিকা। ললিতে ! বন্ধুকপুষ্প ত' সংগ্রহ হইয়াছে, তবে চল, কালিন্দীতীরে গমন করি। ২৮

কৃষ্ণ। হে কঠোরে ! বন্ধুজীবগুলিকে লইয়া কেন দূরে যাইতে উদ্যত হইয়াছ ?* (ইহা বলিয়া পথরোধপূর্ব্বক)

---

* 'বন্ধুজীব'—কথাটি উভয়ার্থক। আমি তোমার বন্ধু, "আমার জীবন" উহার এই অর্থও বুঝাইতেছে।

পরীতং শৃঙ্গেণ স্ফুটতরশিলাশ্যামলরুচং
চলদ্বেত্রং বংশব্যতিকরলসন্মেখলমমুং।
অতিক্রম্যোত্তুঙ্গং ধরণিধরমগ্রেকথমিত-
স্ত্বয়া গন্তুং শক্যা তরণিদুহিতুস্তীরসরণিং ॥ ২৯ ॥

রাধিকা। (বক্তৃং বিলোক্য হুংকুর্ব্বতী) ণাঅর মহ দোষো ণত্থি দাণীং এসা গোউলেসরীং অণুসরিস্সং।

শৃঙ্গেণ পর্ব্বতাগ্রেণ বাদ্যভেদেন চ। শিলাভিঃ শিলেব চ শ্যামলা রুচির্যস্য চলন্তি বেত্রাণি চলৎ চঞ্চলং বেত্রঞ্চ যস্য তং বংশ-ব্যতিকরৈঃ বংশবৃক্ষসমূহৈঃ। লসন্তী মেখলা যস্য বংশব্যতিকরেণ বংশীসম্মিলনেন লসন্তী মেখলা ক্ষুদ্রঘণ্টিকা যস্য চ। ধরণিধরং পর্ব্বতং কৃষ্ণঞ্চ ॥ ২৯ ॥

রাধি। নাগর! মম দোষো নাস্তি ইদানীমেষা গোকুলেশ্বরী-মনুসরিষ্যামি।

রাধে! যাহা শৃঙ্গের দ্বারা আচ্ছাদিত, স্ফুটতর শিলাসমূহের দ্বারা যাহার কান্তি শ্যাম, যাহাতে বেত্রসমূহ সঞ্চারিত হইতেছে এবং বংশবৃক্ষসমূহ যাহার মেখলারূপে পরিণত হইয়াছে, সেই অত্যুচ্চ ধরণীধরকে (অর্থাৎ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে) অতিক্রম করিয়া তুমি কিরূপে তপনতনয়ার তীরে যাইতে সমর্থ হইবে? ২৯

(পক্ষান্তরে—যিনি শৃঙ্গ বা শিঙ্গাসমন্বিত, যিনি স্ফুটিত শিলার ন্যায় শ্যামকান্তি, যাঁহার বেত্র চঞ্চল এবং যিনি বংশীসংযুক্ত ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা মেখলারূপে ধারণ করিতেছেন, সেই উন্নত ধরণীধর কৃষ্ণকে অতিক্রম করিয়া কিরূপে তুমি সূর্যতনয়া যমুনার তীরে যাইতে সমর্থ হইবে?)

রাধিকা। (শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত পুরঃসর হুঙ্কারপূর্ব্বক) নাগর! আমার আর কোনও দোষ নাই—এখন আমি গোকুলেশ্বরীর অনুসরণ করিব।

কৃষ্ণঃ। রাধে! কিং বিভীষিকয়া কামং গম্যতাং। ত্বদ্ভুজমূলস্থং পীতদুকূলমেব মমানুকূলং। (ইতি রাধাং দিধীর্ষতি) ॥ ৩০ ॥

রাধিকা। (ভ্রূকুটিলমাধব্য সংস্কৃতেন)

সাধ্বীনাং ধুরিধার্য্যা ললিতা-সঙ্গেন গর্ব্বিতা চাস্মি।
হিতমালপামি মাধব পথি মাস্ব ভুজঙ্গতাং রচয় ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণঃ। ললিতে! কিমশ্রাবি বাগ্‌ভঙ্গিরস্যাঃ তদহং নাপরাধ্যামি। (ইতি ভুজদণ্ডাবুদ্দণ্ডয়তি)

কৃষ্ণঃ। অনুকূলমিতি মম পীতাম্বরমাচ্ছিদ্যাঽনয়ানীতং মম কো দোষ ইতি ময়াপি তস্যা অগ্রতো নিবেদ্য পীতাম্বরমিদমাকৃষ্য গৃহ্নামি। ততস্ত্বং নিরুত্তরীয়া যাতুং ন প্রভবিষ্যতীতি ভাবঃ। যদ্বা মদীয়পীতবস্ত্রযুক্তা লজ্জয়ৈব তত্র গমনে ন শক্তিরিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

রাধি। সাধ্বীনাং পতিব্রতানাং সুন্দরীণাঞ্চ ধুরি চিন্তনে গগনে ইত্যর্থঃ। ধার্য্যা গণনীয়া ললিতায়াঃ সঙ্গেন ললিতঃ শোভনো ব আসঙ্গঃ আসক্তিস্তেন চ গর্ব্বিতাঽস্মি। অতএবাস্ব পথি ভুজঙ্গতাং কামুকতাং মা রচয়। পক্ষে মা মা ভুজঙ্গতাং হস্তগতাং রচয় কুরু। বাগ্‌ভঙ্গিঃ স্বয়ং দৌত্যং ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণ। রাধে! ভয় দেখাইয়া কি ফল হইবে? তুমি ইচ্ছামত গমন কর। তোমার ভুজমূলস্থ পীতবসনই আমার অনুকূল হইবে। (এই বলিয়া শ্রীরাধাকে ধরিতে ইচ্ছা করিলেন)। ৩০

রাধিকা। (ভ্রূকুটি ভঙ্গি পূর্ব্বক) মাধব! যিনি সাধ্বীদিগের শিরোমণিরূপে গণনীয়া, সেই ললিতার সঙ্গে রহিয়া আমি গর্ব্বিতা হইয়াছি; অতএব তোমাকে হিত-উপদেশ প্রদান করিতেছি, পথে অদ্য আমার প্রতি লাম্পট্য আচরণ করিও না।

(পক্ষান্তরে "মা ভুজঙ্গতাং রচয়" ইহার অর্থ এই যে—"আমাকে ভুজান্তর্ব্বর্ত্তিনী কর।")। ৩১

কৃষ্ণ। ললিতে! তুমি ত ইহার বাক্যভঙ্গী শুনিলে? তবে আমার আর কোনও অপরাধ নাই। (ইহা বলিয়া ভুজদ্বয় উত্তোলন করিলেন)

ললিতা। (রাধাং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা) কহ্ন! সব্বলোঅসালহণিজ্জগুণোবি তুমং গোউলিন্দস্স ণন্দণোহসি তা ণেদং দে দুল্লীলত্তণং অহ্মেসু জোগ্‌গং ॥ ৩২ ॥

মধুমঙ্গলঃ। অই গব্বিদে! কিত্তি বুন্দাবণং বিদ্ধংসিঅ তুহ্মেহিং অহ্ম পিঅবঅস্সস্স পুপ্‌ফাইং হরিজ্জন্তি।

কৃষ্ণঃ। সখে! তূর্ণং গণয়াসাং পুষ্পাণি যথা তৎসংখ্যয়া কণ্ঠতো হারমণীনাহরামি।

মধুমঙ্গলঃ। পিঅবঅস্স কিদং গণণং তা রত্তাণং পুপ্‌ভাণং

ললি। সর্ব্বলোকশ্লাঘনীয়গুণস্ত্বং গোকুলেন্দ্রস্য নন্দনোহসি তস্মেদং তে দুর্লীলত্বমস্মাসু যোগ্যং ॥ ৩২ ॥

মধু। অয়ি গর্ব্বিতে! কিমিতি বৃন্দাবনং বিধ্বংস্য যুষ্মাভিরস্মৎপ্রিয়বয়স্যস্য পুষ্পাণি হ্রিয়ন্তে।

মধু। প্রিয়বয়স্যকৃতং গণনং তত্তস্মাদ্রক্তানাং পুষ্পাণাং পরিবর্ত্তেন

ললিতা। (শ্রীরাধাকে পৃষ্ঠান্তরালে রাখিয়া) কৃষ্ণ! তোমার গুণের সকলেই প্রশংসা করিয়া থাকে এবং তুমি গোকুলেন্দ্রনন্দন, অতএব তোমার আমাদের প্রতি এরূপ দুশ্চরিত্রপূর্ণ আচরণ উপযুক্ত নহে। ৩২

মধুমঙ্গল। অয়ি গর্ব্বিতে! তোমরা কি বৃন্দাবন ধ্বংস করিয়া আমাদের প্রিয়বয়স্যের পুষ্পগুলি হরণ করিবে?

কৃষ্ণ। সখে! শীঘ্র ইহাদের গৃহীত পুষ্পগুলি গণনা কর, যাহাতে আমি সংখ্যানির্দ্ধারণপূর্ব্বক ইহাদিগের কণ্ঠের হার হইতে মণি গ্রহণ করিতে পারি।

মধুমঙ্গল। প্রিয়বয়স্য! গণনা করিয়াছি, অতএব রক্তবর্ণ পুষ্পগুলির

পরিবট্টেণ পউমরাগাইং গেহ্ন পণ্ডুরাণং উণ হীরমোত্তি-আইং।

কৃষ্ণঃ। সখে! পর্য্যালোচয়ং নামুনি পুষ্পতুল্যমূল্যানি রত্নানি ততঃ কথমেভিরেব পর্য্যাপ্তিঃ।

মধুমঙ্গলঃ। (সকাকু প্রপঞ্চং) বঅস্স এসো অণুগদো বহ্মণো অব্ভত্থেদি তা ইমেহিং জ্জেব্ব সংতুট্‌ঠো হোহি।

কৃষ্ণঃ। যথা ব্রবীষি বয়স্য।

ললিতা। (বিহস্য) অজ্জ! সসামিণো জোগ্‌গো জ্জেব্ব অমাচ্চোহসি॥ ৩৩॥

বিশাখা। (সালীকসম্ভ্রমং) কহ্ন দূরে চিট্‌ঠেহি।

কৃষ্ণঃ। কুটিলে! কিমিতি?

পদ্মরাগাণি গৃহাণ। পাণ্ডুরাণাং পুনর্হীরামৌক্তিকানি। বয়স্য এষোহনুগতো ব্রাহ্মণোহভ্যর্থয়তি। তদেভিরেব সন্তুষ্টো ভব।

ললি। আর্য্য স্বামিনো যোগ্য এব অমাত্যোহসি॥ ৩৩॥

পরিবর্ত্তে পদ্মরাগমণি গ্রহণ কর এবং পাণ্ডুর পুষ্পগুলির পরিবর্ত্তে হীরক ও মৌক্তিক গ্রহণ কর।

কৃষ্ণ। সখে! পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম, ঐ রত্নগুলি পুষ্পসমূহের তুল্যমূল্য নহে, তবে কিরূপে ইহা দ্বারা পর্য্যাপ্ত হইবে?

মধুমঙ্গল। (কাকুবাক্যের সহিত) বয়স্য! এই অনুগত ব্রাহ্মণের প্রার্থনা—এইগুলি লইয়াই সন্তুষ্ট থাক।

কৃষ্ণ। বয়স্যের কথাই রক্ষা হউক।

ললিতা। (হাস্যপূর্ব্বক) আর্য্য। তুমি স্বামীর উপযুক্ত অমাত্যই বট। ৩৩

বিশাখা। (অলীক সম্ভ্রমপুরঃসর) কৃষ্ণ! দূরে অবস্থান কর।

কৃষ্ণ। কুটিলে! কেন দূরে থাকিব?

বিশাখা। পেক্‌খ সংরম্ভেণ সঙ্গরঙ্গমিদা চন্দহাসং উল্লাসেদি অহ্ম পিঅসহী রাহা।

কৃষ্ণঃ। (স্মিত্বা) মুগ্ধে! পশ্যাহঞ্চ প্রপঞ্চিতগাঢ়রোমাঞ্চ-কঞ্চুকোঽস্মি তদযত্নং রামারত্নং হরিষ্যামি (ইতি রাধামনুসর্পতি)

ললিতা। (সংরম্ভমভিনীয়) কহ্ন! পেক্‌খামি দে সাহসং রাহীএ ছাঅম্পি তুমং পক্‌ংসেহি।

কৃষ্ণঃ। সখে! নূনং ললিতারূপেণ মহাভৈরবীয়ং প্রাদুর্ভূতা॥ ৩৪)

বিশা। কৃষ্ণ! দূরে তিষ্ঠ তিষ্ঠ। পশ্য সংরম্ভেণ সঙ্গরঙ্গমিতা চন্দ্রহাসং উল্লাসয়তি প্রকাশয়তি অস্মৎসখী রাধা। সংরম্ভেণ কোপাবেশেন রসাবেশেন হেতুকর্ত্তরি করণে চ তৃতীয়া সঙ্গরং যুদ্ধং গমিতা, প্রাপিতা, সঙ্গরঙ্গং সঙ্গে নিমিত্তে রঙ্গমৌৎসুক্যং ইতা প্রাপ্তা ইতি চ। চন্দ্রহাসং খড়্গাং চন্দ্রতুল্যহাসঞ্চ। উল্লাসয়তি উৎক্রাময়তি প্রকাশয়তি চ।

কৃষ্ণঃ। কঞ্চুকং কবচং রামায়াঃ রত্নং রামারূপরত্নং চ।

ললি। কৃষ্ণ! পশ্যামি তে সাহসং রাধিকায়াশ্ছায়ামপি ত্বং স্পৃশ।

কৃষ্ণঃ। ভৈরবীতি অস্যাঃ পতিম্মন্যো ভৈরব ইতি পরিহাসঃ॥ ৩৪॥

বিশাখা। দেখ, কোপাবেশে যুদ্ধে প্রবৃত্তা আমাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধিকা চন্দ্রহাস * প্রকাশ করিতেছেন। (অন্যপক্ষে "আমাদের প্রিয়সখী রসাবেশে তোমার সঙ্গের জন্য উৎসুক হওয়ায় চন্দ্রতুল্য হাস্যে উৎফুল্ল হইতেছে")।

কৃষ্ণ। (মৃদুহাস্যপূর্ব্বক) অয়ি মুগ্ধে! এই দেখ আমিও গাঢ়রোমাঞ্চ-রূপ কবচ ধারণ করিয়াছি, অতএব এখন বিনা যত্নেই রমণীরত্নকে হরণ করিব। (ইহা বলিয়া রাধিকার নিকটে যাইতে লাগিলেন)

ললিতা। (কোপ প্রকাশ করিয়া) কৃষ্ণ! দেখি তোমার সাহস, তুমি শ্রীরাধার ছায়া স্পর্শ কর দেখি?

কৃষ্ণ। সখে! নিশ্চয়ই ললিতারূপে এই মহাভৈরবী প্রাদুর্ভূতা হইয়াছেন। ৩৪

---

* চন্দ্রহাস নামক খড়্গ।

রাধিকা। হলা! কল্লাণী হোহী। (ইতি ললিতাং সাকূতমালিঙ্গতি)

কৃষ্ণঃ। (জনান্তিকং) ললিতে! বিমুঞ্চ কাঠিন্যং।

ললিতা। উক্কোঅং মে দেহি।

কৃষ্ণঃ। (স্মিত্বা) ললিতে! সত্যং ব্রবীমি তে রাধামপি বিপ্রলভ্য সায়মনঙ্গসঙ্গরে ত্বামেব প্রতিবীরয়িষ্যে ॥ ৩৫ ॥

ললিতা। (সরোষং পরাবৃত্য) অবেহি বিদূসঅ! অবেহি।

কৃষ্ণঃ। কথয়োৎকোচং যত্র তে তুষ্টিঃ।

ললিতা। ণাঅর! পুপ্‌ফমগ্‌গণরঙ্গেণ বৃন্দাবণং ভমন্তী দুএদি

রাধি। সখি! কল্যাণী ভব।

ললি। উৎকোচং মে দেহি। প্রতিবীরয়িষ্যে প্রতিযোদ্ধ্রীং করিষ্যে ॥ ৩৫ ॥

ললি। অপেহি বিদূষক! অপেহি।

ললি। নাগর পুষ্পাণাং মার্গণরঙ্গেণ অন্বেষণাভিলাষেণ পুষ্পমার্গণঃ

রাধিকা। সখি ললিতে! তোমার কল্যাণ হউক। (ইহা বলিয়া সাভিলাষে ললিতাকে আলিঙ্গন করিলেন)

কৃষ্ণ। (জনান্তিকে) ললিতে! কাঠিন্য ত্যাগ কর।

ললিতা। তবে আমাকে উৎকোচ দাও।

কৃষ্ণ। (মৃদুহাস্যপূর্ব্বক) ললিতে! তোমাকে সত্যই কহিতেছি যে, অদ্য সায়ংকালে শ্রীরাধাকেও বঞ্চনা করিয়া অনঙ্গযুদ্ধে তোমাকে প্রতিযোদ্ধ্রী করিব। ৩৫

ললিতা। (রোষের সহিত ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) দূর হও বিদূষক! দূর হও।

কৃষ্ণ। যে উৎকোচে তোমার তুষ্টি হয়, তাহা তুমিই বল।

ললিতা। নাগর! পুষ্পানুসন্ধানের জন্য বৃন্দাবনে ভ্রমণ করিতে

মে পিঅসহী। তা দিব্ব পুপ্‌ফেহিং ণং অলং কদুঅ সুহাবেহি।

কৃষ্ণঃ। (স্মিত্বা) যথাভিরোচতে তুভ্যম্ (ইতি পরিক্রম্য দর্পারভটীং নাটয়ন্) ললিতে! বাঢ়ং বিক্রুশ্যতাং ন ত্বাং তৃণায় মন্যে। (ইতি রাধিকাহারমাকষ্টুং করং প্রসারয়তি)

ললিতা। (বামং বিলোক্য সস্মিতং) ছইল্ল! সুরদেঅপূজা কিদে কিদসিণাণং পিঅসহীং অকিদসিণাণো ক্‌খু তমং মাপ্‌ফংসেহি।

কৃষ্ণঃ। অয়ি মদান্ধে! সমন্তাল্লাসিনি প্রস্বেদাম্বুপূরে ময়ি কথং কৃতমহাভিষেকং ন পশ্যসি? ৩৬॥

কন্দর্পস্তম্ভ রঙ্গেণ চ বৃন্দাবনং ভ্রমন্তী দূয়তে মম সখী তদ্দিব্যপুষ্পৈরলং-কৃত্বা সুখাপয়। বাঢ়ং বিক্রুশ্যতামিতি রাধিকামাকষ্টুং করং প্রসারয়তি।

ললিতা। নাগর! সূর্য্যদেবপূজাকৃতে কৃতে কৃতস্নানাং প্রিয়সখীং অকৃতস্নানঃ খলু ত্বং মা স্পৃশ॥ ৩৬॥

করিতে আমার প্রিয়সখী অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছেন, অতএব দিব্য পুষ্পের দ্বারা ইঁহাকে অলঙ্কৃতা করিয়া ইঁহার সুখবিধান কর।

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) তোমার যেরূপ অভিরুচি। (ইহা বলিয়া কিয়দ্দূর গমনপূর্ব্বক সহসা দর্পাতিশয় প্রকাশপূর্ব্বক) ললিতে! তোমার যত ইচ্ছা ক্রোধ কর, আমি তোমাকে তৃণতুল্যও মনে করি না। (ইহা বলিয়া শ্রীরাধার হার লইবার জন্য হাত বাড়াইলেন)

ললিতা। (প্রতিকূলভাবে দৃষ্টিপূর্ব্বক মৃদুহাস্য সহকারে) অহে রসিক! সূর্য্যদেবের পূজা করিবার জন্য প্রিয়সখী স্নান করিয়াছে, তুমি অকৃতস্নান হইয়া ইঁহাকে স্পর্শ করিও না।

কৃষ্ণ। অয়ি মদান্ধে! সর্ব্বতোভাবে উল্লসিত হওয়ায় ঘর্ম্মবারি দ্বারা সিক্ত আমাকেও মহাভিষেক করিয়াছি বলিয়া দেখিতেছ না কেন? ৩৬

ললিতা। (রাধামন্তরয়ন্তী সমাহ্বর্থ্যং) হলা! উদ্দণ্ডকালতমাল-মণ্ডলঘোলেণ বণখণ্ডেণ ইমস্‌স পঅণ্ডদা দুস্‌সহা কিদা তা অম্হে হারং রক্‌খিদুং কৃখণং সোম্মা হোম্ম।

বিশাখা। কীদিশং সোম্মা হোম্ম ?

মধুমঙ্গলঃ। হী হী ণিজ্জিদাও গব্বিদগোইআও। (ইতি নৃত্যতি)

রাধিকা। অই মুদ্ধে লদিদে! ভঅবন্তস্‌স উবাসণং তুএ অজ্জ কিং বিস্মুমরিদং।

মধুমঙ্গলঃ। দেই রাহিএ! কেঅলং তুম্হে জ্জেব্ব উবাসণং করেধ ত্তি মা গব্বাএধ জং অম্হে বি উবাসণং করেম্ম।

ললিতা। সখি উদ্দণ্ডকালতমালমণ্ডলঘোরেণ বনখণ্ডেন অস্য প্রচণ্ডতা দুঃসহা কৃতা। তদ্বয়ং হারং রক্ষিতুং ক্ষণং সৌম্যা ভবামঃ।

বিশা। কদৃশং সৌম্যা ভবামঃ ?

মধু। বিহস্য নির্জ্জিতা গর্ব্বিতগোপিকাঃ।

রাধি। অয়ি মুগ্ধে! ললিতে! ভগবতঃ উপাসনং ত্বয়াদ্য কিং বিস্মৃতং ?

মধু। দেবি রাধিকে! কেবলং যুয়মেবোপাসনং কুরুথেতি মাগর্ব্বায়থ যদ্বয়মপি উপাসনং কুর্ম্মঃ।

ললিতা। (শ্রীরাধাকে সরাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে) সখি! অতিশয় উচ্চ কালতমালমণ্ডলে আচ্ছন্ন নিবিড় বনে ইঁহার প্রচণ্ডতা অতিশয় দুঃসহ হইয়া থাকে। অতএব হার রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে একটু শান্তভাব অবলম্বন করিতে হইবে।

বিশাখা। কিরূপ শান্ত হইতে হইবে ?

মধুমঙ্গল। হী হী, গর্ব্বিতা গোপিকা সকল পরাজিতা হইল। (ইহা বলিয়া নাচিতে লাগিলেন)

রাধিকা। অয়ি মুগ্ধে ললিতে! তুমি কি অদ্য ভগবানের উপাসনার কথা ভুলিয়া গেলে ?

মধুমঙ্গল। দেবি রাধিকে! তোমরাই কেবল উপাসনা কর

বিশাখা। অজ্জ! কীদিশং? ৩৭ ॥

মধুমঙ্গলঃ। ভঅবদি বিসাহে সুণাহি। গন্ধপুপ্‌ফপুরোসরং ণিউঞ্জবেদিআ মজ্‌ঝে উজ্জাঅরণং ভুইট্‌ঠিংতদেকগ্‌গচিত্তদাএ কঙ্কণণেউরাণং সদ্দোবাসণং। (সর্ব্বাঃ স্ময়ন্তে) ৩৮ ॥

মধুমঙ্গলঃ। (সশ্লাঘং সংস্কৃতেন)

আড়ম্বরোজ্জ্বলগতির্বরকুঞ্জরক্তঃ
স্বৈরী পরিস্ফুরিতপুষ্করচারুহস্তঃ।
ধন্যাসি সুন্দরি! যয়া মৃদুলং হসন্ত্যা
বন্দীকৃতস্তরলবল্লবকুঞ্জরোঽয়ং ॥ ৩৯ ॥

বিশাখা। আর্য্য! কীদৃশং তৎ॥ ৩৭ ॥

মধু। ভগবতি বিশাখে! শৃণু, গন্ধপুষ্পপুরঃসরং নিকুঞ্জবেদিকামধ্যে উজ্জাগরণং ভূয়িষ্ঠং তদেকাগ্রচিত্ততয়া কঙ্কণনূপুরাণাং শব্দোপাসনং ॥ ৩৮ ॥

আড়ম্বরেণ আটোপেন গর্জ্জনেন চ উজ্জ্বলা গতির্যস্য পরিস্ফুরিতং পুষ্করং শুণ্ডমেব চারুহস্তো যস্য। পরিস্ফুরিতেন পুষ্করেণ লীলাকমলেন চারুঃ শোভিতো হস্তো যস্য ইতি চ। বন্দীকৃতঃ স্তাবকীকৃতঃ বদ্ধঃ কৃতশ্চ। "প্রগ্রহোর্ণগ্রহৌ বন্দ্যামিত্যমরঃ" ॥ ৩৯ ॥

বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিও না; যেহেতু, আমরাও উপাসনা করিয়া থাকি।

বিশাখা। আর্য্য! সে কি প্রকার? ৩৭

মধুমঙ্গল। ভগবতি বিশাখে! শ্রবণ কর। গন্ধপুষ্পপুরঃসর নিকুঞ্জবেদিকামধ্যে গুরুতর জাগরণব্রত গ্রহণপূর্ব্বক একাগ্রচিত্ত হইয়া কঙ্কণনূপুরের শব্দের উপাসনা। (সকলে হাসিতে লাগিলেন)। ৩৮

মধুমঙ্গল। (শ্লাঘাপূর্ব্ব সংস্কৃতে) আড়ম্বরের বা গর্জ্জনের দ্বারা যাঁহার গতি উজ্জ্বল, যিনি শ্রেষ্ঠ কুঞ্জগৃহে অনুরক্ত, যিনি স্বাধীন, যাঁহার সুন্দর হস্ত লীলাকমলে সুশোভিত অথবা সুন্দর হস্তরূপ শুণ্ডে যিনি

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে!

রুচিরসহচরীণাং বীথিভিঃ সেব্যমানা
মদমৃদুলমরালীরম্যলীলাগতিঃ শ্রীঃ।
শশিমুখি! গতনিদ্রং কুর্ব্বতীমামিদানীং
শরদিব ভবতীয়ং লোকলক্ষ্মীং তনোতি ॥
তদর্ব্বাচীনেন হারিণা বন্য*শৃঙ্গারেণ ভবতীমলংকুর্ব্বাণঃ শারদীং শ্রিয়বমঙ্ক্যয়ামি ॥ ৪০ ॥

মধুমঙ্গলঃ। (সংস্কৃতেন)

বলানুজ! কলাপিনামবকলষ্য কালজ্ঞতাং
মনঃ কিল বলীয়সীং মম বিভর্ত্তি বিস্মেরতাং।

সহচরীণাং ঝিণ্টীপুষ্পাণাং সখীনাঞ্চ। মদমৃদুলমরাল্যা গতিবিধি-রম্যা লীলা গতিশ্রীঃ শোভা যস্যাঃ লোকলক্ষ্মীং লোচনসম্পত্তিং লোকানাং শোভাঞ্চ ॥ ৪০ ॥

কলাপিনাং ময়ূরাণাং কালজ্ঞতাং যস্মিন্ কালে যদুচিতং তত্র বিজ্ঞতাং। বিস্মেরতাং বিস্ময়ং কিরন্তি ক্ষিপন্তি ॥ ৪১ ॥

শোভিত, হে সুন্দরি! তুমি ধন্য, যেহেতু, তুমি মৃদু হাস্যের দ্বারা সেই চঞ্চল গোপ-কুঞ্জরকে তোমার স্তুতিকারকে পরিণত করিয়াছ। (অন্য-পক্ষে—তুমি ধন্য, যে এতাদৃশ গোপকুঞ্জরকে তুমি মৃদুল হাস্যের দ্বারা আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছ)। ৩৯

কৃষ্ণ। প্রিয়ে শশিমুখি! তুমি সুন্দরী সহচরীগণের যূথকর্ত্তৃক সেবিতা মদমত্ত মৃদুলা মরালীর ন্যায় রমণীয়া লীলা ও গতিশোভাসম্পন্না হইয়া আমাকে বিগতনিদ্র করিয়া শরৎঋতুর ন্যায় লোক সকলের শোভা বিস্তার করিতেছ।

অতএব তোমাকে মনোহর আধুনিক বন্যবেশের দ্বারা অলঙ্কৃতা করিয়া শারদীয়া শোভার সফলতা সাধন করি। ৪০

মধুমঙ্গল। । হে বলদেবানুজ! বৃন্দাবনবাসী ময়ূরগণের কালজ্ঞতা

---

* "হরিলাবণ্য" ইতি পাঠান্তর।

যদস্ত শরদাগমে তব বিলোক্য লীলোৎকতাং
কিরন্তি রুচিমণ্ডলীজুষমমী শিখণ্ডাবলীং ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণঃ। সখে! সাধু লক্ষিতং তন্মৌলিকল্পনায় চন্দ্রকানাহরামি (ইতি বটুনা সহ তথা করোতি)

রাধিকা। সহি ললিদে! জথ দিণ্ণভারা অহং ণিচ্চিন্তম্হি সা তুমং জই সোম্মাহসি তদো জাব কহ্নো দূরে গদো তাব কঙ্কেল্লিকুড়ঙ্গং পবেসিস্সং। (ইতি তথা স্থিতা)

কৃষ্ণঃ। সখে! নির্ম্মিতং প্রচলাকশলাকাভিঃ কিরীটং খঞ্জরীট-নেত্রায়াঃ সীমন্তসীমনি বিন্যাসসৌভাগ্যমালম্বতাম্। (ইতি পরিক্রম্য) ললিতে! ক্ব সা তে প্রিয়সখী ?

কৃষ্ণ। মৌলিকল্পনায় মুকুটনির্ম্মাণায়।

রাধি। সখি ললিতে! যত্র দত্তভারাহং নিশ্চিন্তাস্মি সা ত্বং যদি সৌম্যাসি। ততো যাবৎ কৃষ্ণো দূরে গতস্তাবৎ কঙ্কেলিকুঞ্জং অশোক-কুঞ্জং প্রবিশামি। কিরীটং কর্ত্তৃপদং।

অবলোকন করিয়া আমার মন বলবৎ বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়াছে। যেহেতু, দেখ, অদ্য শরৎ ঋতুর আগমনে তোমার ক্রীড়াবিষয়ে ঔৎসুক্য দেখিয়া উঁহারা শোভন চক্রসম্পন্ন শিখণ্ডাবলী নিক্ষেপ করিতেছে। ৪১

কৃষ্ণ। সখে! তুমি ভাল দেখিয়াছ, অতএব এস, মুকুট নির্ম্মাণের জন্য এই ময়ুরচন্দ্রকগুলি সংগ্রহ করি। (ইহা বলিয়া বটুর সহিত তাহাই করিতে লাগিলেন)

রাধিকা। সখি ললিতে! যাহার প্রতি সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত আছি, সেই তুমি যদি শান্তস্বভাবা হও, তবে যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণ দূরে গমন করিয়াছেন, চল আমরা সেই কালের মধ্যে অশোককুঞ্জে প্রবেশ করি। (এই বলিয়া তাহাই করিয়া অবস্থান করিলেন)

কৃষ্ণ। সখে! ময়ুরপুচ্ছময় শলাকার দ্বারা এই কিরীট নির্ম্মিত হইল, এখন সেই খঞ্জনাক্ষী শ্রীরাধার সীমন্তদেশে ইহা বিন্যস্ত করিবার

ললিতা। অত্তণো ঘরংগদা ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণঃ। নিষ্ঠুরে! তিষ্ঠ তিষ্ঠ তূর্ণমসৌ তে ধূর্ত্ততাগর্ব্বমপহরামি। (ইতি সমন্তাৎ পশ্যন্ সহর্ষং)

বয়স্য! পশ্য সহসেয়মবাপ্তা গৌরাঙ্গী প্রিয়া। (ইত্যুপসর্পতি)

মধুমঙ্গলঃ। ভো বঅস্স! চক্কবাদেণ তিণাবট্টেন ভামিদস্স দে অজ্জবি ণুণং ভমো ণ গদো পেক্খ এসা পীদপরাঅ-পুঞ্জপিঞ্জরিদা থলণলিণী।

কৃষ্ণঃ। (নিরূপ্য) সখে! সত্যং ব্রবীষি (ইত্যগ্রতো গত্বা) ভো পশ্য কুঙ্কুমাঙ্গী নিষ্টঙ্কিতমিদানীমেব লব্ধা। (ইতি দিধীর্ষুঃ প্রধাবতি)

ললি। আত্মনো গৃহং গতা ॥ ৪২ ॥

মধু। ভো বয়স্য! চক্রবাতেন তৃণাবর্ত্তেন ভ্রামিতস্য তে অদ্যাপি নূনং ভ্রমো ন গতঃ। পশ্য এষা পীতপরাগপুঞ্জপিঞ্জরিতা স্থলনলিনী।

সৌভাগ্য লাভ কর। (এই বলিয়া পরিক্রমণপূর্ব্বক) ললিতে! তোমার সেই প্রিয়সখী কোথায়?

ললিতা। নিজগৃহে চলিয়া গিয়াছেন। ৪২

কৃষ্ণ। নিষ্ঠুরে! থাক, থাক, শীঘ্রই তোমার ধূর্ত্ততার গর্ব্ব অপহরণ করিতেছি। (ইহা বলিয়া চারিদিকে দেখিয়া সহর্ষে) বয়স্য! দেখ দেখ, এই গৌরাঙ্গী প্রিয়াকে সহসা প্রাপ্ত হইয়াছি। (এই বলিয়া নিকটে গমন করিলেন)

মধুমঙ্গল। ভো বয়স্য! ঘূর্ণাবর্ত্তবিশিষ্ট তৃণাবর্ত্তের দ্বারা তুমি যে ভ্রামিত হইয়াছিলে, তাহাতে নিশ্চয়ই অদ্যাপি তোমার সে ভ্রম অপগত হয় নাই। দেখ, পীত পরাগপুঞ্জে পিঞ্জরিতা স্থলনলিনী—তোমার প্রিয়া নহেন।

কৃষ্ণ। (ভাল করিয়া দেখিয়া) সখে! সত্যই বলিয়াছ। (এই বলিয়া অগ্রে গমনপূর্ব্বক) অহে বয়স্য! দেখ দেখ, এইবার সেই কুঙ্কুম-লিপ্তা শ্রীরাধাকে নিশ্চয়ই পাইয়াছি। (ইহা বলিয়া ধরিবার জন্য ধাবিত হইলেন)

মধুমঙ্গলঃ। (সহস্ততালমুচ্চৈর্বিহস্য) ভো পিঅবঅস্স! এত্থ তুজ্ঝ অবরাহো ণত্থি কিন্তু পেম্মলহরীএ জ্জেব্ব জাএ সব্বা বুন্দাড়ই রাহিআণিম্মিদা ॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণঃ। (সবৈলক্ষ্যং বিলোক্য) কথমুৎফুল্লেয়ং সহচরী ? (পার্শ্বতো বিলোক্য) ললিতাঙ্গি ললিতে! ইতো বাম্যপর্ব্বতাদবরোহন্তী কান্তারমিতস্য দদস্ব মে হস্তাবলম্বং।

ললিতা। (স্মিত্বা) সুন্দর! বিসাহং পুচ্ছেহি। এসা কৃখু ণং জাণাদি। (ইতি সংজ্ঞাং নাটয়তি)

কৃষ্ণঃ। (সহর্ষমপবার্য্য) সখে! পশ্য বিশাখায়াঃ পরোক্ষং কিঞ্চিৎ তিরোবদন্তী ললিতা ভ্রূসংজ্ঞয়া কদম্বকুঞ্জং সূচয়তি। তত্র

প্রিয়বয়স্য অতএব অপরাধো নাস্তি কিন্তু প্রেমলহর্য্যা এব। যথা সর্ব্ববৃন্দাটবী রাধিকানির্ম্মিতা ॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণঃ। সহচরী ঝিন্টী কান্তারং ইতস্য গমিতস্য কান্তয়া রমিতস্য চ।

ললি। সুন্দর! বিশাখাং পৃচ্ছ। এষা খলু এনাং জানাতি।

মধুমঙ্গল। (হাততালি দিয়া উচ্চহাস্যপূর্ব্বক) ভো প্রিয়বয়স্য! ইহাতে তোমার অপরাধ নাই, কিন্তু এ প্রেমলহরীরই অপরাধ। কারণ, তাহাতেই তুমি সমস্ত বৃন্দাবন শ্রীরাধা উপাদানে নির্ম্মিতা (অর্থাৎ শ্রীরাধিকাময়) মনে করিতেছ। ৪৩

কৃষ্ণ। (বৈলক্ষ্যপূর্ব্বক দেখিয়া) তাই ত, এ যে পীতঝিন্টী প্রস্ফুটিতা হইয়া রহিয়াছে। (পার্শ্বে অবলোকনপূর্ব্বক) ললিতাঙ্গি ললিতে! তুমি বাম্যপর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া বনমধ্যে পতিত আমাকে হস্তাবলম্বন প্রদান কর।

ললিতা। (মৃদুহাস্যপূর্ব্বক) সুন্দর! বিশাখাকে জিজ্ঞাসা কর। ইনিই তাহা অবগত আছেন। (ইহা বলিয়া উহা যে জানেন এইরূপ দেখাইলেন)।

কৃষ্ণ। (সহর্ষে অন্যের অলক্ষিতভাবে) সখে! দেখ বিশাখাকে পরোক্ষভাবে কিছু বলিতে যাইয়া ললিতা ভ্রূসঙ্কেতের দ্বারা কদম্বকুঞ্জের

নাস্তি মনাগপি সন্দিগ্ধত (ইতি পরিক্রম্য সদর্পস্মিতং) প্রিয়ে! বিলোকিতাসি নিষ্ক্রম্যত (ইত্যুদগ্রীবিকাং কৃত্বা সহাসং) ললিতে! সাধু সাধু জ্ঞাতং তব ধূর্ত্ততা লতিকায়াঃ সাফল্যমিদং।

মধুমঙ্গলঃ। বঅস্স! এসা মএ জ্জেব্ব লদ্ধা তুহ রাহা।

কৃষ্ণঃ। (সকৌতুকং) বয়স্য! ললিতেব কচ্চিদবিশ্রম্ভণীয় ভণিতির্নাসি।

মধুমঙ্গলঃ। গাঅত্তীএ সবামি ॥ ৪৪ ॥

কৃষ্ণঃ। (সবিশ্রম্ভং) সখে! ক সা ক সা দর্শয় শীঘ্রং।

মধুমঙ্গলঃ। তুহ্ম হত্থগদং জ্জেব্ব ণং করেমি তা দেহি মে পারিতোসিঅং।

মধু। বয়স্য এষা ময়া এব লব্ধা তব রাধিকা।
মধু। গায়ত্র্যৈ শপামি ॥ ৪৪ ॥
মধু। তব হস্তগতামেব এনাং করোমি তদ্দেহি মে পারিতোষিকং।

দিকে ইঙ্গিত করিয়াছে। এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। (ইহা বলিয়া পরিক্রমণপূর্ব্বক সদর্পে মৃদুহাস্যসহকারে) প্রিয়ে! তোমাকে দেখিতে পাইয়াছি, এখন বাহিরে আগমন কর। (এই বলিয়া গ্রীবা উত্তোলনপূর্ব্বক হাস্যসহকারে) ললিতে! ভাল ভাল, তোমার ধূর্ত্ততা-লতায় এই ফল ধরিয়াছে।

মধুমঙ্গল। বয়স্য! এই যে আমি তোমার রাধিকাকে পাইয়াছি।

কৃষ্ণ। (সকৌতুক) বয়স্য! তুমি ত ললিতার ন্যায় অবিশ্বাসের কথা বলিবে না?

মধুমঙ্গল। গায়ত্রীর শপথ করিতেছি। ৪৪

কৃষ্ণ। (বিশ্বাসের সহিত) সখে! তিনি কোথায়, তিনি কোথায়, শীঘ্র দর্শন করাও।

মধুমঙ্গল। আমি তাঁহাকে তোমার হস্তগত করিতেছি, অতএব আমাকে পারিতোষিক দাও।

কৃষ্ণঃ। (সশ্লাঘং) মালতীমালয়া মণ্ডয়তি।

মধুমঙ্গলঃ। ঘেপ্পিজ্জউ এসা (ইতি রাধেতি বর্ণদ্বয়ীভাজাং পত্র-লেখামর্পয়তি)।

কৃষ্ণঃ। (স্মিত্বা) সখে! সত্যমনেনাপি ভবদর্পিতেন তর্পিতোঽস্মি॥ ৪৫॥

যতঃ। ক্রমাৎ কক্ষামক্ষ্ণোঃ পরিসরভুবং বা শ্রবণয়ো-
র্নাগধ্যারূঢ়ং প্রণয়িজননামাক্ষরপদং।
কমপ্যন্তস্তোষং বিতরদবিলম্বাদনুপদং
নিসর্গাদ্বিশ্বেষাং হৃদয়পদবীমুৎসুকয়তি॥

(ইতি পরাবৃত্য দক্ষিণতো বিকসন্তমশোকমবলোক্য সবিস্ময়ং)

মধু। গৃহ্যতামেষা রাধা॥ ৪৫॥

মম পুনঃ কিং বক্তব্যং। বিশ্বেষাং জনানাং প্রণয়িজনানাং নামাক্ষরপদং কর্তৃক্রমাদ্দৃশ্যমানং শ্রূয়মাণং বা ইত্যর্থঃ। অন্তস্তোষং বিতরদ্দদৎ সৎ।

কৃষ্ণ। (শ্লাঘার সহিত মালতীমালার দ্বারা ভূষিত করিলেন)

মধুমঙ্গল। ইহাকে গ্রহণ কর। (এই বলিয়া রাধা এই দুইটি বর্ণ-লিখিত পত্র অর্পণ করিলেন)

কৃষ্ণ। (মৃদুহাস্য পূর্ব্বক) সখে! সত্যই তোমার অর্পিত এই বস্তুর দ্বারা আমি তৃপ্তিলাভ করিলাম। ৪৫

যেহেতু, প্রণয়িজনের নামের অক্ষরযুক্ত পদ যদি ক্রমশঃ নয়নের কক্ষায় বা শ্রুতিযুগলের প্রান্তে একবার মাত্র আরোহণ করে, তবে স্বভাবতঃই ঐ নামাক্ষর জগতের সন্তোষবর্দ্ধন পূর্ব্বক হৃদয়পদবীকে ঔৎসুক্যান্বিত করিয়া থাকে।

(ইহা বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে প্রস্ফুটিত অশোককে দর্শন করিয়া বিস্ময় সহকারে)

শঙ্কে শঙ্কুলিতান্তরাত্র নিবিড়ক্রীড়ানুবন্ধেচ্ছয়া
কুঞ্জে বঞ্জুলশাখিনঃ শশিমুখী লীলা বরীবর্ত্তি সা।
নোচেদেষ তদঙ্ঘ্রি সঙ্গমবিনাভাবাদকালে কথং
পুষ্পামোদনিমন্ত্রিতালিপটলীস্তোত্রস্য পাত্রীভবেৎ ॥
(ইতি পরিক্রামন্নুদ্গ্রীবিকয়া রাধাং দৃষ্ট্বা সানন্দং)
প্রিয়ে! কথ্যতামিদানীং কা বার্ত্তা।

রাধিকা। (সপ্রণয়েৰ্ষং) তুঅত্তো ভয়েণ জ্জেব্ব পলাইদো ম্হি এত্থ বি মং বিড়ম্বেদুং লদ্ধোহসি।

এষ বঞ্জুলশাখী। "বঞ্জুলোহশোক" ইত্যমরঃ। পদ্মিন্যাশ্চরণ-স্পর্শেনাশোকঃ পুষ্প্যতীতি কবিসম্প্রদায়ঃ। পুষ্পৈঃ প্রেষিতেনামোদেন মাধ্বীকপানায় মদ্‌গৃহমলঙ্কুরুতে ইতি নিমন্ত্রিতানামলিপটলীনাং ভ্রমরসমূহানাং ত্বাদৃশঃ পরমোদারো ভুবি কো বর্ত্তত ইতি স্তোত্ররূপ-গুঞ্জিতস্য পাত্রমন্যথা ন ভবেৎ। পাত্রীভবেদিতি অভূততদ্ভাবে চ্বিঃ।

রাধি। ত্বত্তো ভয়েনৈব পলায়িতাস্মি অত্রাপি বিড়ম্বিতুং লব্ধোহসি।

মনে হইতেছে, সেই শশিমুখী শ্রীরাধা নিবিড় ক্রীড়া করিবার ইচ্ছায় ব্যাকুলহৃদয় হইয়া অন্ত অশোককুঞ্জে লীলাভাবে অবস্থান করিতেছেন, তাহা না হইলে এই অশোকতরু তাঁহার চরণালিঙ্গন ব্যতিরেকে অকালে পুষ্পামোদ বিতরণের দ্বারা অলিপটলীকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের স্তোত্রের পাত্র হইবে কেন? * (এই বলিয়া পরিক্রমণ পূর্ব্বক গ্রীবা উত্তোলন করিয়া শ্রীরাধাকে দর্শনপূর্ব্বক সানন্দে)

প্রিয়ে! বল, এখন কি সংবাদ?

রাধিকা। (প্রণয়যুক্ত ঈর্ষা সহকারে) তোমার ভয়েই ত' এখানে পলায়িত হইয়া আছি, এখানেও আবার আমাকে বিড়ম্বিত করিতে আসিয়াছ?

---

* কবিদের মধ্যে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, পদ্মিনী নারীর চরণস্পর্শে অশোকতরু পুষ্পিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণঃ। (সাত্মশ্লাঘং) দৃষ্টা মে গভীরপাটবারভটী যত-স্তিরোধানবিদ্যাপহারেণ নির্জ্জিতা যূয়ং ॥ ৪৬ ॥

ললিতা। (সংস্কৃতেন) হন্ত ভো। বাঙ্মাত্রজিতকাশিন্।

অস্মিন্নেক সরোজসম্ভবকৃতস্তোত্রোঽসি বৃন্দাবনে
রাধা ভূরিহিরণ্যগর্ভরচিতপ্রত্যঙ্গকান্তিস্তবা।
হস্তোদস্তমহীধরস্ত্বমসকৃন্নেত্রান্তভঙ্গীচ্ছটা-
কৃষ্টৈরুচ্চৈর্ধরণীধরা মম সখী তদ্বীরমাহঙ্কথাঃ ॥

কৃষ্ণঃ। (সস্মিতং) ললিতে! নিলীনে ময়ি বিলোকিতে নাতথ্য-মত্র বিকত্থনং ভবতীনাং বিদাংকরবাণি।

ললি। জিতকাশিন্ জিতমিত্যাত্মশ্লাঘিন্ অস্মিন্ বৃন্দাবনে একেন সরোজসম্ভবেন ব্রহ্মণা কৃতস্তোত্রোঽসীতি তবাহঙ্কারঃ। রাধা ভূরিহিরণ্য-গর্ভৈর্বহুভিব্রহ্মভির্ভূরিহিরণ্যানাং বহুতরসুবর্ণানাং গর্ভৈঃ ছিন্নে সতি চাকচিক্যায়মানমধ্যগতসারাংশৈশ্চ রচিতঃ প্রত্যঙ্গকান্তীনাং স্তবো যস্যাঃ। হস্তোৎক্ষিপ্তমহীধরস্ত্বমসীতি ভবাহঙ্কারঃ। ইয়ন্তু নেত্রান্ত-চ্ছটয়ৈবাকৃষ্ট উচ্চৈর্ধরণীধরঃ কৃষ্ণো যয়া অসকৃৎ অনেকবারং ভবাংস্তু একবারমিতি ভাবঃ।

কৃষ্ণ। (আত্মশ্লাঘা সহকারে) প্রিয়ে! আমার গভীর পটুতার শক্তি দেখিলে ত'? যদ্দ্বারা তোমাদের তিরোধান-বিদ্যা দূর করিয়া তোমাদিগকে পরাজিত করিলাম।

ললিতা। অহো! তুমি বাক্যের দ্বারাই জিতিয়াছ বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিতেছ। এই বৃন্দাবনে একমাত্র ব্রহ্মাই তোমার স্তব করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীরাধিকার প্রত্যঙ্গ-কান্তিকে বহু হিরণ্যগর্ভ স্তব করিয়া থাকেন; তুমি একবার মাত্র পর্ব্বতকে হস্তে ধারণ করিয়াছ; আর আমার সখী নেত্রান্তভঙ্গির ছটায় তোমার ন্যায় ধরণীধরকে কত বার আকৃষ্ট করিয়াছেন, অতএব হে বীর! আর অহঙ্কার করিও না।

সর্ব্বা। এব্বং হোদু।

কৃষ্ণঃ। (তিরোভবন্ স্বগতং) ইয়মুত্তরতশ্চঞ্চরীকসঞ্চয়রোচিরুল্লাসি শ্যামলপলাশগুচ্ছা দূরতস্তাপিঞ্ছবিঞ্ছোলী। তদেষা সবর্ণতয়া সখীভাবমাপন্না মামত্র সঙ্গোপয়িষ্যতি (ইতি সবয়স্যো নিষ্ক্রান্তঃ)।

ললিতা। হলা রাহে! কহ্নস্স অদংসণেণ মা উত্তম্ম। ণং দিট্ঠং জ্জেব্ব জাণেহি। তা বিজুতা অহ্মে সব্বদোপসপ্পহ্ম।

রাধি। জধা ভণাদি পিঅসহী। (ইতি তিস্রস্তথা কুর্ব্বন্তি)।

সর্ব্বা। এবং ভবতু।

কৃষ্ণ। চঞ্চরীকো ভ্রমরঃ। তাপিবিঞ্ছোলী তমালসমূহঃ।

ললি। সখি রাধে! কৃষ্ণস্য দর্শনেন মা উত্তম্যস্ব, এনং দৃষ্টমেব, জানীহি তদ্বিযুক্তা বয়ং সর্ব্বতঃ প্রসর্পামঃ।

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) ললিতে! আমি তোমাদের দর্শনপথ হইতে তিরোহিত হই, আর তোমাদের নিকট মিথ্যা গর্ব্ব প্রকাশ করিব না।

সকলে। তবে তাহাই হউক।

কৃষ্ণ। (তিরোহিত হইয়া স্বগত) এই যে উত্তর দিকে ভ্রমরসমূহের কান্তিধারণ পূর্ব্বক শ্যামবর্ণ পত্রগুচ্ছসমন্বিত তমালতরুসমূহ দূরে বিরাজিত, ইহারা আমার সহিত একবর্ণত্ব প্রযুক্ত আমার সখ্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব ইহারাই আমাকে গোপন করিয়া রাখিবে। (ইহা বলিয়া সখার সহিত প্রস্থান)

ললিতা। সখি রাধে! কৃষ্ণের অদর্শনে উৎকণ্ঠিতা হইও না। ইঁহাকে দেখিতে পাইয়াছি বলিয়াই জানিয়া রাখ। অতএব পরস্পর পৃথগ্‌ভাবে সর্ব্বত্র তাঁহাকে অন্বেষণ করি।

রাধিকা। প্রিয়সখীর কথামতই কার্য্য কর। (এই বলিয়া তিন জনেই তাহা করিতে লাগিলেন)

রাধিকা। (উত্তরাং বনলেখামাসাদ্য সবিমর্শং) ৪৭ ॥

ণূণং কণ্হো এত্থ পত্তো হুবিস্সদি জং মং পেক্খন্তো দক্খিণং পইট্টঠো (ইতি পরিক্রম্য সংস্কৃতেন) ৪৮ ॥

স হরিরিতি ভবতীভিঃ স্বান্তহারী হরিণ্যো
হরিরিহ কিমপাঙ্গাতিথ্যসঙ্গী ব্যধায়ি।
যদনুকুলিতবংশী কাকলীভির্মুখেভ্যঃ
সুখতৃণকবলা বঃ সামিলীঢ়াঃ স্খলন্তি ॥ ৪৯ ॥

(পুরোঽভ্যুপেত্য সমন্তাৎ পশ্যন্তী সংস্কৃতেন)

যদগলিতমরন্দং বর্ত্ততে শাখিবৃন্দং
মিলতি চ যদলব্ধতোমঘূর্ণা খগালী।

রাধি। যথা ভণতি প্রিয়সখী ॥ ৪৭ ॥

নূনং কৃষ্ণোঽত্র প্রাপ্তো ভবিষ্যতি যন্মাং পশ্যন্ দক্ষিণং প্রবিষ্টঃ ॥ ৪৮ ॥

হে হরিণ্যঃ স হরিঃ ইহ অস্যাং হরিতি দিশি কিং অপাঙ্গাতিথ্যসঙ্গী ব্যধায়ি। কাকলীভির্হেতুভিঃ সুখতৃণকবলাস্তৃণগ্রাসাঃ সামিলীঢ়া অর্দ্ধগিলিতা এব স্খলন্তি ॥ ৪৯ ॥

পৌষ্পং মধু ন লিহতে নাস্বাদয়ন্তি। ঘূর্ণাজাড্যবৈবর্ণ্যানি ক্রমেণোক্তানি।

শ্রীরাধিকা। (উত্তর দিকের বনশ্রেণীতে গমন করিয়া তর্কসহকারে)। ৪৭

নিশ্চয়ই এখানে শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যাইবে; কারণ, ইনি আমাকে দেখিতে দেখিতে দক্ষিণ দিকেই প্রবেশ করিয়াছেন। (এই বলিয়া পরিক্রমণপূর্ব্বক)। ৪৮

হে হরিণীসকল! তোমরা কি সেই আমার মনোহারী হরিকে নেত্রপ্রান্তের আতিথ্যসঙ্গী করিয়াছ? (অর্থাৎ তাঁহাকে কি চক্ষুর দ্বারা অবলোকন করিয়াছ?) যেহেতু, অনুকুল বংশী-কাকলীর দ্বারা তোমাদের মুখ হইতে অর্দ্ধচর্ব্বিত সুখভুক্ত তৃণকবল স্খলিত হইতেছে? ৪৯

(অগ্রে গমনপূর্ব্বক চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া)

শাখিবৃন্দ হইতে যখন মধু ক্ষরিত হইয়া পড়িতেছে না, খগবৃন্দ যখন

তদিহ নহি শিখণ্ডোত্তংসিনী সা প্রবিষ্টা
নিখিলভুবনচেতোহারিণী কাপি বিদ্যা ॥

(ইতি সব্যতঃ পরিক্রম্য সংস্কৃতেন)

বিঘূর্ণান্তাঃ পৌষ্পং ন মধু লিহতেঽমী মধুলিহঃ
শুকোঽয়ং নাদত্তে কলিতজড়িমা দাড়িমফলং।
বিঘূর্ণা পর্ণাগ্রং চরতি হরিণীয়ং ন হরিতং
পথানেন স্বামী তদিভবরগামী ধ্রুবমগাৎ ॥

(পুরো গত্বা)। এসা বামদো কালী তমালালী দীসই। (ইতি সাচি কন্দরং নিভাল্য সংস্কৃতেন) ৫০ ॥

নৈসর্গিকাণ্যপি নিরর্গলচাপলানি
িত্বাত্ম সঙ্কুলতনুঃ পুলকাঙ্কুরেণ।

ইভবরগামী শ্রীকৃষ্ণঃ।
এষা কালী কৃষ্ণবর্ণা তমালাবলী দৃশ্যতে ॥ ৫০

প্রেমভরে ঘূর্ণিত না হইয়া পরস্পর মিলিত হইতেছে, তখন অখিল ভুবনের মনোহারিণী শিখণ্ডচূড়াবিশিষ্টা কোনও বিদ্যা এখানে প্রবেশ করে নাই।

(ইহা বলিয়া বামদিক্ হইতে পরিক্রমণপূর্ব্বক)

এই মধুকরমণ্ডলী বিঘূর্ণিতান্তঃকরণ হইয়া যখন পুষ্পের মধুপান করিতেছে না, এই হরিণী যখন বিঘূর্ণিত হইয়া হরিৎবর্ণ পত্রাগ্র ভক্ষণ করিতেছে না, তখন সেই করীন্দ্রের ন্যায় গমনশীল প্রাণনাথ নিশ্চয়ই এই পথে গমন করিয়াছেন ॥

(সম্মুখে গমনপূর্ব্বক)

এই যে বামদিকে তমালশ্রেণী দেখা যাইতেছে।

এই বলিয়া বামদিকে কন্দরের দিকে ভাল করিয়া দেখিয়া। ৫০

এ কি ! ওত্য যে বানরীর দল স্বভাবসিদ্ধ নির্ব্বাধ চাপল্য ত্যাগ করিয়া

দৃষ্টিং চিরেণ পরিরব্ধতমালশাখা
শাখামৃগীততিরিয়ং কিমধস্তনোতি ॥ ৫১ ॥
তা এষা মঞ্জুলা তাবিঞ্ছণিউঞ্জসালিআ পেক্‌খিদব্বা ॥

কৃষ্ণঃ। প্রবিশ্য (স্বগতং)। সত্যমস্যাশ্চিত্তচত্বরসঙ্গত্বরী প্রেমাবলিরেব মদুদ্দেশদূতী যদবিলম্বিতং বিজ্ঞাতভূয়িষ্ঠোঽস্মি সংবৃত্তঃ ততঃ স্থাণুরিব নিশ্চলস্তিষ্ঠামি (ইতি তথা স্থিতঃ) ॥ ৫২ ॥

রাধিকা। (মূর্দ্ধানমানময্য কৃষ্ণং পশ্যন্তী সব্যাজং) এত্থ কহ্নো ণত্থি।

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) দিষ্ট্যা ন দৃষ্টোঽস্মি।

শাখামৃগীততিঃ পরিরব্ধতমালশাখা সতী অধোদৃষ্টিং কিং কস্মাৎ হেতোঃ তনোতি ॥ ৫১ ॥

তদেষা মঞ্জুলা তাপিঞ্ছনিকুঞ্জশালিকা প্রেক্ষিতব্যা। চিত্তচত্বর-সঙ্গমশীলা বিজ্ঞাতং ভূয়িষ্ঠং বহুতরচাতুর্য্যং যস্য সঃ ॥ ৫২ ॥

রাধি। অত্র কৃষ্ণো নাস্তি।

পুলকাঙ্কুরে সঙ্কুলিতাঙ্গ হইয়া তমালশাখা আলিঙ্গনপূর্ব্বক নীচের দিকে দীর্ঘসময় দৃষ্টিপাত পুরঃসর অবস্থান করিতেছে। ৫১

অতএব এই মনোহর তমালনিকুঞ্জশালাটি একবার দেখিতে হইবে।

কৃষ্ণ। (প্রবেশপূর্ব্বক স্বগত) সত্যই প্রিয়ার চেতঃপ্রাঙ্গণবাসিনী প্রেমাবলীই আমার অনুসন্ধানের দূতী। যেহেতু, ইহা দ্বারাই অবিলম্বে আমি বহু বার বিজ্ঞাত হইয়াছি, অতএব আমি শাখাপত্রহীন পাদপের ন্যায় নিশ্চল হইয়া অবস্থান করি। (এই বলিয়া তদ্রূপ ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন)। ৫২

রাধিকা। (মস্তক অবনত করিয়া কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া ছল-পূর্ব্বক) এখানে কৃষ্ণ নাই।

কৃষ্ণ। (স্বগত) ভাগ্যে আমাকে দেখিতে পান নাই।

রাধিকা। (সস্মিতং) এস নীলমণিকীলো জ্জেব্ব রেহদি।

কৃষ্ণঃ। নূনং ঘনান্ধকারতো নাহং প্রত্যভিজ্ঞাতঃ।

রাধিকা। অম্হহে উজ্জলদা ইন্দণীলকীলস্স।

কৃষ্ণঃ। (সহর্ষমপবার্য্য)

রে ধ্বান্তমণ্ডলসখে! শরণাগতোঽস্মি
বিস্তারয়স্ব তরসা নিজবৈভবানি।
অভ্যাসমভ্যুপগতাপি মুহুর্যথাসৌ
নাবৈতি মাং নবকুরঙ্গতরঙ্গনেত্রা ॥ ৫৩ ॥

রাধিকা। (স্মিত্বা) অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং ইমসস্ ণীলোপ্পলস্স অন্তরালে পড়িবিম্বিদা চন্দাঅলী লক্খীঅদি।

রাধি। এষ নীলমণিকীল এব রাজতে।
রাধি। অহো উজ্জ্বলতা ইন্দ্রনীলকীলস্য।
অভ্যাসং নিকটং নাবৈতি ন জানাতি ॥ ৫৩ ॥
রাধি। আশ্চর্য্যং আশ্চর্য্যং অস্য নীলোৎপলস্য অন্তরালে মধ্যে প্রতিবিম্বিতা চন্দ্রাবলী লক্ষ্যতে।

রাধিকা। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) এ ত নীলমণিযষ্টিই বিরাজ করিতেছে।

কৃষ্ণ। নিশ্চয়ই ঘনান্ধকারবশতঃ প্রিয়া আমাকে দেখিতে পান নাই।

রাধিকা। কি আশ্চর্য্য!
ইন্দ্রনীলমণিযষ্টির কি উজ্জ্বলতা!

কৃষ্ণ। (সহর্ষে হস্তাবরণপূর্ব্বক)

রে ধ্বান্তমণ্ডলসখে! আমি অদ্য তোমার শরণাগত, অতএব তুমি নিজ বৈভব বিস্তার কর, যাহাতে এই নবকুরঙ্গতরঙ্গনেত্রা রাধা বারংবার আমার নিকটে আসিয়াও আমাকে জানিতে না পারেন। ৫৩

রাধিকা। (মৃদুহাস্যপূর্ব্বক) আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! এই ইন্দ্রনীলমণির রাে চন্দ্রাবলী প্রতি বিম্বিতা দেখা যাইতেছে!

কৃষ্ণঃ। (স্মিতং কৃত্বা স্বগতং) কথং সংবিদানা খলু নর্ম্মাতনোতি ইত্যুত্থায়। প্রকাশং॥ ৫৪ ॥

প্রিয়ে! সত্যমাত্থ। যদয়ং ত্বদাস্যচন্দ্রো মে হৃদ্বৃত্তিতরঙ্গেষু বিম্বিতশ্চন্দ্রাবলী বভূব।

রাধিকা। অম্মহে কহং তুমং জ্জেব্ব তদো নেদং অচ্চরিঅং॥

কৃষ্ণঃ। বিলাসিনি! কিমনেন বিশ্লেষসম্পাদ্যেন কেলিনর্ম্মণা তদেহি দানগন্ধিনা কুসুমবৃন্দেন পূর্ণমূর্দ্ধনি সপ্তপর্ণকুঞ্জে ক্ষণং বিশ্রম্য সৌখ্যমনুভবাবঃ (ইতি তথাস্থিতৌ ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণঃ। সংবিদানা জানতী। সমোগমৃচ্ছীত্যাদিনা আত্মনে-পদং ॥ ৫৪ ॥

রাধি। অহো কথং ত্বমেব ততো নেদমাশ্চর্য্যং। চন্দ্রাবলী ত্বয়ি প্রতিবিম্বিতা তিষ্ঠত্যেব ইত্যর্থঃ।

কৃষ্ণ। বিশ্লেষঃ সংপাদ্য উৎপাদ্যো যস্য তেন কুলালকর্ত্তৃকো ঘট ইতি বৎ সংপাদ্যপদস্য বিশেষত্বং। দানগন্ধিনা দানস্য হস্তিমদস্য গন্ধ ইব গন্ধো যস্য ইতি চ সমাসান্তঃ ॥ ৬৫ ।

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক স্বগত) ইনি যে জানিয়া পরিহাস করিতেছেন। (এই বলিয়া উঠিয়া প্রকাশ্যে)। ৫৪

প্রিয়ে! সত্যই বলিয়াছ। যেহেতু, তোমার মুখচন্দ্র আমার হৃদয়-বৃত্তিরূপ তরঙ্গে প্রতিবিম্বিতা হইয়া চন্দ্রাবলীতে পরিণত হইয়াছে।

রাধিকা। কি! এ যে তুমিই, তবে তোমার পক্ষে ইহা আশ্চর্য্য নহে।

কৃষ্ণ। হে বিলাসিনি! এই বিচ্ছেদবিধায়ক পরিহাসক্রীড়ায় প্রয়োজন নাই। অতএব এস, হস্তীর মদগন্ধতুল্য গন্ধে পরিপূর্ণ এই কুসুমবৃন্দের দ্বারা শোভিত মস্তক এই সপ্তপর্ণকুঞ্জে ক্ষণকাল বিশ্রামপূর্ব্বক সুখানুভব করি। (এই বলিয়া তথায় অবস্থান করিলেন)। ৫৫

ললিতা। বিসাহে! পেক্‌খ কহ্নেণ সঙ্গদা পিঅসহী জং তস্‌স পদেহিং সম্মিলিদাইং এদাএ পদাইং দিসন্তি।

বিশাখা। (পদাঙ্কানমুসৃত্য সংস্কৃতেন)

প্রিয়সখি। পরিরম্ভানাভিমুখ্যানুবন্ধা-
দসদৃশবিনিবেশান্নর্ম্মলৌল্যোর্জ্জিতানি।
ইয়মবিষমমন্দন্যাসতো জল্পগোষ্ঠীং
পদততিরিহ রাধাকৃষ্ণয়োরাতনোতি॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! নাতিদূরে কোমলোঽয়ং কাঞ্চীধ্বনিরুদঞ্চতি ততস্তূষ্ণীং শৃণুবঃ॥ ৫৬॥

ললি। বিশাখে পশ্য কৃষ্ণেন সঙ্গতা প্রিয়সখী যৎ তস্য পাদৈঃ সম্মিলিতানি এতস্যা রাধায়াঃ পদানি দৃশ্যন্তে।

বিশা। পদততিঃ পদচিহ্নসমূহঃ পরিরম্ভানাতনোতি বিস্তার্য্য কথয়তীত্যর্থঃ। কস্মাদাভিমুখ্যানুবন্ধাৎ কৃষ্ণস্য পদততির্যত্র পূর্ব্বমুখী তত্র রাধিকা পদততিঃ পশ্চিমাভিমুখীত্যর্থঃ। নর্ম্মলৌল্যোর্জিতানি বাম্যাদিভিরিত্যর্থঃ। অত্রায়ং ক্রমো বিহারস্য—প্রথমমসদৃশনিবেশঃ, ততো মুখামুখি নিবেশঃ, ততঃ সমানমুখনিবেশঃ। দর্শনক্রমস্তু বিপর্য্যয়েণ॥ ৫৬॥

ললিতা। বিশাখে! দেখ প্রিয়সখী কৃষ্ণের সহিত মিলিতা হইয়াছেন। যেহেতু, তাঁহার পদের সহিত সম্মিলিত ভাবে প্রিয়সখীর পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে।

বিশাখা। (পদাঙ্ক অনুসরণপূর্ব্বক) প্রিয়সখি! দেখ দেখ, এই পদচিহ্নসমূহই শ্রীরাধাকৃষ্ণের আলিঙ্গনের কথা বিস্তৃতভাবে বলিয়া দিতেছে;—কারণ, মিলনকালের পদচিহ্নগুলি পরস্পরের অভিমুখতা হেতু অসদৃশ, আবার পরস্পর পরিহাস-চপলতার সময়ে অবিষম, আবার পরস্পর কথোপকথনের সময়ে মন্দ মন্দ ভাবে প্রকাশ পাইতেছে॥

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! অনাতদূরে কিঙ্কিণীর কোমলধ্বনি শ্রুত হইতেছে; অতএব এস আমরা নিস্তব্ধ থাকিয়া শ্রবণ করি। ৫৬

বিশাখা। হলা বিত্থিণ্ণবল্লিমণ্ডলকুণ্ডলিদে বি বনখণ্ডে পিঅসহীএ কধং কহ্নো তুরিতং লদ্ধো।

ললিতা। গুরুঅং রমই জহিং জো ণ তস্স সো হোই দুল্লহো ভুঅণে।

মউলওন্মি রসালে কলকণ্ঠী তক্খণং মিলই।

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! প্রত্যাসন্নে তব সখ্যৌ তদুভে পরিহসিষ্যন্নন্তরিতো ভবামি (ইতি স্থিতঃ)।

ললিতা। (পরিক্রম্য পুরো রাধামালোক্য সহর্ষং) হলা! কুদো সো ণাঅরো।

রাধিকা। (সস্মিতং) কা কখু তং জাণাদি ॥ ৫৭ ॥

বিশা। বিস্তীর্ণবল্লিমণ্ডলকুণ্ডলিতেঽপি বনখণ্ডে প্রিয়সখ্যা কথং কৃষ্ণঃ ত্বরিতং লব্ধঃ।

ললি। গুরু রমতে যত্র যো ন তস্য স ভবতি দুর্ল্লভো ভুবনে।
মুকুলায়মান এব রসালে কলকণ্ঠী তৎক্ষণং মিলতি।

ললি। সখি কুতঃ স নাগরঃ।

রাধি। কা খলু তং জানাতি ॥ ৫৭ ॥

বিশাখা। সখি ললিতে! বিস্তীর্ণ লতামণ্ডলে এই বনখণ্ড পরিবেষ্টিত, অতএব প্রিয়সখী কি প্রকারে কৃষ্ণকে এত শীঘ্র খুঁজিয়া পাইলেন?

ললিতা। সখি! যে যাহাতে গুরুতররূপে আসক্ত, তাহার পক্ষে সেই বস্তু দুর্ল্লভ হয় না, দেখ, রসাল মুকুলিত হইলেই তৎক্ষণাৎ কোকিল তাহাতে মিলিত হয়।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! তোমার সখী দুইটি নিকটেই আসিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের উভয়কেই পরিহাস করিবার জন্য আমি অন্তরালে অবস্থান করি। (ইহা বলিয়া সেইরূপে অবস্থান)

ললিতা। (পরিক্রমণপূর্ব্বক সম্মুখে শ্রীরাধাকে অবলোকন করিয়া সহর্ষে)

সখি! সে নাগর কোথায়?

রাধিকা। (ঈষৎ হাস্যসহকারে) কে তাঁহাকে জানে? ৫৭

ললিতা। (সনর্ম্মস্মিতং সংস্কৃতেন)

কচা মুক্তা মুক্তাবলিরপি যযৌ নিগুর্ণদশাং
বিশুদ্ধং তে দন্তচ্ছদযুগমভূদ্দান্তহৃদয়ে।
অবন্ধাসীৎ কাঞ্চী তদিহ সখি! যুক্তাসি হরিণা
সতীনাং বঃ কৃত্যং কিমুচিতমিদং গোকুলভুবাং॥

ললি। মুক্তাঃ প্রাপ্তাপবর্গাঃ স্খলিতাশ্চ নিগুর্ণদশাং ছিন্নসূত্রতাং সত্ত্বাদিগুণত্রয়াতীতত্বঞ্চ। দন্তচ্ছদযুগং ওষ্ঠাধরৌ বিশুদ্ধং তাম্বূলরাগ-রহিতং পক্ষে মুক্তমিত্যর্থঃ। হে দান্তহৃদয়ে দান্তং গাঢ়ালিঙ্গনেন প্রাপ্ত-সম্মর্দ্দং পক্ষে দমগুণযুক্তং জীবন্মুক্তমিত্যর্থঃ। তথাভূতং হৃদয়ং যস্যাঃ। অবন্ধাঃ সংসারবন্ধরহিতাঃ বন্ধনগ্রন্থিস্খলিতা চ তত্তস্মাদনুমীয়তে হরিণা ত্বং যুক্তাসি হরের্যোগেনৈব কেশস্খলনহারত্রোটনাদীনি নির্ব্বাণমোক্ষশ্চ ভবন্তীত্যর্থঃ। ইদং কিং গোকুলভুবাং গোকুলবাসিনীনাং বো যুষ্মকং সতীনাং পতিব্রতানাং উচিতং নৈবোচিতমিত্যর্থঃ। বস্তুতস্তু ইদং কিং উচিতং ইতোঽপ্যধিকং কৃষ্ণস্য মুকুটহারত্রোটনবক্ষঃ সম্মর্দ্দনাদিকং রতিবৈপরীত্যেননোচিতমিত্যর্থঃ। পক্ষে গোকুলভুবাং গোকুলভূমীনাং সতীনাং সর্ব্বতীর্থেভ্যোঽপি শ্রেষ্ঠানাং ইদং কৃত্যং মোক্ষৈকদাত্রীত্বং কিমুচিতং নোচিতমেব প্রেমভক্তিক্ষেত্রত্বাৎ।

ললিতা। (সকৌতুক হাস্যসহকারে) তোমার কেশপাশমুক্ত, মুক্তাবলী নিগুর্ণ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, (অর্থাৎ কণ্ঠস্থিত মুক্তার হার ছিন্ন হইয়াছে) ওষ্ঠাধরযুগল শুদ্ধ অর্থাৎ তাম্বুলরাগশূন্য; ও সংমর্দ্দিতহৃদয়ে! তোমার কটিতটে কাঞ্চীর ত' বন্ধন নাই, এই জন্য মনে হইতেছে, তুমি হরির সহিত মিলিতা হইয়াছ। তোমাদের মত গোকুলবাসিনী সতীদিগের কি এই কার্য্য উপযুক্ত ?*

* এই শ্লোকটি দ্ব্যর্থ। হরির সহিত মিলিত হইলে মুক্ত পুরুষগণের যে যে লক্ষণ প্রকাশিত হয়—এই শ্লোকে সেই লক্ষণাবলী প্রদত্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের যে সকল লক্ষণ শরীরে ও বেশভূষণাদির বিপর্য্যয়ে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও বলা হইয়াছে। মূলশ্লোকের টীকায় উভয় পক্ষের ব্যাখ্যাই প্রদত্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণঃ। (পুরোঽপসৃত্য) ললিতে ! নাহমপরাধ্যামি। সখ্যৈব তে সঙ্গোপিতোঽস্মি।

ললিতা। কিত্তি পিঅসহীএ সঙ্গোবণিজ্জো তুমং।

কৃষ্ণঃ। সুন্দরি ! নিজকন্দর্পকলা প্রাগল্ভ্যাপলাপায় (ইত্যঙ্গুল্যা দর্শয়ন্) পশ্য পশ্য।

কঠোরাগ্রৈর্ভূয়ো ব্রণমজনয়দ্বক্ষসি নখৈ-
র্বলাদাক্রামন্তী ব্যকিরদপি মাং পিঞ্ছরচনাং।
বিকৃষ্য চ্ছিন্নাঙ্গীমকৃতবনমালঞ্চ রুচিরা-
মিদানীং জানীতে ন কিমপি পুরস্তে প্রিয়সখী॥

রাধা। (সাপত্রপং) হুং অপ্পণা কদুঅ পরং দূসেদুং পত্তিদোসি।

ললি। কিমিতি প্রিয়সখ্যা সঙ্গোপনীয়স্ত্বং॥

রাধি ! আত্মনা ত্বয়া কৃত্বা পরং দূষয়িতুং প্রবর্ত্তিতোঽসি॥

কৃষ্ণ। (সম্মুখে আগমন করিয়া)

সখি ললিতে ! আমার কোনও অপরাধ নাই। তোমার সখীই আমাকে সঙ্গোপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

ললিতা। কি জন্য প্রিয়সখী তোমাকে গোপন করিয়া রাখিবেন ?

কৃষ্ণ। সুন্দরি ! ইঁহার নিজের কন্দর্পকলার প্রগল্ভতা গোপন করিবার জন্য (এই বলিয়া অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া) সখি ! দেখ দেখ, বারম্বার কঠোরাগ্রনখের দ্বারা আমার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়া ব্রণ উৎপাদন করিয়াছেন, বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া আমার ময়ূরপুচ্ছের চূড়া খুলিয়া ফেলিয়াছেন, বিশেষরূপ আকর্ষণে আমার মনোহারিণী বনমালা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন, এখন তোমাদের সম্মুখে আসিয়া তোমাদের প্রিয়সখী কিছুই যেন জানেন না !

রাধিকা। (সলজ্জভাবে) হাঁ, তুমি নিজে ঐরূপ করিয়া পরকে দোষ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ॥

(নেপথ্যে) জডিলা ফুড়মঞ্জরীহিং (ইত্যর্দ্ধোক্তে)

রাধিকা। (সত্রাসং) ললিদে! অচ্চাহিদং অচ্চাহিদং ভয়ঙ্করী বুড্‌ঢিআ বুড্‌ঢিআ তা তুরিদং পলাএহ্ম (ইতি সখীভ্যাং সহ নিষ্ক্রান্তা)

(পুনর্নেপথ্যে) বিহূতিমন্তা পরাঅপুঞ্জেণ। হরভত্তা বিঅ সরএ স্ফুরন্তি সত্তচ্ছদপ্পঅরা।

কৃষ্ণঃ। (সবৈলক্ষ্যং) হন্ত হন্ত সপ্তপর্ণং বর্ণয়তা জটিলেতি কটূদ্গারেণ বটুনা কদর্থিতোহস্মি। তদগ্রে সুহৃন্মণ্ডলমেব সরামি (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ) ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীবিদগ্ধমাধবনাটকে শরদ্বিহারো নাম ষষ্ঠোঽঙ্কঃ ॥ ৬ ॥

নেপথ্যে। ললিতে অত্যাহিতং অত্যাহিতং ভয়ঙ্করী বৃদ্ধা ভয়ঙ্করী বৃদ্ধা তত্ত্বরিতং পলায়ামঃ ॥

পুনর্নেপথ্যে। স্ফুটমঞ্জরিভির্বিভূতিমন্তঃ পরাগপুঞ্জেন। হরভক্তা ইব শরদি স্ফুরন্তি সপ্তচ্ছদপ্রকরাঃ। সপ্তচ্ছদঃ 'ছাতিম' ইতি প্রসিদ্ধাঃ ॥ ৫৮ ॥

॥ * ॥ ইতি ষষ্ঠোঽঙ্কঃ ॥ * ॥

(নেপথ্যে) স্ফুটমঞ্জরীগুলির দ্বারা জটিলা (এই অর্দ্ধোক্তি)।

শ্রীরাধা। (সভয়ে) ললিতে! বড়ই বিপদ্, বড়ই বিপদ্; ভয়ঙ্করী বৃদ্ধা—ঐ ভয়ঙ্করী বৃদ্ধা। অতএব এস শীঘ্র পলায়ন করি। ইহা বলিয়া সখীদ্বয়ের সহিত প্রস্থান)।

(পুনরায় নেপথ্যে) পরাগপুঞ্জের দ্বারা সুশোভিত হইয়া সপ্তচ্ছদসমূহ শরৎকালে হরভক্তের ন্যায় বিরাজ করিতেছে।

কৃষ্ণ। (বিমনায়মান হইয়া) হায় হায়! সপ্তপর্ণ বৃক্ষের বর্ণনা করিতে যাইয়া 'জটিলা' এই কটু নাম উচ্চারণ করিয়াই বটু আমাকে কষ্টদান করিল। অতএব এখন পুরোভাগে অবস্থিত সখামণ্ডলীতে গমন করি। (ইহা বলিয়া প্রস্থান)। ৫৮

ইতি শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকে শরদ্বিহার নামক ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

॥ ইতি ষষ্ঠ অঙ্ক ॥

সপ্তমোঽঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি বৃন্দা)

বৃন্দা। (সমন্তাদবলোক্য)

কদম্বালীজৃম্ভাপরিমলভরোদ্গারিপবনা
স্ফুটদ্‌যূথীযূথীকৃতমধুপগানপ্রণয়িনী।
নটৎকেকীস্তোমা মৃদুলযবসশ্যামলিনভূ-
স্তপান্তেঽন্ত স্বান্তং মম রসয়তি দ্বাদশবনী॥

(নেপথ্যে দৃষ্টিং নিক্ষিপ্য) কথমসৌ পৌর্ণমাসী নিজপর্ণকুটীরো-পান্তবাটিকায়ামভিমন্যুনা সহ সংকথয়ন্তী বর্ত্ততে তদহং ক্ষণমত্রৈব তিষ্ঠেয়ং।

ষণ্ণামৃতূণাং মধ্যে ত্রয়াণাং বসন্তশরদ্বর্ষাণামেবাধিক্যং কামোদ্দীপকত্বাৎ, তত্রাপি পূর্ব্বপূর্ব্বোৎকৃষ্টত্বাৎ প্রথমং বসন্তস্য ততঃ শরদঃ সংক্ষেপেণ লীলোদ্দেশঃ কৃতঃ, ইদানীং শ্রাবণপূর্ণিমাদি লীলামাবিষ্কুর্ব্বন্ বর্ষাং বর্ণয়তি।

বৃন্দা। কদম্বালীতি জৃম্ভা প্রফুল্লতা। তপান্তে নিদাঘান্তে।

(অনন্তর বৃন্দার প্রবেশ)

বৃন্দা। (চারিদিকে অবলোকনপূর্ব্বক) আহা! কদম্ব পুষ্পসমূহের জৃম্ভা জনিত পরিমল-প্রবাহ পবনের দ্বারা উদ্গারিত হইতেছে, যূথীমণ্ডলী প্রস্ফুটিত হইয়া মধুপযূথের গুঞ্জনগীতিতে আমোদিতা হইতেছে, ময়ূরীগণ নৃত্য করাতে মৃদুল নবতৃণে আচ্ছাদিত ভূমি শ্যামবর্ণা প্রতীয়মান হইতেছে, গ্রীষ্মঋতুর অন্তে বৃন্দাবনের এই দ্বাদশবন আমার অন্তঃকরণ এক অনির্ব্বচনীয় রসে পূর্ণ করিয়াছে।

(নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক) এই যে পৌর্ণমাসী দেবী স্বীয় পর্ণকুটীরের সমীপবর্ত্তী প্রাঙ্গণে অভিমন্যুর সহিত কথোপকথনে ব্যাপৃতা আছেন, অতএব আমি ক্ষণকাল ঐ স্থানেই অবস্থান করি।

(ঐ প্রকারে পৌর্ণমাসীর প্রবেশ)

(প্রবিশ্য তথাভূতা পৌর্ণমাসী)

পৌর্ণমাসী। বৎসাভিমন্যো! কিমর্থং ত্বয়া প্রাতরেবাহমুপসাদিতাস্মি।

অভিমন্যুঃ। ভঅবদি! তুজ্ঝ আণং গেহ্নিদুং।

পৌর্ণমাসী। কস্মিন্নর্থে?

অভিমন্যুঃ। বারিসহাণইএ মহুরাপত্থানে।

পৌর্ণমাসী। (সব্যথং) কস্তত্র হেতুঃ?

অভিমন্যুঃ। দোণ্ণং রাহামাহবাণং চাবলং জ্জেব্ব।

পৌর্ণমাসী। বীর কেন তবেদং বর্ণিতং।

অভিমন্যুঃ। পিঅবঅস্সেণ গোঅড্ঢণেন॥ ১॥

অভি। ভগবতি তবাজ্ঞাং গৃহীতুং।

অভি। বার্ষভানব্যাঃ মথুরাপ্রস্থানে।

পৌর্ণ। দ্বয়োঃ রাধামাধবয়োশ্চাপলমেব।

অভি। প্রিয়বয়স্যেন গোবর্দ্ধনেন॥ ১

পৌর্ণমাসী। বৎস অভিমন্যো! তুমি প্রাতঃকালে আমার নিকটে আসিলে কেন?

অভি। ভগবতি! আপনার আজ্ঞা গ্রহণ করিবার জন্যে।

পৌর্ণ। কোন্ বিষয়ে?

অভি। বৃষভানুনন্দিনীর মথুরা প্রস্থান বিষয়ে।

পৌর্ণ। (ব্যথিতভাবে) কি কারণে?

অভি। রাধামাধব এই দুই জনের চাপল্যহেতু।

পৌর্ণ। হে বীর! কে তোমাকে এ কথা বলিল?

অভি। প্রিয়বয়স্য গোবর্দ্ধন। ১

পৌর্ণমাসী। বৎসাভিমন্যো! চতুরম্মন্যোঽপি ন ত্বমার্য্যবুদ্ধিরসি যেন ভোজেন্দ্রবল্লভস্য গোবর্দ্ধনমল্লস্য কৌটিল্যচক্রেণ বিভ্রম্যসে।

অভিমন্যুঃ। অদিপসিদ্ধা এসা পউত্তী কেণ বা ণ কহিজ্জই।

পৌর্ণমাসী। পুত্র! নূনং কর্ণেজপানামুপজাপেন লুপ্তবিবেকোঽসি, তদাকর্ণয় ॥ ২ ॥

অভিমন্যুঃ। আণবেহি।

পৌর্ণমাসী। বৎস! যেন লাবণ্যগন্ধলবলুব্ধেন কংসশার্দ্দূলেন স্বয়মেব রাধামৃগী মৃগ্যতে তস্য দারুণস্য হস্তোপরি ন্যায্যঃ কথমস্যাঃ প্রক্ষেপঃ।

পৌর্ণ। ভোজেন্দ্রঃ কংসঃ।

অভি। অতি প্রসিদ্ধা এষা প্রবৃত্তিঃ কেন বা ন কথ্যতে।

পৌর্ণ। কর্ণেজপানাং খলানাং উপজাপো ভেদঃ। "ভেদোপজাপা"-বিত্যমরঃ ॥ ২ ॥

অভি। আজ্ঞাপয়।

পৌর্ণ। বৎস অভিমন্যো! তুমি আপনাকে চতুর বলিয়া অভিমান করিয়া থাক, কিন্তু তোমার বুদ্ধি আর্য্যোচিত নহে; যেহেতু, কংসের প্রিয় গোবর্দ্ধনমল্লের কৌটিল্যচক্রে তুমি বিভ্রান্ত হইতেছ।

অভিমন্যু। এ ঝথা ত অতি প্রসিদ্ধ—এ কথা কে-ই বা না বলিয়া থাকে?

পৌর্ণমাসী। বৎস! তুমি নিশ্চয়ই খলদিগের ভেদবুদ্ধি বশতঃ বিবেকহীন হইয়াছ। অতএব আমার কথা শুন। ২

অভিমন্যু। ভগবতি! আদেশ করুন।

পৌর্ণমাসী। বৎস! লাবণ্যগন্ধবিন্দুতে লুব্ধ হইয়া কংস-ব্যাঘ্র স্বয়ংই রাধা-মৃগকে অন্বেষণ করিতেছে; সেই নিদারুণের হস্তে শ্রীরাধাকে নিক্ষেপ করা কি উপযুক্ত হইবে?

অভিমন্যুঃ। ভঅবদি! তত্থ কা চিন্তা। সো কৃখু কুসলী হোদু সুহিত্তমো মে গোঅড্ঢণো জেণ বিজ্জমাহুরীএ মহুরিন্দো বসীকীও।

পৌর্ণমাসী। (সখেদং ক্ষণমনুধ্যায়) হংহো! ধন্যানাং মূর্দ্ধন্য-গোবিন্দমাতুর্মাতুলেয়োঽপি কথমল্পায়ুষাং গোকুলদ্বেষিণাং মণ্ডলপাতিতামালম্বসে, তদস্ত কয়াপি মর্য্যাদয়া ত্বাং পর্য্যাপয়িতুমিচ্ছামি।

অভিমন্যুঃ। আণবেদি তত্থ দোহী ॥ ৩ ॥

পৌর্ণমাসী। বৎস! সা কাচিন্মৎসরকল্পিতাপি কিংবদন্তী যদি ত্বয়া নাতিথ্যতয়া প্রতীয়তে। ততঃ স্বয়মেব চক্ষুষো-রপরোক্ষীকৃত্য যথেষ্টং চেষ্টনীয়ং।

অভি। ভগবতি! তত্র কা চিন্তা? স খলু কুশলী ভবতু সুহৃত্তমো মম গোবর্দ্ধনঃ যেন বিদ্যামাধুরীভির্মাথুরেন্দো বশীকৃতঃ।

অভি। আজ্ঞাপয়তু তত্রভবতী ॥ ৩ ॥

অভিমন্যু। ভগবতি! তাহাতে চিন্তার কারণ নাই। আমার পরম সুহৃদ্ গোবর্দ্ধনের মঙ্গল হউক—সেই বিদ্যামাধুর্য্যের দ্বারা মথুরানাথকে বশীভূত করিয়াছে।

পৌর্ণমাসী। (খেদসহকারে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) অহে! তুমি গোবিন্দের মাতার মাতুলপুত্র। তুমি কেন অল্পায়ু গোকুলবিদ্বেষি-গণের পক্ষপাতিত্ব অবলম্বন করিতেছ? অতএব কোনও মর্য্যাদার দ্বারা তোমাকে নিষেধ করিতে ইচ্ছা করি।

অভিমন্যু। ভগবতি! আদেশ করুন।

পৌর্ণমাসী। বৎস! এই জনশ্রুতি ঈর্ষাপরায়ণদিগের কল্পিত। এই মিথ্যা কথায় যদি তোমার বিশ্বাস হয়, তবে তুমি স্বয়ং স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও।

অভিমন্যুঃ। (সপ্রশ্রয়ং) ভঅবদি ! সিগেহিদং দে ণিদেসকুসুমং।

পৌর্ণমাসী। (সানন্দং) সোমানন ! গোমানত্র ভূয়াঃ।

অভিমন্যুঃ। ভঅবদি ! অম্বা মাং পুণো পুণো ভণাদি। পুত্ত চন্দা-অলীচণ্ডিঅচ্চণেণ গোঅড্ঢণে জহত্থণামা সম্বুত্তো তা বহুড়িআ তত্থ দিক্খা কিজ্জউত্তি।

পৌর্ণমাসী। মঙ্গলমতে ! সর্ব্বমঙ্গলারাধনে দীক্ষিতামবিলম্বমেব বার্ষভাণবীং বিদ্ধি ॥

অভিমন্যুঃ। ভঅবদি ! অণুকম্পিদোহ্মি। (ইতি)নিষ্ক্রান্তঃ

অভি। ভগবতি শিরসি গৃহীতং তব নিদেশকুসুমং।

অভি। ভগবতি অম্বা মাং পুনঃ পুনঃ ভণতি। পুত্র চন্দ্রাবলী-চণ্ডার্চ্চনেন গোবর্দ্ধনো যথার্থনামা সংবৃত্তঃ। যথার্থনামা গবাং বর্দ্ধনং বৃদ্ধির্বর্ত্ততে যস্য ইত্যর্থঃ। তস্মাদ্বধূটিকায়াঃ তত্র দীক্ষা ক্রিয়তামিতি।

পৌর্ণ। সর্ব্বমঙ্গলায়াঃ মঙ্গলচণ্ডিকায়াঃ সর্ব্বমঙ্গলস্য কৃষ্ণস্য চ আরাধনে।

অভি। ভগবতি অনুকম্পিতোঽস্মি ॥ ৪ ॥

অভি। (বিনয়সহকারে) ভগবতি ! আপনার আদেশরূপ আশীর্ব্বাদ-পুষ্প আমি মস্তকে ধারণ করিলাম।

পৌর্ণ। চন্দ্রানন ! তুমি বহু গোসম্পত্তিবান্ হও।

অভি। ভগবতি ! আমার মাতা আমাকে পুনঃ পুনঃ বলিয়া থাকেন, চন্দ্রাবলীর চণ্ডিকা অর্চ্চনের জন্যই তাহার স্বামীর "গোবর্দ্ধন" নাম সার্থক হইয়াছে, অতএব আমার বধূটিকেও তাহাতে দীক্ষা প্রদান করুন।

পৌর্ণমাসী। হে মঙ্গলমতে ! বৃষভানুনন্দিনী অবিলম্বেই সর্ব্বমঙ্গলার আরাধনায় দীক্ষিতা হইবেন, জানিও।

অভি। ভগবতি ! আমি বিশেষ অনুগৃহীত হইলাম। (ইহা বলিয়া প্রস্থান করিলেন)

বৃন্দা। (পরিক্রম্য) বন্দে ভগবতীং।

পৌর্ণমাসী। (বিলোক্য শুভাশীর্ভিরভিনন্দ্য চ) বৎসে! কামং কৃতার্থাসি। তদাবেদয় রাধামাধবয়োর্নিকুঞ্জকেলিমাধুরীং ॥ ৪ ॥

বৃন্দা। সর্ব্বস্বং প্রথমরসস্য যঃ প্রথীয়ান্
কংসারেরুদয়তি রাধয়া বিলাসঃ।
বক্তুং কো বিরমতি তং জনঃ সমস্তা-
দানন্দস্তিরয়তি চেদ্গিরাং ন বৃত্তিং ॥

পৌর্ণমাসী। (সানন্দং) পুত্রি! বৃন্দে!
হরিরেষ নচেদবাতরিষ্যন্মথুরায়াং মধুরাক্ষি! রাধিকা চ।
অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টির্মকরাঙ্কস্ত বিশেষতস্তদাত্র ॥
তদদ্য গোষ্ঠমধ্যে তবোপসত্তির্মাং বিস্মাপয়তে ॥

বৃন্দা। যঃ প্রথীয়ান্ বিলাসঃ প্রথমরসস্য শৃঙ্গাররসস্য সর্ব্বস্বং তদ্বক্তুং তিরয়তি নিবর্ত্তয়তি।

বৃন্দা। (আগমনপূর্ব্বক) ভগবতীকে বন্দনা করি।

পৌর্ণ। (অবলোকনপূর্ব্বক শুভাশীর্ব্বাদ দ্বারা অভিনন্দন করিয়া) বৎসে! তুমি সম্পূর্ণ কৃতার্থ হইয়াছ, অতএব শ্রীরাধামাধবের নিকুঞ্জকেলির মাধুরী আমার নিকট ব্যক্ত কর। ৪

বৃন্দা। শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে মহান্ বিলাস, তাহাতেই আদ্যরসের সর্ব্বস্ব উদিত হইয়াছে; আনন্দে যদি বাক্যসকলের বৃত্তিরোধ না হয়, তবে কোন্ ব্যক্তি তাহা সমগ্র ভাবে বলিতে বিরত হইতে পারে?

পৌর্ণমাসী। (আনন্দভরে) হে পুত্রি বৃন্দে! হে মধুরাক্ষি! এই হরি আর এই রাধিকা যদি মথুরায় অবতীর্ণ না হইতেন, তবে বিধাতার এই বিচিত্র সৃষ্টি বৃথা হইত; বিশেষতঃ, এই ভুবনে কন্দর্পের অস্তিত্ব একেবারেই বৃথা হইত।

যাহা হউক, অদ্য গোষ্ঠমধ্যে তোমার আগমনে আমি বিস্মিত হইয়াছি।

বৃন্দা। ভগবতি ! ত্বরতে কোহপি মাং গরীয়ানর্থঃ।
তদত্র ললিতামপেক্ষ্যমাণাস্মি ॥

পৌর্ণমাসী। কীদৃশোহয়ং ?

বৃন্দা। পূর্ব্বেদ্যুরাদিষ্টাস্মি গোবিন্দেন ॥ ৫ ॥

যথা—

আহর গৌরীতীর্থে মধুশ্রিয়ং তত্র রন্তুমিচ্ছামি।
পদ্মাবলম্বিকরয়া প্রিয়য়া পদ্মাবতংসিকয়া ॥ ৬ ॥

পৌর্ণমাসী। যুক্তমাদিষ্টং যদদ্য সৌভাগ্যপূর্ণিমা।

তথাহি—

প্রসূনৈরদ্ভুতৈঃ কান্তা কান্তেন শ্রাবণীদিনে।
প্রসাধিতা প্রসিদ্ধেন সৌভাগ্যেন বিবর্দ্ধতে ॥ ৭ ॥

পৌর্ণ। ইয়ং বিধিসৃষ্টির্বিশ্বমেব সমস্তমিত্যর্থঃ। বৃথা ব্যর্থা বিশেষতস্তু কন্দর্পঃ। তেনাধুনা কামশ্চ সফলীভূতং জাতমিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

যথা। মধুশ্রিয়ং বসন্তশোভাং তেন কল্পিতস্য বসন্তস্য বর্ত্তমানা যা বর্ষাপুষ্পাদিপরিকরসমৃদ্ধিভির্মহান্ বিহারো ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

তথাহি। প্রসাধিতা অলঙ্কৃতা সতী ॥ ৭ ॥

বৃন্দা। ভগবতি ! কোনও গুরুতর প্রয়োজনে আমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে, সেই জন্য আমি এখানে ললিতার প্রতীক্ষা করিতেছি।

পৌর্ণমাসী। সে প্রয়োজন কি প্রকার ?

বৃন্দা। গোবিন্দ আমাকে পূর্ব্বদিন আদেশ করিয়াছিলেন যে। ৫

গৌরীতীর্থে বসন্তশোভাকে আহরণ কর, আমি পদ্মাবলম্বিতহস্তা ও পদ্মকর্ণভূষণা প্রিয়ার সহিত তথায় বিহার করিতে ইচ্ছা করি। ৬

পৌর্ণমাসী। যেহেতু, অদ্য সৌভাগ্য-পূর্ণিমা, সুতরাং এই আদেশ উপযুক্তই হইয়াছে। কথিত আছে, শ্রাবণী পূর্ণিমার দিনে কান্তা যদি কান্ত কর্ত্তৃক অদ্ভুত পুষ্পাবলীতে অলঙ্কৃতা হয়, তবে তাহার সুপ্রসিদ্ধ সৌভাগ্যের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৭

পৌর্ণমাসী। ততস্ততঃ ?

বৃন্দা। ততশ্চ তদ্বৃত্তে শারিকামুখতঃ সখীসংসদি সঞ্চারিতে পদ্যার্থতস্তর্কিতরাধাং সিদ্ধিরপি পদ্মা ললিতাং কটাক্ষয়ন্তী হঠাদবাদীৎ।

উৎফুল্লমূর্ত্তেঃ সমমুল্লসন্ত্যাশ্চন্দ্রাবলেশ্চন্দ্রকমণ্ডলেন।
ম্লাস্যন্তি সৌভাগ্যভরপ্রভাভির্গর্ব্বান্ধগোপীবদনাম্বুজানি ॥ ৮ ॥

পৌর্ণমাসী। (বিহস্য) ততস্ততঃ ?

বৃন্দা। ততশ্চ স্মেরয়া দৃষ্টিমুদ্রয়ৈব ত্বামধীরামবধারয়ন্তী ললিতা ময়া সহ রাধামুপসাদ্য কল্যে প্রস্থানায় তামতিসম্ভ্রমং লম্ভয়ামাস ॥ ৯ ॥

পশ্য বৃত্তেঽপ্যদ্য যামে সেয়ং নাজগাম।

বৃন্দা। বৃত্তং পদ্যে চরিত্রে ত্রিষতীতে দৃঢ়নিস্তলে।
পদ্যার্থত ইতি আহর গৌরীর্থ ইত্যস্মিন্ পদ্যে পদ্মাবলম্বিকরয়া প্রিয়য়া ইত্যস্য পদ্মাং স্বসখীং অবলম্বতে করো যস্যাস্তয়া প্রিয়য়া চন্দ্রাবল্যা ইতিকল্পিতস্যার্থস্য কারয্যমাণত্বাৎ চন্দ্রাবল্যাঃ চন্দ্রকমণ্ডলেন কৃষ্ণেন সমং উল্লসন্ত্যাঃ ॥ ৮ ॥

বৃন্দা। অবধারয়ন্তী অবজানতী কল্যে প্রাতঃ অতিসম্ভ্রমং অতিত্বরাং ॥ ৯ ॥

পৌর্ণমাসী। তাহার পর ? তাহার পর ?

বৃন্দা। তাহার পর সারিকার মুখ হইতে এই পদ্যটি সখি-সভায় প্রচারিত হইবার পর পদ্মা পদ্যার্থ বিচার করিয়া শ্রীরাধার প্রয়োজন-সিদ্ধি বিষয়ে সংশয়ান্বিতা হইয়া ললিতার প্রতি কটাক্ষপাতপূর্ব্বক হঠাৎ বলিল—আজ চন্দ্রমণ্ডলে সম্যক্‌রূপে উল্লসিতা উৎফুল্লমূর্ত্তি চন্দ্রাবলীর সুশোভন শোভার দ্বারা সৌভাগ্যশোভায় অতি গর্ব্বিতা গোপিকাগণের মুখপদ্মাবলী মলিন হইবে। ৮

পৌর্ণমাসী। (হাস্যপূর্ব্বক) তাহার পর, তাহার পর -

বৃন্দা। তাহার পর ঈষৎ হাস্যসমন্বিতা দৃষ্টিমুদ্রার দ্বারা তাঁহাকে

ললিতা। (প্রবিশ্য) সহি বুন্দে ! বুত্তং গব্বাইদং পউমাএ। দাণিং জাণিদং তত্থ পত্থাণে কুদো অহ্মাণং জোগ্গদা।

পৌর্ণমাসী। পুত্তি ! কথমেবং ?

ললিতা। ভঅবদি ! তুহ্ম পুরদো অহ্মাণং তিণা দোহগ্গসেল্লেণ কিং উদগ্ঘাডিদেণ।

পৌর্ণমাসী। বৎসে ! শুশ্রূষুরস্মি বর্ণ্যতাং।

ললি। বৃন্দে যুক্তং গর্ব্বায়িতং পদ্মযা ইদানীং জ্ঞাতং। অত্র প্রস্থানে কুতোঽস্মাকং যোগ্যতা।

ললি। ভগবতি তব পুরতোঽস্মাকং তেন দৌর্ভাগ্যশৈল্যেন কিং উদ্ঘাটিতেন। সল্লং শেলমিতি প্রসিদ্ধমস্ত্রং।

অধীরা জ্ঞাত হইয়া ললিতা আমার সহিত রাধার নিকট গমন পূর্ব্বক প্রাতঃকালে তাঁহাকে গমন করিবার জন্য সম্ভ্রমান্বিত করিতে লাগিল। ৯

দেখুন, অদ্য প্রহর অতীত হইলে সেই ললিতা এখনও আসিল না।

ললিতা। (প্রবেশপূর্বক) সখি বৃন্দে ! পদ্মার গর্ব্বপ্রকাশ যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। এখন জানিতে পারিলাম, সেই স্থানে যাইবার আমাদের যোগ্যতা কোথায় ?

পৌর্ণমাসী। পুত্রি ? কেন এমন কথা বলিতেছ ?

ললিতা। ভগবতি ! আপনার সম্মুখে আমাদের সেই দৌর্ভাগ্য-শৈল্যের উদ্ঘাটন কি প্রয়োজন ? (কারণ, তাহাতে আপনাকে ব্যথা দেওয়া হইবে—ইহাই অভিপ্রায়)।

পৌর্ণমাসী। বৎসে ! আমার শুনিবার ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব বর্ণনা কর।

ললিতা। (সাস্রং) অজ্জে! গোরপট্টসুত্তেণ কন্থিদা এক্কা দিব্বমালা পিঅসহীএ কহ্নস্স দিণ্ণা সা অম্হেহিং পউমিআ ধম্মিল্লে তক্কালং জ্জেব্ব দিট্‌ঠা॥ ১০॥

পৌর্ণমাসী। স্থানে গ্লানিরিয়ং বাঢ়মসাম্প্রতমেতদ্গোবিন্দস্য।

বৃন্দা। শান্তমমঙ্গলং।

পৌর্ণমাসী। বৃন্দে! কথ্যতাং কিং নামেদং?

ললি। আর্য্যে! গৌরপট্টসূত্রেণ গ্রথিতা একা দিব্যমালা প্রিয়সখ্যা রাধয়া কৃষ্ণায় দত্তা ইতি দ্বাদশ্যাং পবিত্রধারণোৎসবে ইতি জ্ঞেয়ং। সা মালা অস্মাভিঃ পদ্মা ধম্মিল্লে তৎকালমেব তস্মিন দিনে এব দৃষ্টা। ইদমত্র তত্ত্বং—দ্বাদশ্যামেব পদ্মা ধম্মিল্লে মালা দৃষ্টা, কিন্তু রাধিকাদত্ত-কৃষ্ণমালা ইয়ং ইতি বিশেষজ্ঞানং নাসীৎ পৌর্ণমাস্যাং, প্রাতস্তু তাসাং গর্ব্বহেতুজ্ঞানার্থং যথাদৃষ্টতন্মাল্যশিল্পকৌশলং পৃষ্টয়া রাধয়া প্রোক্তং ময়ৈব দত্তা সা কৃষ্ণায়েতি শ্রুতা ললিতা খেদযুক্তাভূদিতি। অতএব ইদানীং জাণিদমিত্যুক্তং তেন পূর্ব্বেদ্যুস্তত্র গমনাধ্যবসায় আসীৎ॥ ১০॥

পৌর্ণ। স্থানে যুক্তা গ্লানিরিত্যর্থঃ। "যুক্তং দ্বে সাম্প্রতং স্থানে" ইত্যমরঃ। বাঢ়মসাম্প্রতং অতিশয়েন অযোগ্যমেতৎ অত্যনুচিতং কৃষ্ণেনেত্যর্থঃ।

বৃন্দা। শান্তমমঙ্গলং নাস্ত্যমঙ্গলমিত্যর্থঃ।

ললিতা। (অশ্রুমোচন করিতে করিতে) আর্য্যে! গৌরপট্ট-সূত্রে গ্রথিত করিয়া একগাছি দিব্যমালা প্রিয়সখী শ্রীকৃষ্ণকে দিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ দিনই আমরা ঐ মলিনদৃষ্টি পদ্মার খোঁপায় দেখিতে পাইয়াছি। ১০

পৌর্ণমাসী। এই ব্যাপারে তোমাদের দুঃখিত হওয়া উপযুক্তই হইয়াছে। এবং গোবিন্দেরও এই কার্য্য অতিশয় অনুচিত হইয়াছে।

বৃন্দা। অমঙ্গলের শান্তি হউক।

পৌর্ণমাসী। বৃন্দে! এ সকল কি ব্যাপার বল দেখি?

বৃন্দা। বর্ণিতং মে মনুষ্যবাক্যয়া তয়া কক্খটিকয়া কদম্ব-শাখায়াং মালামালম্ব্য কালিন্দীমবগাঢ়ে বনমালিনি সম্প্রবৃত্তে চ কেতকীপরাগচক্রচণ্ডে মরুন্মণ্ডলে পদ্মা কিলেমাং জহার। মারুতস্তু মুধা কলঙ্কং জগামেতি।

ললিতা। ধূত্তে! মুঞ্চ ণং বঞ্চণং।

বৃন্দা। পুষ্পমঞ্জরীভ্যঃ শপে।

ললিতা। (বিশ্রভ্য) হলা! সচ্চং সচ্চং জং অহ্ম পুরদো অপ্পণো সোহগ্‌গং বিকৃখাবেন্তী পউমিয়া মালং বিবরেদি কন্থমত্তাণং অগ্‌গদো উণ ণং সম্বরেদি।

ললি। মুঞ্চৈনং বঞ্চনং সখি সত্যং সত্যং যদস্মৎপুরতঃ আত্মনঃ সৌভাগ্যং বিখ্যাপয়ন্তী পদ্মা মালাং বিবৃণোতি। কৃষ্ণমিত্রাণামগ্রতঃ পুনঃ এনাং মালাং সংবৃণোতি ইতি তদানীং কৃষ্ণসঙ্গস্থিতত্বেন তৈঃ কৃষ্ণমিত্রৈর্মারুতেনৈব বাহিতা মালেতি জ্ঞাতত্বাৎ॥ ১১॥

বৃন্দা। কক্খটিকা * মানুষের ভাষায় আমার নিকট বলিয়াছিল যে, কদম্বশাখায় মালাগাছি রাখিয়া বনমালী যমুনাস্নানে প্রবৃত্ত হইলে সেই সময়ে কেতকীপুষ্পের পরাগ উড্ডীন হওয়ায় পদ্মা সেই সুযোগে মালাগাছি অপহরণ করিয়া লইল; এবং তজ্জন্য বায়ুভরে মালাগাছি স্থানচ্যুত হইয়াছে বলিয়া পবনকেই মিথ্যা-কলঙ্কের ভাগী হইতে হইল।

ললিতা। ধূর্ত্তে! বঞ্চনা ত্যাগ কর।

বৃন্দা। আমি এ জন্য পুষ্পমঞ্জরীর শপথ গ্রহণ করিতেছি।

ললিতা। (বিশ্বাসপূর্ব্বক) সখি! ঠিক, ঠিক, যেহেতু, পদ্মা আমাদের নিকট নিজ সৌভাগ্য প্রখ্যাপন করিবার জন্য মালা দেখাইলেও শ্রীকৃষ্ণের মিত্রগণের সম্মুখে উহাকে গোপন করিয়াছিল।

---

* কক্খটী নামক বৃদ্ধা বানরী শ্রীরাধার অতীব প্রিয়া এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনের সাহায্যকারিণী। রঙ্গিণী নাম্নী হরিণীও শ্রীরাধিকার অতীব বশীভূতা। তাণ্ডবিক নামক ময়ূর শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বশীভূত।

পৌর্ণমাসী। পুত্রি ললিতে! স্ফুটমত্র পূর্ণিমায়াং যুষ্মাকমনুত্থমায় পদ্ময়া তাং ছদ্মচাতুরীং প্রসার্য্য গৌরীতীর্থং চন্দ্রাবলী লম্ভিতা।

বৃন্দা। যুক্তমাহ ভগবতী তদদ্য গৌরীতীর্থে রাধিকোপনীতিঃ কল্যাণী ন মে প্রতিভাতি ॥ ১১ ॥

বিশাখা। (প্রবিশ্য) বুন্দে! কল্লাণী পতিভাদি ত্তি ভণাহি।

বৃন্দা। কথমেবং ?

বিশাখা। গোউলেসরী মুহাদো অজ্জ সোঅগ্গ পুণ্ণিমাং আকণ্ণিঅ করালাএ চন্দ্রাঅলী অম্মভত্তুণো মল্লস্স পাসে পত্থাবীঅদি।

বিশা। বৃন্দে! কল্যাণী প্রতিভাতীতি ভণ।

বিশা। গোকুলেশ্বরীমুখতোঽদ্য সৌভাগ্যপূর্ণিমাং শ্রুত্বা করালয়া চন্দ্রাবলী আত্মভর্ত্তুর্মল্লস্য পার্শ্বে প্রস্থাপ্যতে।

পৌর্ণ। পুত্রি ললিতে! স্পষ্ট বুঝা গেল যে, এই সৌভাগ্য-পূর্ণিমায় তোমাদের উৎসাহ না দেখিয়া পদ্মা এই মিথ্যা কৌশল বিস্তার করিয়া চন্দ্রাবলীকে গৌরীতীর্থে লইয়া যাইবে।

বৃন্দা। ভগবতী উপযুক্ত কথাই বলিয়াছেন, বোধ হইতেছে যে, অদ্য গৌরীতীর্থে রাধিকাকে লইয়া যাওয়া মঙ্গলজনক হইবে না। ১১

বিশাখা। (প্রবেশপূর্ব্বক) বৃন্দে! মঙ্গলজনক বলিয়াই বোধ হইতেছে, এই কথা বল।

বৃন্দা। কেন বল দেখি ?

বিশাখা। অদ্য যে সৌভাগ্যপূর্ণিমা, গোকুলেশ্বরীর নিকট এই কথা শ্রবণ করিয়া করালা চন্দ্রাবলীকে তাহার ভর্ত্তা গোবর্দ্ধনমল্লের নিকট প্রেরণ করিতেছে।

ললিতা। (সহর্ষং) বিসাহে! অহিট্‌ঠদেও সরোঅণাহো দে পসীদতু তা তুবরীঅদু ॥ ১২ ॥

পৌর্ণমাসী। পুত্রি বৃন্দে! কামপ্যন্ততনীমভিমন্যোর্দারুণাং দুর্ম্মন্ত্রিতমুদ্রাং রাধায়ামাবেদ্য ময়াপ্যস্যাং শঙ্কাপঙ্কাবলী সংক্ষালনায় গৌরীতীর্থে ভবিতব্যং।

বৃন্দা। ভগবতি! পূর্ব্বেণ গৌরীতীর্থং লবঙ্গকুড়ুঙ্গস্য প্রাঙ্গণে সবিশাখয়া রাধয়া সার্দ্ধং সাধয়তু তত্রভবতী তাবদাবাং মাধবমাসাদয়াবঃ।

পৌর্ণমাসী। (বিশাখয়া সহ নিষ্ক্রান্তা)

ললিতা। (বৃন্দয়া সহ পরিক্রম্য) হলা! পেক্‌খীঅদু ডাহিণে এসা দূরদো সেব্বাএ সমং জপ্পন্তী পউমা।

ললি। বিশাখে! ইষ্টদেবঃ সরোজনাথস্তে প্রসীদতু তৎ ত্বর্য্যতাং ॥ ১২ ॥

পৌর্ণ। আবেদ্য জ্ঞাত্বা পূর্ব্বেণ গৌরীতীর্থমিতি গৌরীতীর্থস্য সমীপবর্ত্তিপূর্ব্বদেশে 'এণবন্যতরণ্যামদূরেঽপঞ্চম্যা' ইতি এণপ্।

বৃন্দা। কুরঙ্গস্য কুঞ্জস্য।

ললি। সখি! পশ্যতু দক্ষিণে এষা দূরতঃ শৈব্যয়া সমং জল্পন্তী পদ্মা ॥ ১৩ ॥

ললিতা। (হর্ষসহকারে) বিশাখে! অভীষ্টদেব সূর্য্য তোমার প্রতি প্রসন্ন হউন, তবে শীঘ্র চল। ১২

পৌর্ণ। পুত্রি বৃন্দে! অভিমন্যুর কোনও দারুণ দুর্ম্মন্ত্রণার বিষয় শ্রীরাধাকে জানাইয়া আমি তাঁহার ভয়মালিন্য প্রক্ষালনের জন্য গৌরীতীর্থে গমন করিব।

বৃন্দা। ভগবতি! তবে আপনিই অগ্রে বিশাখার সহিত শ্রীরাধাকে লইয়া গৌরীতীর্থে লবঙ্গকুঞ্জের প্রাঙ্গণে গমন করুন, আমি ও ললিতা এই অবসরে মাধবকে তথায় লইয়া আসিব।

(পৌর্ণমাসী, বিশাখার সহিত প্রস্থান করিলেন)

ললিতা। (বৃন্দার সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে) সখি! দেখ, দক্ষিণ দিকে অদূরে শৈব্যার সহিত পদ্মা কথা বলিতেছে।

বৃন্দা। সখি! নাসঙ্গতং ব্যাহরেদ্বিশাখা। (ইত্যগ্রতো গত্বা সবিমর্শং) ॥ ১৩ ॥

সখি পরমোৎসুক্যসম্ভূতেন ভূরিণা সম্ভ্রমেণ সন্ধেদিতে সত্যৌ রাধিকা বিজয়মনির্দ্ধার্য্য তূর্ণমাবাং বিদূরমাগতে তদত্র মানসগঙ্গাপারে পৌর্ণমাসীং ক্ষণং প্রতিপালয়াবঃ।

(ইতি নিষ্ক্রান্তে)

(ততঃ প্রবিশতঃ পদ্মাশৈব্যে)

পদ্মা। সহি সব্বে! মা কৃখু দুম্মণাহো হি।

শৈব্যা। পউমে! পরমাহিট্‌ঠস্‌স অলাহেণ সলাহবং চিত্তং সমাধাতুং ণ কৃখম্মি।

বৃন্দা। সন্ধেদিতে সঙ্গমিতে আবাং।

পদ্মা। সখি শৈব্যে মা খলু দুর্ম্মনা ভব।

শৈব্যা। পদ্মে পরমাভীষ্টস্যালাভেন সলাঘবং চিত্তং সমাধাতুং ন ক্ষমাস্মি।

বৃন্দা। সখি! বিশাখা কখনও অসঙ্গত বাক্য বলে না। (ইহা বলিয়া অগ্রে গমন করিয়া বিতর্কপূর্ব্বক)। ১৩

সখি! আমরা পরমোৎসুক্য জনিত প্রচুর সম্ভ্রম বশতঃই শ্রীরাধার গমন নির্দ্ধারণ না করিয়াই আমরা শীঘ্রই অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি, অতএব এই মানসগঙ্গার পারে যাইয়া আমরা ক্ষণকাল পৌর্ণমাসী দেবীর জন্য অপেক্ষা করি (এই বলিয়া দুই জনের প্রস্থান)।

(অনন্তর পদ্মা ও শৈব্যার প্রবেশ)

পদ্মা। সখি শৈব্যে! দুঃখিতা হইও না।

শৈব্যা। পদ্মে! নিতান্ত অভীষ্ট বিষয় লাভ করিতে না পারিয়া সলাঘব চিত্তকে কিছুতেই সম্যক্‌রূপে স্থাপন করিতে পারিতেছি না।

(নেপথ্যে)। পউমে ! চন্দ্রাঅলী আণিজ্জউ গোঅড্ঢণস্স পাসম্মি ঝত্তি ণিবট্ঠই বচ্ছা জহ কুসুমেহিং সুণেবথা ॥ ১৪ ॥

শৈব্যা। পউমে ! সুদং জং অজ্জিআ করালা তং জ্জেব্ব জপ্পগরলং পুণো উগ্গিরদি।

পদ্মা। হলা অমিঅং ক্খু এবং জং পিবিঅ উপলদ্ধবলম্হি জাদা।

শৈব্যা। (সবৈলক্ষং) হলা ! কধম্বিঅ ?

পদ্মা। মুদ্ধিএ ! গোঅড্ঢণস্স গিরিণো পাসে জ্জেব্ব তং গৌরীতীত্থং ॥ ১৫ ॥

নেপথ্যে। পদ্মে ! চন্দ্রাবলী নীয়তাং গোবর্দ্ধনস্য পার্শ্বে ঝটিতি নিবর্ত্ততে বৎসা যথা কুসুমৈঃ সুনেপথ্যা নিবর্ত্ততে নিষ্পন্না স্যাৎ॥ ১৪ ॥

শৈব্যা। শ্রুতং যৎ আর্য্যা করালা তমেব জল্পগরলং পুনরুদ্গিরতি।

পদ্মা। সখি অমৃতং খল্বিদং যৎ পীত্বা উপলব্ধবানস্মি জাতা।

শৈব্যা। সখি ! কথমিব।

পদ্মা। মুগ্ধে ! গোবর্দ্ধনগিরেঃ পার্শ্বে এব গৌরীতীর্থং॥ ১৫ ॥

(নেপথ্যে) পদ্মে ! চন্দ্রাবলীকে গোবর্দ্ধনের পার্শ্বে লইয়া যাও, তাহাকে যথাযোগ্য পুষ্পালঙ্কারে সজ্জিতা করা হইয়াছে। ১৪

শৈব্যা। সখি পদ্মে ! আর্য্যা করালা যে বাক্যরূপ বিষ উদ্গিরণ করিতেছেন, তাহা ত' শুনিলে !

পদ্মা। সখি ! উহা গরলময়, পরন্তু উহা পান করিয়া আমি বল লাভ করিলাম।

শৈব্যা। (বিস্ময়সহকারে) সখি ! সে কি !

পদ্মা। মুগ্ধে ! গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের পার্শ্বেই ত' সেই গৌরীতীর্থ। ১৫

শৈব্যা। (সহর্ষং) হলা! সঅলত্থপণ্ডিদাসি তা উট্ঠেহি চন্দাঅলিঅং তত্থ ণেহ্ম।

পদ্মা। পঢ়মং জ্জেব্ব চন্দাঅলী মএ চালিদা তা তুবরেহিণং অণুসরহ্ম। (ইত্যুভে পরিক্রামতঃ)।

শৈব্যা। পউমে! গোরীকিদে জো কৃখু সম্পাদিদো সো কহিং উবহারো?

পদ্মা। মহুমঙ্গল হত্থে সমপ্পিদোত্থি।

শৈব্যা। পউমে! বিবকৃখউলস্‌স উক্করিসং তক্কিতা উত্তম্মামি।

পদ্মা। মা কৃখু উত্তম্ম জং এতাএ মালাএ দাংসিদা এ নিরন্তু ঝবসাও কিদো মএ বিবকৃখপকৃখো।

শৈব্যা। সকলার্থপণ্ডিতাসি তদুত্থেহি উত্তিষ্ঠ চন্দ্রাবলীং তত্র নয়াবঃ।

পদ্মা। প্রথমমেব ময়া চন্দ্রাবলী চালিতা। তত্ত্বরস্ব এনামনু-সরাবঃ।

শৈব্যা। পদ্মে! গৌরীকৃতে যঃ খলু সম্পাদিতঃ স খলু উপহারঃ।

পদ্মা। মধুমঙ্গলহস্তে সমর্পিতোঽস্তি।

শৈব্যা। বিপক্ষকুলস্য উৎকর্ষং তর্কয়িত্বা উত্তাম্যামি।

শৈব্যা। (হর্ষসহকারে) সখি! তুমি সকল বিষয়েই পণ্ডিত, তবে চল, চন্দ্রাবলীকে সেখানে লইয়া যাই।

পদ্মা। আমি পূর্ব্বেই চন্দ্রাবলীকে পাঠাইয়াছি। অতএব এস, সত্বর তাঁহার অনুসরণ করি (এই বলিয়া উভয়ে পরিভ্রমণ)।

শৈব্যা। পদ্মে! গৌরীর জন্য যে সকল উপহার প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহা কোথায়?

পদ্মা। তাহা মধুমঙ্গলের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে।

শৈব্যা। পদ্মে! আমি বিপক্ষকুলের উৎকর্ষ বিবেচনা করিয়া উৎকণ্ঠিতা হইয়াছি।

শৈব্যা। (সহর্ষং পদ্মামালিঙ্গতি) ॥ ১৬ ॥

পদ্মা। সোহাগ্গপুণ্ণিমাহে গোরীতীত্থম্মি ফুল্লিদে মহুণা। অজ্জ রমন্তীং হরিণা সুহেণ চন্দাঅলীং পেক্খ।

(নেপথ্যে)

সোহাগ্গপুণ্ণিমাহে ইত্যাদি পঠ্যতে ॥ ১৭ ॥

শৈব্যা। (সাদ্ভুতং বিলোক্য) হলা! ইমাএ মুহং বঙ্কিকদুঅ বিহচ্ছসসরেণ পঢ়ন্তীএ ককৃখডিআএ অম্হে উবসাসিজ্জম্হ ॥ ১৮ ॥

পদ্মা। মা খলু উত্তাম্যস্ব। যত্ত্বয়া মালয়া দর্শিতয়া নিরধ্যববায়ঃ কৃতো ময়া বিপক্ষপক্ষঃ ॥ ১৬ ॥

পদ্মা। সৌভাগ্যপূর্ণিমাহে গৌরীতীর্থে ফুল্লিতে মধুনা। অদ্য রমমাণাং হরিণা সুখেন চন্দ্রাবলীং পশ্য ॥ ১৭ ॥

শৈব্যা। সখি! এতয়া মুখং বক্রীকৃত্য বীভৎসস্বরেণ পঠন্ত্যা ককৃখটকয়া বয়মুপহস্যামহে ॥ ১৮ ॥

পদ্মা। উৎকণ্ঠিতা হইও না। যেহেতু, এই মালা দেখাইয়াই আমি বিপক্ষপক্ষকে অধ্যবসায়-হীন করিয়াছি।

শৈব্যা। (হর্ষসহকারে পদ্মাকে আলিঙ্গন করিলেন)। ১৬

পদ্মা। সৌভাগ্যপূর্ণিমার দিনে গৌরীতীর্থ বসন্ত ঋতুর দ্বারা কুসুমসমূহে শোভিত হইয়াছে; অতএব অদ্য হরির সহিত তথায় পরম সুখে চন্দ্রাবলীকে ক্রীড়া করিতে দেখিতে পাইব।

(নেপথ্যে)। 'সৌভাগ্য-পূর্ণিমার দিনে' এই শ্লোক পঠিত হইতে লাগিল। ১৭

শৈব্যা। (আশ্চর্য্যের সহিত অবলোকনপূর্ব্বক) সখি! ককৃখটী বীভৎস স্বরে এই শ্লোক পাঠপূর্ব্বক মুখ বিকৃত করিয়া আমাদিগের উপহাস করিল। ১৮

পদ্মা। (সস্মিতং) দুনট্‌ঠে মক্কডি! তুণ্ডং দে ডহিস্‌সং।

(নেপথ্যে)

পউমিএ! চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ সুণ্ণং ভুজ্‌ঝ ঘরং গদুঅ লবণীআইং গিলিস্‌সং।

শৈব্যা। হলা! সচ্চং গিলিস্‌সদি জং এসা তং জ্জেব্ব পঢ়ন্তী ধাইদা।

পদ্মা। মা চিন্তেহি। ঘরে অজ্জিআ করালা চিট্‌ঠাদিইতি

(পরিক্রম্য সংস্কৃতেন) ॥ ১৯ ॥

পশ্য পশ্য। সাচীকৃতাঙ্গমিহ সব্যকরেণ যষ্টিং

বিষ্টভ্য বৃত্তসরলামুপকক্ষকূপং।

পদ্মা। দুষ্টে মর্কটি! তুণ্ডং তে ধক্ষ্যামি।

নেপথ্যে। পদ্মে! তিষ্ঠ তিষ্ঠ শূন্যং তব গৃহং গত্বা নবনীতানি গিলিষ্যামি।

শৈব্যা। সখি! সত্যং গিলিষ্যতি যৎ এষা তদেব পঠন্তী ধাবিতা।

পদ্মা। মা চিন্তয় গৃহে আর্য্যা করালা তিষ্ঠতি ॥ ১৯ ॥

বৃত্তসরলাং যষ্টিং উপকক্ষকূপং কক্ষকূপস্য সমীপে বিষ্টভ্য আলম্ব্য সাচীকৃতাঙ্গং যথাস্যাত্তথা তিষ্ঠন্‌।

পদ্মা। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) দুষ্টে মর্কটি! তোর মুখে আগুন ধরাইয়া দিব!

(নেপথ্যে)। পদ্মে! থাক্‌ থাক্‌, এখনি তোমার শূন্যগৃহে যাইয়া নবনীতগুলি খাইয়া ফেলিব।

শৈব্যা। সখি! সত্য সত্যই নবনীত খাইয়া ফেলিবে, যেহেতু, ঐ কথা বলিতে বলিতে দৌড়াইতেছে।

পদ্মা। চিন্তা করিও না। ঘরে আর্য্যা করালা আছেন। (এই বলিয়া পরিক্রমণপূর্ব্বক সংস্কৃতে)। ১৯

দেখ দেখ! আমার দিকে অঙ্গ বক্র করিয়া বাম করে সরলা যষ্টি

তিষ্ঠন্নধো বিটপিনঃ পশুবৃন্দচারী
রীরীতি গীতিমধুনা সুবলস্তনোতি ॥

শৈব্যা (পরিক্রম্য)
হলা ! পুব্বেণ সঙ্করিসণকুণ্ডং চন্দ্রাঅলী দীসই ॥ ২০ ॥

পদ্মা। (সহর্ষ সংস্কৃতেন)
অয়ং পুরঃস্মেরমুখারবিন্দঃ প্রয়াণলীলাকৃতকুম্ভিনিন্দঃ।
কলেবরদ্যোতিহৃতাক্ষিতন্দ্রশ্চন্দ্রাবলীং বিন্দতি কৃষ্ণচন্দ্রঃ ॥
(ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণশ্চন্দ্রাবলী চ)

কৃষ্ণঃ। (বর্ত্মাবরুধ্য) প্রিয়ে! দিষ্ট্যাত্র সৌন্দর্য্যমকরন্দভৃঙ্গারায়িতাসি মমাক্ষিভৃঙ্গয়োঃ।

শৈব্যা। সখি ! পূর্ব্বেণ সঙ্কর্ষণকুণ্ডং চন্দ্রাবলী দৃশ্যতে ॥ ২০ ॥

পদ্মা। কুম্ভী গজঃ। ভৃঙ্গারপানপাত্রঝর্ঝরী।

কৃষ্ণঃ। সৌন্দর্য্য এব মকরন্দং তস্য ভৃঙ্গারপাত্রং তদ্বদাচরিতাসি। ভৃঙ্গারকনকালুকা ইত্যমরঃ।

গ্রহণপূর্ব্বক তাহা কক্ষকূপের দ্বারা অবলম্বন পুরঃসর বৃক্ষমূলে অবস্থান করত গোচারণকারী সুবল রীরীস্বরে মধুর গীতি বিস্তার করিতেছে।

শৈব্যা। (পরিক্রমণপূর্ব্বক) সখি! অগ্রে সঙ্কর্ষণকুণ্ডে চন্দ্রাবলীকে দেখা যাইতেছে। ২০

পদ্মা। (হর্ষভরে) যাঁহার মুখপদ্ম মৃদুহাস্যে পরিপূর্ণ, যিনি গমনলীলায় দ্বারা গজেন্দ্রকেও নিন্দিত করিতেছেন, যাঁহার অঙ্গকান্তি দ্বারা চক্ষুর তন্দ্রা বিনষ্ট হইতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অদ্য চন্দ্রাবলীকে লাভ করিলেন।

(অনন্তর কৃষ্ণের ও চন্দ্রাবলীর প্রবেশ)

কৃষ্ণ। (পথরোধপূর্ব্বক) প্রিয়ে! সৌভাগ্যবশেই অদ্য তুমি সৌন্দর্য্য-মকরন্দের আধারস্বরূপা হইয়া আমার নেত্রভৃঙ্গদ্বয়ের পানপাত্রে পরিণত হইয়াছ।

চন্দ্রা। মুঞ্চ মুঞ্চ মগ্‌গং জং গোরীতীত্থং গদুঅ কচ্চাঅণিঅং অচ্চিস্‌সং ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণঃ। (সস্মিতং)

লব্ধং মামবলোক্য তন্বি। পুরতো রোমালিরভ্যুদ্গতা।
নেত্রে পাদ্যবিধিং ক্ষরজ্জলভরে প্রীত্যার্পয়াঞ্চক্রতুঃ।
বক্ষশ্চ স্খলদুত্তরীয়মদিশদ্দিব্যাসনং সম্ভ্রমাদ্
বামায়াস্তব দক্ষিণঃ পরিকরো দিষ্ট্যাদ্য বৃত্তো ময়ি ॥

সখ্যৌ। (উপসৃত্য) সহি! সন্তি ভূরিণো মগ্‌গা তা একস্মিং নিরুদ্ধে নিরুদ্ধা ণ হোম্ম।

চন্দ্রা। মুঞ্চ মার্গং যৎ গৌরীতীর্থং গত্বা কাত্যায়নীং অর্চ্চয়িষ্যামি ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণঃ। মদ্বিষয়ে ত্বমেবৈকবামা ন তু তে পরিকরা ইতি ভাবঃ।

সখ্যৌ। সখি! সন্তি ভূরিণি মার্গাঃ তদেকস্মিন্ রুদ্ধে নিরুদ্ধা ন ভবামঃ।

চন্দ্রা। পথ ছাড়, পথ ছাড়, যেহেতু, আমি গৌরীতীর্থে যাইয়া কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করিব। ২১

কৃষ্ণ। (মৃদুহাস্য সহকারে) হে কৃশাঙ্গি! অগ্রে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া তোমার রোমাবলী সকল উত্থিত হইয়া অভ্যর্থনা করিতেছে, নেত্রদ্বয় প্রীতিভরে আনন্দাশ্রু দ্বারা আমাকে বিধানানুসারে পাদ্য অর্পণ করিতেছে, সম্ভ্রমবশতঃ বক্ষোদেশ স্খলিত উত্তরীয় দ্বারা আমার আসন নির্দ্দেশ করিতেছে, ফলতঃ তুমি বামা হইলেও তোমার পরিকরসমূহ ভাগ্যবশেই অদ্য আমার প্রতি দক্ষিণ বা অনুকূল হইয়াছে।

সখীদ্বয়। (উপস্থিত হইয়া) সখি! পথ ত' অনেক আছে, তবে এক পথ রুদ্ধ হইলে আমরা রুদ্ধ হইব কেন?

চন্দ্রা। (সাচিগ্রীবমবলোক্য) হলা! দিট্ঠিআ তুম্মেহিং সহিদম্হি সম্বুত্তা।

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) কথমদ্য রাধামভিসিসারয়িষোর্মমান্তিকে চন্দ্রাবলিরুপস্থিতা।

পদ্মা। (জনান্তিকং) চন্দমুহ! পউমাবলম্বিকরাএ ত্তি তুজ্ঝ মণোরধং সুণিঅ চ্ছলেণ মএ চন্দাঅলী লম্ভিদা॥ ২২ ॥

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) আঃ জ্ঞাতং পদ্মমণ্ডনমভিলষ্যতা ময়ৈব দত্তান্তরাসি কিন্তে দূষণং। (প্রকাশং) সখি! প্রসিদ্ধৈব পদ্মায়াঃ পদ্মনাভপক্ষপাতিতা।

পদ্মা। অদো তুরিঅং গোরীতীত্থং লম্ভেহি চন্দাঅলিঅং।

চন্দ্রা। সখি! দিষ্ট্যা যুষ্মাভিঃ সহিতাস্মি সংবৃত্তা।

কৃষ্ণঃ। অভিসিসারয়িষোঃ অভিসারয়িতুমিচ্ছোঃ।

পদ্মা। হে চন্দ্রমুখ। পদ্মাবলম্বিকরয়া ইতি তব মনোরথং শ্রুত্বা ছলেন ময়া চন্দ্রাবলী লম্ভিতা॥ ২২ ॥

পদ্মা। অতস্ত্বরিতং গৌরীতীর্থং লম্ভয় চন্দ্রাবলীং।

চন্দ্রাবলী। (বামদিকে গ্রীবা ফিরাইয়া অবলোকন পূর্ব্বক) সখি! এ বড়ই সৌভাগ্য যে, তোমাদের সহিত মিলিত হইলাম।

কৃষ্ণ। (স্বগত) অদ্য শ্রীরাধাকে অভিসার করাইবার ইচ্ছা করিলেও আমার নিকটে চন্দ্রাবলী আসিয়া উপস্থিত হইল।

পদ্মা। (জনান্তিকে) চন্দ্রমুখ! "পদ্মাবলম্বিতকরা" এই বাক্যের দ্বারা তোমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ছলপূর্ব্বক আমি চন্দ্রাবলীকে আনয়ন করিয়াছি। ২২

কৃষ্ণ। (স্বগত) এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম। আমি পদ্মভূষণ অভিলাষ করিয়াই তোমাকে সুযোগ দিয়াছি, তোমার দোষ কি?

(প্রকাশ্যে) সখি! পদ্মার ত' পদ্মনাভের প্রতি পক্ষপাতিত্ব সুপ্রসিদ্ধ।

পদ্মা। অতএব শীঘ্র চন্দ্রাবলীকে গৌরীতীর্থে লইয়া চল।

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) চন্দ্রাবলেরাগতিরেব রাধোদ্যমপ্রতিবন্ধিনী বৃত্তা। তদেনামেব নির্ব্যলীকভাবাং তাবৎ প্রমোদয়ন্ স্বং মনো বিনোদয়ামি। (প্রকাশং)

ধৃতপদ্মোৎসবসন্ততিরলব্ধদোষোদয়া সদা স্ফুরতী।
সখি! কৃষ্ণপক্ষপূর্ণা চন্দ্রাবলিরদ্ভুতা ত্বমসি॥

(ইত্যগ্রে পরিক্রম্য) কুরঙ্গাক্ষি! পশ্য কাননস্য কমনীয়তাং॥

পদ্মা। হলা! এসো পুরদো সুরঙ্গনামা কহ্নস্স কুরঙ্গো জস্স ঘরিণী সা কিদথি রঙ্গিণীণামা কুরঙ্গী।

কৃষ্ণঃ। ধৃতা পদ্মায়াঃ পদ্মানাঞ্চ উৎসবসন্ততির্য্যয়া ন লব্ধো দোষাণাং কলঙ্কানাং দোষায়াং রাত্রৌ চ উদয়ো যস্যাঃ। কৃষ্ণস্য মম পক্ষে কৃষ্ণপক্ষে চ পূর্ণা।

পদ্মা। এষঃ পুরতঃ সুরঙ্গনামা কৃষ্ণস্য কুরঙ্গঃ। যস্য গৃহিণী ঘরণী সা কৃতাস্তি রঙ্গিণী নাম্না কুরঙ্গী।

কৃষ্ণ। (স্বগত) চন্দ্রাবলীর আগমনেই শ্রীরাধার উদ্যমের বাধা হইল। অতএব এখন সরলস্বভাবা চন্দ্রাবলীকে আনন্দিত করিয়া নিজের মনোরথ বিনোদন করি।

(প্রকাশ্যে) তুমি পদ্মার উৎসব-সমূহের ধারণকারিণী,—তোমার উদয়ে কোনও দোষ নাই, তুমি কৃষ্ণপক্ষেও পূর্ণরূপে স্ফুরিতা অর্থাৎ আমি যে কৃষ্ণ, আমার পক্ষেও তুমি সম্পূর্ণরূপে আসক্তা—অতএব তুমি চন্দ্রাবলী হইলেও তুমি অপূর্ব্বা! (চন্দ্রের উদয়ে পদ্মাবলী মুদিত হয়, কিন্তু তোমাকে দেখিলে তোমার সখী পদ্মা আনন্দিত হয়; চন্দ্রে দোষ বা কলঙ্ক আছে, কিন্তু তুমি কলঙ্কশূন্য; চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষে অপূর্ণ, কিন্তু তুমি কৃষ্ণের পক্ষে অর্থাৎ আমার পক্ষে পরিপূর্ণরূপে উদিতা হও—এই জন্যই তুমি অপূর্ব্ব।

(এই বলিয়া পরিক্রমণপূর্ব্বক) হে হরিণনয়নে! কাননের কমনীয় শোভা অবলোকন কর।

পদ্মা। সখি! সম্মুখে তাকাইয়া দেখ, শ্রীকৃষ্ণের সুরঙ্গ নামক কুরঙ্গ রঙ্গিণী নাম্নী হরিণীকে আপনার গৃহিণী করিয়াছে।

কৃষ্ণঃ। (সচকিতং নেপথ্যে কর্ণং দত্ত্বা স্বগতং) নূনমাগতা রাধা যদয়ং রঙ্গিণীকণ্ঠধ্বনির্দরোদঞ্চতি।

পদ্মা। কধং এসো সুরঙ্গো দক্‌খিণাহিমুহং ধাইদো ?

কৃষ্ণঃ। (পুনরাত্মগতং) নিষ্টঙ্কিতমেব রঙ্গিণীকণ্ঠশব্দেনায়মাকৃষ্টঃ সুরঙ্গো গৌরীতীর্থং জগাম, তদস্যামেব সঙ্কর্ষণতীর্থতীর-বনলেখায়াং বিলম্বমানঃ ক্ষণমুদর্কং তর্কয়ামি *॥ ২৩॥

পদ্মা। ণঅপউমিণী সহসসং অহমহ ণ রসত্তু রঙ্গবিত্থারি।
পেক্‌খ গোউলং বিঅ পুরো সরোঅরং রেহই প্‌ফারং॥ ২৪॥

পদ্মা। কথং এষ দক্ষিণাভিমুখং ধাবিতঃ।

কৃষ্ণঃ। উদর্কং উত্তরকালং॥ ২৩॥

পদ্মা। নবপদ্মিনীসহস্রং অঘমথনরসোত্তরঙ্গবিস্তারি। পশ্য গোকুলমিব পুরঃ সরোবরং রাজতে স্ফারং। পদ্মিন্যঃ কমলানি স্ত্রিয়শ্চ, রসো জলং শৃঙ্গারাদিরসাশ্চ॥ ২৪॥

কৃষ্ণ। (চকিত হইয়া নেপথ্যের দিকে কর্ণ রাখিয়া স্বগত) নিশ্চয়ই শ্রীরাধিকা আসিয়াছেন; যেহেতু ঐ যে রঙ্গিণীর কণ্ঠধ্বনি শুনা যাইতেছে।

পদ্মা। এই সুরঙ্গ দক্ষিণ অভিমুখে ধাবিত হইতেছে কেন ?

কৃষ্ণ। (পুনরায় আত্মগত) নিশ্চয়ই রঙ্গিণীর কণ্ঠধ্বনির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই এই সুরঙ্গ গৌরীতীর্থে গমন করিয়াছে, অতএব সঙ্কর্ষণতীর্থের তীরবর্ত্তী বনশ্রেণীতে কিছুক্ষণ বিলম্ব করিয়া, কি করিতে হইবে, তাহা বিবেচনা করি। ২৩

পদ্মা। দেখ! অঘমথনের রসতরঙ্গ বিস্তারকারী নবপদ্মিনী-সহস্রে সুশোভিত গোকুলের ন্যায় অগ্রে বিশাল সরোবর বিরাজ করিতেছে। ২৪

---

* "যামি" ইতি পাঠান্তরম্।

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! পশ্য পশ্য।

মিত্রে বিচিত্রমনুরাগভবং বহন্তী
সংবর্দ্ধিতালিনিকরা স্বরসোদয়েন।
সৎকর্ণিকোজ্জ্বলরুচির্ভুবনে সমস্তা-
ল্লক্ষ্মীং তনোতি ভবতীব সরোজিনীয়ং ॥ ২৫ ॥

শৈব্যা। ণং মণোহরং পউমিণীং কীস কলাণিহী মলাণং করেদি।

পদ্মা। চন্দ্রামুপদিশ্য সাকূতং ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণঃ। মিত্রে সূর্য্যে ময়ি চ স্বস্য রসস্য মকরন্দস্য শৃঙ্গাররসস্য উদয়ঃ যেন সম্বর্দ্ধিতোঽলিনিকরো ভ্রমরসমূহঃ। আলিনিকরা সখীসমূহশ্চ যয়া। সৎকর্ণিকাভিঃ পক্ষে সুন্দরকর্ণালঙ্কারৈঃ উজ্জ্বলা রুচির্যস্যাঃ ভুবনে জনে লোকে চ লক্ষ্মীং শোভাং ॥ ২৫ ॥

শৈব্যা। এনাং মনোহরাং পদ্মিনীং কস্মাৎ কলানিধির্ম্লানং করোতি। অপদেশেন কলানিধিঃ কৃষ্ণঃ। ম্লানমিতি রাধিকাপক্ষে নিহত-সৌভাগ্যাতিশয়েন ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে! দেখ দেখ—মিত্রে বিচিত্র অনুরাগ বহনকারিণী স্বীয় মকরন্দোদয়ের দ্বারা অলিগণকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াও উৎকৃষ্ট কর্ণিকায় সুসজ্জিতা হইয়া এই সরোজিনী তোমার ন্যায় জগতে শোভা বিস্তার করিতেছে। ২৫

(মিত্র—সূর্য্য, অন্যার্থ নায়ক ; পদ্মপক্ষে সূর্য্য, চন্দ্রাবলীপক্ষে মিত্র—সূর্য্য "সংবর্দ্ধিতালিনিকরা" এই পদে দুইটি অর্থ হয়, একটি পদ্মপক্ষে —যে অলিনিকরকে বা ভ্রমরদিগকে সম্বর্দ্ধিত করে ; চন্দ্রাবলী পক্ষে—আলিনিকরকে বা সখীদিগকে যিনি সম্মান দান করেন, কর্ণিকা—পদ্ম-পক্ষে কেশর, চন্দ্রাবলীপক্ষে কর্ণভূষণ)

শৈব্যা। এই মনোহর পদ্মিনীকে কি জন্য কলানিধি চন্দ্র মলিন করিতেছেন?

পদ্মা। (চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া অভিলাষভরে)। ২৬

সুরাণুরত্তহিঅআ ইয়ং পউমিণী পসারিদামো আ।
ইধণ তুমং কৃখণারাও তারাহীস কৃখিবেহি করং ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণঃ। পদ্মে! নাত্র তারাপতিরপরাধ্যতি। যদিয়ং পদ্মিনী চঞ্চলয়া পদ্ময়া সায়ং মুচ্যমানা ম্লায়তি ॥ ২৮ ॥

চন্দ্রা। (সস্মিতং পুরোঽবলোক্য সংস্কৃতেন)

সমদমধুপলোলোৎসেকমালোক্য শঙ্কে
বিহসতি লতিকালী পুষ্পশোভাভরেণ।
বিসৃজতি মকরন্দচ্ছদ্মনা বাষ্পবিন্দূ-
ন্নিয়মতিমৃদুরেকা স্নেহতঃ স্বর্ণযূথী ॥ ২৯ ॥

পদ্মা। সুরানুরক্তহৃদয়া ইয়ং পদ্মিনী প্রসারিতামোদা। ইহ ন ত্বং ক্ষণরাগস্তারাধীশ ক্ষিপ করং। সুরে সূর্য্যে গোবর্দ্ধনমল্লাভিধশূরে চ দন্ত্যসকারতালব্যশকারাভ্যাং প্রাকৃতে ভেদাভাবাৎ শ্লেষঃ। আমোদঃ সুগন্ধ আনন্দশ্চ। হে তারাধীশ! চন্দ্র পক্ষে তারাধীশ রাধাধীশ ইহ পদ্মিন্যাং চন্দ্রাবল্যাঞ্চ করং কিরণং হস্তঞ্চ ন ক্ষিপ ত্বং ক্ষণমাত্রং রাগঃ রক্তিমা অনুরাগশ্চ যস্য স তথা ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণঃ। তারাপতিশ্চন্দ্রঃ কৃষ্ণশ্চ। পদ্ময়া লক্ষ্ম্যা সখ্যা চ মুচ্যমানা ত্যজ্যমানা রাত্রৌ পদ্মবনে লক্ষ্মীঃ ন তিষ্ঠতীতি প্রসিদ্ধং। পক্ষে সায়ং পদ্ময়া চন্দ্রাবলী ন অভিসার্য্যতে কুত ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

চন্দ্রা। লতিকালী অন্যগোপীস্থানীয়া। স্বর্ণযূথী চন্দ্রাবলীস্থানীয়া। স্নেহতো বাষ্পবিন্দূনিতি স্বস্য প্রেমাধিক্যং সূচয়তি ॥ ২৯ ॥

হে তারাধীশ! এই পদ্মিনী সূর্য্যের প্রতি অনুরক্তহৃদয়া হইয়া আনন্দ বিস্তার করিতেছে, অতএব ক্ষণস্থায়ী রাগবিশিষ্ট তুমি ইহাতে করনিক্ষেপ করিও না। ২৭

কৃষ্ণ। পদ্মে! ইহাতে তারাপতির কোনও অপরাধ নাই। যেহেতু, এই পদ্মিনী সায়ংকালে চঞ্চল শোভা ত্যাগ করিয়া ম্লান হইয়া থাকে। ২৮

চন্দ্রা। (মৃদুহাস্য সহকারে সম্মুখে অবলোকন করিয়া) আমার

কৃষ্ণঃ। (স্মিত্বা) প্রিয়ে! পশ্য পশ্য।

অয়মুচ্চশিরাঃ কদম্বরাজঃ স্ফুটমিন্দিন্দিরবৃন্দবন্দিগীতঃ।

সুরভীকুলপুচ্ছচামরালীমরুদাবীজিতবিগ্রহশ্চকাস্তি ॥

চন্দ্রাবলী। অহ্মহে! অলিন্দাবৃন্দাবণলচ্ছী ॥ ৩০ ॥

(ততঃ প্রবিশতি ললিতা বৃন্দা চ)

ললিতা। (পুরো দৃষ্ট্বা সব্যথং) হলা! কক্খড়ং পুরদো সঙ্কড়ং এদং।

বৃন্দা। হন্ত! দুল্লঙ্ঘ্যশাসনা কিল করালা তৎ কথমত্র পদ্ময়াহত্র চন্দ্রাবলী উপনীতা ॥

কৃষ্ণঃ। ইন্দিন্দিরবৃন্দানি ভ্রমরসমূহস্তে এব বন্দিনস্তাবকাস্তৈর্গীতঃ। অপদেশেন সর্ব্বাসামাশ্রয়োহপ্যয়মহং ভবন্নিকট এব চকাস্মীতি সূচিতং।

চন্দ্রা। অহো ললিতা বৃন্দাবনলক্ষ্মীঃ ॥ ৩০ ॥

ললি। সখি কক্খটং কঠিনং পুরত এতৎ।

বোধ হইতেছে, মদমত্ত মধুকরের লোভাতিশয্য দর্শন করিয়া লতাবলী পুষ্পশোভাভরে হাস্য করিতেছে; কিন্তু এই মৃদুস্বভাবা স্বর্ণযূথী স্নেহবশতঃ মকরন্দচ্ছলে বাষ্পবিন্দুসমূহ বিসর্জ্জন করিতেছে। ২৯

কৃষ্ণঃ। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) প্রিয়ে! দেখ দেখ, এই উচ্চশীর্ষ কদম্বরাজ ভ্রমরসমূহরূপ বন্দিগণে স্পষ্টভাবে স্তূয়মান হইয়া এবং সুরভীকুলের পুচ্ছরূপ চামরসমূহের বায়ু দ্বারা বীজিতদেহ হইয়া শোভা পাইতেছে।

চন্দ্রাবলী। অহো! শ্রীবৃন্দাবনের কি মনোহারিণী শোভা ॥ ৩০

(অনন্তর ললিতার ও বৃন্দার প্রবেশ)

ললিতা। (সম্মুখে দেখিয়া ব্যথাসহকারে) সখি! সম্মুখে এই কঠিন সঙ্কট উপস্থিত।

বৃন্দা। হায়! হায়! করালার শাসন অত্যন্ত দুর্লঙ্ঘ্য হইলেও কি প্রকারে পদ্মার সহিত এখানে চন্দ্রাবলী উপস্থিত হইলেন?

ললিতা। হলা! সঅলবিজ্জাবিঅড্ঢাসি তা কড্ডেহি ইদো কহ্নং ॥ ৩১ ॥

বৃন্দা। স্বস্থ প্রেমমণীনাং গৌরবভাজামিয়ং বরা পাত্রী। হরিণা পরিহরণীয়া কথং নু চন্দ্রাবলী ভবিতা ? ৩২ ॥

ললিতা। (সংস্কৃতেন)

যস্যোপলভ্য গন্ধং গৌরবকুসমাশু চৌরবদ্‌দ্রবতি * ।
উদ্ভটমনুরাগভটং তং রঞ্জিতনাগরং নৌমি ॥

বৃন্দা। সখি! যুক্তং ব্রবীষি। কিন্তু দাক্ষিণ্যমুদ্রেয়ং চন্দ্রাবল্যাং কৃষ্ণস্য ততঃ খল্বমুং দুরাকর্ষং কথয়ামি ॥ ৩৩ ॥

ললিতা। সখি! সকলবিদ্যাবিদগ্ধাসি তৎ কর্ষ ইতঃ কৃষ্ণং ॥ ৩১ ॥

বৃন্দা। গৌরবভাজামিতি অস্যা স্বতস্নেহস্য আদরময়ত্বাৎ ॥ ৩২ ॥

ললিতা। যস্য অনুরাগভটস্য মধুস্নেহময়স্য ইত্যর্থঃ। ভটা যোধাশ্চ যোদ্ধার ইত্যমরঃ ॥ ৩৩ ॥

ললিতা। সখি! তুমি ত' সকল বিদ্যায় বিশেষরূপে পারদর্শিনী, অতএব এ স্থান হইতে কৃষ্ণকে আকর্ষণ কর। ৩১

বৃন্দা। চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণের গৌরবভাজন প্রেমমণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাত্রী, সেই চন্দ্রাবলীকে শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে পরিত্যাগ করিবেন ? ৩২

ললিতা। যাঁহার গন্ধমাত্র প্রাপ্ত হইয়া গৌরবকুল অতি সত্বর চৌরের ন্যায় পলায়ন করিয়া থাকে, সেই উদ্ভট অনুরাগরূপ যোদ্ধা-সমূহসমন্বিত প্রীতিপূর্ণ নাগরকে নমস্কার করিতেছি।

বৃন্দা। সখি! উপযুক্ত কথাই বলিয়াছ, কিন্তু চন্দ্রাবলীতেই শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল নায়কের ভাব সমধিক প্রকাশ, এই জন্যই তাঁহাকে আকর্ষণ করা দুঃসাধ্য বলিতেছি। ৩৩

---

* "দ্রবতি" ইতি পাঠান্তরং।

ললিতা। বৃন্দে ! সচ্চং ভণাসি তা ইমস্মিং অচ্চাহিদে কিং সরণং।

বৃন্দা। প্রথমং গোষ্ঠীমাবিশ্য তত্ত্বমবধারয়াব (ইত্যুক্তে পরিক্রামতঃ)।

শৈব্যা। (বিলোক্য জনান্তিকং) হলা পউমে ! হন্ত ণূণং গোরীতীথে রাহি সঙ্গদা। পেক্খ তদ্দিসাদো ললিদা মিলদি।

পদ্মা। কা দে হাণী জং ইমিণা দুপ্পরিহরা পিঅসহী।

ললি। বৃন্দে ! সত্যং ভণসি ! তত্তস্মাদস্মিন্নত্যাহিতে কিং শরণং। অত্যাহিতং মহাভীতিরিত্যমরঃ।

শৈব্যা। সখি পদ্মে ! হত নূনং গোরীতীর্থে রাধা সঙ্গতা পশ্য তদ্দিশীতো ললিতা মিলতি।

পদ্মা। কা তে হানিঃ। যদ্দুষ্পরিহরা প্রিয়সখী চন্দ্রাবলী।

ললিতা। বৃন্দে ! সত্য কথাই বলিয়াছ, তবে এখন এই মহাভয়ে কাহার আশ্রয় গ্রহণ করি ?

বৃন্দা। চল, প্রথমে আমরা গোপীগোষ্ঠীতে প্রবেশ করিয়া ইহার কারণ নির্ণয় করি।

(এই বলিয়া উভয়ের পরিক্রমণ)

শৈব্যা ! (অবলোকনপূর্ব্বক জনান্তিকে) সখি পদ্মে ! হায় ! শ্রীরাধিকা নিশ্চয়ই গোরীতীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এই আশঙ্কা হইতেছে। দেখ, ললিতাও ঐ দিক্ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।

পদ্মা। তাহাতে তোমার ক্ষতি কি ? কৃষ্ণ কর্ত্তৃক সখী কখনও পরিত্যাজ্যা হইতে পারেন না।

ললিতা। (উপসৃত্য) হলা চন্দাঅলি! বল্লহাসিণেহাণহিণ্ণস্স কুরঙ্গী সঙ্গভূঅঙ্গস্স কুরঙ্গস্স ঘরে ণ কৃখু অহ্মেহিং রঙ্গিণীবাসণিজ্জা। জং ইমিণা মাসভন্তরেবি সা কালসারকুমারী ণ সুমরী অদি। তা এত্থ তুমং সকৃখিণীং কাদুং আঅদহ্মি।

চন্দ্রা। (স্ময়তে)।

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) হন্ত! মদর্থমাগতা ললিতা চন্দ্রাবলীং বিলোক্য ছলমালম্ব্যতে। (প্রকাশং) ললিতে! হৃদয়েঙ্গিতমবিজ্ঞায় মুধা সুরঙ্গমুপালভসে। তদেষ সন্দেশস্ত্বয়া তস্যামাবেদ্য

ললি। সখি চন্দ্রাবলি! বল্লভাস্নেহানভিজ্ঞস্য কুরঙ্গীসঙ্গভূজঙ্গস্য গৃহে ন খলু অস্মাভিঃ রঙ্গিণী বাসনীয়া। যদনেন মাসাভ্যন্তরেঽপি সা কালসারকুমারী ন স্মর্য্যতে। তদত্র ত্বাং সাক্ষিণীং কর্ত্তুমাগতাস্মি। স্ময়ত ইতি কৃষ্ণ-সারমপদিশ্য কৃষ্ণং প্রতি ইতো নিষ্ক্রাম্যতামিত্যনয়া ব্যজ্যতে তদসম্ভবমিতি স্ময়ঃ ॥ ৩৪ ॥

ললিতা। (নিকটে আসিয়া) সখি চন্দ্রাবলি! প্রিয়ার সেই বিষয়ে অনভিজ্ঞ কুরঙ্গীসঙ্গকামুক এই কুরঙ্গের ঘরে আমরা রঙ্গিণী কুরঙ্গীকে বাস করিতে দিব না—যেহেতু, সে মাসান্তেও এই কুরঙ্গকুমারীকে স্মরণ করে না। তাই এ বিষয়ে তোমাকে সাক্ষী রাখিবার জন্য এখানে আসিলাম।

চন্দ্রাবলী। (মৃদুহাস্য করিতে লাগিলেন)।

কৃষ্ণ। (স্বগত) হায়! ললিতা আমার জন্যই আসিয়া চন্দ্রাবলীকে দেখিয়া এই ছল অবলম্বন করিতেছে। (প্রকাশ্যে) হৃদয়ের ভাব না জানিয়াই তুমি অনর্থক এই সুরঙ্গ নামক হরিণকে তিরস্কার করিতেছ, অতএব তুমি এই সংবাদ রঙ্গিণীকে দান করিও। ৩৪

হরিণাভিলষ্যমাণা সারঙ্গমণি সদা ত্বমত্রাসি ।
তদমুং ত্বদ্বশহৃদয়ং হৃদয়ঙ্গমলোচনে বিদ্ধি ॥ ৩৫ ॥

পদ্মা । (জনান্তিকং) কহ্ন ! অপ্পণো পিঅং জণং লদ্ধোহসি তা জুত্তং অজোগ্গাণং অহ্মাণং বিসজ্জণং ।

কৃষ্ণঃ । করবাণি হন্ত দিব্যং দিব্যাক্ষি ! মদোন্নতাসু গোপীষু ।
অনুরাগিতাং সখি ! দধে রাধাগন্ধিষু ন বামাসু ॥ ৩৬ ॥

হরিণেন হরিণা কৃষ্ণেন চ অভিলষ্যমাণা সদা ত্বমসি । হে সারঙ্গমণি মৃগকান্তে সারঙ্গায়তীতে সারঙ্গঃ কৃষ্ণস্তস্য কান্তে ইতি চ ॥ ৩৫ ॥

পদ্মা । কৃষ্ণ ! আত্মনঃ প্রিয়জনং লব্ধোহসি তদযুক্তমযোগ্যানামস্মাকং বিসর্জনং ।

কৃষ্ণঃ । রাধাগন্ধিষু বামাসু প্রতিকূলাসু গোপীসু অনুরাগিতাং ন দধে তব প্রীত্যর্থং দিব্যং শপথং করবাণি । হরিণাভিলষ্যমাণা ইত্যাদিনা রাগস্তু তস্যা অনুরঞ্জনার্থং বাঙ্মাত্রেণৈব বাঞ্ছিত ইতি ভাবঃ । ইত্যেযোঽর্থঃ পদ্মাং জ্ঞাপয়িতুমভিপ্রেতঃ । বস্তুতস্তু রাগগন্ধিষু গোপীষু অনুরাগিতাং দধে কিমুত রাধায়ামিতি ভাবঃ । মদোন্নতাসু পরমাকর্ষকমধুস্নেহবতীত্বেন মম পরমসুখদো মদ উৎপন্নত এবেতি ভাবঃ । ন বামাসু অর্থাৎ প্রতিকূলাসু রাগিতাং ন দধে ইতি দিব্যং করবাণীতি ॥ ৩৬ ॥

হে সারঙ্গমণি ! তুমি সর্ব্বদাই হরিণের প্রণয়পাত্রী, অতএব মনোজ্ঞলোচনে ! তুমি সর্ব্বদাই ইহাকে তোমার বশীভূতহৃদয় বলিয়া জানিও । ৩৫

(এই শ্লোকটির আর একটি অর্থ এই যে—"হে শ্রীহরির প্রণয়পাত্রি ! শোভনলোচনে ! তুমি তাঁহাকে সর্ব্বদা তোমার বশীভূতহৃদয় বলিয়া জানিও ।)

পদ্মা । (জনান্তিকে) কৃষ্ণ ! আপনার প্রিয়জনকে তুমি এখন পাইলে, অতএব অযোগ্য আমাদিগকে এখন ত্যাগ করাই তোমার উচিত ।

কৃষ্ণ । হে দিব্যাক্ষি ! হে সখি ! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি গর্ব্বিতা রাধাগন্ধি প্রতিকূলা গোপীগণের প্রতি কখনও

পদ্মা। (সদর্পস্মিতং) সহি ললিদে! অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং তুমং কৃখু অণুরাহা ভণিজ্জসি। তা কীস অজ্জ রাহাএ উঅদঅং বিণা উদিদাসি ॥ ৩৭ ॥

ললিতা। (সংস্কৃতেন)

রোলম্বীনিকুরম্বং চুম্বতি গণ্ডং পিপাসয়া যস্ত।
সরতি তৃষ্ণার্ত্তঃ সরসীং স করীন্দ্রস্তং পুনর্ন হি সা ॥ ৩৮ ॥

পদ্মা। সখি ললিতে! আশ্চর্য্যং আশ্চর্য্যং ত্বং খলু অনুরাধা ভণ্যসে। তৎ কস্মাদস্ত রাধায়া উদয়ং বিনা উদিতাসি। জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশাখানক্ষত্রস্যোদয়ানন্তরমেব অনুরাধায়া উদয়সম্ভবাৎ ॥ ৩৭ ॥

ললি। রোলম্বীনিকুরম্বং ভ্রমরীসমূহঃ যস্তকরীন্দ্রস্য গণ্ডং কর্ণাঘাতৈর্মুহুর্মুহুরনাদৃতং সদপি পিপাসয়া তৃষ্ণয়া চুম্বতি। তৃষ্ণার্ত্তঃ সন্ করীন্দ্র এব সরসীং যাতি। সা সরসী তু তং করীন্দ্রং ন যাতি। কৃষ্ণেন অনাদৃতমপি যথা ভবত্যঃ রতিযাচিকাঃ কৃষ্ণমভিসরন্তি ন চ তস্য সুখলেশং কুর্ব্বন্তি প্রত্যুত উদ্বেগমেব তন্বন্তি তথা রাধাস্তা ন ভবন্তি রাধাং পুনরয়মেবাভিসরতি পরমসুখসম্পাদনায়েতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুরাগ পোষণ করি না। (শ্লিষ্টার্থে বুঝায় এই যে, আমি রাধাসম্বন্ধযুক্ত গর্ব্বিতা গোপিগণের প্রতিই অনুরাগ পোষণ করিয়া থাকি, কিন্তু প্রতিকূলভাবাপন্না গোপীদিগের প্রতি অনুরাগী নহি)। ৩৬

পদ্মা। (দর্পসহিত হাস্যপূর্ব্বক) সখি ললিতে! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! লোকে তোমাকে অনুরাধা বলিয়া থাকে, তবে অদ্য রাধা উদিতা না হইতেই তুমি এখানে উপস্থিত হইলে কেন? ৩৭

ললিতা। পিপাসাভরে ভ্রমরীনিকর যাহার গণ্ড চুম্বন করিয়া থাকে, সেই করীন্দ্র কিন্তু তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সরোবরের অভিমুখেই ধাবিত হইয়া থাকে—পরন্তু সেই সরোবর কখনও করীন্দ্রের নিকট আগমন করে না। ৩৮

(এই শ্লোকের শ্লিষ্টার্থ এই যে, "শ্রীচন্দ্রাবলী-প্রমুখ গোপীরা

পদ্মা। এক্কং ধীমদি সেব্বে পহিলিঅং মে সহি জাণীহি।
চিত্তফলঅম্মি লিহিদা কা বেহই মাহবস্স সদা॥

শৈব্যা। সহি চন্দাঅলী॥

বৃন্দা। (সস্মিতং) সাধু বিজ্ঞাতং। চন্দ্রমণ্ডলাবলিমণ্ডলেন
চিত্রং খলু রমাপতেঃ ফলকং শতচন্দ্রমাচক্ষতে॥ ৩৯॥

পদ্মা। একাং ধীমতি শৈব্যে প্রহেলিকাং মে সখি জানীহি। চিত্রফলকে লিখিতা কা রাজতে মাধবস্য সদা।

শৈব্যা। সখি চন্দ্রাবলী।

বৃন্দা। সস্মিতমিতি ভবত্যোরেব প্রশ্নোত্তরাভ্যাং শ্লোকমিবমুদাসীন-বিষয়ং করবাণীতি ব্যঞ্জনায় রমাপতেঃ লক্ষ্মীপতেঃ ফলকং চর্ম্ম আচক্ষ্যতে পৌরাণিকৈঃ তেন চিত্রফল অম্মি ইত্যত্র চিত্রফলকে ইতি। মাধবস্য ইত্যত্র মা লক্ষ্মীঃ তস্যা ধবস্য পত্যুরিতি চন্দ্রাবলীত্যত্র চন্দ্রমণ্ডল-পঙ্‌ক্তিরিতি ব্যাখ্যা। ৩৯

স্বসুখলালসায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট অভিসারিকা হয়—কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে তৃপ্তিলাভ না করিয়া তিনি নিজের সুখলাভের বাঞ্ছায় শ্রীরাধিকার নিকট অভিসার করিয়া থাকেন, পরন্তু শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমন করেন না।") ॥ ৩৮ ॥

পদ্মা। সখি শৈব্যে। তুমি বুদ্ধিমতী, আমার একটি প্রহেলিকা শ্রবণ কর, মাধবের চিত্রফলকে লিখিত হইয়া কে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে?

শৈব্যা। সখি চন্দ্রাবলী।

বৃন্দা। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) ভাল বুঝিতে পারিয়াছ। যে চন্দ্র-মণ্ডল শ্রেণীর দ্বারা নারায়ণের চিত্রফলক নির্ম্মিত, তাহাকে শতচন্দ্র * বলিয়া থাকে। ৩৯

---

* নারায়ণের হস্তের চর্ম্মের বা ঢালের নাম "শতচন্দ্র"

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) অবদাতশীলেয়ং চন্দ্রাবলী সলজ্জমপসব্যে কথং প্রযাতি ? ৪০ ॥

ললি। মহ ব্বাহরেহি বুন্দে পহেলিঅং দিব্বপ্পহেলি বিণ্ণাণে। পিঅসহি কিমহিকৃখাএ লিক্‌খিজ্জই মাহবো ভুঅণে ॥ ৪১ ॥

বৃন্দা। সহি! রাধাভিখ্যয়া।

কৃষ্ণঃ। যুক্তমিদং যদ্বৈশাখপর্য্যায়ৌ মাধবরাধৌ।

কৃষ্ণঃ। অবদাতশীলা শুদ্ধশীলা 'অবদাতঃ শিতে শুদ্ধে' ইত্যমরঃ ॥ ৪০ ॥

ললি। এতাভ্যাং প্রহেলিকয়া বর্ণিতঃ স্বপক্ষোৎকর্ষ আবাভ্যামন্যথা কৃতঃ। ইদানীমাবাভ্যামপি কথং তথা ন বর্ণ্যতে এতাভ্যামন্যথা কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ ইত্যাহ—মহ হবাহরেতি। মম ব্যাহর বৃন্দে প্রহেলিকাং দিব্যপ্রহেলি বিজ্ঞানে। প্রিয়সখি কিমভিখ্যয়া লক্ষ্যতে মাধবো ভুবনে। দিব্যপ্রহেলিকানাং বিজ্ঞানং যস্যা হে তথাভূতে! কস্যা অভিখ্যয়েতি রাধানাম্না। 'অভিখ্যা নামশোভয়ো'রিত্যমরঃ। তথাহি বেদে রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজতে ইতি লোকে চ রাধামাধব ইতি প্রসিদ্ধ্যা লক্ষ্যতে ইত্যর্থঃ। উতশ্চ রাধামাধব ইতি ষষ্ঠীসমাসেন পরমোৎকর্ষো ব্যঞ্জিতো ভবতি তদিদানীমপি যথা বিন্দুমাধবে বেণীমাধবাদয়স্তথা রাধামাধব ইতি প্রসিদ্ধা দেবপ্রতিমা কাচিদাসীৎ। তদপদেশেন কৃষ্ণমুদ্দিশ্যেয়মুক্তিরিতি ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণঃ। বৈশাখপর্য্যায়াবিতি বৈশাখে মাধবো রাধ ইত্যভিধানাৎ। মাধবশব্দস্য প্রসিদ্ধত্বেনাভ্যর্হিতত্বাৎ পূর্ব্বনিপাতঃ। তেন কিমভিখ্যয়া

কৃষ্ণ। (স্বগত) শুদ্ধচরিত্রা চন্দ্রাবলী সলজ্জ ভাবে কেন দক্ষিণ দিকে গমন করিতেছে ? ৪০

ললিতা। প্রিয়সখি বৃন্দে। তুমি দিব্য প্রহেলিকাবিজ্ঞানে অভিজ্ঞা। জগতে মাধব কি নামে শোভা পাইয়া থাকেন ? ৪১

বৃন্দা। সখি! রাধানামে।

কৃষ্ণ। ইহা উপযুক্তই বটে—যেহেতু, মাধব ও রাধা এই দুইটি বৈশাখ মাসের পর্য্যায়।

পদ্মা। সেব্বে অলং পহেলিআপসঙ্গেণ সুহাবেহি কমলি-
ক্খণরসেহিং অত্তাণঅং ॥ ৪২ ॥

শৈব্যা। (কমলাকরং বিলোক্য)।

ভমরস্স তাব পমদং পদোসমুদিদা কুমুদ্দদী কুণই।
জাব ইঅং পউমালী বিন্দই ণহু দিট্ঠিমেদস্স ॥

পদ্মা। হলা! সচ্চং ভণাসি ॥ ৪৩ ॥

ইত্যস্থ কয়াভিখ্যয়া কেন নাম্না ইত্যর্থঃ। তথা রাধাভিখ্যয়েত্যস্থ রাধস্যাভিখ্যয়া ইতি ব্যাখ্যা। কৃষ্ণেন যদন্যথা ব্যাখ্যাতং তত্তাসাং ব্যাখ্যানাং শক্তিজ্ঞাপনায়ৈব।

পদ্মা। শৈব্যেঽলং প্রহেলিকাপ্রসঙ্গেন সুখাপয় কমলেক্ষণ-রসৈরাত্মানং কমলানাং ঈক্ষণং দর্শনং কমলেক্ষণঃ কৃষ্ণশ্চ ॥ ৪২ ॥

শৈব্যা। ভ্রমরস্য তাবৎ প্রমদং প্রদোষমুদিতা কুমুদ্বতী কুরুতে। যাবদিয়ং পদ্মালী বিন্দতে নহি দৃষ্টিমেতস্য ভ্রমরস্য পক্ষে কামুকত্বাৎ কৃষ্ণস্য। প্রদোষে রজন্যাদৌ মুদিতা বিকশিতা। প্রকৃষ্টদোষেঽপি মুদিতা কুমুদ্বতী কুমুদং কুৎসিতা মন্দবতীত্বেন রাধা চ। পদ্মালী পদ্মসমূহঃ পদ্মা আলী সখী যস্যাঃ সা চন্দ্রাবলী চ।

পদ্মা। সখি সত্যং ভণাসি ॥ ৪৩ ॥

পদ্মা। শৈব্যে! আর প্রহেলিকা-প্রসঙ্গের প্রয়োজন নাই। কমলেক্ষণের দর্শন-রসে আত্মাকে আনন্দিত কর। ৪২

শৈব্যা। (কমলাকরকে দর্শন করিয়া) যে পর্য্যন্ত ভ্রমরের পদ্মাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত না হয়, সেই পর্য্যন্তই প্রদোষমুদিতা কুমুদিনী ভ্রমরের আনন্দ বিধান করিয়া থাকে (এ স্থানে "কুমুদ্বতী" শব্দে শ্রীরাধিকাকে এবং "পদ্মালী"—পদ্মা যাহার সখী সেই চন্দ্রাবলীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে)।

পদ্মা। সখি! সত্য কথাই বলিয়াছ। ৪৩

তথাহি—

বিজ্জোদন্তী রাহা পেক্‌খিজ্জই তাব তারআলীহিং।

গঅণে তমালসামে ণ জাব চন্দাঅলী প্‌ফুরই ॥ ৪৪ ॥

ললিতা। (বিহস্য সংস্কৃতেন)

সহচরি! বৃষভানুজায়া প্রাদুর্ভাবে বরত্বিষোপগতে।

চন্দ্রাবলী শতান্যপি ভবন্তি নির্দ্ধুতকান্তীনি ॥ ৪৫ ॥

কৃষ্ণঃ। (স্মিত্বা) কিং বাচাটতয়া। সন্নিকৃষ্টস্য সুরভেঃ সৌরভ্য-মনুভূয়তাং।

বিদ্যোতমানা রাধা প্রেক্ষ্যতে তাবত্তারকাবলীভিঃ। গগনে তমাল-শ্যামলেন যাবচ্চন্দ্রাবলী স্ফুরতি; তারাবলীভিঃ সহ রাধা বিশাখানক্ষত্রং। তমালশ্যামে গগনে তাবৎ বিদ্যোতমানা প্রেক্ষ্যতে। পক্ষে তারকা-বলীভির্বিশাখা প্রভৃতিভিঃ সখিভির্গগনে তমালশ্যামে ইতি ব্যপদেশেন কৃষ্ণে ॥ ৪৪ ॥

ললি। বিহস্যেতি দ্বয়োঃ পদ্যয়োরর্থমেকশ্লোকেন চূর্ণয়িষ্যে ইতি ভাবঃ। বৃষস্থভানুজনিতয়া শ্রেষ্ঠত্বিষা পক্ষে বৃষভানুজয়া রাধয়া কদৃশ্যা বরত্বিষঃ প্রাদুর্ভাবে প্রাকট্যে উপগতে প্রাপ্তে সতি ॥ ৪৫ ॥

সুরভের্বসন্তস্য।

যেহেতু—যে পর্যান্ত চন্দ্রাবলী উদিত না হন, ততক্ষণ পর্য্যন্তই তমালের ন্যায় শ্যামবর্ণ গগনে তারকাবলীর সহিত রাধা (বিশাখা-নক্ষত্র) উজ্জলভাবে শোভিতা দৃষ্টা হইয়া থাকেন। (এখানেও চন্দ্রাবলী ও রাধা এই দুইটি কথা দ্ব্যর্থবোধক এবং তমালশ্যাম শব্দে কৃষ্ণকে বুঝাইতেছে) ৪৪

ললিতা। (হাস্যপূর্ব্বক) হে সহচরি। বৃষরাশিগত ভানুজনিত শ্রেষ্ঠকান্তির প্রাদুর্ভাব ঘটিলে শত শত চন্দ্রাবলীও বিগতসৌন্দর্য্য হইয়া থাকে। ৪৫

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) বাচালতায় কি ফল লাভ হইবে? এখন বসন্ত ঋতুর প্রাদুর্ভাবজনিত সৌরভ অনুভব কর।

বৃন্দা। (সস্মিতং)

উল্লসতি ফুল্লগাত্রী কা বল্লী নাত্র মাধবেঽভ্যুদিতে।
তন্নামতঃ প্রসিদ্ধাং তথাপি তাং মাধবীং নৌমি ॥ ৪৬ ॥

পদ্মা। (সবৈমনস্যং পরিক্রম্যোচ্চৈঃ) হলা চন্দ্রাঅলি ধুত্তগোট্ঠীরঙ্গে সঙ্গমিঅ বিগ্‌ঘেসজণণীপূঅণে কীস সিঢিলাসি।

কৃষ্ণঃ। (সোপালম্ভং)

চন্দ্রাবলীং মামনুরুধ্যমানাং রুণদ্ধি পদ্মে! ভবতী বলেন।
মল্লীং তমালাভিমুখং মিলন্তীং হিংস্রেব বল্লী পুরতঃ করালা ॥

বৃন্দা। মাধবে বসন্তে কৃষ্ণে চ মাধবীং তন্নাম লতাং রাধাঞ্চ ॥ ৪৬ ॥

পদ্মা। সখি চন্দ্রাবলি ধূর্ত্তগোষ্ঠীরঙ্গে সঙ্গমিত্বা বিঘ্নেশজননীপূজনে কস্মাৎ শিথিলাসি।

কৃষ্ণঃ। মাং অনুরুধ্যমানাং মামনুরুন্ধন্তীং। দৈবাদিকস্য রুধে রূপং হিংস্রা হীংসা ইতি খ্যাতা। করালা ভয়ঙ্করী।

বৃন্দা। (মৃদুহাস্যপূর্ব্বক) মাধব আসিয়া উদিত হইলে কোন্ লতা প্রফুল্লগাত্রী না হয়? তথাপি সেই মাধবের নামে সুপ্রসিদ্ধা মাধবীলতাকে প্রণাম করি। ৪৬

(এখানে 'মাধব' শব্দে বসন্ত ঋতু বা বৈশাখ মাস এবং শ্রীকৃষ্ণ এবং "মাধবী" শব্দে মাধবীলতা ও শ্রীরাধিকা অর্থ লইয়া শ্লোকটির দুইটি অর্থ করা যাইতে পারে)।

পদ্মা। (বিষণ্ণভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে) সখি চন্দ্রাবলি! ধূর্ত্তগোষ্ঠীরঙ্গে মিলিতা হইয়া কেন গণেশজননীর পূজায় শিথিলপ্রযত্ন হইতেছ।

কৃষ্ণ। (তিরস্কারপূর্ব্বক) পদ্মে! তমালতরুর অভিমুখে মিলিত হইতে আসিলে মল্লীলতাকে যেমন করালা (অর্থাৎ ভয়ঙ্করী হিংস্রলতা) অবরুদ্ধ করিতে থাকে, তুমিও তেমনি আমাতে মিলিত হইবার অভিলাষিণী চন্দ্রাবলীকে বলপূর্ব্বক রোধ করিতেছ।

করালা। প্রবিশ্য চিট্‌ঠধ রে চিট্‌ঠধ দিটঠিআ মগ্‌গে চ্চেব লদ্ধাথ।

সর্ব্বা। (পরাবৃত্য সংভ্রমং নাটয়ন্তি ॥ ৪৭ ॥

শৈব্যা। (অপবার্য্য) হদ্ধী হদ্ধী কধং এত্থ অম্হে বিণ্ণাদা বুড্‌ঢি আএ।

করালা। অম্মো সচ্চং চ্চেঅ জপ্পিদং তাএ ণবীণীঅলম্পডাএ মক্কড়ীএ।

পদ্মা। (সখেদং শৈব্যামুখমীক্ষতে।

ললিতা। (স্বগতং) বুড্‌ঢে মক্কডি কক্‌খডিএ সক্করামক্‌খিদং মক্‌খণং দে দাইস্‌সং।

করালা। তিষ্ঠথ রে তিষ্ঠথ দিষ্ট্যা মার্গে এব লব্ধাস্থ ॥ ৪৭ ॥

শৈব্যা। পদ্মে হা ধিক্ কথমত্র বয়ং বিজ্ঞাতা বৃদ্ধয়া।

করালা অম্মো দেশভাষা ক্রোধব্যঞ্জিকা। সত্যমেব জল্পিতাং তয়া নবনীতলম্পটয়া মর্কট্যা।

ললি। বৃদ্ধমর্কটি কক্‌খটিকে শর্করারক্ষিতং নবনীতং তে দাস্যামি।

করালা। (প্রবেশপূর্ব্বক) থাক, থাক! অত্র ভাগ্যবশেই তোমাদিগকে পথেই পাইয়াছি।

সকলে। (প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সম্ভ্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন)। ৪৭

শৈব্যা। (হস্তাবরণপূর্ব্বক) হা ধিক্! হা ধিক্! আমরা যে এখানে আছি, বৃদ্ধা তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিল?

করালা। কি আশ্চর্য্য! নবনীতচোর বৃদ্ধা মর্কটী ত সত্য কথাই বলিয়াছে।

পদ্মা। (সখেদে শৈব্যার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলেন)

ললিতা। (স্বগত) বৃদ্ধা মর্কটি! কক্‌খটিকে তোমাকে শর্করামক্ষিত নবনীত দান করিব।

কৃষ্ণঃ। (অপবার্য্য) প্রিয়ে! তিরোধানায় স্থানমপি ন তে পশ্যামি। যতঃ।

সব্যে গিরিঃ স্ফুরতি দুর্গমতুঙ্গশৃঙ্গো
গাঃ পালয়ত্যহহ দক্ষিণতস্তথার্য্যঃ।
ভূঃ পৃষ্ঠতো বিরহিতা বৃতিভিঃ পুরস্তাৎ
ক্রূরা বিবেশ জরতী কতমাত্র যুক্তিঃ॥

চন্দ্রাবলী। (স্বগতং) হন্ত হন্ত। অকণ্ডকক্কসাএ ভবিদব্বতা চণ্ডালীএ চণ্ডিমা॥ ৪৮॥

করালা। (সংরম্ভমভিনীয়) পেচ্ছধ রে পেচ্ছধ ইমস্স কুসুম্ভতেল্লকজ্জলগালস্স কালভুঅঙ্গভঅঙ্করলোঅণঞ্চলস্স ভুঅঙ্গত্তণং জং বারহমগ্গং গমিদো ইমিণা সঅলাণং গোউলকুলঙ্গণাণং

চন্দ্রা। হন্ত হন্ত অকাণ্ডকর্কশায়াঃ ভবিতব্যতা চণ্ডাল্যাঃ চণ্ডিমা॥ ৪৮॥

করালা। পশ্যত ভোঃ পশ্যত অস্য কৌসুম্ভতৈলকজ্জলজালকালস্য কালভুজঙ্গভয়ঙ্করলোচনাঞ্চলস্য ভুজঙ্গত্বং। যদ্দ্বাদশমার্গং গমিতোঽনেন

কৃষ্ণ। (হস্তাবরণপূর্ব্বক) প্রিয়ে! তোমার লুক্কায়িত হইবার ত' কোন স্থানই দেখিতেছি না। যেহেতু—বাম দিকে অত্যুচ্চ শৃঙ্গসমন্বিত পর্ব্বত, ওদিকে দক্ষিণ দিকে আর্য্য বলদেব গোচারণ করিতেছেন, পশ্চাতে আবরণশূন্য ভূমি, আর অগ্রে ক্রূরস্বভাব বৃদ্ধা প্রবেশ করিল, এখন উপায় কি?

চন্দ্রাবলী। (স্বগত) হায়! হায়! অকাণ্ডে কর্কশস্বভাবা চণ্ডালিনীর কি উগ্রতা উপস্থিত হইল? ৪৮

করালা। (ক্রোধপ্রকাশপূর্ব্বক) ওহে! তোমরা দেখ দেখ, এই কৌসুম্ভ তৈলের কজ্জলের ন্যায় কালভুজঙ্গোপম ভয়ঙ্কর লোচন—কৃষ্ণের লাম্পট্য! ইহার দ্বারা গোকুল-কুলাঙ্গনাগণের মঙ্গলময় কুলধর্ম্ম নানা পথে ধাবিত হইতেছে। (এই বলিয়া শিরঃকম্পনপূর্ব্বক চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত

মঙ্গলো কুলধম্মো। (ইতি সশিরঃকম্পং দৃশৌ বিস্ফার্য্য) অরে সামালয়া কস্স এসা জাঅত্তি জাণসি। সুণাহিরে ণিসঙ্ক সুণাহি। জো কৃথু ভোইন্দস্স দুদিও অপ্পা তস্স মহামল্লস্স।

কৃষ্ণঃ। করালিকে! ততঃ কিং?

করালিকা। (সক্রোধং) সচ্চং সচ্চং তুমং বণমজ্ঝে অপ্পণং দুদিঅং রাঅণং জাণসি। সোজ্জেব্ব রাঅউলগামী গোট্ঠিণাহো অপ্পণো ললাডং তাডিস্সদি॥ ৪৯॥

সকলানাং গোকুলাঙ্গনানাং মঙ্গলং কুলধর্ম্মঃ। দ্বাস্কমার্গগতি ইতি স্ত্রীজাতিভাষেয়ং। বারহবাটে ডাবিও ইতি অপভ্রংশ খ্যাতা। অরে শ্যামল কস্যৈষা জায়েতি জানাসি শৃণু রে নিঃশঙ্কং শৃণু যঃ খলু ভোজেন্দ্রস্য দ্বিতীয় আত্মা তস্য মহামল্লস্য।

করালিকা। সত্যং সত্যং ত্বং বনমধ্যে আত্মানং দ্বিতীয়ং রাজানং জানাসি। স এব রাজকুলগামী গোষ্ঠনাথ আত্মনো ললাটং তাড়িষ্যতি। অয়ং ভাবঃ—রাজসভায়াং তব দুর্ব্বৃত্তে জ্ঞাপিতে সতি রাজদণ্ডভয়াৎ ক্বাপি বনমধ্যে লীনং ত্বামপ্রাপ্য রাজপদাতিকেন তব পিতৈব নন্দো রাজসন্নিধিং নীয়মানস্তত্র এতাদৃশো দুর্ব্বৃত্তঃ পুত্রো মে জাত ইতি লজ্জয়া দুঃখেন চ মুগ্ধো ভবিষ্যতীতি॥ ৪৯॥

করত) ওরে শ্যামলিয়া, এ কাহার ভার্য্যা তাহা জানিস্? নিশ্চিত ভাবে গ্রহণ কর্, ইনি ভোজেন্দ্র কংসের দ্বিতীয় আত্মাসদৃশ মহামল্ল গোবর্দ্ধনের ভার্য্যা।

কৃষ্ণ। করালিকে! তাহাতে কি হইবে?

করালিকা। (সক্রোধে) সত্য সত্যই তুই বনমধ্যে আপনাকে দ্বিতীয় রাজা বলিয়া মনে করিস্! সেই গোষ্ঠনাথ রাজকুলে গমন করিয়া অদ্য আপনার ললাটে করাঘাত করিবেন। (অর্থাৎ এই অপরাধের জন্য তোর পিতাকে যখন রাজা ধরিয়া লইয়া যাইবে, তখন তিনি আপনার ললাটে করাঘাতপূর্ব্বক নিজের দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিতে থাকিবেন)।

কৃষ্ণঃ। করালে! তুভ্যং শপে চন্দ্রাবলীং বিলোক্য সাধ্বসং গতোঽহমুদ্বেগমাসাদয়ামি ॥

করালা। (চন্দ্রাবলীং বিলোক্য সামর্ষং) হা ণিউঞ্জজ্জাঅরণি। আকোমারসিক্‌খিদকহ্লাহিসারকোসলে! সংরম্ভুন্নদ্ধগোবিআসহস্‌স জুট্‌ঠাহরবিম্বাভিগ্গামেত্তবিদ্ধংসিদকুলব্বদে। চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ কিং দাণিং জাএসি ॥ ৫০ ॥

ললিতা। অজ্জে! কো ক্‌খু দোসো জীঅণণাহাণুগদাএ পচ্চিমাদিসাএ বোধ দোষাপহারিণো সুরস্‌স। কিন্তু এদাণং

কৃষ্ণঃ। সাধ্বসং ভয়ং পক্ষে সাধু অসঙ্গতঃ অপ্রাপ্তসঙ্গঃ সন্ উদ্বেগং দুঃখং ॥

করালা। হা নিকুঞ্জোজ্জাগরিণি আকৌমারশিক্ষিতকৃষ্ণাভিসারকৌশলে! সংরম্ভোন্নদ্ধগোপিকাসহস্রোচ্ছিষ্টাধরবিম্বতৃষ্ণামাত্রবিধ্বংসিতকুলব্রতে তিষ্ঠ তিষ্ঠ কিমিদানীং বিভেসি ॥ ৫০ ॥

ললি। আর্য্যে কঃ খলু দোষো জীবননাথানুগতায়াঃ পশ্চিমাদিশঃ জীবননাথঃ জলাধিপবরুণব্যপদেশেন চন্দ্রাবল্যা বিশেষণং জীবননাথঃ স্বপতির্মল্লঃ বস্তুতস্তত্রাপি সরস্বতীভাষিতে জীবননাথঃ কৃষ্ণঃ। কো বা দোষাপহারিণঃ সূর্য্যস্য দোষ ইত্যনুষঙ্গঃ। দোষা রাত্রিস্তন্নাশকস্য পক্ষে

কৃষ্ণ। করালে! আমি তোমায় শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি চন্দ্রাবলীকে দেখিয়া ভীত হইয়া উদ্বেগ প্রাপ্ত হইয়াছি।

করালা। (চন্দ্রাবলীকে অবলোকনপূর্ব্বক ক্রোধভরে) হা নিকুঞ্জজাগরিণি! হা আকৌমার শিক্ষিতকৃষ্ণাভিসারকৌশলে! কামোন্মত্ত দুঃশীলা গোপিকাসহস্র কর্ত্তৃক যে কৃষ্ণের অধরবিম্ব উচ্ছিষ্ট হইয়াছে, তুই তাহারই তৃষ্ণামাত্রে কুলব্রত ধ্বংস করিলি! থাক্ থাক্, এখন আর ভয় করিতেছিস্ কেন?। ৫০

ললিতা। আর্য্যে! জীবননাথের অর্থাৎ বরুণের অনুগতা পশ্চিম দিকের এবং দোষাপহারী সূর্য্যের দোষ কি? কিন্তু ইহাদের পরস্পরের

অরুঢ় রাআণং দোণং রাত্তং উপ্পাদিঅ সঙ্গমকারিণীএ সঙ্ঝাকুট্টিণীএ চ্চেঅ পদোসাণুবন্ধিদা ॥ ৫১ ॥

করালা। জাদে! সচ্চং কহেসি। (ইতি পৌঢ় সাটোপং নাটয়ন্তী) হঞ্জে পউমিএ! পরঘরবিঘট্টিণি! কুট্টিণীকম্মলম্পডে ধুট্ঠিমণ্ডলচক্কবট্টিণি মহ হত্থাদো কহং মুক্কিস্সসি। (ইতি যষ্টিমুদযচ্ছতে)

দোষাণামপহারিণঃ কিংবা দোষায়াং রাত্রৌ অপরিহারিণঃ স্ত্রীচৌরস্য শূরস্য কৃষ্ণস্য। দোষাভাবে হেতুগর্ভবিশেষণমেতৎ শ্লেষেণ সূর্য্যপক্ষে কৃষ্ণপক্ষেঽপি। কিন্তু এতয়োরারূঢ়রাগয়োর্দ্বয়ো রাগমুৎপাদ্য সঙ্গমকারিণী সন্ধ্যা কুট্টন্যা এবং প্রদোষানুবন্ধিতা রাগং রক্তিমানং প্রদোষো রজনীমুখং তদনুবন্ধিতা। পক্ষে রাগং আসক্তিং পশ্চিমদিক্ সূর্য্যস্থানীয়য়োরসম্ভাবিতসঙ্গময়োরপি চন্দ্রাবলী-কৃষ্ণয়োঃ সঙ্গকারিণ্যাঃ সন্ধ্যাস্থানীয়পদ্মায়া এব প্রকৃষ্টদোষানুবন্ধিত্বামিত্যর্থঃ। তেন পদ্মা দৃঢ়ং তর্জ্জ্যতামিতি ভাবঃ ॥ ৫১ ॥

করালা। জাতে হে পুত্রি সত্যং কথয়সি! হঞ্জে হে চেটিকে পরগৃহবিঘট্টিকে কুট্টিনীকর্ম্ম পরমপুরুষদূত্যং তত্র লম্পটে ধৃষ্টামণ্ডলচক্রবর্ত্তিনি মম হস্তাৎ কথং মোচয়িষ্যসি।

প্রতি অনুরাগ উৎপাদনপূর্ব্বক সঙ্গমকারিণী সন্ধ্যা কুট্টিনীরই প্রকৃষ্টদোষানুবন্ধিতা বিদ্যমান। (অর্থাৎ সন্ধ্যাই পশ্চিমদিক্‌কে রক্তবর্ণা করিয়া সূর্য্যের সহিত মিলিত করিয়াছেন, তাহাতে পশ্চিমদিকের বা সূর্য্যের কোনও দোষ নাই, সন্ধ্যারই দোষ; তেমনই চন্দ্রাবলীর ও কৃষ্ণের মিলনে দূতীস্থানীয়া পদ্মারই দোষ—কৃষ্ণের বা চন্দ্রাবলীর দোষ নাই)।

করালা। বৎসে! তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ! (এই বলিয়া অতিশয় দর্পভরে) ওরে চেটিকে পদ্মে! তুই পরগৃহনাশিনী, কুট্টিনী কর্ম্মলম্পটী, এবং ধৃষ্টা রমণীগণের শিরোমণি, তুই আমার হস্ত হইতে কি প্রকারে মুক্তিলাভ করিবি? (এই বলিয়া যষ্টি উত্তোলন করিল)।

পদ্মা। (পরাবৃত্য) অজ্জে! ণ জাণে কীস খিজ্জসি। জং অম্হেহিং তুজ্ঝ সাসণং চ্চেঅ কিজ্জন্তং অত্থি।

বৃন্দা। (স্বগতং) নূনং ধূর্ত্তয়া শব্দচ্ছলমালম্বিতং পদ্ময়া। (প্রকাশং) আর্য্যে! শৈলমল্লয়োর্নামাদ্বৈতেন ভ্রান্তেয়ং মুগ্ধবালা তদস্যৈ ক্ষম্যতাং।

করালা। (যষ্টিং বিসৃজতি)

পদ্মা। (স্বগতং) ললিদে! চিট্ঠ চিট্ঠ তুহ ণিক্কদং কাদুং এসা জডিলং গচ্ছন্তী ম্হি। (ইতি নিষ্ক্রান্তা)

করালা। (চন্দ্রাবলীমালোক্য) এহি ভো কুডুঙ্গকুডুম্বিণি এহি।

(ইতি চন্দ্রাবলীমাদায় শৈব্যয়া সহ নিষ্ক্রান্তা)

পদ্মা। আর্য্যে ন জানে কস্মাৎ খিদ্যসে যদস্মাভিস্তব শাসনমেব ক্রিয়মাণমস্তি। নিজ্জউ গোঅড্ঢণস্স পাসম্মি। নীয়তাং গোবর্দ্ধনস্য পার্শ্বে ইতি ত্বয়া পূর্ব্বমাদিষ্টত্বাৎ ইতি ভাবঃ।

পদ্মা। ললিতে তিষ্ঠ তিষ্ঠ তব নিষ্কৃতিং কর্ত্তুং এষা জটিলাং গচ্ছন্ত্যস্মি।

করালা। কুঞ্জকুটুম্বিনি এহি ॥ ৫২ ॥

পদ্মা। (প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক) আর্য্যে! বুঝিতে পারিলাম না যে, আপনি কেন দুঃখপ্রকাশ করিতেছেন? আমরা ত' আপনার আদেশই পালন করিয়াছি।

বৃন্দা। (স্বগত) নিশ্চয়ই ধূর্ত্ত পদ্মা শব্দের ছল অবলম্বন করিতেছে। (প্রকাশ্যে) আর্য্যে! শৈলের ও মল্লের গোবর্দ্ধন এই নামের একতা হওয়ায় এই সরলা বালিকা ভ্রান্তা হইয়াছে, অতএব অদ্য ইহাকে ক্ষমা করুন।

করালা। (যষ্টি ত্যাগ করিল)।

পদ্মা। (স্বগত) ললিতে! থাক থাক, তোমার নিষ্কৃতি করিবার জন্য আমি এখনই জটিলার নিকট যাইতেছি। (ইহা বলিয়া প্রস্থান)

করালা। (চন্দ্রাবলীকে অবলোকনপূর্ব্বক) ওহে কুঞ্জকুটুম্বিনি, চল,

কৃষ্ণঃ। (সোচ্ছ্বাসং)! বৃন্দে! নূনং সাধিতার্থাসি ॥ ৫২ ॥

বৃন্দা। মাধবরূপিণী মাধবলক্ষ্মীর্গৌরীতীর্থে খেলতি।

তয়া চোপঢৌকিতং স্বসর্ব্বস্বমিদং দরোন্মুদ্রিতং গন্ধফলীদ্বন্দ্বং ॥

কৃষ্ণঃ। (সানন্দমাদায়) বৃন্দে! যাবদহং চারণে বয়স্যানবস্থাপ্য তত্রানুসরামি তাবদ্ভবতীভ্যামগ্রতঃ প্রস্থীয়তাম্। (ইতি নিষ্ক্রান্তঃ)

বৃন্দা। (পরিক্রম্য) ললিতে! পুরঃ পশ্যালয় কদম্বসম্রাজং।

(ইত্যুপেত্য) হন্ত হন্ত।

শক্তে পঙ্কজসম্ভবোঽপি ভবতঃ সৌভাগ্যভঙ্গীভরং

বক্তুং ন ক্ষমতে কদম্বনৃপতে বৃন্দাটবীদ্যোতিনঃ।

বৃন্দা। হে মাধব! রূপিণী রূপবতী বসন্তশোভা মাধবস্য তব লক্ষ্মীঃ শোভা রূপা সম্পত্তিরূপা বা রাধা ইতি চ। গন্ধফলীদ্বন্দ্বং চম্পকযুগং।

বৃন্দা। যস্য তব পুষ্পৈঃ কীদৃশৈঃ কৌস্তুভমবহেলয়দ্ভিঃ কীদৃশং

আমার সঙ্গে চল্। (এই বলিয়া চন্দ্রাবলীকে লইয়া শৈব্যার সহিত প্রস্থান)

কৃষ্ণ। (উচ্ছ্বাসভরে) বৃন্দে! নিশ্চয়ই তুমি মনের অভিলাষ পূর্ণ করিলে। ৫২

বৃন্দা। মাধব। তোমার সম্পত্তিস্বরূপা বসন্তলক্ষ্মীরূপা শ্রীরাধা গৌরীতীর্থে বিরাজ করিতেছেন। তিনি নিজের সর্ব্বসম্পত্তিস্বরূপ এই চম্পকপুষ্পযুগল তোমাকে উপহার প্রদান করিয়াছেন।

কৃষ্ণ। (সানন্দে গ্রহণপূর্ব্বক) বৃন্দে! যতক্ষণ আমি বয়স্যগণকে গোচারণে নিযুক্ত করিতে তথায় গমন করিতেছি, ততক্ষণ তোমরা অগ্রে সেই স্থানে গমন কর। (ইহা বলিয়া প্রস্থান)

বৃন্দা। (ভ্রমণ করিতে করিতে) ললিতে! অগ্রে কদম্বের সাম্রাজ্য নিরীক্ষণ কর। (এই বলিয়া নিকটে গমনপূর্ব্বক) কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! অহে কদম্বরাজ! বৃন্দাবন উজ্জ্বলকারী তোমার সৌভাগ্য-ভঙ্গীর

পুষ্পৈর্যস্য রমাসহোদরতয়াপুস্তাস্বরং কৌস্তুভং
দুর্ল্লীলৈরবহেলয়স্তিরভিতঃ শৌরেরুরশ্ছাদ্যতে ॥ ৫৩ ॥

ললিতা। (পুরো বিলোক্য) বৃন্দে! ইঅং বিসাহাদুদিআ ভঅবদী মাঅন্দকুড়ঙ্গে পচ্ছণ্ণং চিট্ঠদি ॥ ৫৪ ॥

বৃন্দা। (লবঙ্গলতান্তিকে রাধাং বিলোক্য) ললিতে! পশ্য পশ্য।

কিমিতঃ সুষমা বপুষ্মতী কিমভিব্যক্তিরলং গুণশ্রিয়ঃ।
অথবা প্রণয়াভিসম্পদঃ কিমিয়ং মূর্ত্তিরুদেতি রাধিকা ॥
(পুনর্নির্বর্ণ্য)
কর্ণালঙ্কৃতকমলা কুন্তলবেণীশিখরোচ্চলৎ কমলা।
করকমলাশ্রিতকমলা বিড়ম্বয়ত্যলমসৌ কমলাং ॥ ৫৫ ॥

রমাসহোদরতয়া অপিকারাৎ স্বরূপেণ চ উস্তাস্বরং দেদীপ্যমানং দুর্ল্লীলেতি তাদৃশং কৌস্তুভং হেলয়িতুং ভীতির্নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

ললি। বৃন্দে ইয়ং বিশাখাদ্বিতীয়া ভগবতী মাকন্দকুঞ্জে আম্রকুঞ্জে প্রচ্ছন্নং যথাস্যাত্তথা তিষ্ঠতি ॥ ৫৪ ॥

পুনর্নিবর্ণ্য। কমলাং লক্ষ্মীং ॥ ৫৫ ॥

আতিশয্য ব্রহ্মাও বলিতে সমর্থ নহেন। কারণ, লক্ষ্মীর সহোদরত্ব-হেতু সমুজ্জ্বল কৌস্তুভ মণিকেও গর্ব্বভরে অবহেলা করিয়া তোমার পুষ্পাবলী শ্রীকৃষ্ণের বক্ষোদেশ আবৃত করিয়া বিরাজিত থাকে। ৫৩

ললিতা। (সম্মুখে অবলোকন পূর্ব্বক) বৃন্দে! এই যে বিশাখার সহিত ভগবতী পৌর্ণমাসী আম্রকুঞ্জে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছেন। ৫৪

বৃন্দা। (লবঙ্গলতার নিকটে শ্রীরাধাকে দেখিতে পাইয়া) ললিতে! দেখ দেখ—এখানে কি সৌন্দর্য্য নিজে শরীর ধারণ করিয়া আছে, না গুণশ্রীর চরম অভিব্যক্তি অথবা প্রণয়-সম্পদের মূর্ত্তি শ্রীরাধিকারূপে উদিত হইয়াছেন ? (পুনরায় ভাল করিয়া দেখিয়া)

ইঁহার কর্ণ কমলে অলঙ্কৃত, কুন্তলবেণীর অগ্রভাগে কমল আন্দোলিত

(নেপথ্যে)।

কর্ণান্দোলিতমুগ্ধগন্ধফলিকাদ্বন্দ্বঃ * কদম্বস্রজা

সংবীতো মুরলীকরম্বিতকরশ্চূড়াঞ্চলে চন্দ্রিকা।

দূরাদেষ মনঃশিলাতিলকিনা ভালেন বিভ্রদ্দ্যুতিং

মূর্ত্তঃ খেলতি হন্ত নন্দগৃহিণীবাৎসল্যলক্ষ্মীরসঃ ॥ ৫৬ ॥

ললিতা। ণূণং ভঅবদীএ দূরে দিট্‌ঠো মাহবো জং বণ্ণীএদি।

বৃন্দা। ললিতে! সত্যমদূরবর্ত্তী মুরবৈরী।

তথাহি—

সখি! কুণ্ডলীকৃতশিখণ্ডমণ্ডলো

নটতীহ তাণ্ডবিকহূতিরণ্ডজঃ।

নেপথ্যে। নন্দগৃহিণীবাৎসল্য ইত্যনেন ব্রজেশ্বর্য্যা লালনেনৈব কৃষ্ণস্য পরমসৌন্দর্য্যং ইদং জাতং। অহো তস্যা ভাগ্যপরিপাক ইতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

ললি। নূনং ভগবত্যা দূরে দৃষ্টঃ কৃষ্ণঃ যদ্বর্ণ্যতে।

তথাহি। তাণ্ডবিক ইতি নাম্না হূতিরাহ্বানং যস্য। অণ্ডজঃ পক্ষী

হইতেছে, ইঁহার করকমলের দ্বারাও ইনি কমলকে আশ্রয় দান করিয়া সত্য সত্যই ইনি কমলাকে অতিশয় বিভূষিত করিতেছেন। ৫৫

(নেপথ্যে)! যাঁহার কর্ণদ্বয়ে মনোহারী চম্পকযুগল আন্দোলিত হইতেছে, যিনি কদম্বপুষ্পের মাল্যে পরিবৃত, মুরলী যাঁহার করের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে, যাঁহার চূড়ার অঞ্চলে ময়ূরপুচ্ছ, মনঃশিলা তিলকের দ্বারা যাঁহার ললাটদেশ জ্যোতির্ম্ময়, কি আশ্চর্য্য! সেই নন্দগৃহিণীর বাৎসল্যরস মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই দূরে ক্রীড়া করিতেছেন। ৫৬

ললিতা। নিশ্চয়ই ভগবতী দূরে মাধবকে দেখিতে পাইয়া এইরূপ বর্ণনা করিতেছেন।

বৃন্দা। ললিতে! মুরারি সত্যই অদূরবর্ত্তী, যেহেতু, হে

---

* "কর্ণান্দোলিতমুগ্ধপুষ্পকলিকাদ্বন্দ্বঃ" ইতি পাঠান্তরং দৃশ্যতে, তত্তু ন যুক্তং মন্যে।

ন কদাপি কৃষ্ণমুদিরেক্ষণঃ বিনা
মদিরেক্ষণে ! ক্ষণমপি শ্বসিত্যসৌ॥

ললিতা। সহি ! দক্খিণেণ পুন্নাঅসণ্ডং পেক্খ ণং।

বৃন্দা। (বিলোক্য সহর্ষং)

চক্রং বশীকৃতবতঃ কিল নৈচিকীনাং
বংশীনিনাদমধুনা মধুসূদনস্য।
আভীরশেখরগতিং প্রতিপাদয়ন্তী
শোভা বভূব পরমা পরমস্য যষ্টিঃ ॥

ললিতা। ণ বুত্তং দাণিং পি দোণ্ণং অণ্ণোণ্ণদংসণং কেঅলং রঙ্গিণিঅং পেক্খিঅ লঅঙ্গকুড়ঙ্গং লহেদি কহ্নে ॥ ৫৭ ॥

ময়ূরঃ। কৃষ্ণ এব মুদিরো মেঘস্তস্য ঈক্ষণং হে মদিরেক্ষণে মদিরঃ খঞ্জনঃ। ক্ষণমপি ন শ্বসিতি ন প্রাণিতি।

ললি। সখি দক্ষিণেন পুন্নাগষণ্ডং পুন্নাগসমূহং পশ্যৈনং।

ললি। ন বৃত্তমিদানীমপি দ্বয়োরন্যোঽন্যদর্শনং কেবলং রঙ্গিণীং প্রেক্ষ্য লবঙ্গকুঞ্জং লভতে কৃষ্ণঃ ॥ ৫৭ ॥

খঞ্জনলোচন ! তাণ্ডবিকনামক ময়ূর স্বীয় শিখণ্ড-মণ্ডল চক্রাকৃতি করিয়া নৃত্য করিতেছে ; কৃষ্ণমেঘ দর্শন ব্যতীত এ ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারে না॥

ললিতা। সখি ! *দক্ষিণদিকে এই পুন্নাগতরুগণকে দর্শন কর।*

বৃন্দা। (অবলোকনপূর্ব্বক সহর্ষে)

নিশ্চয়ই উক্তযাগাভীবৃন্দের ও ব্রজসমূহের বশীভূতকারী মধুসূদনের বংশী ধ্বনি এখন হইতেছে, তাঁহার যষ্টি সেই পরমপুরুষের গোপরাজতুল্য গতি প্রতিপাদনপূর্ব্বক পরমা শোভাশালিনী হইয়া বিরাজ করিতেছে।

ললিতা। এই দুই জনের এখনও পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই ; কেবল রঙ্গিণীকে দেখিয়াই কৃষ্ণ লবঙ্গকুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। ৫৭

বৃন্দা। পশ্য পশ্য।

বিস্ময়রান্ পরিতে হরিমূর্ত্তিতঃ
পরিমলানুপলভ্য কলাবতী।
ইয়মিতঃ সখি! পুণ্ড্রকমণ্ডপে
স্মিতমুখী তনুবল্লিমপাবৃণোৎ॥ ৫৮॥
(পুনর্নিরূপ্য সকৌতুকং)
ব্যক্তিং গতাভিরভিতো ভুবি পাংশুলায়াং
সদ্যঃ পদাঙ্কততিভিঃ কথিতাধ্বনোঽয়ং।
পশ্চাদুপেত্য নয়নে কিল রাধিকায়াঃ
কম্পেন পাণিযুগলেন হরির্দধার॥ ৫৯॥

বৃন্দা। পুণ্ডকমণ্ডপে মাধবীলতামণ্ডপে॥ ৫৮॥

পুনর্নিরূপ্য সকৌতুকং। রাধিকায়াঃ পশ্চাদুপেত্য হরিঃ পাণিযুগলে নয়নে দধার। কথম্ভূতায়া রাধায়াঃ পদাঙ্কততিভিঃ কথিতাধ্বনঃ। পদচিহ্নসমূহৈঃ কথিতোঽধ্বা বর্ত্ম যস্যাঃ। কীদৃশীভিঃ পদাঙ্কততিভিঃ পাংশুলায়াং ভুবি অভিতঃ ব্যক্তিং গতাভিঃ॥ ৫৯॥

বৃন্দা। দেখ, দেখ।

হরিমূর্ত্তি হইতে চতুর্দ্দিকে যে সৌরভ আকীর্ণ হইতেছে, কলাবতী রাধা তাহা অনুভব করিয়া এ স্থান হইতে মাধবীকুঞ্জে গমন করিয়া ঈষৎ হাস্যমুখী হইয়া স্বীয় তনুলতাকে আবৃত করিয়া রাখিলেন। ৫৮

(পুনরায় অবলোকনপূর্ব্বক সকৌতুকে)

ধূলিযুক্ত বনভূমিতে শ্রীরাধার পদচিহ্নের দ্বারা উদ্দিষ্ট পথের সন্ধান পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার পশ্চাতে গমনপূর্ব্বক (প্রেমভাবোত্থিত) কম্পিত হস্তযুগলের দ্বারা তাঁহার নয়নযুগল আবৃত করিয়া ধরিলেন। ৫৯

ললিতা। হন্ত হন্ত এসা পুলইদঙ্গী বামা লীলাকমলেণ তাড়েদি কমলেক্‌খণং।

বৃন্দা। পশ্য পশ্য।

ভ্রূভেদঃ স্মিতসংবৃতো নহি নহীত্যুক্তির্মদেনাকুলা
বিশ্রান্তোদ্ধতিপাণিরোধরচনং শুষ্কং তথা ক্রন্দনং।
স্পষ্টৈ যঃ সখি! রাধয়া মুহুরয়ং সঙ্গোপনোপক্রমো
ভাবস্তেন হৃদিস্থিতো মুরভিদি ব্যক্তং সমন্তাদভূৎ॥

ললি। এষা পুলকিতাঙ্গী বামা শ্রীরাধা তাড়েতি তাড়য়তি কমলেক্ষণং। সঙ্গোপনস্য উপক্রমো যঃ স্পষ্টস্তেনৈব প্রত্যুত ভাবো ব্যক্তোঽভূৎ।

ভ্রূভেদঃ ভ্রুবো বক্রিমা অসম্মতিব্যঞ্জকঃ। কীদৃশং স্মিতসংবৃতঃ? স্মিতমেব তত্র পরমসম্মতিব্যঞ্জকং নহি নহি ইত্যুক্তির্নিষেধকরণং মদেনাকুলাঃ ইতি তত্র সাত্ত্বিকবিকারঃ স্বরভেদ এব পরমবিধিব্যঞ্জকঃ পাণিরোধরচনং অনভীষ্টমেতদিতি ব্যঞ্জকং। কীদৃশং? বিশ্রান্তোদ্ধতি বিশ্রান্তা উদ্ধতিরৌদ্ধত্যং যত্র তৎ করস্পর্শেন জাতহর্ষয়োর্হস্তয়োরৌদ্ধত্যশক্ত্যভাবাৎ তেন ঔদ্ধত্যবিশ্রান্তিরেব পরমাভীষ্টব্যঞ্জিকা ক্রন্দনং দুঃখব্যঞ্জকং শুষ্কত্বমেব শুষ্কভাবব্যঞ্জকমিতি॥ ৬০॥

ললিতা। হায়! হায়! এই পুলকিতাঙ্গী বাম্যভাববতী শ্রীরাধা লীলাকমলের দ্বারা কমললোচন শ্রীহরিকে তাড়না করিতেছেন।

বৃন্দা। দেখ, দেখ।

সখি! শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে কুটিল ভ্রূভঙ্গি, তাহা মৃদুহাস্যের দ্বারা সম্মিলিত, "না" "না" এই যে কথা, তাহা সাত্ত্বিক ভাবরূপ মদে আকুলা, হস্তের দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণের হস্তসঞ্চারে বাধাপ্রদান, তাহাতে করের প্রখরতার নিবৃত্তি হইয়াছে, আর ক্রন্দন দুঃখসূচক হইলেও অন্তরের আনন্দ হেতু শুষ্কতা অবলম্বন করিয়াছে; এই প্রকারে শ্রীরাধা ভাবগোপনের জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার শ্রীহরির

ললিতা। (সংস্কৃতেন)

প্রাতিকূল্যমিব যদ্বিবৃণোতি
রাধিকা রদনখার্পণোদ্ধুরা।
কেলিকর্ম্মণি গতা প্রগল্‌ভতাং
তেন তুষ্টিমতুলাং হরির্দধৌ ॥ ৬০ ॥

বৃন্দা। (বিহস্য)

নৈরঞ্জন্যমুপেয়তুঃ পরিগলোন্মোদাশ্রুণী লোচনে
স্বেদোদ্ধূতবিলেপনং কিল কুচদ্বন্দ্বং জহৌ রাগিতাং।

বৃন্দা। নৈরঞ্জন্যং ব্রহ্মত্বং কজ্জলরাগশূন্যঞ্চ লোচনে পরিগলন্মোদাশ্রুণী সতী নৈরঞ্জন্যং উপেয়তুরিত্যন্বয়ঃ। এবং সর্ব্বরাগিতাং বিষয়াসক্তিং

প্রতি হৃদয়স্থ অতুল আসক্তির ভাবই চারি দিকে ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে। *

ললিতা। (সংস্কৃতভাষায়) দন্ত ও নখাঘাতে উদ্ধতা হইয়া শ্রীরাধা কেলিকর্ম্মে প্রগল্‌ভতা † প্রকাশ করিয়া প্রতিকুলতার ন্যায় যে ভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ অতুল আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। ৬০

বৃন্দা। (হাস্যপূর্ব্বক) লোচন দুইটি আনন্দাশ্রু বিগলিত হওয়ায়

---

* অন্তরে প্রীতি থাকিলেও স্তনাধরাদি গ্রহণে বাহিরে ব্যথিতবৎ ক্রোধকে "কুট্টমিত" কহে। যথা—

স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।
বহিঃক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ।

—উজ্জ্বলনীলমণি অনুভাববিবৃতি প্রকরণ।

সঙ্কোচ তেজিয়া প্রিয়সনে ক্রীড়া করে,
নানা রসরঙ্গে প্রগল্‌ভতা কহি তারে।

*　　*　　*　　*

পরিহাস বাক্যেতে করয়ে পরাভব।
ভর্ৎসন করয়ে কিছু কহি মিষ্টরব।

—ভক্তমাল ২৩ম মালা।

যোগৌৎসুক্যমগাদ্দুরঃ স্ফুরদিতি প্রেক্ষ্যোদয়ং সঙ্গিনাং
রাধে ! নীবিরিয়ং তব শ্লথগুণা শঙ্কে মুমুক্ষাং দধে ॥

ললিতা। কথং এদং বিঅড্ঢমিহুণং মাহবীকুড়ঙ্গন্তরিদং সংবুত্তং ॥ ৬১ ॥

বৃন্দা। রাধামাধবয়োর্মেধ্যাং কেলিমাধ্বীকমাধুরীং।
ধয়ন্নয়নভৃঙ্গঃ কস্তৃপ্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৬২ ॥

ললিতা। হলা! এদে গলন্তমরন্দং বি মাহবীপপ্ফসন্দোহং মুঞ্চিঅ কীস ভিঙ্গা পুব্বাহিমুহং ধাঅন্তি।

নৈরঞ্জন্য দ্ব্যর্থ—কুঙ্কুমাদিরাগঞ্চ যোগে পক্ষে সঙ্গমে ঔৎসুক্যং মুমুক্ষাং অপবর্গেচ্ছাং গ্রন্থীচ্যুতীচ্ছাঞ্চ।

ললিতা। কথমেতৎ বিদগ্ধমিথুনং মাধবীকুঞ্জান্তরিতং সংবৃতং ॥ ৬১ ॥

বৃন্দা। মেধ্যাং কামদোষরাহিত্যেন। প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথামিত্যুক্তরীত্যা পরমপবিত্রাং ধয়ন্ আস্বাদয়ন্ ॥ ৬২ ॥

ললিতা। সখি এতে গলন্মকরন্দমপি মাধবীপুষ্পসন্দোহং ত্যক্ত্বা কস্মাদ্ভৃঙ্গাঃ পূর্ব্বাভিমুখং ধাবন্তি।

অঞ্জনরাহিত্য পক্ষান্তরে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, কুচযুগল ঘর্ম্মাদ্বারা বিলেপন বিধৌত হওয়ায় রাগিতা (দ্ব্যর্থ—রক্তিমা পক্ষান্তরে বিষয়াসক্তি) ত্যাগ করিয়াছে, যোগে (দ্ব্যর্থ—মিলনে পক্ষে মিলন পক্ষান্তরে যোগজসিদ্ধিতে) ঔৎসুক্য হেতু বক্ষস্থল স্ফুরিত হইতেছে; হে রাধে! সঙ্গিগণের এই প্রকার অভ্যুদয় দেখিয়া তোমার নীবি গুণরহিতা (দ্ব্যর্থসূত্ররহিতা ও সত্ত্বরজোতমোরূপা ত্রিগুণরহিতা) হইয়া মুমুক্ষা (দ্ব্যর্থ—গ্রন্থিচ্যুতির ইচ্ছা, পক্ষান্তরে মুক্তির ইচ্ছা) ধারণ করিতেছে।

ললিতা। কেন, এই রসিকযুগল মাধবীকুঞ্জের অন্তরালবর্ত্তী হইলেন? । ৬১

বৃন্দা। শ্রীরাধামাধবের পবিত্র কেলিমাধ্বীকের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া কাহার নয়নভৃঙ্গ পরিতৃপ্তি লাভ না করে? ৬২

ললিতা। সখি! এই বিগলিত মকরন্দশালী মাধবী পুষ্পাবলী ত্যাগ করিয়া ভৃঙ্গগণ কেন পূর্ব্বাভিমুখে ধাবিত হইতেছে?

বৃন্দা। সখি! বিমুচ্য মাধবীমণ্ডপং নাগরমণ্ডলোত্তংসৌ প্রস্থিতৌ তয়োরামোদমুপসর্পন্তঃ ষট্পদা ধাবন্তি তদেহি লতামন্দির-মালোকনেন নন্দয়াবশ্চক্ষুষী। (ইতি পরিক্রম্য) ললিতে! পশ্য পশ্য।

মনোহারী হারস্খলিতমণিভিস্তারতরলৈঃ
পরিম্লায়ন্মাল্যো মিলিতপুরটালঙ্কৃতিকণঃ।
অয়ং কুঞ্জস্তল্পাকৃতকুসুমপুঞ্জপ্রণয়বান্
সমন্তাত্তুঙ্গং পিশুনয়তি রঙ্গং মুরভিদঃ॥ ৬৩॥

ললিতা। (নিপুণং নিরূপ্য সংস্কৃতেন)

কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গমমিলদ্ঘুসৃণাঙ্গরাগা
রাধাপদস্খলদলক্তকরক্তপার্শ্বা।
সিন্দূরবিন্দুচিতঘর্ম্মজলোঽঙ্কিতেয়ং
দূনা খিনোতি নয়নে মম পুষ্পশয্যা॥

বৃন্দা। হারাৎ স্খলিতা যে মণয়স্তৈর্মনোহারী তারো মুক্তা এব তরলঃ হারমধ্যগো যেষু তৈঃ। পিশুনয়তি সূচয়তি॥ ৬৩॥

ললি। ঘুসৃণং কুঙ্কুমং।

বৃন্দা। সখি ললিতে! মাধবীমণ্ডপ ত্যাগ করিয়া নগরসমূহের ভূষণস্বরূপ শ্রীরাধামাধব প্রস্থান করিলেন, তাঁহাদের পরিমল প্রাপ্ত হইয়া ভ্রমরগণ ধাবিত হইতেছে, অতএব এস, লতামন্দির দর্শন করিয়া নয়নযুগলের আনন্দ বিধান করি। (পরিক্রমণপূর্ব্বক) ললিতে! দেখ, দেখ। হার হইতে যে মণি ও হারমধ্য হইতে যে মুক্তা স্খলিত হইয়াছে, তাহাতে মনোহারী হওয়ায় ও অঙ্গ হইতে যে সকল অলঙ্কার খসিয়া পড়িয়াছে, তাহার স্বর্ণকণায় মাল্যসমূহ পরিম্লান হওয়ায় এই কুঞ্জস্থ কুসুমে বিরচিত প্রণয়শয্যা চারি দিকে মুরারির অত্যুচ্চ বিলাসের সূচনা করিতেছে। ৬৩

ললিতা। (পুনরায় ভাল করিয়া দেখিয়া) আহা! কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গহেতু শ্রীরাধিকার অঙ্গ হইতে যে কুঙ্কুমাঙ্গরাগ পতিত হইয়াছে, তাহার

বৃন্দা। (সবিস্ময়ং)

চিক্রীড় যা রজসি রঞ্জিতসূত্রনদ্ধ-
গোকর্ণমাত্রচিকুরা নববিদ্ধকর্ণী।
সেয়ং কুতঃ প্রবরবিভ্রমকৌশলানি
রাধাধ্যগীষ্ট বত যৈরজিতং জিগায় ॥ ৬৪ ॥

ললিতা। (পূর্ব্বতঃ প্রেক্ষ্য) বৃন্দে! পেক্খ ণাদিদূরে সরাহা-মাহবো।

বৃন্দা। যা রজসি চিক্রীড় ক্রীড়িতবতী রঞ্জিতেন সূত্রেণ বদ্ধাঃ গোকর্ণমাত্রাঃ গোকর্ণপরিমিতাশ্চিকুরা যস্যাঃ অঙ্গুষ্ঠানামিকাবিস্তারেণ গোকর্ণং ভবতি তথা হ্যুক্তমমরেণ 'প্রাদেশতালগোকর্ণাস্তজন্যাদিযুতে ততে' ইতি। নববিদ্ধৌ কর্ণৌ যস্যাঃ কুতোঽধ্যগীষ্ট কস্মাদ্গুরোঃ সকাশাদধীতবতী বত বিস্ময়ে ইদানীমেব বালিকা আসীৎ ইদানীং প্রবরতরুণী অভূদিতি ভাবঃ ॥ ৬৪ ।

ললি। বৃন্দে পশ্য নাতিদূরে সরাধামাধবঃ।

সহিত শ্রীরাধিকার পদ হইতে যে অলক্তক স্খলিত হইয়াছে, তাহার সহিত মিলিত হইয়া যাহার পার্শ্বদেশ রক্তবর্ণ হইয়াছে এবং সিন্দুরবিন্দুযুক্ত ঘর্ম্মজলে আর্দ্র হইয়া এই মলিনা পুষ্পশয্যা আমার নেত্রযুগলের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে।

বৃন্দা। (বিস্ময়ভরে) হায়! এই সে দিনও যিনি রঞ্জিতসূত্রে বিতস্তি-পরিমিত কেশবন্ধন করিয়া ধূলায় খেলা করিয়াছেন, যাঁহার কিছু দিন পূর্ব্বে মাত্র কর্ণবেধ হইয়াছে, সেই শ্রীরাধা কাহার নিকট হইতে এমন উৎকৃষ্ট বিভ্রমকৌশল শিক্ষা করিয়াছেন যে, উঁহার দ্বারা অজিত শ্রীকৃষ্ণেরও পরাজয় সাধিত হইল? ৬৪

ললিতা। (পূর্ব্বদিকে অবলোকনপূর্ব্বক) বৃন্দে! দেখ, রাধামাধব আর অধিক দূরে নাই।

বৃন্দা। শৃণুবঃ কিমাহ সংস্কৃতেন রাধা।

(নেপথ্যে। কুরু কুবলয়ং কর্ণোৎসঙ্গে লবঙ্গমভঙ্গুরং
বিকির চিকুরস্যান্তর্মল্লীস্রজং ক্ষিপ বক্ষসি।
অনঘজঘনে কাদম্বীং মে প্রলম্বয় মেখলাং
কলয়তু ন মামালীবৃন্দং হরে! নিরলঙ্কৃতিং॥ ৬৫॥

বৃন্দা। (স্মিতং কৃত্বা)
বহন্তী মঞ্জিষ্ঠারুণিততনুসূত্রোজ্জ্বলরুচী-
ন্নখাঙ্কান্ খেলোর্ম্মিস্খলিতশিখিপক্ষাবলিরিয়ং।
স্ফুরন্মুক্তাতুল্যৈরলঘুঘনঘর্ম্মাম্বুভিরলং
সমৃদ্ধা মে মেধাং মধুমথনমূর্তির্মদয়তি॥
(ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণঃ প্রসাধিতাঙ্গী রাধা চ)

নেপথ্যে। কাদম্বীং কদম্বপুষ্পরচিতাং॥ ৬৫॥
বৃন্দা। মঞ্জিষ্ঠয়া অরুণিতেভ্যো তনুসূত্রেভ্যঃ সূক্ষ্মসূত্রেভ্যোঽপি উজ্জ্বলরুচিঃ কান্তির্যেষাং তান্ নখাঙ্কান্।

বৃন্দা। এস, শ্রীরাধিকা সংস্কৃতে কি বলিতেছেন, তাহা শ্রবণ করি।
(নেপথ্যে)। হে অনঘ শ্রীকৃষ্ণ! আমার কর্ণক্রোড়ে নীলপদ্ম প্রদান কর, চিকুরের অন্তভাগে অভঙ্গুর লবঙ্গ, বক্ষোদেশে মল্লিকার মালা এবং জঘনে কদম্বপুষ্পরচিত মেখলা বিন্যাস কর। সখিগণ যেন আমাকে অলঙ্কারহীনা না দেখে। ৬৫ *
বৃন্দা। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) মঞ্জিষ্ঠার ন্যায় রক্তবর্ণ সূক্ষ্ম সূত্রের

---

* যে নায়িকা নায়কের দ্বারা স্বীয় বেশাদি রচনা করিয়া লয়, তাহাকে স্বাধীন-ভর্তৃকা কহে। এখানে শ্রীরাধিকার সেই অবস্থা প্রকাশ পাইয়াছে যথা উজ্জ্বল-নীলমণৌ—

"স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্তৃকা।
সলীলারণ্যবিক্রীড়াকুসুমাবচয়াদি কৃৎ।"
নায়িকার অধীনমতে বেশাদিরচন।
নায়ক করয়ে স্বাধীন-ভর্তৃকা লক্ষণ॥—ভক্তমাল ২৩ মালা।

কৃষ্ণঃ। নীতং তে পুনরুক্ততাং ভ্রমরকৈঃ কস্তূরিকাপত্রকং
নেত্রাভ্যাং বিফলীকৃতং কুবলয়দ্বন্দ্বঞ্চ কর্ণার্পিতং।
হারশ্চ স্মিতকান্তকান্তিভিরলং পিষ্টানুপেষীকৃতঃ
কিং রাধে! তব মণ্ডনেন নিতরামঙ্গৈরসি দ্যোতিতা॥

উভে। (উপসৃত্য) সুন্দর! ইদং পরমমঞ্জুলং বাসন্তীকুসুম-মণ্ডনং॥ ৬৭॥

কৃষ্ণঃ। ভ্রমরকৈর্ললাটলম্বিতালকৈঃ॥ ৬৬॥

দ্বারা উজ্জ্বলকান্তি নখচিহ্ন সমূহ, ক্রীড়াতরঙ্গে স্খলিত শিখিপুচ্ছাবলী এবং সুশোভিত মুক্তার ন্যায় ঘন ঘর্মবিন্দু বহনকারিণী শ্রীমধুসূদনের এই অতিশয় প্রভাশালী মূর্ত্তি আমার মেধাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে।

(অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের ও প্রসাধনকৃতা শ্রীরাধার প্রবেশ)

কৃষ্ণ। তোমার ললাটফলকে পতিত চূর্ণকুন্তল সত্ত্বেও কস্তূরিকা-রচিত তিলক পুনরুক্তি প্রাপ্ত হইল (অর্থাৎ চূর্ণকুন্তলেই কস্তূরিকা-তিলকের ন্যায় শোভা হইতেছিল, আবার তাহার রচনা না করিলেও চলিত); তোমার চক্ষু দুইটির দ্বারা কর্ণার্পিত নীলপদ্ম দুইটি ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে (অর্থাৎ আকর্ণবিশ্রান্ত নীলপদ্মের ন্যায় নয়নদ্বয় থাকিতে আর কর্ণে নীলপদ্ম ধারণ অনাবশ্যক); তোমার মৃদুহাস্যরূপ মণির দ্বারা সুন্দর শরীর শোভিত হওয়ায় মণিময় হার ধারণ পিষ্টপেষণের ন্যায় নিরর্থক হইল—হে রাধিকে! নিজের অঙ্গের দ্বারাই তুমি যখন এই প্রকারে অলঙ্কৃতা, তখন তোমার অলঙ্কার ধারণের প্রয়োজন কি?

ললিতা ও বৃন্দা উভয়ে। (নিকটে যাইয়া) হে সুন্দর! এই পরম-সুন্দর বাসন্তী কুসুমের অলঙ্কার। ৬৬

কৃষ্ণঃ। (স্তবকদ্বন্দ্বমাদায় সহর্ষং)

ধ্যেয়েন মুক্তবৃন্দস্য কাম্যমানা মুহুর্ময়া।
যুক্তা ত্বমতিমুক্তানাং শ্রেণ্যা সুশ্রোণি! সেবিতুং ॥
(ইতি রাধামবতংসয়তি) ৬৭ ॥

(নেপথ্যে)।—

অনুপরমতি যামে কামমহ্নস্তৃতীয়ে
জলদসময়লক্ষ্মীযৌবনোজ্জৃম্ভণেঽস্য।
নবযবসকদম্বৈস্তর্পিতানাং কদম্বঃ
কলয়তি সুরভীণাং গোকুলায়াভিমুখ্যং ॥ ৬৮ ॥

কৃষ্ণঃ। হে সুশ্রোণি অতিমুক্তানাং শ্রেণ্যা কর্ত্র্যা ত্বং আশু সেবিতুং যুক্তা ত্বং। কীদৃশী? মুহুর্ময়া কাম্যমানা। ময়া কীদৃশেন? মুক্তবৃন্দস্য ধ্যেয়েন কর্ত্তরি ষষ্ঠী। অতিমুক্তানাং অতিশয়েন মুক্তানাং মাধবী পুষ্পাণাঞ্চ। অতিমুক্তঃ পুণ্ড্রকঃ স্যাদ্বাসন্তী মাধবীলতেত্যমরঃ ॥ ৬৭ ॥

নেপথ্যে। অস্য সুরভীণাং কদম্বং সমূহঃ অহ্নস্তৃতীয়ে যামে প্রহরে অনুপরমতি অসমাপ্তেঽপি সতি গোকুলায় গোকুলং প্রবেষ্টুং অভিমুখং কলয়তি করোতীত্যন্বয়ঃ। অস্য কিম্ভূতে? জলদসময়লক্ষ্ম্যা বর্ষাকাল-শোভায়া যৌবনস্য বিস্তারস্য উজ্জৃম্ভণং প্রকাশো যত্র তথাভূতে ॥ ৬৮ ॥

কৃষ্ণ। (স্তবক দুইটি গ্রহণ করিয়া সহর্ষে) হে সুশ্রোণি! যাহাকে মুক্ত পুরুষ সকলের শ্রেণী ধ্যান করিয়া থাকে, সেই তুমি যখন আমা-কর্তৃক প্রার্থ্যমানা, তখন তুমি এই অতিমুক্তগণের * সেবার যোগ্য হইতেছ। (ইহা বলিয়া রাধিকার কর্ণদ্বয়ে ঐ স্তবক দুইটিকে কর্ণভূষণ করিলেন)। ৬৭

(নেপথ্যে)। অদ্য দিবসের তৃতীয় প্রহর অতীত না হইতেই বর্ষা ঋতুলক্ষ্মীর যৌবন বিস্তারিত হওয়ায় নবতৃণসমূহে পরিতৃপ্ত হইয়া ধেনুগণের দলসমূহ স্বচ্ছন্দে গোকুল প্রবেশ করিবার জন্য তদভিমুখে গমন করিতেছে। ৬৮

---

* "অতিমুক্ত" অতিমুক্ত শব্দে মাধবীলতা বুঝাইয়া থাকে।

ললিতা। রাহে! অণুজানেহি। রত্তিমণ্ডণখং তুল্লহং বসন্ত-কুসুমং গেহ্নিস্সং। (ইতি নিষ্ক্রান্তা)

কৃষ্ণঃ। (স্মিত্বা জনান্তিকং) বৃন্দে! কিঞ্চিদ্বিনোদং বিধাতুং কামোঽস্মি। তদত্র প্রিয়ায়াঃ প্রত্যয়িতেয়ং পুরো দ্রুমাধিরূঢ়া কক্খটী তয়া মম পক্ষগ্রাহিণী ক্রিয়তাং।

বৃন্দা। ভবতু যতিষ্যে।

কৃষ্ণঃ। (রাধামবেক্ষ্য) অয়ে! চন্দ্রা ইত্যর্দ্ধোক্তে কৃত্রিমসম্ভ্রমং নাটয়তি ॥ ৬৯ ॥

রাধিকা। (সখেদং) হদ্ধী হদ্ধী কধং এব্বং সুণন্তং বি ণ মে প্‌ফুড়িদং কণ্ণজুঅলং।

ললি। রাধে অনুজ্ঞাং দেহি রাত্রিমণ্ডনার্থং রাত্রৌ ভূষণার্থং দুর্ল্লভবসন্তকুসুমং গ্রহিষ্যামি।

কৃষ্ণঃ। প্রত্যায়িতা প্রতীতিকারিণী মৎপক্ষগ্রাহিণী মৎকার্য্যসহায়া।

কৃষ্ণঃ। কৃত্রিমং সম্ভ্রমেণ হে প্রিয়ে চন্দ্রাবলি ইতি গোত্রস্খলনং জ্ঞাপয়তি ॥ ৬৯ ॥

রাধি। হা ধিক্ হা ধিক্ কথমেবং শৃণ্বদ পি ন মে স্ফুটিতং কর্ণযুগলং।

ললিতা। রাধে! আদেশ কর, অদ্য রাত্রিকালের ভূষণের জন্য দুর্ল্লভ বসন্তকুসুমাবলী চয়ন করি। (ইহা বলিয়া প্রস্থান)

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক জনান্তিকে) বৃন্দে। আমার একটু আমোদ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। অতএব তুমি অগ্রে বৃক্ষারূঢ়া প্রিয়ার বিশ্বস্তা কক্খটিকে আমার পক্ষপাতিনী কর।

বৃন্দা। আচ্ছা, চেষ্টা করিব।

কৃষ্ণ। (রাধিকাকে লক্ষ্য করিয়া) "অয়ে চন্দ্রা—"

এই অর্দ্ধোচ্চারিত কথা বলিয়া বিশেষ ভুল করিয়াছেন, এইরূপ দেখাইতে লাগিলেন। ৬৯

রাধিকা। (খেদ সহকারে) হা ধিক্! হা ধিক্! এ কথা শুনিয়া আমার কর্ণযুগল স্ফুটিত হইল না কেন?

বৃন্দা। (স্বগত) পিচ্ছিকাভ্রমণেন ককৃখটীমুন্মাদ্য হরেরভীষ্টং ব্যাহারয়িষ্যে। (ইত্যলক্ষিতং তথা কৃত্বা প্রকাশং) সখি রঙ্গে! মা ভজ বৈমুখ্যং।

কৃষ্ণঃ। প্রিয়ে চন্দ্রাননে! কিমকাণ্ডে বিমনস্কাসি।

(নেপথ্যে)।—

সামিণি ইমিণা তুজ্‌ঝ মুদ্ধত্তণেণ ললিদা ণ জীবিস্‌সদি।

রাধিকা। (ঊর্দ্ধমবলোক্য স্বগতং) নিঃসন্দেহাম্হি কিদা ককৃখড়িকাএ। (প্রকাশং) পঅণ্ডং কৃখু কুলিসবিপ্‌ফুজ্জিদং কথং ডিণ্ডিমাড়ম্বরেণ সম্বরণিজ্জং হোদু। (ইতি পরাঙ্মুখী ভবতি) ॥ ৭০ ॥

নেপথ্যে। স্বামিনি অনেন তব মুগ্ধত্বেন ললিতা ন জীবয়িষ্যতি।

রাধি। নিঃসন্দেহাস্মি কৃতা ককৃখটিকয়া। প্রচণ্ডং খলু কুলিশ-বিস্ফুর্জিতং চন্দ্রা ইতি অর্দ্ধসম্বোধনধ্বনিঃ ডিণ্ডিমাড়ম্বরেণ চন্দ্রাননে ইতি পরিষ্কৃতসম্বোধনধ্বনিনা সংবরণীয়ং সঙ্গোপনীয়ং কথং ভবতু ॥ ৭০ ॥

বৃন্দা। (স্বগত) পিচ্ছিকা * ভ্রমণের দ্বারা ককৃখটীকে উন্মত্ত করিয়া শ্রীহরির অভীষ্ট বাক্য বলাইব। (ইহা বলিয়া অলক্ষিত থাকিয়া সেইরূপ করিয়া প্রকাশ্যে) সখি! সুখের সময়ে বিমুখ হইও না।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে চন্দ্রাননে! অকারণে বিমনস্কা হইলে কেন?

(নেপথ্যে)। হে স্বামিনি! তোমার এইরূপ মুগ্ধত্ব (অর্থাৎ নায়কের প্রতি অন্ধ অনুরাগ) দেখিলে ললিতা জীবিত থাকিবে না।

রাধিকা। (উর্দ্ধে অবলোকন করিয়া স্বগত) ককৃখটিকা আমাকে সন্দেহ হইতে মুক্ত করিল! (প্রকাশ্যে) বজ্রাঘাতের প্রচণ্ড শব্দ কি প্রকারে ডিণ্ডিম বাদ্যের দ্বারা সম্বরণ করা যায়? (এই বলিয়া বিমুখী হইলেন)। ৭০

---

* একপ্রকার চামরকে পিচ্ছিকা বলা হয়, ইহা ঘুরাইয়া সঙ্কেত জ্ঞাপন করা হয়।

কৃষ্ণঃ। (অপবার্য্য)।

সমরোদ্ধুরকামকার্ম্মুক শ্রীবিজয়ি ভ্রূযুগমাকুলাক্ষিপদ্মং।
বিধুরীকৃতমপ্যতিক্রুধাগ্রে মম রাধাবদনং মনো ধিনোতি ॥

(ইতি রাধাপটাঞ্চলমুচ্চাল্য) সুন্দরি! মধুরেণ সমাপ্যতাং মধুবিহারকৌতুকং।

(পুনর্নেপথ্যে)। হদ্ধী হদ্ধী ভো পউমাসিক্‌খে দুট্‌ঠসারসি!
তুমিং কি মাং কড়ক্‌খেসি তা কীস পরাণং ধারে মি ॥ ৭১ ॥

রাধিকা। (নিশ্বস্য সরোষমপসর্পন্তী) বৃন্দে! পরং কিত্তিঅং

কৃষ্ণঃ। কীদৃশং রাধাবদনং সমরোদ্ধুরস্য যুদ্ধপ্রচণ্ডস্য কামস্য কার্ম্মুক-শ্রিয়ঃ ধনুঃশোভায়াঃ অপি বিজয়িনোভ্রুর্বোর্যুগং যত্র।

পুনর্নেপথ্যে। হা ধিক্ হা ধিক্ ভো পদ্মাশিষ্যে দুষ্টসারসি ত্বমপি মাং কটাক্ষয়সি তৎ কস্মাৎ প্রাণং ধারয়ামি ইতি ককৃথটিকাবচনেন চন্দ্রাবলীপরিবারাণাং নিভৃতস্থিতিং জ্ঞাপয়তি ॥ ৭১ ॥

রাধি। বৃন্দে পরং কেবলং কিয়ন্তং বিড়ম্বিতাস্মি তজ্‌ঝটিতি বারয় এবং কপটপরিপাটীনাটকসূত্রধারং। ভুবনমারারম্ভিমুরলীশিক্ষানিঃশঙ্কং

কৃষ্ণ। (হস্তাবরণপূর্ব্বক) যাঁহার ভ্রূযুগল প্রচণ্ড যুদ্ধে নিরত কন্দর্পের ধনুর শোভাকে জয় করিতেছে, যাহাতে চঞ্চল অক্ষিযুগল পদ্মের ন্যায় বিরাজমান,—অতি ক্রোধ হইলেও সম্মুখে বিরাজিত, এই রসপূর্ণ রাধাবদন আমার মনে অতিশয় আনন্দ প্রদান করিতেছে।

(এই বলিয়া শ্রীরাধিকার বস্ত্রের অঞ্চল চালিত করিয়া)

সুন্দরি! বসন্তকালীন বিহার-কৌতুক মধুর বিহারকৌতূকের দ্বারা সমাপ্ত কর।

(পুনরায় নেপথ্যে)। হা ধিক্! হা ধিক্! ওহে পদ্মাশিষ্যা দুষ্টে সারসি! তুমিও আমাকে কটাক্ষ করিতেছ, তবে কি প্রকারে আমি প্রাণ ধারণ করিব? ৭১

রাধিকা। (নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সক্রোধে গমনপূর্ব্বক) বৃন্দে!

বিড়ম্বিদহ্মি। তা ঝত্তি বারেহী ণং কপডপরিবাডিণাডঅ-সুত্তধারং ভুঅণম্মারারত্তি মুরলীসিক্খাণীসঙ্কং করালিআ-ণত্তিণীকীড়াকুরঙ্গং।

কৃষ্ণঃ। (সানন্দস্মিতং) সখি বৃন্দে! প্রসাধয় রাধাং।

বৃন্দা। সখি রাধে! বিদগ্ধবধূনাং মূর্দ্ধন্যাসি তদকাণ্ডে কঠোর-মানকাণ্ডে নাপসারয় বল্লভকৃষ্ণসারং।

রাধিকা। (বাঢ়মবজ্ঞামভিনীয়) এত্থ অবত্থাদুং ণ জুত্তহ্মি। (ইতি নিষ্ক্রান্তা)

কৃষ্ণঃ। বৃন্দে! বলীয়সি রোষানলে সামমাধ্বীকমুদ্দীপনায়ৈব তদলমত্রানুযাত্রয়া।

ভুবনানাং মারণারম্ভবত্যৈ কন্দর্পারম্ভকারিণ্যৈ বা মুরল্যৈ যা শিক্ষা মারয় চতুর্দ্দশভুবনস্থজন্তূনিতি তয়া নিঃশঙ্কং ভুবনানাং পাপাদিভয়-রহিতং। মুরলীনাদেন কর্ণদংশিতাশ্চেদ্বয়ং ভবেম কথমস্য বশে স্যাম ইতি ভাবঃ অথচ করালিকানপ্ত্রী ক্রীড়াকুরঙ্গং বশবর্ত্তিনর্ত্তকবানরো লোকে ক্রীড়াকুরঙ্গ উচ্যতে।

রাধি। অত্রাবস্থাতুং ন যুক্তাস্মি।

কত প্রকারে কেবল বিড়ম্বিতা হইতেছি। অতএব কপটপরিপাটী নাটকের সূত্রধার,—চতুর্দ্দশ ভুবনের কন্দর্প উদ্দীপক মুরলীশিক্ষায় নিঃশঙ্ক এবং করালিকার নাতিনীর এই ক্রীড়ামৃগকে শীঘ্রই নিবারণ কর।

কৃষ্ণ। (সানন্দে মৃদু হাস্যপূর্ব্বক) সখি বৃন্দে! শ্রীরাধাকে প্রসন্ন কর।

বৃন্দা। সখি রাধে! তুমি রসিকবধূগণের চূড়ামণি, অতএব অকারণে কঠোর মানের অভিনয় করিয়া বল্লভ কৃষ্ণসারকে অপসারিত করিও না।

রাধিকা। (অত্যন্ত অবজ্ঞার অভিনয় পূর্ব্বক) এখানে অবস্থান করা আমার উচিত নহে। (এই বলিয়া প্রস্থান)

কৃষ্ণ। বৃন্দে! বলবান্ রোষানলে সন্ধিবাক্যরূপ মাধ্বীক আহুতি-দান করিলে তাহাতে অনলের উদ্দীপনাই হইয়া থাকে—অতএব এখন অনুগমন উচিত হইবে না।

বৃন্দা। কিমত্র যুক্তং।

কৃষ্ণঃ। বৃন্দে! বরবর্ণিনীবেশেন রাধাং সাধয়িতুমিচ্ছামি তদত্র ভবত্যা সমাধানমধ্যবসীয়তাং।

বৃন্দা। (সাঙ্গীকারং স্মিতং করোতি)

কৃষ্ণঃ। সখি! গৌরাঙ্গরাগসঙ্গতং বরাঙ্গনাবেষসাধং কথমত্রাভিলপ্যো।

মধুমঙ্গলঃ। (প্রবিশ্য) পিঅবয়স্স অত্থি গৌরীঘরে তহা দিব্ববেসসামগ্গী জা পউমাএ মহ হত্থে সমপ্পিদা ॥ ৭২ ॥

কৃষ্ণঃ। (সহর্ষং) বৃন্দে! গৌরীগৃহগম্ভীরিকায়াং ভবিষ্যামি তদাত্মভগিনীভাবেন সম্ভাবনীয়োঽহং। (ইতি সবয়স্যো নিষ্ক্রান্তঃ)

মধু। হে প্রিয়বয়স্য অস্তি গৌরীগৃহে তাদৃশী দিব্যবেশসামগ্রী পদ্ময়া মম হস্তে সমর্পিতং ॥ ৭২ ॥

বৃন্দা। তবে এখন কি করা সঙ্গত ?

কৃষ্ণ। বৃন্দে! এখন উত্তমা স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীরাধাকে প্রসন্ন করিতে ইচ্ছা করি—অতএব এ বিষয়ের সমাধানের চেষ্টা তোমাকেই করিতে হইবে।

বৃন্দা। (সম্মতিজ্ঞাপক হাস্য করিতে লাগিলেন)

কৃষ্ণ। সখি! গৌরাঙ্গরাগ সম্পাদক বরাঙ্গনার বেশযোগ্য দ্রব্য সকল এখানে কি প্রকারে পাইব ?

মধুমঙ্গল। (প্রবেশপূর্ব্বক) প্রিয় বয়স্য! পদ্মা ঐ প্রকার যে দিব্যবেশসামগ্রী আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল, তাহা গৌরীগৃহে রহিয়াছে। ৭২

কৃষ্ণ। (সহর্ষে) বৃন্দে! আমি গৌরীগৃহের গম্ভীরিকায় (অন্তঃপ্রকোষ্ঠে) থাকিব, তুমি আমাকে স্বীয় ভগিনীভাবে সম্যক্‌রূপে পরিচিতা করিও। (এই বলিয়া বয়স্যের সহিত প্রস্থান)

বৃন্দা। (পরিক্রম্য দূরে দৃষ্টিং ক্ষিপন্তী) চম্পকলবঙ্গবকুলান্যবচিম্বত্যোর্বয়স্তয়োরত্র স্ফুটমিদমেব সলজ্জং রাধাবৃত্তং নিবেদয়তি।

(প্রবিশ্য তথাবিধা) রাধা। সহিং! তদো অহং অণুণেদুং পউত্তং ণং অবহীরিঅ এত্থ পত্তহ্মি।

ললিতা। রাহে! ণ কৃখু তুমহ্মি কহ্নস্স গোত্তক্ খলিদং সিবিণে বি সম্ভাবীঅদিতা পইদিপমত্তাণং পস্থূণং পলাবে কিদবীসম্ভা তুমং বঞ্চিদাসি॥ ৭৩॥

বিশাখা। হদ্ধী হদ্ধী ললিদে! পেক্খ অজ্জ সোহগ্গপুণ্ণিমাহে আরদ্ধসংঘরিসা বলিণো পডিবক্খা তা বিড়ম্বিদহ্মা দব্বেণ।

রাধি। সখি ততোহহং অনুনেতুং প্রবৃত্তং এনং কৃষ্ণং অবধীর্য্য অবজ্ঞাতং কৃত্বা অত্র প্রাপ্তাস্মি।

ললি। রাধে ন খলু ত্বয়ি কৃষ্ণস্য গোত্রস্খলিতং স্বপ্নেঽপি সম্ভাব্যতে। তস্মাৎ প্রকৃতিমত্তানাং পশূনাং প্রলাপে কৃতবিস্রম্ভা ত্বং বঞ্চিতাসি॥ ৭৩॥

বিশা। হা ধিক্ হা ধিক্ ললিতে পশ্য অদ্য সৌভাগ্যপূর্ণিমাদিবসে আরব্ধসজ্ঘর্ষাৎ বলিনো বিপক্ষপক্ষাঃ তস্মাদ্বিড়ম্বিতাঃ স্ম দৈবেন।

বৃন্দা। (পরিক্রমণপূর্ব্বক দূরে দৃষ্টিপাত করিয়া) ঐ যে এখানে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, শ্রীরাধিকা তাহার বৃত্তান্ত চম্পক, লবঙ্গ ও বকুলপুষ্পচয়নকারিণী নিজের প্রিয়সখী ললিতার ও বিশাখার নিকট সলজ্জভাবে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিতেছে।

শ্রীরাধা। (ঐ অবস্থায় প্রবেশপূর্ব্বক) সখি! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ আমাকে অনুনয় করিতে আরম্ভ করিলে আমি তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া এই স্থানে চলিয়া আসিয়াছি।

ললিতা। রাধে! তোমাতে শ্রীকৃষ্ণের গোত্রস্খলন স্বপ্নেও সম্ভবপর হয় না। অতএব তুমি প্রকৃতিপ্রমত্ত পশুগণের প্রলাপে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া প্রতারিত হইয়াছ। ৭৩

বিশাখা। হা ধিক্! হা ধিক্! ললিতে! দেখ অদ্য

ললিতা। বিসাহে! সচ্চং কধেসি। এত্থ মহুসবে জই অম্হাণং মুহমালিণ্ণং সবত্তীও পেক্‌খিস্‌সন্তি তদো সোল্লুণ্ঠং কডকখন্তীপ হসিস্‌সন্তি ॥ ৭৪ ॥

রাধিকা। (স্বগতং) সাহু সহীও মন্তেদি তা কিং এত্থ শরণং।

বৃন্দা। (উপসৃত্য) ললিতে! রামানুজস্য নিদেশেন রামমুপনেতুং প্রস্থিতাস্মি।

ললিতা। কিত্তি?

বৃন্দা। বসন্তশ্রীদর্শনায়।

বিশাখা। সহি বৃন্দে! কৃখণং বিলম্বিঅ কুণ সন্ধিং।

ললি। বিশাখে সত্যং কথয়সি। অত্র মহোৎসবে যদি অস্মাকং মুখমালিন্যং সপত্ন্যঃ দ্রক্ষ্যন্তি, ততঃ সোল্লুণ্ঠং কটাক্ষং কুর্ব্বন্তঃ মর্কট্যো হসিষ্যন্তি ॥ ৭৪ ॥

রাধি। সাধু সখ্যো মন্ত্রয়ন্তি তস্মাৎ কিমত্র শরণং।

ললি। কিমর্থং।

বিশা। সখি বৃন্দে ক্ষণং বিলম্ব্য কুরু সন্ধিং।

সৌভাগ্যপূর্ণিমার দিনে এই কলহ হওয়ায় প্রতিপক্ষকুলের বললাভ হইবে, অতএব আমরা দৈবকর্তৃক বিড়ম্বিত হইয়াছি।

ললিতা। বিশাখে! সত্য কথাই বলিয়াছ। এই মহোৎসবে আমাদের মলিন মুখ দেখিয়া বিপক্ষপক্ষ পরিহাসের সহিত কটাক্ষপাত পূর্ব্বক হাস্য করিবে। ৭৪

রাধিকা। (স্বগত) সখিগণ ত' ভাল কথাই বলিতেছে। তবে এখন উপায় কি?

বৃন্দা। (নিকটে আগমনপূর্ব্বক) ললিতে! রামানুজের আদেশে রামকে আনয়ন করিবার জন্য গমন করিতেছি।

ললিতা। কি জন্য?

বৃন্দা। বসন্তশোভা দর্শনের জন্য।

বিশাখা। সখি বৃন্দে! ক্ষণকাল বিলম্বপূর্ব্বক সন্ধি কর।

বৃন্দা। সত্যং জানীহি ময়া দুষ্করোঽদ্য সন্ধিঃ।

বিশাখা। কথম্বিঅ ?

বৃন্দা। পৃচ্ছ্যতামাত্মসখী যয়াদ্য দুরুক্তিভিরপরঞ্জিতঃ কঞ্জেক্ষণঃ।

রাধিকা। (নিশ্বস্য) হলা বুন্দে ! তুমং চেঅ গদী।

বৃন্দা। (সব্যাজরোষং)

অসূয়া চণ্ডালী হৃদি পদমিতা চণ্ডি বিবিশু-
র্ন বাচস্তে পথ্যাঃ শ্রুতিসরণিসীমাঞ্চলমপি।
ইদানীমৌদাস্যং বশগমদিরাক্ষীততিরগা-
ন্মুকুন্দো নির্দ্বন্দ্বীভব সখি মুধা নিশ্বসিষি কিং ॥ ৭৫ ॥

বিশা। কথমিব।

রাধি। সখি বৃন্দে ত্বমেব গতিঃ।

বৃন্দা। হৃদি পদং স্থানং ইতা প্রাপ্তা অতএব পথ্যা বাচো ন বিবিশুঃ ॥ ৭৫ ॥

বৃন্দা। সত্যই জানিও, অদ্য এ সন্ধি আমার দ্বারা দুষ্কর।

বিশাখা। সে কিরূপ ?

বৃন্দা। তোমার যে সখী আজ দুর্ব্বাক্যের দ্বারা কমললোচনকে অপমানিত করিয়াছেন, তাঁহাকেই ইহার কারণ জিজ্ঞাসা কর।

রাধিকা। (নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সখি বৃন্দে! তুমিই আমার গতি।

বৃন্দা। (ছলপূর্ব্বক ক্রোধে। হে চণ্ডি! অসূয়া চণ্ডালী তোমার হৃদয় অধিকার করিয়াছে, হিতজনক বাক্য তোমার শ্রুতিপথের সীমাঞ্চলেও প্রবেশ করিতে পারে নাই; মুকুন্দ এখন মদিরাক্ষীগণের বশবর্ত্তী হইয়া ঔদাস্য প্রকাশ করিয়াছেন; অতএব এখন আর বৃথা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কি হইবে? এখন দ্বন্দ্বহীন হইয়া অর্থাৎ বিনা কলহে অবস্থিতি কর।

ললিতা। হলা ! কহং সো কৃখু মোহণো ?

বৃন্দা। গৌরীসদ্মনি।

ললিতা। কিং করেদি ?

বৃন্দা। নিকুঞ্জবিদ্যয়া সার্দ্ধং গোষ্ঠীং তনোতি।

তিস্রঃ। সহি ! কা কৃখু ণিউঞ্জবিজ্জা ?

বৃন্দা। (স্ফুটং বিহস্য) অহো মৌগ্ধ্যং কিশোরীণাং যদমূরতি-প্রসিদ্ধামপি নিকুঞ্জবিদ্যাং ন বিদন্তি।

তিস্রঃ। (সলজ্জং) সহি কধেহি সচ্চং ণ জাণহ্মি।

বৃন্দা। হন্ত ভো বিশুদ্ধা কা নাম সা গোকুলে বল্লববালিকাস্তি যা খলু স্বসারং মে ভাণ্ডীরদেবতাং ন জানাতি ॥ ৭৬

ললি। সখি কস্মিন্ সঃ খলু মোহনঃ।

ললি। কিং করোতি।

তিস্রঃ। সখি কা খলু নিকুঞ্জবিদ্যা।

তিস্রঃ। সখি কথয় সত্যং ন জানীমঃ।

বৃন্দা। স্বসারং ভগিনীং বস্তুতস্তু স্বস্য মম সারং কৃষ্ণং ॥ ৭৬ ॥

ললিতা। সখি বৃন্দে ! সে মোহন কোথায় ?

বৃন্দা। গৌরীগৃহে।

ললিতা। কি করিতেছেন ?

বৃন্দা। নিকুঞ্জবিদ্যার সহিত আলাপ করিতেছেন।

ললিতা, বিশাখা ও শ্রীরাধা এই তিন জনে। সখি ! নিকুঞ্জবিদ্যা কে ?

বৃন্দা। (প্রকাশ্যে হাস্যপূর্ব্বক) অহো ! কিশোরিকাদিগের কি মূঢ়তা ! যেহেতু, উহারা অতি প্রসিদ্ধা হইলেও নিকুঞ্জবিদ্যাকেও জানে না।

তিন জনে। (সলজ্জভাবে) সখি ! বল, সত্যই আমরা তাঁহাকে জানি না।

বৃন্দা। হায় কি আশ্চর্য্য ! গোকুলে বিশুদ্ধা গোপবালিকা কে আছে যে, আমার ভগিনী ভাণ্ডীরদেবতাকে না জানে ? ৭৬

ললিতা। বৃন্দে! দেহি তুমং মন্তং জেণ এদং বেসম্মং সুহোদক্কং ভবে ॥ ৭৭ ॥

বৃন্দা। সখি! গোকুলানন্দনিগূঢ়বিশ্রম্ভমণিমঞ্জুষিকেয়ং নিকুঞ্জবিদ্যা তদিমাং ভজেম। (ইতি সর্ব্বাঃ পরিক্রামন্তি)

রাধিকা। বুন্দে! এদং চ্চেঅ গোরীমণ্ডবং। তা এত্থ পবিসিঅ সণ্ণাএ কড্ঢেহি ণিউঞ্জবিজ্জং ॥ ৭৮ ॥

বৃন্দা। (কৃতোদ্গ্রীবিকমালোক্য স্বগতং) হন্ত গৌরীমিব কিশোরীং হরিং পশ্যামি। (প্রকাশং) সখ্যঃ কেবলমেকাত্র ভাণ্ডীরদেবতৈব শিখণ্ডেন কুণ্ডলং কুর্ব্বতী বর্ত্ততে।

ললি। বৃন্দে দেহি ত্বং মন্ত্রং। যেন এতদ্বৈষম্যং সুখোদর্কং ভবেৎ ॥ ৭৭ ॥

রাধি। বৃন্দে এতদেব গৌরীমণ্ডপং তদত্র প্রবিশ্য সংজ্ঞয়া সঙ্কেতাহ্বানেন কর্ষয় নিকুঞ্জবিদ্যাং ॥ ৭৮

ললিতা। বৃন্দে! তুমি আমাদিগকে পরামর্শ দাও, যাহাতে এই বৈষম্য উত্তরকালে আমাদের সুখপ্রদ হয়। ৭৭

বৃন্দা। সখি! এই নিকুঞ্জবিদ্যা, গোকুলানন্দের নিগূঢ় বিশ্বাসের মণিমঞ্জুষিকাস্বরূপা—অতএব চল, ইঁহার শরণাগত হই। (ইহা বলিয়া সকলের পরিক্রমণ)

রাধিকা। বৃন্দে! এই ত গৌরীমণ্ডপ, অতএব এই স্থানে প্রবেশ করিয়া সঙ্কেতে নিকুঞ্জবিদ্যাকে আহ্বান কর। ৭৮

বৃন্দা। (গ্রীবা উত্তোলনপূর্ব্বক দেখিয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য! হরিকে কিশোরী গৌরীর মতই দেখিতে পাইতেছি। (প্রকাশ্যে) সখিগণ! এখানে কেবল ভাণ্ডীর দেবতা একাকিনী শিখণ্ডের দ্বারা মণ্ডল রচনা করিয়া অবস্থিতি করিতেছে।

তিস্রঃ। অসচ্চসংসিণি! চিট্‌ঠ চিট্‌ঠ জং এসো তাণ্ডবীও শিখণ্ডী পঙ্গণে চিট্‌ঠদি।

বৃন্দা। হন্ত ভো দাক্ষিণ্যশূন্যাঃ স্বয়মাগত্য সাক্ষমীক্ষ্যতাং কিলাত্রানুমানেন।

ললিতা। হলা! ফুড়ং তন্দাউলদা চন্দইণো জাদা। জং ণিক্কমন্তো চন্দঅমণ্ডলী ইমিণা ণ লক্‌খিদো॥ ৭৯॥

রাধিকা। হলা! ঘরা পবিসিঅ ণিউঞ্জবিজ্জা পুচ্ছম্ম। (ইতি সর্ব্বাঃ প্রবেশ্য নাটয়ন্তি)

তিস্রঃ। অসত্যশংসিনি তিষ্ঠ তিষ্ঠ যদেষ তাণ্ডবিকশিখণ্ডী প্রাঙ্গণে তিষ্ঠতি।

ললি। সখি স্ফুটং তন্দ্রাকুলতা চন্দ্রকিনো জাতা! যৎ নিষ্ক্রমন্ চন্দ্রকমণ্ডলী অনেন ন লক্ষ্যতে॥ ৭৯॥

রাধি। সখি গৃহং প্রবিশ্য নিকুঞ্জবিদ্যাং পৃচ্ছামঃ।

তিন জনে। মিথ্যাবাদিনি! থাক থাক, যেহেতু, এই তাণ্ডবিক নামক ময়ূর প্রাঙ্গণে অবস্থান করিতেছে। *

বৃন্দা। কি আশ্চর্য্য! তোমাদের কি একটুও দাক্ষিণ্য নাই; স্বয়ং আসিয়া সাক্ষাতে অবলোকন কর, অনুমানে প্রয়োজন কি?

ললিতা। সখি! নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, ময়ূর তন্দ্রাকুল ছিল, সে জন্য শিখণ্ডধারী শ্রীকৃষ্ণকে নির্গত হইবার সময় এই ময়ূর দেখিতে পায় নাই। ৭৯

রাধিকা। সখি! আমরা গৃহে প্রবেশ করিয়া নিকুঞ্জবিদ্যাকে জিজ্ঞাসা করি। (এই বলিয়া সকলে প্রবেশের অভিনয় করিলেন)

---

* তাণ্ডবিক নামক ময়ূর শ্রীকৃষ্ণ যেখানে নাই, সেখানে অবস্থান করে না। এই জন্য এখানে শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন, এই সন্দেহ করিয়া বৃন্দাকে মিথ্যাবাদিনী বলা হইয়াছে।

জটিলা। (প্রবিশ্য) ভণিদং হ্মি পেম্মেণ পউমাএ অজ্জে জডিলিএ দিট্‌ঠিআ বড্‌ঢসি গোঅড্‌ঢণো বিঅ তুহ পুত্তো বি গোকো-ডিস্‌সরো হুবিস্‌সদি জং দিট্‌ঠং মএ অজ্জ গোরীতীথে রাহিএ গোরী আরাহীঅদি ত্তি তা গদুঅ বহুড়িঅং আসিসাহিং বড্‌ঢাইস্সং। (ইতি পরিক্রম্য রঙ্গিণীমঙ্গনে দৃষ্ট্বা সানন্দং) সাহু পউমে! সাহু অসচ্চভাসিণী ণাসি ॥ ৮০ ॥

(পুনর্নিভাল্য সখেদং) হদ্ধী হদ্ধী কহং গোরীসিংহস্‌স সিরে তাণ্ডবিও চিট্‌ঠই তা পারবট্‌ঠিঅ পুত্তং আণিস্‌সং। (ইতি ধাবন্তী নিষ্ক্রান্তা)

জটি। ভণিতাস্মি প্রেম্না পদ্ময়া আর্য্যে জটিলিকে দিষ্ট্যা বর্দ্ধসে গোবর্দ্ধন ইব তব পুত্রোঽপি গোকোটীশ্বরো ভবিষ্যতি। যদ্দৃষ্টং ময়া গৌরীতীর্থে রাধিকয়া গৌরী আরাধ্যতে ইতি। তস্মাদ্গত্বা বধূকং আশীর্ভির্বর্দ্ধয়িষ্যামি। সাধু পদ্মে সাধু অসত্যভাষিণী নাসি ॥ ৮০ ॥

পুনর্নিভাল্য সখেদং। হা ধিক্ হা ধিক্ কথং গৌরীসিংহস্য শিরসি তাণ্ডবিকস্তিষ্ঠতি। তস্মাৎ পরাবৃত্য পুত্রং আনয়িষ্যামি কৃষ্ণসঙ্গতাং বধূং দর্শয়িতুমিতি ভাবঃ।

জটিলা। (প্রবেশপূর্ব্বক) প্রেমবশতঃ পদ্মা আমাকে বলিয়াছে, আর্য্যে জটিলে! ভাগ্যবলেই তুমি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছ। গোবর্দ্ধনের ন্যায় তোমার পুত্রও গোকোটির ঈশ্বর হইবে, যেহেতু, আমি অদ্য দেখিয়াছি যে, রাধিকা গৌরীতীর্থে গৌরী-আরাধনা করিতেছেন, তবে ঐ স্থানে যাইয়া আশীর্ব্বাদের দ্বারা বধূকে বর্দ্ধিত করিব। (ইহা বলিয়া ভ্রমণপূর্ব্বক রঙ্গিণীকে অঙ্গনে দেখিয়া সানন্দে) সাধু পদ্মে! সাধু, তুমি অসত্যভাষিণী নহ।

(পুনরায় ভাল করিয়া দেখিয়া সখেদে) হা ধিক্! হা ধিক্! গৌরীসিংহের শিরে কেন তাণ্ডবিক ময়ূর বসিয়া আছে? অতএব ফিরিয়া যাইয়া পুত্রকে লইয়া আসিতেছি! (এই বলিয়া দৌড়িয়া প্রস্থান)

রাধিকা। (জনান্তিকং) সহীও পেক্‌খধ লোঅত্তরং কিম্পি গোরীএ সোন্দরিঅং ॥ ৮১ ॥

সখ্যৌ। হলা! সচ্চং সচ্চং ঠাণে কহ্নস্‌স পেম্ম বিসম্ভ সম্ভাবিদা এসা।

রাধিকা। ণং অদিট্‌ঠপুর্ব্বং সম্ভাসদুং সসম্ভমম্মি (ইত্যপত্রপং নাটয়তি)

(নেপথ্যে)।—

যামি বৃন্দে নূনং রাধয়া নাহং পরিচীয়ে।
ময়া তু সহস্রধেয়মনুভূয়মানাস্তি ॥

বৃন্দা। (স্বগতং) চিত্রং চিত্রং সাক্ষাদঙ্গনাকণ্ঠধ্বনিরেবায়ং ॥ ৮২ ॥

ধ। সখ্যঃ পশ্যত লোকোত্তরং কিমপি গৌর্য্যাঃ সৌন্দর্য্যং ॥ ৮১ ॥

সখ্যৌ। সত্যং সত্যং স্থানে কৃষ্ণস্য প্রেমবিশ্রম্ভসম্ভাবিতা এষা স্থানে যুক্তমেতদিত্যর্থঃ।

রাধি। এনাং অদৃষ্টপূর্ব্বাং সম্ভাষিতুং সসম্ভ্রমাস্মি ॥ ৮২ ॥

রাধিকা। (জনান্তিকে) সখিগণ! গৌরীগৃহের কি চমৎকার লোকাতীত শোভা! তাহা দর্শন কর। ৮১

সখীদ্বয়। সখি! সত্য সত্যই উপযুক্ত স্থানেই কৃষ্ণের প্রেমের বিশ্বস্ততার সম্ভাবনা সঙ্গত হইয়াছে।

রাধিকা। এই অদৃষ্টপূর্ব্বাকে সম্ভাষণ করিতে সম্ভ্রমযুক্তা হইতেছি। (এই বলিয়া লজ্জা প্রকাশ করিতে লাগিলেন)

(নেপথ্যে)। বৃন্দে! আমি যাইতেছি। শ্রীরাধা বলিতেছেন, আমার সহিত তাঁহার পরিচয় নাই, কিন্তু আমি উঁহাকে সহস্র বার অনুভব করিয়াছি অর্থাৎ দেখিয়াছি।

বৃন্দা। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! ইঁহার কণ্ঠধ্বনি যে সাক্ষাৎ স্ত্রীলোকের কণ্ঠধ্বনির ন্যায়। ৮২

রাধিকা। বৃন্দে! ণ জাণে কীস প্পসহং ণিউঞ্জবিজ্জাএ সিণিজ্জ, ঝদি মে হিঅঅং।

বৃন্দা। সখি! তত্ত্বং জানে ন চিত্রমিদং যদসাবপি চিরং ত্বয্যনু-রজ্যতি ॥ ৮৩ ॥

রাধিকা। (সানন্দমনুসৃত্য) হলা! ণিউঞ্জবিজ্জে কহং সো তুহ ণিউঞ্জণাঅরো।

(নেপথ্যে)। সখি! কস্তং জনো জানাতি?

ললিতা। সহি! ণিউঞ্জবিজ্জে! মুঞ্চ পরিহাসচ্ছলং। অপ্পবগ্গো দে অহ্মারিসো জণো ॥ ৮৪ ॥

(নেপথ্যে)। বাঢ়ং তত্ত্বমবিজ্ঞায় তপ্যমানঃ কৃশানুনা।

কথং শারদপদ্মাক্ষি! পারদঃ পরিলভ্যতে ॥

রাধি। বৃন্দে ন জানে কস্মাৎ প্রসভং হঠাৎকারেণ নিকুঞ্জবিদ্যয়া স্নিহ্যতে মম হৃদয়ং ॥ ৮৩ ॥

রাধি। সখি নিকুঞ্জবিদ্যে কস্মিন্ স তব নিকুঞ্জনাগরঃ।

ললি। সখি নিকুঞ্জবিদ্যে পরিহাসস্য ছলং ত্যজ। আত্মবর্গস্তে অস্মাদৃশো জনঃ। ৮৪

রাধিকা। বৃন্দে! জানি না, কি কারণে হঠাৎ নিকুঞ্জবিদ্যার প্রতি আমার হৃদয় স্নেহযুক্ত হইতেছে।

বৃন্দা। সখি! আমি তত্ত্বতঃ অবগত আছি যে, নিকুঞ্জবিদ্যাও তোমার প্রতি চিরকাল অনুরক্ত আছেন। ৮৩

রাধিকা। (আনন্দভরে নিকটে গিয়া) সখি নিকুঞ্জবিদ্যে! তোমার নিকুঞ্জনাগর কোথায়?

(নেপথ্যে)। সখি! তাঁহাকে কোন্ ব্যক্তি জানে?

ললিতা। নিকুঞ্জবিদ্যে! পরিহাস ছল ত্যাগ কর। আমাদের মত ব্যক্তি তোমার আত্মপরিবার। ৮৪

(নেপথ্যে)। হে শারদপদ্মাক্ষি! স্থিরতত্ত্ব না জানিয়া অগ্নির দ্বারা তপ্যমান হইয়া কি প্রকারে পারদ লাভ করা যাইতে পারে?

বৃন্দা। (জনান্তিকং)

স্মেরা কপোলপালী শংসতি দূত্যং নিকুঞ্জবিদ্যায়াঃ।
রাধে! মৃদুলয় তদিমাং স্নেহেনাভ্যজ্য ভব্যেন ॥

রাধিকা। হলা ণিউঞ্জবিজ্জে! কীস বুন্দেব্ব ণাণু বন্ধসি সিণেহ বন্ধং ॥ ৮৫ ॥

(নেপথ্যে)। বিধিঃ পদ্মে পাদৌ নবকদলিকে সক্থিযুগলং
মৃণালে দোর্দ্বন্দ্বং তব শশিনমাপাস্থ বদনং।
মৃদূনামর্থানাং ন কঠিনমবষ্টম্ভকমৃতে
স্থিতিঃ স্যাদিত্যন্তর্ব্যধিতহৃদয়ং ন্যূনমশনিং ॥ ৮৬ ॥

রাধিকা। বৃন্দে। পেক্খ সানুরাও হাসং পরিহসিজ্জাসি ণিউঞ্জবিজ্জাএ তা। গদুঅ মিলিস্সং। (ইতি নিষ্ক্রান্তা)

রাধি। সখি নিকুঞ্জবিদ্যে কস্মাদ্বৃন্দেব নানুবয়াসি স্নেহবন্ধং ॥ ৮৫ ॥

নেপথ্যে। বিধির্বিধাতা পদ্মে দ্বে আপাস্থ সক্থিযুগলং এবং সর্ব্বত্র মৃদূনাং পদ্মাদীনাং কাঠিন্যং কঠোরমবষ্টম্ভকং বিনা স্থিতির্ন স্যাদিতি হেতোঃ অশনিং অন্তর্হৃদয়ং ব্যধিতং অকরোৎ ॥ ৮৬ ॥

রাধি। সখি বৃন্দে পশ্য সানুরাগহাসং পরিহসিতাস্মি নিকুঞ্জবিদ্যয়া তস্মাদ্গত্বা মিলিষ্যে।

বৃন্দা। (জনান্তিকে) সখি রাধে! নিকুঞ্জবিদ্যার ঈষৎ হাস্যান্বিত কপোলশ্রেণী নিকুঞ্জবিদ্যার দৌত্যকার্য্য প্রকাশ করিতেছে, অতএব সভ্য-জনোচিত স্নেহ সহকারে ইহাকে ভজনা করিয়া ইহার মৃদুতা সম্পাদন কর।

রাধিকা। সখি নিকুঞ্জবিদ্যে! বৃন্দার ন্যায় আমাকে স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ করিতেছ না কেন? ৮৫

(নেপথ্যে)। বিধাতা পদ্মযুগলের দ্বারা তোমার পাদদ্বয়, নব-কদলীর দ্বারা উরুযুগল, মৃণালের দ্বারা বাহুযুগল, চন্দ্রের দ্বারা বদন,—কিন্তু মৃদু বস্তুগুলি কঠিন বস্তুকে অবলম্বন না করিলে অবস্থান করিতে পারে না, এই জন্য তোমার অভ্যন্তরে বিধাতা তোমার হৃদয় বজ্রের দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

রাধিকা। বৃন্দে! দেখ, নিকুঞ্জবিদ্যা সানুরাগ হাস্যসহকারে আমাকে

বৃন্দা। (সহাসং)

গোকুলরামাপ্রেয়সি নিকুঞ্জবিদ্যে ! কঠোরধীস্ত্বমসি ।
যৎ প্রবণামপি পুরতঃ পরিরভ্য সখীং ন রঞ্জয়সি ॥ ৮৭ ॥

বিশাখা। ইয়ং রাহী ণিউঞ্জবিজ্জং পরিরদ্ধু ভুঅবল্লিঅং উল্লাসেন্তী পেম্ম বিসদ্ধং জপ্পদি।

(নেপথ্যে)। হলা ! ভাণ্ডীরদেঅদে পেক্‌খ গোউলপবেসবেলা পচ্চাসীঅদি তা কারিজ্জউ তূণ্ণং অম্হেসু লীলারঙ্গসঙ্গমিদেং কহ্নস্স প্পসাও ॥ ৮৮ ॥

বৃন্দা। হে গোকুলরামাণাং প্রেয়সি পক্ষে গোকুলরামা প্রেয়স্যো যস্য কৃষ্ণস্য। বহুপ্রেয়সী রাজা ইতি "ঈয়সো বহুব্রীহাবিতি প্রতিষেধো বক্তব্য" ইতি হ্রস্বনিষেধাৎ স্ত্রীপ্রত্যয়স্যাবিকৃতত্বাৎ "যুস্ত্র্যাখ্যৌ নদী" ত্যত্র স্ত্রীপ্রত্যয়স্যৈব নদীসংজ্ঞাকরণাৎ "অম্বার্থনদ্যো হ্রস্বঃ" প্রবণাং নম্রাং॥ ৮৭

বিশা। ইয়ং রাধা নিকুঞ্জবিদ্যাং পরিরব্ধুং ভুজবল্লিকং উল্লাসয়ন্তী সতী প্রেমবিশ্রব্ধং জল্পতি।

নেপথ্যে। সখি ভাণ্ডীরদেবতে পশ্য গোকুলপ্রবেশবেলা প্রত্যাসীদতি প্রত্যাসন্না তস্মাৎ কার্য্যতাং তূর্ণ অস্মাসু লীলারঙ্গসঙ্গমিতঃ কৃষ্ণস্য প্রসাদঃ ॥ ৮৮ ॥

পরিহাস করিলেন। অতএব উঁহার নিকটে গিয়া উঁহার সহিত মিলিত হই। (ইহা বলিয়া প্রস্থান।

বৃন্দা। (সহাস্যে) হে গোকুলরামাগণের প্রেয়সী নিকুঞ্জবিদ্যে ! তোমার বুদ্ধি অতীব কঠিনা, যেহেতু, তোমার অগ্রবর্ত্তিনী এই নম্রা সখীকে আলিঙ্গনের দ্বারা তুমি তুষ্ট করিতেছ না। ৮৭

বিশাখা। এই নিকুঞ্জবিদ্যাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য এই রাধা ভুজবল্লী উত্তোলন করিয়া প্রেমবিশ্রব্ধ হইয়া কথা বলিতেছেন।

(নেপথ্যে)। সখি ভাণ্ডীরদেবতে ! দেখ, গোকুলপ্রবেশবেলা নিকটবর্ত্তিনী হইয়াছে। অতএব আমাদিগের প্রতি লীলারঙ্গরূপ সঙ্গ শীঘ্র সম্পাদিত কর, যাহাতে আমরা কৃষ্ণের প্রসাদ লাভ করিতে পারি। ৮৮

ললিতা। বুন্দে! এসা তুজ্ঝ বহিণী রাহিঅং পরিরম্ভিঅ চুম্বেদি।

বিশাখা। (সশঙ্কং) বুন্দে! দিট্‌ঠা ণিলজ্জিআএ তুজ্‌ঝ ণিউঞ্জ-বিজ্জাএ পুরিসধম্মলদ্ধদা জং এসা রাহা বক্‌খোরুহে ণহরঙ্কুরং অপ্পেহি।

বৃন্দা। (সস্মিতং) সখি! মাভ্যসূয়াং কৃথাঃ প্রেমোৎকর্ষ-বিলাসোঽয়ং।

রাধিকা। (প্রবিশ্য সোৎকম্পং সভ্রূভঙ্গং) বুন্দে! জুত্তং জুত্তং অহ্মেসু তুহ্ম জিহ্মত্তণং।

বৃন্দা। (বিহস্য) সখি! ন বেদ্মি কিং তবাকূতং।

ললি। বৃন্দে এষা তব ভগিনী রাধিকাং পরিরভ্য চুম্বতি।

বিশাখা। বৃন্দে দৃষ্টা নির্লজ্জায়াঃ নিকুঞ্জবিদ্যায়াঃ পুরুষধর্ম্মলব্ধতা। যদেষা রাধা বক্ষোরুহে নখাঙ্কুরমর্পয়তি।

শ্রীরাধা। বৃন্দে যুক্তং যুক্তং অস্মাসু তব জিহ্মত্বং কুটিলত্বং।

ললিতা। বৃন্দে! এই তোমার ভগিনী শ্রীরাধিকাকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক চুম্বন করিতেছেন।

বিশাখা। (শঙ্কাসহকারে) বৃন্দে! নির্লজ্জা নিকুঞ্জবিদ্যার পুরুষ-ধর্ম্মলব্ধতা দেখিলাম। যেহেতু ইনি শ্রীরাধিকার বক্ষোরুহে নখরাঙ্কুর অর্পণ করিতেছেন।

বৃন্দা। (মৃদুহাস্যসহকারে) সখি! ইঁহার প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিও না, ইহা প্রেমোৎকর্ষেরই বিলাস।

রাধিকা। (উৎকম্পা পুরঃসর প্রবেশপূর্ব্বক ভ্রূভঙ্গীর সহিত) বৃন্দে! তোমার এই প্রকার কুটিলতা আমাদের প্রতি উপযুক্তই বটে।

বৃন্দা। (হাস্যপূর্ব্বক) সখি! তোমার হৃদয়ের অভিপ্রায় কি, তাহা ত' অবগত নহি।

সখ্যৌ। (সস্মিতং) বৃন্দে! বিণ্ণাদা দে মোহিণীভূদা ণিউঞ্জবিজ্জা ॥ ৮৯ ॥

(ততঃ প্রবিশতি সপুত্রা জটিলা) জটিলা। বৎসাহিমণ্ণো! পেক্খ পঙ্গণে রঙ্গিণী তহ তণ্ডবিও বি সিহণ্ডী চিট্ঠদি।

অভিমন্যুঃ। অম্ব! সচ্চং কধেসি। জং দিট্ঠং মএ গোবমণ্ডলেণ সদ্ধং এক্কো জেব্ব রামো গোউলং পইট্ঠো।

জটিলা। বৎস! এষা বিসারিণী কা বি সোরত্তধারা জেব্ব তং সাহাসিঅ মিহুণং এত্থ কহেই ॥ ৯০ ॥

সখ্যৌ। বৃন্দে বিজ্ঞাতা তব মোহিনীভূতা নিকুঞ্জবিদ্যা ॥ ৮৯ ॥

জটিলা। বৎসাভিমন্যো পশ্য প্রাঙ্গণে রঙ্গিণী তথা তাণ্ডবিকোঽপি শিখণ্ডী তিষ্ঠতি।

অভি। অম্ব সত্যং কথয়সি। যস্মাদ্দৃষ্টং ময়া গোপমণ্ডলেন সার্দ্ধং এক এব রামো গোকুলং প্রবিষ্টঃ।

জটিলা। বৎস এষা বিসারিণী কাপি সৌরভ্যধারা এব তৎসাহসিকমিথুনং অত্র কথয়তি ॥ ৯০ ॥

ললিতা ও বিশাখা। (মৃদুহাস্যের সহিত) বৃন্দে! তোমার মোহিনীভূতা নিকুঞ্জবিদ্যাকে জানা গেল। ৮৯

(অনন্তর পুত্রসহিত জটিলার প্রবেশ)

জটিলা। বৎস অভিমন্যো! দেখ, প্রাঙ্গণে রঙ্গিণী ও তাণ্ডবিক নামক ময়ূর অবস্থান করিতেছে।

অভিমন্যু। মাতঃ! সত্যই বলিতেছ। যেহেতু, আমি গোপমণ্ডলের সহিত একাকী রামকে গোকুলে প্রবেশ করিতে দেখিলাম।

জটিলা। বৎস! এই স্থানে প্রসারিতা কোন সৌরভ্যধারাই সেই সাহসিক যুগলের এই স্থানে অবস্থিতির বিষয় প্রকাশ করিতেছে। ৯০

অভিমন্যুঃ। অম্ব ! ভঅবদীএ ণিদেসো বি মএ পড়িপালিদো অজ্জ সম্বুত্তো। তা দাণীং রহিঅং মহুরাপুরে ণইস্সং।

জটিলা। পুত্ত ! দিট্‌ঠিআ এক্ক দুআরং ঘরং তা দুআরভিত্তীএ লগ্‌গা ভবিত সুণহ্ম পথাবং। (ইতি তথা স্থিতৌ)

কৃষ্ণঃ। (প্রবিশ্য সস্মিতং) রাধে ! মাস্মকার্ষীরতিদুর্ল্লভেহস্মিন্নর্থে প্রার্থনাং ॥ ৯১ ॥

রাধিকা। (সনর্মস্মিতং) অই দেই ! পসীদ পসীদ।

অভি। অম্ব ভগবত্যা নিদেশোহপি ময়া প্রতিপালিতোহদ্য সংবৃত্তঃ তস্মাদিদানীং রাধিকাং মথুরাপুরে নেষ্যামি।

জটিলা। পুত্র দিষ্ট্যা একদ্বারং ঘরং গৃহং তস্মাদ্দ্বারভিত্তৌ লগ্নৌ ভূত্বা শৃণুবঃ প্রস্তাবং।

কৃষ্ণঃ। মাস্মকার্ষীরিতি প্রত্যুত্তরং পূর্ব্বঃ কৃষ্ণস্য প্রসাদঃ কার্য্যতামিত্যর্থস্য ॥ ৯১ ॥

রাধিকা। অয়ি দেবি প্রসীদ প্রসীদ।

অভিমন্যু। মা, আমি অদ্য ভগবতী পৌর্ণমাসীর আজ্ঞা সম্যক্‌রূপে প্রতিপালন করিতেছি। তৎপরে এখনই রাধিকাকে মথুরাপুরী লইয়া যাইব।

জটিলা। পুত্র ! ভাগ্যক্রমে এই ঘরের একটি মাত্র দ্বার, অতএব দ্বারভিত্তিতে সংলগ্ন হইয়া ইহাদের কথোপকথন শুনিতে পাইব। (এই বলিয়া তদ্রূপভাবে অবস্থান)

কৃষ্ণ। (প্রবেশ পূর্ব্বক মৃদুহাস্য সহকারে) রাধে ! এ অতি দুর্ল্লভ বিষয়ে প্রার্থনা করিও না। ৯১।

শ্রীরাধিকা। (পরিহাসনপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্যের সহিত) হে দেবি ! প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন।

অভিমন্যুঃ। (গৃহং প্রবিশ্য) হুঁ সাহাসিণি পচ্চক্খং হত্থাহত্থি গহিদাসি।

কৃষ্ণঃ। (স্বগতং) হন্ত! স্বরাদভিমন্যুমভিজ্ঞায় কাতরেয়ং প্রিয়া যষ্টিবদ্ভূমৌ নিপপাত।

জটিলা। (সবিস্ময়মঙ্গুল্যা দর্শয়ন্তী) পুত্ত! লোওত্তরেণ লাবণ্ণঝরেণ কা এসা গোরীঘরং উজ্জালেই।

অভিমন্যুঃ। (বিমৃষ্য) অম্ব! দেই! পসীদ পসীদ ত্তি ভণিঅ রাহিএ দণ্ডপণামো কিদোত্থি। তা এসা দিব্বরূবা মহেস-মহিসী ফুড়ং পাদুব্ভূদা।

কৃষ্ণঃ। (সহর্ষমাত্মগতং) গৌরীনেপথ্যং মম সুষ্ঠু পথ্যং বভূব।

অভি। সাহসিনি প্রত্যক্ষং হস্তাহস্তি গৃহীতাসি।

জটিলা। পুত্র লোকোত্তরেণ লাবণ্যঝরেণ প্রবাহেণ কা এষা গৌরীগৃহং উল্লাসয়তি।

অভি। অম্ব দেবী পসীদ প্রসীদ ইতি ভণিত্বা রাধয়া দণ্ডবৎ প্রণামঃ কৃতোঽস্তি তস্মাদেষা দিব্যরূপা মহেশমহিষী স্ফুটং প্রাদুর্ভূর্তা।

কৃষ্ণঃ। গৌরীনেপথ্যং প্রসাধনমেব মম সুষ্ঠু যথাস্যাত্তথা পথ্যং উপকারি বভূব কিমপি সন্দেহো নাস্তীত্যর্থঃ।

অভিমন্যু। ওরে সাহসিনি! আজ প্রত্যক্ষ তোকে হাতে হাতে ধরিয়াছি।

কৃষ্ণ। (স্বগত) হায়! কণ্ঠস্বরে অভিমন্যুকে চিনিতে পারিয়া এই প্রিয়তমা কাতরা হইয়া যষ্টির ন্যায় ভূমিতে পতিত হইলেন।

জটিলা। (সবিস্ময়ে অঙ্গুলির দ্বারা দেখাইয়া) পুত্র! কে এ লোকোত্তর লাবণ্যধারা দ্বারা গৌরীগৃহ আলোকিত করিয়াছেন?

অভিমন্যু। (বিবেচনাপূর্ব্বক) মা, "দেবী প্রসীদ, দেবী প্রসীদ" এই কথা বলিয়া রাধিকা দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছে। অতএব দেখিতেছি, এই দিব্যরূপা মহেশ-মহিষী প্রকাশ্যে প্রাদুর্ভূর্তা হইয়াছেন।

কৃষ্ণ। (সহর্ষে আত্মগত) গৌরীবেশ আমার পক্ষে যথেষ্ট উপকার-জনক হইল।

সখ্যৌ। (সানন্দং) গোবুত্তম তুহ্মাণং অম্মোড়িদেণ অম্হেহিং আরাহিজ্জন্তী গোরী পডিমাদো ণিক্কমিদা।

অভিমন্যুঃ। বিসাহে! কিং দাণিং দেইপাদে সুদুল্লহং রাহিএ অব্‌ভত্থিদং।

কৃষ্ণঃ। বীরাভিমন্যো! দারুণং কিমপি সঙ্কটং তবোপস্থিতং তন্নিবৃত্তিমিয়ং যাচতে।

অভিমন্যুঃ। (সশঙ্কং) ভঅবদি! কেরিসং তং?

কৃষ্ণঃ। বৃন্দে! তদভিব্যক্তয়ে সঙ্কুচন্তি মে বচনানি ততস্ত্বয়া কথ্যতাং।

বৃন্দা। মানিন্নভিমন্যো পরশ্বস্তং ভোজেশ্বরেণ ভৈরবায় সায়মুপহারী কর্ত্তব্যোঽসি।

সখ্যৌ। গোপোত্তম যুষ্মাকং আম্রেড়িতেন দ্বিস্ত্রিরুক্তেন অস্মাভিঃ আরাধ্যমানা গৌরী প্রতিমাতঃ নিষ্ক্রমিতা।

অভি। বিশাখে কিমিদানীং দেবীপাদে সুদুর্ল্লভং রাধয়া অভ্যর্থিতং।

অভি। ভগবতি কীদৃশং তৎ?

ললিতা ও বিশাখা। (সানন্দে) ওহে গোপোত্তম অভিমন্যো! তোমাদের পুনঃ পুনঃ আদেশে আমাদিগের দ্বারা আরাধ্যমানা গৌরীপ্রতিমা হইতে ইনি প্রাদুর্ভূতা হইয়াছেন।

অভিমন্যু। বিশাখে! এইমাত্র রাধিকা দেবীর পদে কি সুদুর্ল্লভ বর প্রার্থনা করিল!

কৃষ্ণ। হে বীর অভিমন্যো! তোমার কোনও দারুণ সঙ্কট উপস্থিত। ইনি তাহার নিবৃত্তির প্রার্থনা করিতেছেন।

অভিমন্যু। (সভয়ে) ভগবতি! সে সঙ্কট কি প্রকার?

কৃষ্ণ। বৃন্দে! সে কথা বলিতে আমার বাক্য সঙ্কুচিত হইতেছে, অতএব তুমিই তাহা বল।

বৃন্দা। মান্যবর অভিমন্যো! ভোজরাজ কংস আগামী পরশ্ব সায়ংকালে তোমাকে ভৈরবের নিকট বলি দিবে।

জটিলা। (সবৈক্লব্যং) দেই! পসীদ পসীদ জীঅপুত্তিঅং মং করেদি

রাধিকা। (সহর্ষমুত্থায়) দেই! পসীদ পসীদ।

কৃষ্ণঃ। (স্মিত্বা) রাধে! বর্ণিতমেব তে যদস্য দুর্নিবারমিদং।

রাধিকা। (সকাকুভরং প্রণম্য) হন্ত! বল্লবীউলদেঅদোকিম্পি অসক্কং দে ণত্থি। তা তুএ ণাহেণ অবিপ্পত্তঅং পসাদী কুদুঅ অণুগেহ্নীঅদু এসো জণো॥ ৯২॥

কৃষ্ণঃ। (স্মিত্বা)

বশীকৃতাত্মাস্মি বশীন্দ্রদুষ্করৈ-
স্তবাস্য রাধে! নব ভক্তিদামভিঃ।

জটিলা। জীবপুত্রকাং মাং কুরু।

রাধি। বল্লবীকুলদেবতে বল্লবীনাং কুলদেবতে বল্লবীসমূহানাং দেবতে ইতি চ। কিমপি অশক্যং তে নাস্তি। তস্মাত্ত্বয়া নাথেন অবিপ্রয়োগং প্রসাদীকৃত্য অনুগৃহ্যতাং এষঃ জনঃ নাথেনাভিমন্যুনা ইতি জটিলাং জ্ঞাপয়িতুমভিপ্রেতার্থঃ। বস্তুতস্তু ত্বয়া নাথেনেতি সামানাধিকরণ্যং॥ ৯২॥

কৃষ্ণঃ। বশীন্দ্রদুষ্করৈঃ জিতেন্দ্রিয়াণাং দুষ্করৈঃ নবভক্তিদামভিঃ তেন ত্বং সতীচূড়ামণিরসি ইতি জ্ঞাপয়তি। তৎ তস্মাৎ কৃতগোকুলস্থিতিঃ

জটিলা। (বিকলতাসহকারে) দেবি! প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন, আমাকে জীবপুত্রা করুন।

রাধিকা। (সহর্ষে উঠিয়া) দেবি! প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন।

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) রাধে! তোমার যাহা প্রার্থনা তাহা ত' দুর্নিবার্য্য।

রাধিকা। (অত্যন্ত কাতর ভাবে প্রণামপূর্ব্বক) হায়! গোপীকুল-দেবতে! আপনার পক্ষে কিছুতেই সামর্থ্যের অভাব নাই, অতএব যাহাতে নাথের সহিত বিয়োগ না হয়, তদ্বিষয়ে এই ব্যক্তিকে অনুগ্রহ করুন। ৯২

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) হে রাধে! মুনীন্দ্রগণেরও দুষ্কর

তদিষ্টসিদ্ধিং কৃতগোকুলস্থিতিঃ
সদা মদারাধনতস্ত্বমাপ্স্যসি ॥

অভিমন্যুঃ। (সোচ্ছ্বাসং) অই ভত্তজণবচ্ছলে! কদাবি মহু রাহিমুহী মএ ণ রাহিআ কাদব্বা। তা ইহ বসন্তী তুমা এসা আরাহেদু ॥ ৯৩ ॥

জটিলা। (রাধামালিঙ্গ্য) অই দোউলণন্দিণি রক্খিদহ্মি।

বৃন্দা। (অভিমন্যুমবেক্ষ্য)

বিধ্বংসয়তি হি পুংসাং সাধ্বীপরিবাদিতায়ুংসি।
পরদেবতাত্র গৌরীভাবগ্রাহিণ্যসৌ বদতু ॥

সতীত্যনেন মথুরাপ্রস্থানং বারয়তি। সদা মদারাধনত ইত্যনেন সদা বনাগমনে জটিলয়া আজ্ঞাং কারয়তি।

অভি। অয়ি ভক্তজনবৎসলে! কদাপি মথুরাভিমুখী ময়া ন রাধিকা কর্ত্তব্যা তদিহ বসন্তীং ত্বামেষা আরাধ্যতু ॥ ৯৩ ॥

জটিলা। অয়ি কুলদ্বয়ানন্দিনি রক্ষিতাস্মি।

বৃন্দা। সাধ্বীপরিবাদিতাকর্ত্রী আয়ুংসি বিধ্বংসয়তি পরদেবতেত্যনেন তদ্বাক্যে চেদ্বিশ্বাসং ন করিষ্যসি তর্হি মরিষ্যতীতি দ্যোতিতং।

তোমার নবভক্তিদামের দ্বারা আমি বশীভূত হইয়াছি, অতএব যদি তুমি সর্ব্বদা গোকুলে অবস্থান করিয়া আমার আরাধনা কর, তবে তোমার ইষ্টসিদ্ধি লাভ হইবে।

অভিমন্যু। (উচ্ছ্বাসের সহিত) অয়ি ভক্তজনবৎসলে! আমি শ্রীরাধাকে কখনও মথুরাভিমুখী করিব না। অতএব এই স্থানে অবস্থিতা আপনাকে শ্রীরাধা আরাধনা করুক। ৯৩

জটিলা। (রাধাকে আলিঙ্গন করিয়া) অয়ি কুলদ্বয়রক্ষিণি! তুমি আমাকে রক্ষা করিলে।

বৃন্দা। (অভিমন্যুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া) গৌরীভাবগ্রহণকারিণী পরদেবতা বলিতেছেন যে, সাধ্বী স্ত্রীর বৃথা নিন্দা করিলে তাহাতে পুরুষদিগের আয়ুর বিনাশ সাধিত হয়।

কৃষ্ণঃ। ধন্যাভিমন্যো কল্যাণসাধিকা তে রাধিকা।
তদস্যাং নাবিশ্রব্ধেন ভবিতব্যং ভবতা ॥

অভিমন্যুঃ। দেই! রাহীবেসং কডুঅ সুঅলেণ অম্বা মে পরিহসিজ্জই তং পেক্‌খিঅ মচ্ছরী অবুহিণ্ণো লোও মিচ্ছাহিসত্তিং উখাবেদি।

ললিতা। অহিমণ্ণো! দিট্‌ঠিআ সঅং জ্জেব্ব বীসত্থোদি।

অভিমন্যুঃ। অম্ব! এহি মম ঘরসব্বস্সাইং মথুরাপুরে ণেতুং ণিজুত্তং জণং ণিবারেম্ব। (ইত্যম্বয়া সহ হরিং প্রণম্য নিষ্ক্রান্তঃ)

অভি। দেবি রাধাবেশং কৃত্বা সুবলেন অম্বা মম পরিহস্যতে তৎ প্রেক্ষ্য মৎসরী অনভিজ্ঞো লোকো মিথ্যাভিসক্তিং কলঙ্কং উৎপাদয়তি উত্থাপয়তি।

ললি। অভিমন্যো দিষ্ট্যা স্বয়মেব বিশ্বস্তোঽসি।

অভি। অম্ব হে মাতঃ এহি মম গৃহসর্ব্বস্বানি মথুরাপত্তনে নেতুং নিযুক্তং জনং নিবারয়াবঃ।

কৃষ্ণ। অহে অভিমন্যো, তোমার—এই রাধিকা তোমার কল্যাণ-সাধিকা, অতএব তুমি কোনওক্রমে ইহাকে অবিশ্বাস করিও না!

অভিমন্যু। দেবি! শ্রীরাধাবেশ ধারণ করিয়া সুবল মাতাকে পরিহাস করে তাহা দেখিয়াই অনভিজ্ঞ মৎসরী লোকে মিথ্যা অভিসক্তির কলঙ্ক উত্থাপন করে।

ললিতা! অভিমন্যো! সৌভাগ্যবশেই তুমি স্বয়ং বিশ্বাস করিলে।

অভিমন্যু। মা, এস; আমার সমস্ত গৃহদ্রব্য মথুরায় লইয়া যাইবার জন্য আমি লোক নিযুক্ত করিয়াছি—তাহা নিবারণ করিতে হইবে। (এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক মাতার সহিত প্রস্থান)

সখ্যৌ। (রাধামাশ্লিষ্য সাশ্রুং) হা পিঅসহি কধং পামরেহিং তুমং মথুরাপুরে ণেতুং ণিচ্চিদা আসি ॥ ৯৪ ॥

পৌর্ণমাসী। (প্রবিশ্য সানন্দস্মিতং)

অঙ্গরাগেণ গৌরাঙ্গী হিরণ্যদ্যুতিহারিণা।
মামগ্রে রঞ্জয়ত্যেষা নিকুঞ্জকুলদেবতা ॥

কৃষ্ণঃ। (প্রণম্য) ভগবতি! বন্দে।

পৌর্ণমাসী। আশীঃ শতং।

হন্ত যশোদামাতর্দিষ্ট্যা ভবতাদ্য সংবর্দ্ধিতাস্মি।
যদহং রাধিকাবিচ্ছেদবেদনানামনভিজ্ঞীকৃতাঃ ॥ ৯৫ ॥

কৃষ্ণঃ। উত্তীর্ণা পরমভয়াদ্বভূব রাধা
নির্ব্বাধাজনি জরতী গতাধিসূচঃ।

সখ্যৌ। হা প্রিয়সখি কথং পামরৈঃ ত্বং মথুরাপুরে নেতুং নিশ্চিতাসি ॥ ৯৪ ॥

পৌর্ণ। যশোদামাতা যস্য হন্ত হর্ষে সাধীয়ান্ সাধুতরঃ অতিশয়-তরো বা ॥ ৯৫ ॥

ললিতা ও বিশাখা। (রাধাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ নয়নে) হায় প্রিয়সখি! এই পামর তোমাকে মথুরাপুরে লইয়া যাইবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল।

পৌর্ণমাসী। (প্রবেশপূর্ব্বক সানন্দে মৃদুহাস্যসহকারে) স্বর্ণদ্যুতি-হারি অঙ্গরাগের দ্বারা গৌরাঙ্গী সম্মুখস্থা এই নিকুঞ্জকুলদেবতা আমাকে আনন্দদান করিতেছেন।

কৃষ্ণ। (প্রণামপূর্ব্বক) ভগবতি! বন্দনা করিতেছি।

পৌর্ণমাসী। শত শত আশীর্ব্বাদ করিতেছি। ওহে যশোদানন্দন। ভাগ্যবশেই আজ তোমা কর্ত্তৃক আমি প্রচুররূপে সম্বর্দ্ধিতা হইলাম, যেহেতু, তুমি আমাকে শ্রীরাধিকার বিচ্ছেদ-বেদনায় অনভিজ্ঞা করিলে। ৯৫

কৃষ্ণ। শ্রীরাধিকা পরমভয় হইতে উত্তীর্ণা হইয়া নির্ব্বাধা হইলেন, আপনিও মনোব্যথাশূন্যা হইলেন, পরন্তু সখিগণও অদ্য নির্ভয়ে

নিঃশঙ্কং প্রমদমিতাস্তথাত্য সখ্যঃ
কর্ত্তব্যং ভবতি কিং প্রিয়ং তবাস্তি ॥

পৌর্ণমাসী। (সানন্দাশ্রং) গোকুলবন্ধো! বাঢ়মবন্ধ্যজন্মাস্মি কৃতা। তচ্চাপি কিঞ্চিদভ্যর্থয়ে।

প্রথয়ন্ গুণবৃন্দমাধুরীমধিবৃন্দাবনকুঞ্জকন্দরং।
সহ রাধিকয়া ভবান্ সদা শুভমভ্যস্যতু কেলিবিভ্রমং॥

কিঞ্চ। অন্তঃকন্দলিতাদরঃ শ্রুতিপুটীমুদ্ঘাটয়ন্ সেবতে
যস্তে গোকুলকেলিনির্ম্মলসুধাসিন্ধুত্থবিন্দূনপি।
রাধামাধবিকামধোর্মধুরিমস্বারাজ্যমস্যার্জয়ন্
সাধীয়ান্ ভবদীয়পাদকমলে প্রেমোর্ম্মিরুন্মীলতু॥

কৃষ্ণঃ। (স্মিত্বা) ভগবতি! তথাস্তু। তদেহি। গোদোহাবসরে মামপেক্ষ্য চিন্তয়িষ্যন্তৌ পিতারাববিলম্বং গোকুলং প্রবিশ্যানন্দয়াবঃ। (ইতি নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে)

আনন্দলাভ করিলেন। আপনার আর কি প্রিয় আছে, তাহাও করিব, **আজ্ঞা** করুন।

পৌর্ণমাসী। (আনন্দাশ্রুপূর্ণনেত্রে) গোকুলবন্ধো! তুমি আমার জন্ম সার্থক করিলে। তথাপি কিছু প্রার্থনা করি—তোমার গুণবৃন্দের মাধুরীর প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তুমি সর্ব্বদা শ্রীরাধার সহিত শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জকন্দরে মঙ্গলজনক কেলিবিভ্রম অভ্যাস কর।

আর যে ব্যক্তি অন্তঃকরণে আদরপূর্ব্বক কর্ণযুগল উদ্ঘাটন করিয়া তোমার গোকুলকেলিরূপ নির্ম্মল সুধাসিন্ধুর বিন্দুগুলিও সেবন করে, তাহার যেন রাধামাধবিকাময় মধুরিমাস্বারাজ্য অর্জ্জনকারী ভবদীয় পদকমলে পুণ্যময় প্রেমতরঙ্গের উদয় হয়।

কৃষ্ণ। (মৃদু হাস্যপূর্ব্বক) ভগবতি! তাহাই হইবে! অতএব আসুন, গোদোহনের কাল উপস্থিত দেখিয়া আমার জন্য চিন্তাপরায়ণ পিতা-মাতাকে অবিলম্বে গোকুলে প্রবেশ করিয়া আনন্দিত করিব। (ইহা বলিয়া সকলের প্রস্থান)

॥ * ॥ ইতি শ্রীবিদগ্ধমাধবনাটকে গৌরীতীর্থবিহারো নাম সপ্তমোঽঙ্কঃ ॥ * ॥ ৭ ॥ * ॥

রাধাবিলাসবীতাঙ্কং চতুঃষষ্টিকলাধরং।
বিদগ্ধমাধবং নাম শীলয়ন্তু বিচক্ষণাঃ ॥
নন্দসিন্ধুরবাণেন্দুসংখ্যে সংবৎসরে গতে।
বিদগ্ধমাধবং নাম নাটকং গোকুলে কৃতং ॥
শান্তশ্রিয়ঃ পরমভাগবতাঃ সমস্তা-
দ্বৈগুণ্যপুঞ্জমপি সদ্‌গুণতাং নয়ন্তি।
দোষাবলীমপরিতাপিতয়া মৃদূনি
জ্যোতীংষি বিষ্ণুপদভাঞ্জি বিভূষয়ন্তি ॥

॥ * ॥ সমাপ্তমিদং বিদগ্ধমাধবনাম নাটকং ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি সপ্তমোঽঙ্কঃ ॥ * ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিনা বিরচিতা শ্রীবিদগ্ধমাধববিবৃতিঃ সম্পূর্ণা ॥ * ॥

নন্দা নব ৯ সিন্ধুরাষ্টৌ ৮ বাণাঃ পঞ্চ ৫ ইন্দুরেকঃ ১। এবমঙ্কস্য বামাগতিরিত্যনুসারেণ জ্ঞেয়াঃ অঙ্কাঃ। সম্বৎ ১৫৮৯ ॥

ইতি শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকে গৌরীতীর্থবিহার নামক সপ্তম অঙ্ক সমাপ্ত।

শ্রীরাধার বিলাসের দ্বারা প্রতি অঙ্কে সুশোভিত চতুঃষষ্টিকলাধর বিদগ্ধমাধব নামক নাটক ভক্তিবিচক্ষণ ব্যক্তিগণ অনুশীলন করুন। নন্দসিন্ধুর বাণেন্দু সংখ্যক সম্বৎসর (অর্থাৎ নন্দা নব ৯, সিন্ধুরাষ্টৌ ৮, বাণাঃ ৫ ইন্দুরেকঃ—অতএব অঙ্কের বামাগতি অনুসারে ১৫৮৯ সম্বতে) গত হইলে গোকুলে বিদগ্ধমাধব নামক নাটক নির্ম্মিত হইল। ভাববিরহিত্বহেতু মৃদু আলোক প্রকাশকারী আকাশচারী নক্ষত্র-সমূহ যেমন রাত্রিসমূহকে বিভূষিত করে, সেইরূপ শান্তমূর্ত্তি পরম ভাগবতগণ বৈগুণ্যপুঞ্জকেও সর্ব্বতোভাবে সদ্‌গুণ প্রাপ্ত করাইয়া থাকেন।

॥ * ॥ বিদগ্ধমাধবনামক নাটক সমাপ্ত ॥ * ॥